ভাণ্ডার

জানুয়ারি উনিশশো সাতানব্বই

VOL-35
NO-Jan-Dec
1404

নেতাজি জন্মশতবর্ষ সংখ্যা

হরিপুরা ও ত্রিপুরি কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ

• সুশীল ঘোষ

• তসলীম রায়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

অন্নের সর্বত্র ঘাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুভস্য শীঘ্রম্ : চলুক বিশ্বের লোক। বেদাহম্ : আমি জানি।

৩৫৩.৩১৪
B 40৩

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি ১৯৯৭

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রায়	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

সুভাষচন্দ্র বসু (হরিপুরা — ১৯৩৮)

সুভাষচন্দ্র বসু (ত্রিপুরি — ১৯৩৯)

শতবর্ষের আলোয় নেতাজি — সুনীল ঘোষ

কেন্দ্রীয়কে নেতাজির উপদেষ্টা রমেশচন্দ্র : অসীম রায়

সমবায় সমাচার

সমবায় নীতি

- ★ স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ
- ★ সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
- ★ আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ
- ★ স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন
- ★ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার
- ★ সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা
- ★ সমষ্টির জন্য ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা ৭০০ ০০১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে আয়োজিত ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ অনুষ্ঠানে ভাষণরত
উপরে বাঁদিকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত ও ডানদিকে রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল এবং
নীচে বাঁদিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ ও ডানদিকে প্রবীণ নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী

সম্পাদকীয়

শতবর্ষে নেতাজি

১৩২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বলমাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে।"

এ প্রবন্ধ যখন লেখা তখনও সুভাষচন্দ্র ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করেননি।

সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর এবং তাঁর স্বাধীনতার জন্য অদম্য আপোষহীন সংগ্রামী চেতনার প্রতি সশ্রদ্ধচিত্তে কবি লিখেছেন "স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"

এ সময়ের কিছু পরে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ করেন।

২৩শে জানুয়ারি '৯৭ সুভাষচন্দ্রের জন্ম শতবর্ষ পূর্তি দিবস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার নবনব মূল্যায়ন ঘটে। ইতিহাস অতীব নিষ্ঠুর। যা কিছু মিথ্যা — যা কিছু প্রতারণাময় — তা যতই লাবণ্যময় হোক না কেন — কালের বিচারে তার স্বরূপ একদিন উদ্ঘাটিত হয়। একদা যারা খ্যাতির চূড়ায় নিঃসঙ্গ প্রভাব বিস্তারে ব্রতী হন — পরবর্তীকালে তারা সমস্ত অসাধারণত্ব হারিয়ে সামান্য মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে নেমে আসেন কঠিন কঠোর ভূপৃষ্ঠের উপর। বাংলাদেশ থেকে যেসব ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের বিচারে এখনও মহান ও মহাকাব্যিক যুগোত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী — শ্রীচৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কালের আবহবিকারে তারা এখনও অক্ষয় সমুন্নতির অধিকারী। আর সে কারণেই সুভাষচন্দ্রের জন্ম শতবর্ষপূর্তি দিবসে আমাদের অহংকার উদ্বুদ্ধ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটানো সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ছিল। তিনি যেমন ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতেন — বিশ্বাস করতেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনায়, তেমনি ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যের প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। চৈতন্যদেব ও বিবেকানন্দ তার চেতনার উচ্চকোটিতে স্থান পেয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ভারতে যথার্থ জাতীয় বুর্জোয়া চরিত্র বিকাশ লাভ করেনি। শিল্পপতি-বণিকশ্রেণী ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণীর মদতপুষ্ট হয়েই প্রতিপালিত হয়েছে। তাদের প্রয়াস ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে তাদের যে কোন নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল তাও নয়।

ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের প্রতি এদের সমর্থন যে তাদের মতাদর্শ গঠনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সে কারণে যে কোন ধরনের সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সুভাষচন্দ্রের ছিল তীব্র ঘৃণা। পরাধীনতার গ্লানি তাকে অস্থির করেছে ছাত্রাবস্থা থেকেই। যখনই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কোন আন্দোলন দেশের যে কোন প্রান্তে গড়ে উঠেছে তার সমর্থনের জন্য তিনি অশান্ত হয়ে উঠেছেন। মানুষ হিসাবে তার জীবন ছিল স্বচ্ছ - স্পষ্ট ও সরল আন্তরিকতাপূর্ণ। এখানেই তার মহত্ব। দেশিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গোর্কি লিখেছিলেন, "Life is arranged in such a devilishly artful manner that one must be able to hate in order to sincerely love.

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু নেতারই ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি কোন তীব্র ঘৃণা ছিল না। তাই তাদের দেশের প্রতি ভালবাসাও প্রশ্নাতীত নয়।

আজ দেশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে সময় প্রবল আদর্শবোধ, আত্মত্যাগের সদিচ্ছা এবং আপোষহীন সংগ্রামই সেই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে।

সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব সে কারণে অপরিমেয় গুরুত্বের অধিকারী। সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। প্রতিদিন তার ডাক শোনা যায়। ■

স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮৬৩, ১২ জানুয়ারি	কলকাতায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম।
১৮৮১	গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের সাথে পরিচয়
১৮৮৬	সন্ন্যাসী হিসাবে দীক্ষা গ্রহণ।
১৮৯০	হিমালয়ে গমন।
১৮৯০ জুলাই থেকে ১৮৯২ ডিসেম্বর	ভারত পরিক্রমা।
১৮৯৩, ৩১ মে	আমেরিকা যাত্রা।
১৮৯৩, ১১ সেপ্টেম্বর	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় ভাষণ।
১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত প্রান্তে ভ্রমণ ও পশ্চিমে বেদান্তের বাণী প্রচার।
১৮৯৬	আমেরিকায় বেদান্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৭	ভারতে (মাদ্রাজে) প্রত্যাবর্তন ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ।
১৮৯৮, মে	কলকাতায় প্লেগ রোগ সেবা নিয়ে ত্রাণকার্যের আয়োজন।
১৮৯৯, জানুয়ারি	বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা ও তার কাজ শুরু।
১৮৯৯, মার্চ	মায়াবতীতে (আলমোড়া) অদ্বৈত আশ্রমের কাজ শুরু।
১৮৯৯, জুন	ভারত ছেড়ে আবার পশ্চিমে পাড়ি।
১৯০০, আগস্ট	ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা থেকে প্যারিসে আগমন।
১৯০০, ডিসেম্বর	ভারতে প্রত্যাবর্তন ও বেলুড় মঠে অবস্থান।
১৯০২, ৪ জুলাই	বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের তিরোধান।

কবিতা

জন্মশতবর্ষে লহ প্রণাম

পরিমল চৌধুরী

আজ থেকে শতবর্ষ আগে
জন্মেছিলে পরাধীন মাতৃভূমে।
শপথ নিয়েছিলে এক কঠিন
দেশমাতাকে করবে স্বাধীন।
দেশ ছেড়ে চলে গেলে
সবকিছু ত্যাগ করে,
বিদেশে গড়লে তুমি বিরাট
এক আজাদ হিন্দ বাহিনী।
ঝাঁপিয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে
তাড়াতে ইংরেজ বাহিনী।
তারপর হঠাৎ একদিন হ'ল
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
শোনা গেল তুমি নেই
তুমি নাকি মারা গেছ।
কেহ বলে ষড়যন্ত্রে আবার
কেহ বলে দুর্ঘটনায়।
কি লাভ এ নিয়ে অযথা
শুধু বিতর্ক বাড়িয়ে।
তুমি তো বেঁচে রয়েছ আজও
দেশবাসীর অন্তর মন্দিরে।
জন্মশতবর্ষে নেতাজি লহ প্রণাম
স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিকের।

নেতাজি

ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কথা কত না শুনেছি
কৈশোর থেকে যৌবনে
সঁপেছিলে প্রাণ করিতে স্বাধীন
এই দেশটাকে অনে প্রাণে।

শাসকের প্রতি ছিল কি তোমার
অহৈতুকী রুদ্ধ রোষ
মুক্তিযুদ্ধে একাকী সেনানী
নিহত নায়ক সুভাষ বোস।

আজকে প্রৌঢ় স্বাধীন দেশ
(তবু) দেশভরা দেখ অবিশ্বাস
উত্তরসূরি আমরা সবাই
গণশক্তির নাভিশ্বাস।

তুমিই একাকী নেতাজি ছিলে
দেশজননীর সুসন্তান
কি আর বলিবে বাক্যবাগীশ
জানায় তোমাকে শত প্রণাম।।

সুভাষচন্দ্র বসু (হরিপুরা — ১৯৩৮)

সুভাষচন্দ্র বসু
(১৮৯৭ - ?)

জন্ম ১৮৯৭ সালে। শিক্ষা কটকের র‍্যাভেন্স কলেজ। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য চাকুরি থেকে পদত্যাগ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সুযোগ্য অনুগামী হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ১৯২১ সালে সভাপতি নির্বাচিত। ১৯২৯ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও সভাপতি। ১৯৩০ সালে কলকাতা পুরসভার মেয়র। গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৩০-৩১ সালে কারাবরণ। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের সভাপতি। পরবর্তী বছরে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী অধিবেশনে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে অন্তরীণ অবস্থার অবসান এবং গুপ্ত জার্মানিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়াস। ১৯৪০ সালে সিঙ্গাপুরের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের নেতৃত্ব রাসবিহারী বসুর নিকট থেকে অধিগ্রহণ। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি প্রতিষ্ঠা। সুভাষচন্দ্রের সৈন্যপতে। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী কোহিমা ও ইম্ফল ভূখন্ডে পদার্পণ। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে ভারতীয় মুক্তি ফৌজের পশ্চাদ অপসরণ। ১৯৪৫ সালের ১৮ই অগস্ট তাইপেতে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের কথা প্রচারিত, কিন্তু এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নেতাজি অনুরাগী অসংখ্য মানুষ তীব্রভাবে সন্দিহান।

আগামী বছরের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে আমাকে নির্বাচন করে আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন তাতে আমি গভীরভাবে অভিভূত। এই বিরাট সম্মানের জন্য নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। এই নির্বাচনকে আমি আপনাদের নবীন ও নেতৃত্বে যুবক শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবেই মেনে নিয়েছি। যুবকদের সমবেত অবদান ব্যতীত আমাদের লড়াই আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা কখনই সম্ভব হত না। অনেকটা ভয়ে ভয়েই আমি আজ সেই মঞ্চে উঠেছি যে মঞ্চকে দেশের শ্রেষ্ঠ পুত্রকন্যারা এতদিন অলংকৃত করেছেন। আমার এই দোষত্রুটি সম্বন্ধে আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। আমার আশা ও প্রার্থনা এই যে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পেলে আমি অন্তত কিছুটা কাজ করে আপনাদের দেওয়া উচ্চাসনের মর্যাদা রাখতে পারবো।

আমরা যদি সমস্ত মানবজাতির ইতিহাস বিবেচনা করে দেখি তাহলে প্রথমেই যা নজরে পড়বে তা হল সাম্রাজ্যগুলির উত্থান ও পতন। পূর্বে ও পশ্চিমে সাম্রাজ্যগুলি দিন দিন আকারে বেড়েছে এবং সমৃদ্ধির শিখরে ওঠার পর আস্তে আস্তে প্রাধান্য হারিয়েছে। কখনও বা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। অতীতের রোমান সাম্রাজ্য এবং আধুনিক সময়ের অস্ট্রো হাঙ্গেরীয়ান ও তুর্কী সাম্রাজ্যগুলি এই আইনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতবর্ষের মৌর্য, গুপ্ত ও মোগল সাম্রাজ্যগুলিও এই আইনের আওতার বাইরে যেতে পারে না। ইতিহাসের এইসব বাহ্য ঘটনার কথা মনে রেখে এমন কথা কি কেউ বলতে পারেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যে অন্য কিছু রয়েছে? ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আজ এই সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯১৭ সালে জারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং তার ছাই থেকে বেরিয়ে আসে ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিকস্। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার সময় গ্রেট ব্রিটেনের আজও রয়েছে। সে কি তা করবে?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রাজনীতিতে এক অদ্ভুত বর্ণসঙ্কর ঘটনা। এটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী দেশ, আধা আত্মনিয়ন্ত্রণকারী দেশ ও সরাসরি শাসিত উপনিবেশের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। সাংবিধানিক উপায়ে ও মনুষ্য বুদ্ধির জোরে হয়তো কিছুকালের জন্য এই সংশ্লিষ্ট কার্যকরী থাকতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য তা সম্ভব নয়। যদি আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিগুলি সময়মতো সারানো না হয় তাহলে বাইরের চাপ ছাড়াও আভ্যন্তরীণ মারামারিতেও সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে বাধ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে কি এক ধাক্কায় নিজেকে স্বাধীন দেশসমূহের সংগঠনে পরিবর্তন করা সম্ভব? ব্রিটিশ জনসাধারণই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। অবশ্য একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। এরকম পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন ব্রিটেনের জনসাধারণ নিজেদের ঘরে স্বাধীন হবে — যখন গ্রেট ব্রিটেন একটি সমাজতন্ত্রিক দেশে পরিণত হবে।

প্রত্যেক সাম্রাজ্যই 'ভাগ করো ও শাসন করো' নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু অন্যের সন্দেহ যে পৃথিবীর কোনও সাম্রাজ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো এত সূক্ষ্মভাবে ব্যবস্থাপূর্বক ও নৃশংসভাবে এই নিয়ম মেনে কাজ করতে পারেনি। এই নিয়মের সাথে সঙ্গতি রেখে আইরিশ জনসাধারণের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দেবার আগে আয়ারল্যান্ড থেকে আলস্টারকে আলাদা করে নেওয়া হয়। একইভাবে প্যালেস্টিনীয়দের হাতে ক্ষমতা দেবার আগেই ইহুদিদের থেকে আরবদের পৃথক করা হবে। শাসনক্ষমতা পরিবর্তনের সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য আভ্যন্তরীণ ভাগাভাগির প্রয়োজন দেখা দেয়। নয়া ভারতীয় সংবিধানেও একই ভাগাভাগির নীতি ভিন্ন আকারে দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে এমনভাবে আলাদা করে রাখার চেষ্টা চলছে যাতে পারস্পরিক বোঝাপড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফেডারেল পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষের শাসক নৃপতিদের সাথে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নৈকট্য রয়েছে। হয়তো ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সম্মিলিত বিরোধিতার জন্য বা এতে যোগদানে রাজ্যদের অসম্মতির জন্য নয়া সংবিধান বাতিল হয়ে যাবে। সন্দেহ নেই যে সেক্ষেত্রে

ব্রিটিশ বুদ্ধি অন্য কোনও সাংবিধানিক উপায়ে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করবে ও ভারতীয় জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। সে কারণে হোয়াইট হলে রচিত যে কোনও ভারতীয় সংবিধানই সযত্নে ও সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।

এই মুহূর্তে নানা কারণেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জ্বালা যন্ত্রণায় ভুগছে। সাম্রাজ্যের একেবারে পশ্চিমে রয়েছে আয়ারল্যান্ড আর একেবারে পূর্বে রয়েছে ভারতবর্ষ। মাঝখানে রয়েছে প্যালেস্টাইন আর তার পাশে মিশর ও ইরাক। সাম্রাজ্যের বাইরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইতালী ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে। সুদূর প্রাচ্যে একই কাজ করছে জাপান। উভয় দেশই সাম্রাজ্যী, আক্রমণাত্মক ও সাম্রাজ্যবাদী। এই অশান্ত পটভূমিকায় রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, যার অস্তিত্ব আজ প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর কতদিন এই চাপ সহ্য করতে পারবে?

ভারতীয় ঐক্যের কথা নিয়ে আলোচনার সময় যা আমাদের বিশেষভাবে আলোড়িত করে তা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের সমস্যা। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস মাঝে তার মতামত জানিয়েছে। ১৯৩৭ সনের অক্টোবরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সংখ্যালঘুদের নিয়ে যা বলা হয়েছে তা-ই এই ব্যাপারে সর্বশেষ মতামত বলা হয়েছে, যথাযথ গাম্ভীর্যের সাথে কংগ্রেস বরাবর ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করার কাজকে কংগ্রেস কর্তব্য হিসাবে গণ্য করে। সংখ্যালঘুদের উন্নতির জন্য সববকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অধিকতর মাত্রায় অংশগ্রহণের সুবিধা করে দেওয়াই কংগ্রেসের লক্ষ্য। কংগ্রেস এমন এক স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের চিত্র করে যেখানে কোনও এক শ্রেণীর বা দল বা সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের সুবিধামতো অন্য দলকে ব্যবহার করতে পারবে না। সেই ভারতবর্ষে সর্বসাধারণের হিতের জন্য ও দেশের প্রগতির কথা ভেবেই সবাই একত্রিত হবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কাজ করে যাবেন। ঐক্যের উদ্দেশ্য এবং সকলের স্বাধীনতার জন্য সহযোগিতা বলতে অবশ্য একথা বোঝায় না যে ভারতবর্ষের অতি মূল্যবান বৈচিত্র্যকে দাবিয়ে রাখতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক দলকে ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী বিকাশের সুযোগ দিতে হবে এবং সে কারণেই ভারতীয় বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

যেহেতু এই ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চলেছে, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি তার নীতি আবার জানিয়ে দিতে চায়। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবে কংগ্রেস বলেছে :

১। মতামত প্রকাশের, দলগঠনের এবং অস্ত্রহীন হয়ে জনায়েতের অধিকার প্রত্যেক ভারতীয়ের রয়েছে। জমায়েতের উদ্দেশ্য আইন বা নৈতিকতার পরিপন্থী হবে না।

২। প্রত্যেক নাগরিকের বিবেকের স্বাধীনতা থাকবে। আইন ও নৈতিকতার বিরোধিতা না করে খোলাখুলিভাবে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

৩। সংখ্যালঘু ও বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক এলাকার লোকেদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং লিপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। আইনের চোখে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান।

৫। সাধারণ চাকরি, ক্ষমতা বা সম্মানের চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদিতে ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গের কারণে কোনও ভারতীয়কে অযোগ্য বিবেচনা করা চলবে না।

৬। কূপ, পুকুর, রাস্তা, বিদ্যালয়, রাজ্যের বাইরে ভ্রমণস্থান, স্থানীয় ভাণ্ডার অথবা ব্যক্তিবিশেষের ধন যা সাধারণের ব্যবহারের কথা, ইত্যাদি বিষয়ে সব নাগরিকের সমানাধিকার থাকবে। নাগরিকদের কর্তব্য পালন করতে হবে।

৭। সব ধর্মের প্রতি সমান নিরাপত্তা বজায় রাখবে।

৮। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৯। ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ ও যে কোনও অংশে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার প্রত্যেক ভারতীয়ের থাকবে। তিনি যে কোনও অংশে সম্পত্তি কিনতে বা যে কোনও ব্যবসা করতে পারবেন। ফৌজদারী মামলা চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার থাকবে।

ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত যে কোনও প্রশ্নে তাদের সাথে সমঝোতা রেখেই কংগ্রেস এগিয়ে যেতে চায়। একাজে তাদের শুভেচ্ছাও দরকার, কারণ উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য এক। উভয়পক্ষই ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতীয়দের উন্নতির জন্য চিন্তাভাবনা করছে।

এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট সময় আজ এসেছে। আমার বিশ্বাস যে সমস্ত কংগ্রেসীরাই আমার সাথে একমত যে জাতীয়তাবাদের মৌলিক নীতিগুলির সাথে সঙ্গতি রেখেই আমরা সাধ্যমত কাজ করে এক আপোষ মীমাংসার সূত্র বার করতে পারবো। কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। অতীতের অধিবেশনগুলিতে এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এই প্রশ্নের অনেকটা উত্তর ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আমি কেবল এই বলতে চাই যে উভয়পক্ষে প্রযোজ্য স্বার্থের উপর জোর দিয়ে আমরা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ অনেকটা অনায়াসেই দূর করতে পারি। ধর্ম বিষয়ে থাকা ও থাকতে দেবার নীতি এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে সমঝোতাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমি এখন ভবিষ্যতে কংগ্রেসের পন্থা ও জাতীয় লড়াইয়ে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি যে লড়াইয়ের পন্থা হবে সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগিতা। আইন অমান্যও এরই অন্তর্ভুক্ত। এই পন্থাকে পরোক্ষ প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। সত্যাগ্রহ বলতে আমি যা বুঝেছি তা হল এটি কেবলমাত্র পরোক্ষ প্রতিরোধ নয়, প্রত্যক্ষ প্রতিরোধও বটে। অবশ্য প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ সব সময়ে অহিংস থাকতে বাধ্য। দেশবাসীকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দিন আবার আসছে। প্রদেশগুলি চালানোর দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। এখন কথা মনে

করার কোনও কারণ নেই, যে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ কঠোরভাবে সাংবিধানিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। এমন সম্ভাবনা সব সময়েই রয়েছে যে যদি ভোর ভরে আমাদের ঘাড়ে এমন একটা ফেডারেশন চাপিয়ে দেওয়া হয় যার বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে, তাহলে আমরা হয়তো এক বিশাল আইন অমান্যের জন্য প্রচার চালাবো।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে দুটি পথের একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতা না পাচ্ছি ততদিন আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে পারি এবং ইতিমধ্যে এগিয়ে যাবার পথে যেসব ক্ষমতা পাব তা নিতে অস্বীকার করতে পারি। আবার, পূর্ণ স্বরাজের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে যেতে আমরা আমাদের অবস্থা অনেক সুসংহত করতে পারি। নীতির বিচারে উভয়পন্থাই গ্রহণযোগ্য এবং এ ব্যাপারে আগে থেকেই মাথা ঘামানো অনুচিত। অবশ্য প্রতি পর্যায়েই চিন্তা করা উচিত যে দেশের অগ্রগতির জন্য কোন্ পন্থা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। উভয়পন্থাই আমাদের একই পরিণতিতে নিয়ে যাবে। ব্রিটেনের সাথে আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হবে। যখন এই সম্পর্কে ছেদ পড়বে এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের কোনও চিহ্নও থাকবে না, তখন আমরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনা করে এক চুক্তি মারফত ব্রিটেনের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থির করতে পারব। ব্রিটেনের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কিরকম হবে তা আজই বলা যাচ্ছে না ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির উপর তা অনেকটা নির্ভর করবে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি খুবই অভিভূত। আয়ার-এর রাষ্ট্রপতির মতো আমিও বলতে চাই যে ব্রিটিশ জনসাধারণের সাথে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। আমরা গ্রেট ব্রিটেনের সাথে লড়াই করতে এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে তা ঠিক করার আগে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। সন্তিকারের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাবার পর আমাদের সাথে ব্রিটিশ জনগণের মধুর সম্পর্ক স্থাপনের কোনও বাধা থাকার কথা নয়।

আমাদের দেশের লড়াইয়ের ইতিহাসে কংগ্রেসের স্থান সম্বন্ধে অনেকের ধারণা আজও পরিষ্কার নয়। আমি এমন অনেক বন্ধুকে জানি যাঁরা বিশ্বাস করেন যে স্বাধীনতা পাবার পর লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়ে কংগ্রেস আস্তে আস্তে ওকিয়ে যাবে। এরকম ধারণা ভ্রান্ত। যে রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনবে সেই দলই যুদ্ধের পর পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করবে। এমন কিছু লোক যদি কায়েম করে ক্ষমতায় আসনে গিয়ে বসে কিন্তু আসনে বসার জন্য যে লড়াইয়ের দরকার তা না করে থাকে, তাহলে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে যা অপরিহার্য সেই শক্তি আত্মবিশ্বাস ও আদর্শ তাদের থাকবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মত সংকীর্ণ স্তরের কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের রেকর্ডের তারতম্য থেকেই তা বোঝা যায়।

পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এখনই বিস্তারিতভাবে কিছু বলা বোধহয় উচিত হবে না। তাহলেও যেসব নীতি মেনে ভবিষ্যতে সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকবে তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আমার সন্দেহ নেই যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পন্থাতেই আমাদের বৃহত্তর জাতীয় সমস্যাগুলির কার্যকরী সমাধান হতে পারে। এইসব সমস্যাগুলি দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও রোগ মূর্খীকরণের সাথে যুক্ত। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বন্টনের প্রশ্নও রয়েছে। আমাদের ভবিষ্যতের জাতীয় সরকারের সর্বপ্রথম কাজই হবে এমন একটি কমিশন গঠন করা যা একটি যুক্তিগ্রাহ্য পুনর্গঠনের পরিকল্পনা তৈরি করবে। এই পরিকল্পনার দুটি অংশ থাকবে একটি হবে তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা, অন্যটি হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। প্রথম অংশটি রচনা করার সময় তিনটি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে। প্রথমত, আত্মত্যাগের জন্য দেশকে তৈরি করতে হবে; দ্বিতীয়ত, ভারতে ঐক্য স্থাপন করতে হবে এবং তৃতীয়ত, স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ করে দিতে হবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদ্দেশ্যকে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। জাতি হিসেবে আমাদের যেটুকু রাজনৈতিক প্রতিভা রয়েছে তার সবটুকু ব্যবহার করে এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে মিলন ঘটাতে হবে। যে কোনও বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতেই হবে। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার মারফত দেশের মধ্যে ঐক্য আনার সময় সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রদেশগুলিকে আশ্বাস দিতে হবে এবং সে কাজ করতে হবে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সরকারি কাজে প্রচুর স্বাধীনতা দিয়ে। বিদেশি প্রাধান্য বিলুপ্ত হবার সময় দেশের সমস্ত লোক যাতে একত্রিত থাকে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ হিসেবে বলা চলে যে বিদেশি শাসন বহুলাংশে আমাদের নীতিহীন ও বিশৃঙ্খল করে তুলেছে। জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য একটি জাতীয় ভাষা ও সর্বজনগ্রাহ্য লিপির প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া বিমান, টেলিফোন, রেডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষানীতির মাধ্যমে সমস্ত দেশবাসীর মনে একই চিন্তাধারা চালু করতে হবে।

পুনর্গঠনের প্রশ্নের সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জড়িত রয়েছে তা হল দেশ থেকে কিভাবে দারিদ্র দূর করা যেতে পারে? একাজ করতে হলে প্রথমেই জমিদারী প্রথার বিলোপ সহ বহুবিধ মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, আর পরিবর্তনগুলি জমির নিয়ন্ত্রণকারীর সাথে সম্পর্কিত। কৃষি জমি পরিশোধ করতে হবে এবং গ্রামের জনসাধারণের জন্য সহজ কর্জের ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদন ও ক্রেতার সুবিধার জন্য সমবায় আন্দোলনকে আরও অনেক ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে জমি থেকে আরও বেশি পরিমাণে ফসল পাওয়া যায় সেজন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের উপদেশানুযায়ী উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রকে এক যুক্তিগ্রাহ্য পরিকল্পনা করতে হবে এবং এই কার্যক্রম গঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে। পরিবর্তন আসবে ধাপে ধাপে। মুদ্রানীতির মাধ্যমে যা দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে ধন সংগ্রহ করে একাজের জন্য

প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধন জোগাড় করতে হবে।

কংগ্রেস দল এগারোটি প্রদেশের সাতটিতে আজ পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছে। সে কারণে সংবিধানের প্রাদেশিক অংশটুকুকে আজ আর বিরোধিতার বা বাধাদানে বিষয়বস্তু করে তোলা যাচ্ছে না। তাই যা করা সম্ভব তা হল কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও সুসংহত করে তোলা। যারা রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চলেছি আমি তাঁদেরই একজন। কারণ এই নয় যে এই কাজে বিশেষ কোনও ত্রুটি রয়েছে। এমনও নয় যে এই নীতির ভালো বলতে কিছু নেই। আমরা ভীত হয়েছিলাম এই কারণে যে অফিস গ্রহণের অশুভ ফল ওপের মাত্রাকে অনায়াসেই ছাড়িয়ে যাবে। আজ আমি কেবলমাত্র আশা করতে পারি যে আমার আশঙ্কাগুলির কোনও ভিত্তি নেই।

এখন আমি কংগ্রেস কার্যকরী সভার ভূমিকা সম্বন্ধে আরেকটু বলতে চাই। আমার বিচারে এই সভা যে কেবলমাত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত জাতীয় বাহিনীকে বুদ্ধি দিয়ে পরিচালনা করছে তা নয়, এটি স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভার ছায়া কেবিনেট হিসেবে ধরা দিয়েছে। এর কার্যকলাপও সেরকমই হওয়া উচিত। এটি কোনও ফালতু কথা নয়। অন্যান্য দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি একই ধরনের ভূমিকা নিয়েছে। সেইসব দলগুলিও দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। আমি তাদেরই একজন যাঁরা স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেন — যাঁরা জীবিত অবস্থায় এদেশে এক জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দেখতে চান। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই আমরা চাই যে কার্যকরী সভা নিজেকে স্বাধীন ভারতের ছায়া মন্ত্রিসভা হিসেবে চিনতে শিখুক এবং তদনুযায়ী কাজ করে যাক। ব্রিটিশ সরকারের সাথে লড়াই করতে থাকা রাষ্ট্রপতি ডি. ভ্যালেরার প্রজাতন্ত্রী সরকার পালিয়ে বেড়ানোর সময়ও একই কাজ করেছিল। অফিস পাবার মিনিস্টের ওয়ার্কস দলও তাই করেছিল। দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত কার্যকরী সভার সদস্যরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর কিভাবে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করবেন তা এখন থেকেই ভাবা উচিত।

কংগ্রেস ফেডারেশনের ধারণার বিরোধী নয়। কিন্তু একটি শক্তিকারের ফেডারেশনের কতগুলি দায়দায়িত্ব থাকে। দায়দায়িত্ব ছাড়াও ফেডারেশনের অংশগুলিকে যুক্ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। যারা ফেডারেশনে যোগ দেবে তারা এমন স্বাধীনতা পাবে যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার যেসব স্বাধীনতা পায় তার সমান। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে থাকবে আইনের স্বাধীনতা এবং যোগ্য প্রতিনিধিত্ব। যেসব ভারতীয় রাজ্য এই ফেডারেশনে যোগ দেবে তাদেরও এমন কতকগুলি কাজ করতে হবে যা প্রাদেশিক সরকারগুলি করে থাকে। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, দায়িত্বশীল সরকার, আইনগত স্বাধীনতা এবং ফেডারেলস হাউস-এ নির্বাচনের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও ভেদাভেদ মানা হবে না। এসব যদি কার্যকরী না হয় তাহলে যে ফেডারেশনের চিন্তা করা হচ্ছে তা ভারতের ঐক্য আনার বদলে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেবে এবং দেশের ভেতরে ও বাইরে ঝগড়াঝাটির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অদূর ভবিষ্যতে সফলভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য আমাদের ঘরে শৃঙ্খলা আনতে হবে। গত কয়েক বছরে আমাদের জনসাধারণ অপূর্বভাবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তাতে আমাদের দলীয় সংগঠনের কাছে অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একটি সমাবেশে পঞ্চাশ হাজার নরনারীর উপস্থিতি এখন আর কাউকে অবাক করছে না। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে এরকম বিশাল সমাবেশ বা বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। এসব হঠাৎ বিক্ষোভ সমাবেশ ছাড়াও জনসাধারণের অভূতপূর্ব ইচ্ছে এবং উৎসাহকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার সমস্যাও আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা মেটানোর জন্য যে সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রয়োজন তা কি আমাদের রয়েছে? নতুন নেতাদের বা ভবিষ্যত উজ্জ্বল এমন কর্মীদের শিক্ষা দেবার কোনও ব্যবস্থা কি আমাদের রয়েছে? এইসব প্রশ্নের একঘেয়ে উত্তর আমাদের জানা রয়েছে। আধুনিক রাজনৈতিক দলের জন্য যেসব প্রয়োজনীয় কিছুই আমাদের নেই। এখনই তাই সব ধরনের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসারদের সাহায্যে একটি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রয়োজন আজ অত্যন্ত বেশি। তাছাড়াও ভবিষ্যতে যাতে আমরা আরও ভাল নেতা পেতে পারি সেজন্য রাজনৈতিক কর্মীদের শিক্ষা ও তালিম দেবার দরকার রয়েছে। প্রাক্তকালীন বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মারফত এরকম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ব্রিটেনে রয়েছে। একদলীয় দেশগুলিতে একই ধরনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমাদের কর্মীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অসীম কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সেজন্য তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে আমাদের দলে আরও অনেক প্রতিভাবান লোকের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যুবকদের কংগ্রেসে টেনে এনে এই ঘাটতি কিছুটা মেটানো যায়। কয়েকটা ইউরোপীয় দেশ কিভাবে এইসব সমস্যা মেটাচ্ছে তা মোটামুটিভাবে অনেকেরই জানা। যদিও তাদের সাথে আমাদের আদর্শ ও পদ্ধতির অনেক পার্থক্য রয়েছে তবুও একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে প্রত্যেক কর্মীকে পুরোপুরিভাবে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের রয়েছে। তাছাড়া, নাৎসিদের শ্রমসেবা বাহিনীর মতো একটি দলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিছুটা অদলবদল করে এ ধরনের একটি বাহিনী ভারতের বিশেষ কাজে লাগবে।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসে শ্রমিক ও কৃষক সমিতিগুলির অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। প্রশ্নটি বিতর্কিকর। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে কংগ্রেসের পক্ষে আজ যা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল সব প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবিরোধী সংস্থাগুলিকে একই প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা। কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে এই কাজ সাধিত হতে পারে তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। অন্তর্ভুক্তির অনুমতি দেবার আগে এইসব সংস্থার চরিত্র ও স্থায়িত্ব নিয়েও বিশেষ চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সময় শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যদের সম্মিলিত ফ্রন্ট নেতৃত্ব নিয়েছিল। অন্যদিকে, গ্রেট ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসগুলি শ্রমিক দলের জাতীয় কর্মসমিতির উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতবর্ষে তাই উপরোক্ত

সমিতিগুলিকে অন্তর্ভুক্তির আগে জাতীয় কংগ্রেসের উপর ওদের কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। ভুললে চলবে না যে অর্থনৈতিক নয় এমন সমস্যাগুলি নিয়ে ঐসব সংস্থাগুলির চরম মনোভাব নাও থাকতে পারে। যা হোক না কেন, সম্মিলিত অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন বাদ দিয়েও জাতীয় কংগ্রেসের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংস্থাগুলির নিবিড় সম্পর্ক ও বোঝা-পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে অন্যান্য সংস্থাগুলি কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ মেনে কাজ করতে রাজি হয়।

কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের প্রশ্নে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। আমি ওই দলের সদস্য নই। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে প্রথম থেকেই আমি এই দলের নীতি ও পদ্ধতির সাথে একমত। প্রথমত, দলের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের একত্রিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক মনোভাব থাকলেই একটি বামপন্থী দলের বা গোষ্ঠীর যৌক্তিকতা থাকে। অনেকেই এই ধরনের গোষ্ঠীকে দল হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। আমার মনে হয় গোষ্ঠী দল ইত্যাদি কথাগুলির আলাদাভাবে বিশেষ কোনও মূল্য নেই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধান মেনে নিয়ে একটি বামপন্থী দল অনায়াসেই কাজ করে যেতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক নীতি মেনে চলা এই দলকে অনায়াসে 'দল' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। মনে রাখা দরকার যে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক দল বা সেই ধরনের অন্য কোনও দলকে অবশ্যই বামপন্থী দলের ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের কাছে সমাজতন্ত্র একটি তাৎক্ষণিক সমস্যা নয়। তাহলেও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মতো একটি সংস্থাই সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য চালাতে সক্ষম কেন না এই দল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

এমন একটি প্রশ্ন আরও রয়েছে যা বেশ কয়েক বছর ধরে আমাকে ভাবাচ্ছে। এ বিষয়েও আমি আমার মত জানাতে চাই। প্রশ্নটি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উন্নতির সাথে জড়িত। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং মনে হয় ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি আমাদের আলোচনার সহায়ক হবে। বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতিটি অবস্থার প্রতি নজর রেখে সঠিক বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারব। আমাদের সামনে মিশরের দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি গুলি না ছুঁড়েও মিশর গ্রেট ব্রিটেনের সাথে মৈত্রীর চুক্তি করতে পেরেছে কারণ মিশর ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ইতালীয় উত্তেজনার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে।

আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত প্রথম যে প্রস্তাব আমার রয়েছে তা হল কোনও দেশ বা তার গঠন দ্বারা আমরা প্রভাবিত হব না। রাজনৈতিক মতানৈক্য যা-ই হোক না কেন, প্রত্যেক দেশেই আমাদের লড়াইয়ের কিছু সমর্থক থাকবেই। এ ব্যাপারে সোভিয়েত কূটনীতির কথা ভাবা যেতে পারে। যদিও সোভিয়েতে রাশিয়া একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ তবুও তার কূটনীতিবিদরা সমাজতান্ত্রিক নয় এমন দেশের সাথে মৈত্রী স্থাপনে পিছিয়ে থাকেনি। যেখান থেকেই সহানুভূতি বা সাহায্য তা নিতে তারা কার্পণ্য করেনি। আমাদের তাই প্রত্যেক দেশ থেকে এমন কিছু লোক বেছে নেওয়া উচিত যারা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। বিদেশি পত্রপত্রিকা, ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং শিল্পকলা প্রদর্শনীর মারফত একাজ করা যেতে পারে। চিনারা শিল্পকলা প্রদর্শনীর মারফত ইউরোপে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সর্বোপরি ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়া বিদেশে ভারতবর্ষকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজ অত্যন্ত কঠিন। প্রয়োজনে আমরা বিদেশে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদেরও সাহায্য নিতে পারি। বিদেশের ভারতীয় ছাত্রদের সাথে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার। আমরা যদি ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র বিদেশে পাঠাতে পারি, তাহলে বিশেষত ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে ও ভারতকে ভালবাসতে শিখবে। এ বিষয়ে আমার অন্তত কোনও সন্দেহ নেই। বিদেশে বসবাসকারী ছাত্র ও অন্যান্যরা বরাবরই বেসরকারি রাষ্ট্রদূতের কাজ করে চলেছে। ভারতীয় চিত্র তাদেরও অনেক উপকার করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে কারুর কারুর মনে কিছু সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। আমি সেগুলি দূর করছি। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ানো আর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এক নয়। ওই ধরনের ষড়যন্ত্রের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই এবং আমাদের সব কটি পদ্ধতিই সন্দেহাতীত। সমস্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে প্রচার কার্য চালানো হয় তাতে বলা হয় যে ভারতবর্ষ একটি অসভ্য দেশ, একে সভ্য করে তোলার জন্য ব্রিটিশদের প্রয়োজন রয়েছে। এই জবাবে আমরা কারা এবং আমাদের সংস্কৃতি কেমন ধরনের তা নিয়ে পৃথিবীকে অনেক কিছু জানানোর রয়েছে। আমরা যদি তেমনভাবে জানাতে পারি তাহলে প্রভূত পরিমাণে আন্তর্জাতিক সমর্থন আমরা অবশ্যই পাব। বিশ্ব মতামতের দরবারে ভারতবর্ষের পক্ষে বক্তব্য অনেক জোরদার হয়ে উঠবে।

বন্ধুগণ, আমি প্রথমে যা ভেবেছিলাম তা থেকে অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি। এখন আমি বক্তৃতার সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছি। আর একটি মাত্র বিষয়ে আমি আমার শেষ বক্তব্য রাখতে চাই। এই বিষয়টি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দিয়েছে। বিষয়টি হল রাজবন্দীদের মুক্তি। সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত কয়েকটি অনশন ধর্মঘট আজ এই প্রশ্নটি সকলের সামনে তুলে ধরেছে। প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীর পক্ষ নিয়ে আমি জানাচ্ছি তাদের মুক্তির জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করা হবে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি সম্বন্ধে বলা চলে যে তাদের কয়েকটি বক্তব্য জনসাধারণের আশা পূরণ করতে পারেনি। যত তাড়াতাড়ি তারা জনসাধারণের মনের মত বক্তব্য রাখতে পারে ততই মঙ্গল। তাতে কেবলমাত্র কংগ্রেসের নয়, যেসব প্রদেশে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা রয়েছে সেসব জায়গায় অধিবাসীদেরও মঙ্গলই হবে। এই বিষয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির বক্তব্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কিছুই বলার থাকবে না।

বন্ধুগণ, পরিশেষে একটা কথা বলি। আজ আমরা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় উপনীত

হয়েছি। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বাম রয়েছে এবং এই ভেদাভেদ অস্বীকার করা যায় না। আরও রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। এই আহ্বানের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে। এই বিপদে আমাদের কি কর্তব্য? বলাবাহুল্য ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের শাসকদের সব রকমের ছলাকলা ব্যাহত করতেই হবে। আজকের কংগ্রেস হচ্ছে জনসাধারণের লড়াইয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর দক্ষিণ বাম থাকতে পারে, কিন্তু আজ এটাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে থাকা সব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংস্থাগুলির সর্বজনগ্রাহ্য মঞ্চ। তাই আসুন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে আমরা সবাইকে একত্রিত করি। দেশের সব বামপন্থী দলগুলির কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তারা যেন কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন এবং বিস্তৃততম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভিত্তিতে কংগ্রেসকে স্বীকার করে নেয়। এই ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট দলের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা না করে পারা যায় না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই দলের মনোভাবের সাথে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাবের অনেক মিল রয়েছে।

সর্বশেষে সকলের পক্ষ নিয়ে আমি আশা ও প্রার্থনা করছি যেন মহাত্মা গান্ধী আরও বহু বছর ধরে দেশের সেবা করতে পারেন। ভারতবর্ষ তাঁকে হারাতে পারে না — আজকের এই মুহূর্তে তো মহাত্মা গান্ধীকে ছাড়া চলবেই না। আমাদের লড়াই যাতে তিক্ততা ও ঘৃণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে সেজন্য তাঁকে দরকার। আমাদের লড়াই কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও বটে। অবশ্য প্রথমটিই অতিশয় জরুরি। তাই আমরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষই নয়, সমস্ত মানবজাতির জন্যই লড়াই করছি। ভারতবর্ষ বাঁচলে মনুষ্যত্ব বাঁচবে।

'বন্দেমাতরম্'। ■

NCUI HOLDS
13TH INDIAN COOPERATIVE CONGRESS
(THE HIGHEST FORUM OF INDIAN COOPERATIVE MOVEMENT)

ON 21ST & 22ND JANUARY, 1997
AT SIRI FORT AUDITORIUM, KHEL GAON MARG, NEW DELHI

HON'BLE PRIME MINISTER OF INDIA HAS KINDLY CONSENTED TO INAUGURATE THE CONGRESS.

REGISTRATION OF DELEGATES WILL COMMENCE ON 20TH JANUARY, 1977 AT 9-30 A. M. IN THE PREMISES OF NCUI.

Cooperative organisations who have not sponsored their delegates so far, may sponsor delegates to the Congress as per the following norms :

S. No.	Organisation	No. of Delegates from each organisation	Contribution per delegate (Non-refundable)
1.	National Level Coop. Fedns.	No limit	Rs. 1000/-
2.	Multi-State Coop. Societies	No limit	Rs. 1000/-
3.	Apex Coop. Societies	No limit	Rs. 1000/-
4.	District Level Coop. Societies	5	Rs. 500/-
5.	Consumer Coop. Wholesale Stores/Super Bazars		Rs. 500/-
6.	Cooperative Sugar Factories		Rs. 500/-
7.	Cooperative Spinning Mills		Rs. 500/-
8.	Urban Coop. Banks/Salary Earners Coop. Societies	5	Rs. 500/-

For Nomination/Registration Forms and Other Details
Please Write To :

CHIEF EXECUTIVE
NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA
3 SIRI INSTITUTIONAL AREA, KHEL GAON MARG, NEW DELHI- 110 016

সুভাষচন্দ্র বসু (ত্রিপুরি — ১৯৩৯)

কমরেড, চেয়ারম্যান, ভ্রাতা ও ভগ্নিপ্রতিম প্রতিনিধিবৃন্দ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসনে পুনরায় নির্বাচিত করে এবং এখানে এই ত্রিপুরিপতি উক্ত অভ্যর্থনা জানিয়ে আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন, তারজন্য আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি, আমারই কথামত এই অভ্যর্থনার চিরাচরিত জাঁকজমক আপনারা অনেকখানি বর্জন করেছেন। আমি মনে করি অভ্যর্থনার আন্তরিকতা তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং তার জন্য কারুরই ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়। বন্ধুগণ, মহাত্মা গান্ধীর রাজকোট গমনের পবিত্র উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় এবং তাঁর অনশন ভঙ্গের সংবাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আমিও সমানভাবে আনন্দিত। সমগ্র দেশই এতে উল্লসিত আর নিশ্চিন্তও বটে।

আপনারা জানেন, সুদূর মিশর থেকে ওয়াফদ প্রতিনিধিবৃন্দ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অতিথি হিসাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের আমন্ত্রণে তাঁদের ভারতে আসা সম্ভব হয়েছে। এরজন্য আসুন আমরা তাঁদের সকলকে স্বাগত জানাই। মিশরের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে ওয়াফদ সভাপতি মুস্তাফা নাহাস পাশার পক্ষে তার দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করা সম্ভব হয়নি। তারজন্য আমরা দুঃখিত। বন্ধুগণ, অনেক কারণেই বর্তমান বছরটিকে এক অস্বাভাবিক ও অসাধারণ বছর বলা যায়। এ বছরের সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারটি গতানুগতিক হয়নি। নির্বাচনের পরেই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মধ্যে সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ছয়জন ইস্তফা দিয়েছেন। নিয়মমাফিক পদত্যাগ না করলেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতি দেখে মনে হয় উনিও সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। এই ত্রিপুরি কংগ্রেসেরই প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধীকে রাজকোটে আমরণ অনশন করতে হচ্ছে। আর আপনাদের সভাপতি ত্রিপুরাপতি এসেছেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। সুতরাং সভাপতির ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

গত ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় আমাদের সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরের মিউনিখ চুক্তির ফলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ বিশেষত ফ্রান্স ও ব্রিটেন নাৎসি জার্মানির কাছে লজ্জাজনকভাবে নতি স্বীকার করেছে এবং বিনাযুদ্ধেই ফ্রান্সকে সরিয়ে ইউরোপের শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে জার্মানি তার জায়গা দখল করেছে। সম্প্রতি স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটায় ফ্যাসিস্ট ইতালি ও নাৎসি জার্মানির শক্তি ও সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গণতান্ত্রিক ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন এখন ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে ইউরোপের রাজনীতি থেকে দূরে সরাতে চাইছে। কিন্তু কতদিন তারা এভাবে করতে পারবে আর রাশিয়াকে ছোট করেই বা তাদের লাভ কি হবে?

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইউরোপ ও এশিয়ার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ফলে ফরাসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও সম্মান অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

নিজের অসুস্থতার কারণে আমি জাতীয় রাজনীতির মাত্র দু'একটি মূল সমস্যার কথাই উল্লেখ করবো। প্রথমেই আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই, ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্বরাজের প্রশ্ন তোলার সময় এসে গেছে। এবং চরমপত্রের আকারে এই জাতীয় দাবি এখনই পেশ করা উচিত। 'যুক্তরাজ্য পরিকল্পনা' কতদিনে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন নেই। সুবিধাজনক প্রস্তাব দেখিয়ে ইউরোপে শান্তি না আসা পর্যন্ত 'যুক্তরাজ্য পরিকল্পনা'-কে যদি আরও কয়েক বছর মুলতুবি রেখে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি করবো? চতুঃশক্তির মধ্যে চুক্তি বা অন্য যেকোন রকমেই ইউরোপে স্থায়ী শান্তি একবার ফিরে এলে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতি আরও কঠোর হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাববোধ করার জন্যই আজ দেখা যাচ্ছে তারা প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে শান্তি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি, সময়সীমা বেঁধে দিয়ে চরমপত্রের আকারে ব্রিটিশ সরকারের কাছে জাতীয় দাবি পেশ করার এই উপযুক্ত সময়। এর সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া গেলে জাতীয় দাবি আদায়ের জন্য আমাদের সম্ভাব্য সবরকম উপায় গ্রহণ করতে হবে।

গণসত্যাগ্রহ বা অসহযোগই আজকে আমাদের হাতিয়ার। দীর্ঘদিনব্যাপী ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে দাঁড়াবার অবস্থা বর্তমানে ইংরেজ সরকারের নেই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বড় রকম আঘাত হানার সময় এখনও আসেনি। কংগ্রেসের ভিতর এখনও অনেকে এ কথা ভেবে হতাশ হয়েছেন দেখে আমি ব্যথিত। আমার মতে, হতাশার কোন কারণ নেই। ভারতের আটটি প্রদেশে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্রই গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আর ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতেও গণজাগরণের অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে। এই অবস্থায় এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাজের দাবিতে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সময় উপস্থিত। আমি বাস্তববাদী। সবরকম অবস্থা বিচার করে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আমাদের অনুকূলে। এই অবস্থায় সমস্ত বিভেদ ভুলে আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে বর্তমানে অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারব। একটি জাতির জীবনে এ রকম সুযোগ একবার আসে না।

আমি ইতিপূর্বেই ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণজাগরণের কথা উল্লেখ করেছি। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। এই সিদ্ধান্তের

আমার এই প্রস্তাবকে যেন কেউ অসৌজন্যমূলক মনে না করেন। শ্রদ্ধা ও প্রেম, সৌজন্য ও পূজো নিশ্চয়ই মহৎ গুণ, কিন্তু সবার চেয়ে বড় গুণ আদর্শের প্রতি ঐকান্তিকতা।" সুভাষ কিন্তু ভোটে পরাজিত হলেন। কিন্তু দেশের মানুষ জানল এবং মহাত্মা গান্ধীও জানলেন এই প্রথম এমন একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটল ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে গতানুগতিক নয়। এই সময় অবশ্য জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের কাছে স্বাধীনতা মাত্র ক্ষমতার হস্তান্তর ছিল না। তাঁর মতে "বিপ্লব আনতে হলে আমাদের চোখের সামনে এমন একটা আদর্শ তুলে ধরতে হবে যা বিদ্যুতের মত আমাদের করবে সচকিত। এই আদর্শ স্বাধীনতা ..... স্বাধীনতা অর্থে আমি বুঝি ব্যক্তি ও সমাজ, নর ও নারী নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা, যার ছত্রছায়ায় মানুষের সমস্ত সম্ভাবনা আশ্রয় পাবে।"

১৯২৮-এর পর এল ১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেস। গান্ধীজি সুভাষ-জওহরলালের সম্মিলিত শক্তিকে ভেঙে দিলেন। সমাজতন্ত্রী জওহরলাল গান্ধী-অনুগামী চক্রে ভিড়ে গিয়ে লাহোরে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্রের উক্তি "for the Mahatma the choice was a prudent one, but for the Congress left wing in proved to be unfortunate." এই লাহোর কংগ্রেসেই অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হয়েছিল। কিন্তু তার রূপরেখা পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র যে দুটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন সে দুটিই প্রত্যাখ্যাত হয় গান্ধীজির বিরোধিতায়।

গান্ধী গোষ্ঠীর সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে। গান্ধীজির কাছে অপ্রত্যাশিত এই পরাজয়, তিনি বিবৃতি দিলেন "ডঃ পট্টভির পরাজয় আমার ও আমার নীতির পরাজয়।" গান্ধীজির এই উক্তির ফলে পরাজিতরা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাকে শিকেয় তুলে রেখে বিজয়ী দলীয় সভাপতির বিরুদ্ধে অসহযোগিতার পথ ধরলেন। সাধুত্ব, অহিংসা আর আধ্যাত্মিকতার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গান্ধীজির নির্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বাকী ১৩ জন সদস্যই পদত্যাগ করলেন। জওহরলাল পদত্যাগ না করলেও আলাদা বিবৃতিতে যুক্ত-বিবৃতির তাঁকেকোঁকর বন্ধ করে সুভাষচন্দ্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। ভারত ইতিহাসের চরম অপমানিত অধ্যায়। এই ঘটনার আগে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা-কালে গান্ধীর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিভা তাঁকে বুঝতে দেরনি পরবর্তী পর্যায়ে কী হতে চলেছে। উনি দুটনেই কলকাতা ফিরে এসেছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হলে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীদের স্থান হত কোথায়? কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এঁদেরই নির্দেশনায় তৈরি হল ইতিহাস , আর সেই ইতিহাসে উপেক্ষিত সুভাষচন্দ্র।

গান্ধীজির প্রতিজ্ঞা ছিল স্বাধীনতা আনতে হবে তাঁর নির্দেশিত পথে। ইতিহাসের পাতায় অন্য কোনও শিক্ষা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। গঙ্গা-যমুনা দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে অনেক জলপ্রবাহ বয়ে গেল অবশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট লক্ষ লক্ষ নিরীহ হিন্দু-মুসলমান-শিখের জীবনের বিনিময়ে, আর খণ্ডিত স্বাধীনতার সর্বপ্রথম বলি হতে হল মহাত্মাজিকে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস ছাড়া একে আর কি বলা যায়?

কারণ তাঁর উত্তরসূরিদের দাবি ও সরব প্রচার গান্ধীজি নির্দেশিত অহিংসার পথেই ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু এই অপপ্রচারের বেড়াজাল ছিন্ন করে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী-যুবক-যুবতীদের কাছে সোচ্চারে জানানো দরকার ছিল যে ১৯৪৪ সালেই বর্মার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত ভূখণ্ডের দেড়শ মাইল ভিতরে প্রবেশ করে সেই মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা প্রথম উত্তোলন করেছিল নেতাজি পরিচালিত আজাদ-হিন্দ ফৌজ। আজাদ-হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশ পরিত্যক্ত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার নতুন নামকরণ করে শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ। এরজন্য প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, প্রচুর আত্মত্যাগ ও অমানুষিক কষ্টস্বীকার।

স্বাধীনতার সুদীর্ঘ দিন বাদেও দেশবাসীর উপর নানাভাবে কর ভার চাপিয়ে দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার নিজেদের দীনতা ঢাকতে পারছে না ; ভিক্ষাপাত্র হাতে দরজায় দরজায় ঘুরছে, বিশ্ব অর্থ সংস্থাগুলির কাছ থেকে নানান অসম্মানজনক শর্তে ঋণ নিয়ে দেশকে ঋণফাঁদে জড়িয়ে ফেলছে, কিন্তু দেশের কত জন নাগরিক জানেন যে, মাত্র কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় মালয়, ইন্দোচীন ও বর্মা-প্রবাসী ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় নেতাজির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজাদ হিন্দ তহবিলে বাইশ কোটি টাকা তুলে দিয়েছিলেন সেই ১৯৪৩ সালে। এটা সম্ভব হয়েছিল দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই।

১৯৪৫-৪৬ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়কদের লালকেল্লায় ঐতিহাসিক বিচারের আগে পর্যন্ত অনেক রাজনৈতিক নেতার অভিযোগ ছিল ফ্যাসিস্ট জাপানিদের সাহায্য নেওয়াটা সুভাষের পক্ষে অন্যায় এবং ভারতের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হয়েছে। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় বেতার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সত্যি খবর কখনই প্রচার করত না, বরঞ্চ সুভাষচন্দ্রকে "জাপানের হাতের পুতুল" বলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চালাত। অবশ্য এই প্রচারে ঐসব নেতাদের বিভ্রান্ত হবার কোন কারণই ছিল না। তাঁরা ভাল করেই জানতেন ব্রিটিশের শত অত্যাচার ও নির্যাতন যাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি, গান্ধীজির শত ভ্রুকুটি সত্ত্বেও সত্তা নেতৃত্বের মোহে যিনি আদর্শ ও লক্ষ্য বিসর্জন দিয়ে তাঁর চরণে শরণ নেননি, ইংরেজ শাসকদের সদাসতর্ক প্রহরা এড়িয়ে হাজার হাজার মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে আফগানিস্থানে, রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রোম, বার্লিন হয়ে টোকিওতে "জাপানিদের হাতের পুতুল" বনবার জন্য উপস্থিত হননি। এটা তাঁদের বিচারবুদ্ধির দৈন্য নয়, শুধুমাত্র দীর্ঘপ্রসূত মন্তব্য। একইভাবে জওহরলাল তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তৎকালীন অবস্থায় যে

কোনও নেতার পক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের মত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল।

ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে — জাপানের সঙ্গে তাঁর সরকারের সম্পর্ক ছিল সমানে সমান। মুক্ত ভারতের কোথাও তিনি জাপানি পতাকা উত্তোলিত হতে দেননি। তৎকালীন জাপ-সরকার চন্দ্র বোসের সরকারকে মিত্রশক্তির মর্যাদা দিয়েছিল। একথা নেতাজির সমালোচকরা কেন ভুলে গিয়েছিলেন যে, কূটনীতির প্রয়োজনে আজন্ম কম্যুনিস্ট-বিরোধী চার্চিলকেও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হয়েছিল কট্টর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কম্যুনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এবং রাশিয়ার রণক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী পর্যুদস্ত হবার পর রাশিয়ার অধিনায়ককে তিনিই 'স্টালিন দি গ্রেট' আখ্যায় সম্মানিত করেছিলেন। চার্চিলের যেমন উদ্দেশ্য হিটলারকে ধ্বংস করে ব্রিটেনকে রক্ষা করা, নেতাজিরও উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসন খতম করে ভারতকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করা।

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বকালীন প্রতীক যা ছিল কংগ্রেস পরিচালিত তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে স্বপ্নেরও অতীত।

১৯৪৩-এ সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত চেট্টিয়ার মন্দির পরিষদ আজাদ হিন্দ তহবিলে অর্থ দান করতে চেয়ে নেতাজির কাছে প্রতিনিধি পাঠায়, কিন্তু একটি শর্ত আরোপ করে। শর্তটি ছিল মন্দিরে যেতে হবে নেতাজিকে এবং সেখানেই তাঁর হাতে টাকা দেওয়া হবে। নেতাজির অত্যন্ত সহজ সরল বক্তব্য "মন্দিরে আমি যাই, আপনাদের আমন্ত্রণে আমি আপনাদের মন্দিরেও যাব ; কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ফৌজী পোষাকে নয়, একান্ত ব্যক্তিগতভাবে — আর সেখানে আমি টাকাও নিতে পারব না।" প্রতিনিধি ভদ্রলোক শহরের মস্ত বড় ব্যবসায়ী, অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলতে থাকেন, আপনি মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমাদের কিছু উপদেশ দেবেন, সবাই শুনবে। অতঃপর নেতাজি বলেন, "আমি যাব, নেতাজি হিসাবেই যাব এবং আমার সঙ্গে থাকবে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যারা শিখ, খ্রিষ্টান ও মুসলমান।" উপস্থিত সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই মনে করলেন, টাকাটা ফস্কে গেল, কেননা দুইশত বৎসরের পুরনো এই মন্দিরে বিধর্মীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু নেতাজির চারিত্রিক দৃঢ়তায় অচলায়তন ভাঙল এবং মন্দির প্রাঙ্গণ নেতাজি ও তাঁর অন্য ধর্মাবলম্বী সহকর্মীদের জন্য উন্মুক্ত হল। মন্দির চত্বরে বিরাট জমায়েতকে সম্বোধন করে তিনি ভাষণ দেন এবং পরিষদ নেতাজির হাতে এক লক্ষ ডলারের চেক তুলে দেয়।

মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে 'দেশপ্রেমিক' কিন্তু 'ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়েও কয়েক মাস আগে হরিজন পত্রিকায় লিখেছিলেন "যদিও আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের আপাতলক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনি, তবু তারা যা কিছু করেছে তার জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল এই যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির মানুষ একটি মাত্র পতাকাতলে মিলিত হয়েছিল — সমস্ত একদেশদর্শিতা, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, সমস্ত ধর্মান্ধতাকে সম্পূর্ণ রূপে পর্যুদস্ত করে তারা একতার মহামন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। তাদের সে উদাহরণ আজ আমাদের অনুকরণীয়।"

১৯৪৬-এর রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, "আজ যদি সুভাষ আমার পাশে থাকত।"

সুভাষচন্দ্রের সমাজভাবনা সম্পর্কে মাদ্রাজ জেল থেকে কলকাতার জনৈক সমাজসেবককে লিখিত একটি চিঠি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো প্রকাশ করেছে ; তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধটি শেষ করব,

"সোসাল সার্ভিস-এর প্রধান উদ্দেশ্য শুধু অর্গানাইজড্ চ্যারিটি হইতে পারে না, গরিবকে সাহায্য করে তার দ্বারা সমাজের জন্য কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ আত্মাবমাননার সমতুল। ... দেখতে হবে সাহায্য গ্রহণ করে কেহ আলসো সময় কাটাইতেছে কি না। এজন্য স্থানীয়ভাবে তদন্ত করানো প্রয়োজন। সময় ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা কাজ করে না তাহাদের সাহায্য করিয়া আলসেব প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

সব লোকের দ্বারা সব কাজ হয় না, তাই তাদের "ডায়াইটি অব চয়েজ" থাকা উচিত। ... যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শেখানো দরকার, একবার কাজ শিখিলে তাহারা ক্রমশ কাজে মন দিবে। আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হয়েছি, সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্তিত হবে না এজন্য অসীম ধৈর্য দরকার।

প্রোগ্রাম এইরকম হবে — তোমরা যে মেটেরিয়াল যোগাবে, যাহারা সাহায্য নেবে তাহারা তার থেকে জিনিস প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিসগুলি বিক্রয় করিবার ভার তোমাদের। এইভাবে সব খরচ খরচার পর যে উদ্বৃত্ত থাকবে তার থেকে সমিতির একটা স্বতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা করবে।

দূর দেশে যদি সুতা কিনিতে হয় তাহলে তোমাদের ওয়েভিং ডিপোজিট বেশিদিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে তাহাদের দ্বারে এবং সমিতির সভ্যদের দ্বারে সুতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই। যদি স্থানীয় লোকেদের মধ্য থেকে সুতা সংগ্রহ করা যায়, তাহলে জানিবে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে, আর স্থানীয় সহানুভূতির অভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বেশি দিন বাঁচিতে পারে না। ...."

নেতাজি জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে সারা দেশ তাকিয়ে আছে কেন্দ্রের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের দিকে, কারণ দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় একটা বিরাট সম্ভাবনাময় পরিবর্তন এসেছে। রাজনীতি থেকে দেশপ্রেমের, মানবিক মূল্যবোধের নির্বাসন, জনসেবার নামে অবৈধ পথে আত্মসেবার উদ্ভট প্রতিযোগিতা থেকে সুস্থ রাজনীতি ও দেশাত্মবোধকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে নেতাজি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেই হবে — এটাই সময়ের দাবি। ■

(তথ্যসমূহ ভারতের সমসাময়িক ইতিহাস এবং নেতাজি সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক থেকে গৃহীত)

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায়ভূমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এস টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষসুন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৪২৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য :

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রকল্প, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, বন্ধকীবিহীন ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বিভিন্নভাবে লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় কর্মরতগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-6942

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** **&** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA.**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

দেশনায়ক নেতাজির ভাবশিষ্য রমেশচন্দ্র

অসীম রায়

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিবর্ণতার মধ্যে এক একটা দিন বেশ কিছু ভালো লাগা দিয়ে যায়। গত ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ছিল এরকমই একটা বিরল দিন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সিটি অফিসে আমার ঘরে বসে আছি। বেলা তখন প্রায় ২টো হবে। গৌরবর্ণ ঋজুদেহী একজন যৌবনোচিত সাবলীলতায় ঢুকলেন। মাথায় গান্ধী-টুপি। সহজেই চিনে নিলাম-তিনি রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তবে তাঁর হাঁটা-চলা ও কথা বলার ভঙ্গীতে বুঝতে পারিনি তিনি এখন পঁচাশির ছোঁয়ায়। মানুষটাকে আমি ষাটের দশক থেকেই চিনি। চেনার কারণ তিনি আমাদের সবার বুধিকাদির স্বামী। উত্তরপাড়া সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুধিকাদির সাথে আমিও প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। সেখানে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হলেই বুধিকাদি হতেন "মুভার" আর আমার "সিডার অব্ দি অপজিশন"-র ভূমিকা ছিল বাঁধা। তারপর আমরা এক সাথে ওরগাঁওতে (তদানীন্তন পঞ্জাবে বর্তমানে হরিয়ানায়) দু মাসের প্রশিক্ষণে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ও — তিনি এখন প্রয়াত। তারপর ১৯৭১ সালে তিন মাসের জন্যে মস্কো যাওয়ার পথে কয়েকদিন ও ফেরার সময়েও একদিন বুধিকাদির নিউদিল্লির এ-২৫, চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়িতে আন্তরিক আপনজনের মত ছিলাম। এই প্রেক্ষিতে ষাটের দশকের শুরু থেকেই আমি রমেশ চক্রবর্তীকে 'জামাই বাবু' বলি। উত্তরপাড়া সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনুষ্ঠিত সমবায় কংগ্রেসে গত ১৯৯৪ সালে (৯ এপ্রিল) তিনি এসেছিলেন।

এবার দেখা হলো তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে। তার নাম "ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক"। উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা নিজের হাতে কার্ড নিয়ে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন, তাও আবার একেবারে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বয়ং। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি নগর কার্যালয়ে আছি বলেই তিনি কিন্তু নিমন্ত্রণ করতে আসেননি। একজন খাঁটি সমবায়ী হিসাবে সমবায় আন্দোলনে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে সদাজাগ্রত থাকার সুবাদেই তিনি তাঁর স্থাপিত সমবায় সংস্থার উৎসবের সাথে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নকে একাত্মভাবে সামিল করতে চেয়েছিলেন। তাই ঐদিন সন্ধ্যা ৫ টায় 'বিশের ভবনে' না গিয়ে পারিনি।

রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আদি বাড়ি অবিভক্ত বাংলার টিপারা (কুমিল্লা) জেলার চাঁদপুর মহকুমার শাসনি গ্রামে। ১৯১২ সালের ১লা ডিসেম্বর সিদ্ধেশ্বরী পরগণার রাজপরিবারের রাজপুরোহিতের বংশে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন তারানাথ স্মৃতিভূষণ — মায়ের নাম কুসুম-কুমারী। ১৯২৯ সালে চাঁদপুর মহকুমা শহরের পুরানবাজার মধুসূদন হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। এবার কলেজ আর কলকাতা। সিটি কলেজে আই-এস-সি পড়ার সময় পরবর্তীকালের তার এক সমবায়ী সুধীভ্রনারায়ণ নিয়োগীর সহযোগে সেখানে গড়ে তুললেন ছাত্রদের ক্রেতা-সমবায় সমিতি। হেরম্ব মৈত্র তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। এই সময় থেকেই শ্রী চক্রবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হলেন। বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনের সাথেও সক্রিয়ভাবে সামিল হন। ১৯৩৩ সালে সেখান থেকে বি এ পাশ করার পর ঘর ও বাইরের নানা টানাপোড়েনে প্রথাগত শিক্ষার পথ ধরে আর এগোতে পারেননি।

কর্ম জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ব্যাঙ্কিংকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তবে এদিক থেকে শুরুটা কর্মময় ছিল না। ১৯৩৬ সালে হুগলি ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানির চাকরিতে ঢুকলেও তিনি তাঁর আদর্শের প্রতিফলন সেখানে খুঁজে পাননি। ১৯৩৮ সালে শরৎ বসুর চিঠি নিয়ে বোম্বাই পাড়ি দিলেন। সেখানে দেখা করলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তখন বোম্বাই তে ছিলেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ করলে নেতাজি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ব্যাঙ্কিং সার্ভিসই কেন পছন্দ করছো?" উত্তরে শ্রী চক্রবর্তী বলেন, "জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের সিদ্ধান্ত আমি পড়েছি। জেনেছি ব্যাঙ্ক ও বিমা ব্যবস্থার মাধ্যমে ও বৈদেশিক মুদ্রার এক্সচেঞ্জিয়া কারবারের সুযোগে কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। এই লুণ্ঠনের উৎস মুখ জানা, রোধ ও তা বন্ধ করার কাজে ভারতীয়দের সামিল করার জন্যেই আমি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী"। উত্তর শুনে দেশনায়কের খুব ভালো লেগেছিল। তাই ১৯৩৮ সালের ২৩ মে (২৬, নেপিয়ন ড্রাইভ, বোম্বে থেকে) তিনি ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান সুনিলাল মেহতাকে চিঠি দিয়েছিলেন। তারই উদ্ধৃতি দেওয়া হল :—

Dear Sir Chunilal,

I have much pleasure in introducing to you Mr. Ramesh Chandra Chakrabarty, B. A. who is desirous of going in for a training in Banking. He wants to qualify as an Associate of Institute of Bankers, London. I understand that it is open to him to undertake the necessary course of studies either in London or in this country provided he can get himself attached as a probationer to some bank. I shall be thankful if you could help him in getting himself attached as an unpaid probationer to a bank in London or to the Bank of India in Bombay. Perhaps it may be possible for you to help him in joining a London Bank with which either you or the Bank of India may have connections.

I earnestly hope that it will be possible for you to help him in either way.

Thanking you.
I am.
Yours Sincerely.
Sd/- Subhas Chandra Bose.

নেতাজির পত্রটি রমেশচন্দ্রের কাছে যেন ওরুর কাছে প্রাপ্ত দীক্ষাপত্র হিসাবে কাজ করেছিল। সেভাবেই তিনি উদ্দীপিত হয়েছিলেন. বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন সে প্রেক্ষিতে শ্রী চক্রবর্তীর দায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৩৮ সালেই ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জামশেদপুরের নতুন শাখা অফিসে স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দিলেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার বড়বাজার শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে বদলি হয়ে এলে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। ১৯৪৫ সালে ট্রাম কর্মচারিদের ধর্মঘটের ফলে লণ্ডনে সংবিধিবদ্ধ ট্রাম কোম্পানির শোষণের চাকা কলকাতার বুকে একটুও নড়লো না। শ্রী চক্রবর্তী ভাবলেন সংহত ব্যাঙ্ক কর্মচারী ঐক্যের বলিষ্ঠ বনিয়াদে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যেকার শোষণকে আঘাত করার ভাবনা। ১৯৭৪ সালে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে অবসর নেওয়ার পরেও আদর্শ তাড়িত রমেশচন্দ্র সে ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

১৯৪৫ সালের ৩ নভেম্বর সৈয়দ নৌসার আলির সভাপতিত্বে কলকাতার মহাবোধী সোসাইটী হলে আয়োজিত ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের সম্মেলনে "অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন" গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হল। এই উদ্দেশ্যে গঠিত রিসেপশন কমিটির ভয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন রমেশ চক্রবর্তী। পরে তিনিই হলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক। কলকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্মেলন বসেছিল ১৯৪৬ সালের ২০-২১ এপ্রিল। সম্মেলনের অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল, ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের স্বার্থে তাদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে দায়িত্ব পড়লো সাধারণ সম্পাদক রমেশ চক্রবর্তীর ওপরে।

১৯৪৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিবন্ধিত হল "ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক"। নামকরণের মধ্যে একটা ব্যাপ্তি আনার জন্যে "ব্যাঙ্ক" শব্দটিকে কতকটা প্রথাবহির্ভূতভাবেই তিনি ঢুকিয়েছিলেন। পরে পরিবর্তন করে "ক্রেডিট" শব্দটিকে বাদ দিয়ে নাম হয়েছিল — "দি ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ"। এখনও তাই আছে। নিবন্ধীকরণের সময় তার অনুমোদিত অংশগত মূলধন প্রতিটি ১০ টাকা হিসাবে ৫০ হাজার অংশে (শেয়ার) বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে ৫ টাকা আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন বাবদ নিয়ে সমস্যা হতে হত। ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ নাগাদ তার অনুমোদিত অংশগত মূলধন হয়েছে ৩ কোটি টাকা। তার মধ্যে আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ৮৫ লক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন রিজার্ভ হিসাবে জমা আছে ৭১ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন আমানতে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক ও সমব্যয়বর্ষে তার নীট লাভ হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। মাত্র ১৯ জন অংশী নিয়ে গড়ে ওঠা এই ব্যাঙ্কের সদস্য সংখ্যা ১৯৫২ সালে ১১৮, ১৯৭২ সালে ছিল ২৯৭৫ জন আর ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ দাঁড়িয়েছে ৯৭৭৪ জন। আরও সুখের কথা হল ১৯৯০ সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের সদস্যভুক্ত হয়ে ব্যাঙ্কটি দক্ষতার সাথে কাজ করে আসছে।

ব্যাঙ্কটির গড়ে ওঠার পিছনে যাঁর প্রারম্ভিক প্রেরণা ছিল তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। আর সেই উদ্দীপক প্রেরণার মূলধারকার ছিলেন রমেশ চক্রবর্তী। ১৯৭২ সালে ব্যাঙ্কটির রজত জয়ন্তীর প্রতিবেদনে তাঁরই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে লেখা হয়েছিল, "প্রসঙ্গত সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি, এই ব্যাঙ্ক স্থাপনে যত্নশীল এবং প্রথম আহ্বায়ক, সংগঠক ও এক কথায় প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়কে, যাঁর পিতৃসুলভ স্নেহদানে ব্যাঙ্কের আজ মর্যাদা ও সুনাম পরিব্যাপ্ত ও পরিপুষ্ট হয়ে একটি মহান কীর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না — আজকের এই শুভদিনে তাঁকে স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই।" সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্যোপনী অনুষ্ঠানে বর্তমান ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে দূর দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক থেকে পঁচাশির অঙ্গনের এই আদর্শনিষ্ঠ মানুষকে উদ্বোধনের জন্যে ডেকে এনেছেন তাতে তাদের অনন্য আভিজাত্যই ফুটে উঠেছে। আর নেতাজির আদর্শদীপ্ত প্রেরণার আকৃতিতে সে ডাকে সাড়া দিয়ে এই মানুষটিও ছুটে এসেছেন এমন এক অর্থনৈতিক যুগ সন্ধিক্ষণের প্রতিবেশে যখন সমবায়ের প্রয়োজন সব থেকেবেশি করে অনুভূত হচ্ছে। সে কথাটাই রমেশ চক্রবর্তী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বার বার বললেন।

শিল্প বিপ্লবের কুফল থেকে মানবিক তথা সামাজিক অবক্ষয় রোধ কল্পে যে দুটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার একটি সমবায় - অন্যটি ট্রেড ইউনিয়ন। মানুষকে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারে ও কর্তৃত্বে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এই দুটি আন্দোলনকে সুভাষচন্দ্র সামনে রেখেছিলেন। নেতাজির আদর্শের অনুসারী হয়ে এদুটির দ্বারা রমেশচন্দ্র বেশি করে প্রভাবিত হয়ে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন সমবায় সংগঠনে যেমন তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তেমনি ব্যাঙ্ক কর্মীদের শ্রমিক সংগঠনেও রয়েছে ওঁর প্রশংসনীয় অগ্রণী ভূমিকা। রমেশচন্দ্রের অবদানপুষ্ট ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রমিক সংগঠনগুলির নাম হল - (১) অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, (২) অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, (৩) অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশন, (৪) অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক রিট্যায়ারিজ ফেডারেশন প্রভৃতি। এই কর্মী সংগঠনগুলির কোনটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আবার কোনটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসাবে তিনি শুরু থেকে তাদের গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তাদের অনেকগুলিরই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আসীন আছেন। রমেশ চক্রবর্তীর মত মূল্যবোধের মানুষ যতই নেতৃত্বে থাকবেন ততই ভাবমান আত্মার সঙ্কট ততই কমবে।

গত ১৭ ডিসেম্বর কলকাতার "বিশ্বোর ভবনে" ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বর্তমান সভাপতি সুধীর মুখার্জি ওঁর প্রারম্ভিক স্বাগত ভাষণে যখন বলছিলেন, "রমেশ চক্রবর্তী শুধু ওঁর মানবিক অস্তিত্বেই বিরাজমান নন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপ্তি নিয়ে বিস্তৃত পরিধিতে তিনি পরিব্যাপ্ত" ঠিক তখন সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন মঞ্চে আলোক মালায় উদ্ভাসিত ছিলেন ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য, অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তারকেশ্বর চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মঞ্চের মধ্যমণি তৃপ্ত রমেশচন্দ্র তখন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে সমুজ্জ্বল হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া "দেশনায়ক" অভিধায় ভূষিত নেতাজির আদর্শ অমর থাকুক। রমেশচন্দ্রের মত মানুষ বার বার নেতৃত্বে আসুন। অবক্ষয়িত মূল্যবোধের প্রতিবেশে অসহায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে সে অস্তিত্ব আরও মর্মময় ও অর্থময় হয়ে উঠুক।

■

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই পূর্বসূরির সংমিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৯৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশ মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম বন্টন	নীট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৭০	৩৫.৪৮	(-)৩.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৭৫.৯৫	(+)১২ ৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৫৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(+)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, ভাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (ঋণযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ বন্টন করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলী জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণাল কান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্র নাথ জানা
সভাপতি

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

With Best Compliments From

DSP EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(No. 3418 of 1969)

BENACHITY HOUSE
DURGAPUR - 713 204
Phone DGP 62393

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৫ি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯৩১/৩৪-৫৬১৯

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।
বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বিমা প্রকল্প ● আদিবাসী মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

ইহা কেবলমাত্র মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid-lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTEPS.

সমবায় সমাচার

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয় পরিষদের সভা

গত ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬, কলকাতার আই সি আই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয় পরিষদের সভা।

ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অসম, বিহার, মণিপুর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রতিনিধিদের উজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহে উদ্যোক্তার ভূমিকায় সহযোগী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে সভাপতি তথা এন সি ইউ আই-এর অন্যতম সহ-সভাপতি সুনীল ঘোষের স্বাগত ভাষণ ও তার ক্ষণপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল দ্বারা ভাস্কর্যের অনুষ্ঠানিক উন্মোচনের মাধ্যমে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমবায় আন্দোলন বিষয়ক সভাটি গুরুত্বের জাতীয় সড়কে পৌঁছে যায়।

এন সি ইউ আই পূর্বাঞ্চল সমন্বয় পরিষদের সভায় মঞ্চে বসিয়া থেকে এ কে সিং, ডি ভট্ট, এম ঘোষ, সি লালসানজুয়ালা, এ সি জোশী, আই এ এস এবং বি ডি শর্মা।

মানুষের মুক্তির জন্য যৌথ সংগ্রামই গুরুত্বপূর্ণ, সেই অর্থেই সমবায় গভীর অর্থবাহী তাদের জন্য যারা প্রকৃত দুঃখী ও গরিব। শ্রী মণ্ডল আরো বলেন, সমবায়

স্বাগত ভাষণে সুনীল ঘোষ অতীত বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদানের কথা স্মরণ করেন, উল্লেখ করেন সমবায় আন্দোলনে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে সমৃদ্ধ উল্লেখ ছিল কবীন্দ্রনাথের এই বলে "It is the city which brought up our first Nobel Laureate Rabindranath Tagore who is not only the expression of our culture but also the perennial source of inspiration to the co-operators and co-operative movement of all the time. শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে স্মরণ করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে, যাঁরা সমবায় আন্দোলনে অসামান্য গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন ও ওতপ্রোতভাবে নিজেরাও দেশসেবার অঙ্গরূপে সমবায়ের কাজের মধ্যে জড়িয়েছিলেন।

এন সি ইউ আই প্রেসিডেন্ট শ্রী বিজয়াধনকে সম্বর্ধনা, পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন পূর্ণিমা ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায়মন্ত্রী বলেন, জি-৭ রূপে চিহ্নিত ক্ষমতাধর দেশগুলির অর্থের আস্ফালনই যে দেব কথা নয়, শোষিত পরিচালনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ তিনি মোটেই সমর্থন করেন না, তবে সরকারি অর্থ নয়ছয় হলে ভিন্ন কথা।

শ্রীঘোষ এ ভাষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন অনুষ্ঠেয় সভার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার কথা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংযোগস্থলে পৌঁছনো পরিস্থিতিতে ১৯৯১-এর জুন থেকে সমবায় যে চ্যালেঞ্জের

মুখোমুখী হয়েছে তার কথা এবং এই সম্মেলন পূর্বাঞ্চলে কিভাবে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কথা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও এন এ এফ এস সি ও বি-এর চেয়ারম্যান মইনুল হাসান এই সভায় পূর্বাঞ্চলের সমবায় আন্দোলনে গুরুত্ব আরোপ করে কলকাতায় সম্মেলন আয়োজন করার জন্য এন সি ইউ আই-কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে প্রসঙ্গত সংকেতে হলেও দুটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (এক) সমবায়ের সাফল্যকে সাফল্য পেতে হলে দক্ষ, পেশাদার কর্মী গোষ্ঠীর সহায়তা নিতে হবে, সেটাই প্রতিযোগিতার বাজারে সমবায়কে টিকে থাকতে সাহায্য করবে। (দুই) সমবায় পরিচালন পদ্ধতিতে সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকা চাই। পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি গঠনে, মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ করা হলে এই সিস্টেমটাকে আরো জনপ্রিয় হতে হবে।

সভার সভাপতির বক্তব্যে বি এস বিশ্বনাথন পশ্চিম বঙ্গে আগামী দিনে সমবায়কে পরিকল্পিত উন্নয়নের মধ্যে স্থান দেওয়ার বিশেষ প্রচেষ্টার জন্য জেনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার নবম যোজনার রূপরেখা চূড়ান্ত করার আগে এন সি ইউ আই-এর পক্ষে সমবায় বিষয়ে একটি বিস্তৃত খসড়া যোজনা কমিশনে পেশ করা হচ্ছে।

এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয় তথ্যবহুল একটি স্যুভেনীর। মিজোরামের সমবায়মন্ত্রী স্যুভেনীরটি আনুষ্ঠানিকভাবে সভায় প্রকাশ করেন।

সম্মেলনে জাতীয় ক্রেতা সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি অজিত সিং সরকারে ক্রেতা সমবায়ের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব হয় না বলে আক্ষেপ করেন এবং জাতীয় ক্রেতা সমবায় যেন পূর্বাঞ্চলে সমন্বয় পরিষদের মাধ্যমে যোগাসূত্র পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন।

মিজোরামের সমবায়মন্ত্রী শ্রী জে লালসান ছুয়ালা তাঁর রাজ্যের সমবায় চিত্র তুলে ধরেন। চিরাচরিত জুমিয়া পদ্ধতির পরিবর্তে সমবায় মাধ্যমে আধুনিক চাষে মিজোরামে পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে।

আসামের বিশিষ্ট সমবায়ী শ্রী দাস, বিহারের ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের শ্রী ঝা, মণিপুরের রেসিডেন্ট কমিশনার এস এম দেবী, নাগাল্যান্ডের রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের এম ডি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমবায় নিবন্ধক ডি সি মুখোপাধ্যায়, টাইফেডের কার্য নির্বাহী ডিরেক্টর বি বি গুপ্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের অজিত মুখোপাধ্যায়, হাউজিং ফেডারেশনের পার্থ সেনগুপ্ত, আরবান ফেডারেশনের নন্দ গোস্বামী, মেঘালয় শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি, ত্রিপুরার সমবায় নিবন্ধক এন কে দৈত, ন্যাফকাবের সহ-সভাপতি ডি গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘের সম্পাদিকা মহুয়া ভট্টাচার্য প্রমুখ এই সম্মেলনে সমবায় আন্দোলনে পূর্বাঞ্চলের উপযুক্ত সুযোগ প্রদানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সচিব এ সি কল সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সকলের বক্তব্যের উত্তরে এন সি ইউ আই-এর মুখ্য নির্বাহী বি ডি শর্মা বলেন, সমবায়ের টিকে থাকার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করতে হবে। বহুজাতিক কোম্পানিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব রক্ষার্থে চিনে ৪০,০০০ সমবায় সমিতিকে একত্রিত করে ৫০০০ করা হয়েছে। আমাদের দেশে ৩০,০০০ সমিতি অকেজো হয়ে আছে। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবসম্মত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

আলোচনাপত্রের ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয় আলোচিত হবার পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন সূত্রে এন সি ডি সির সহ অধিকর্তা এ কে চক্রবর্তী বলেন, এন সি ডি সি একমাত্র আর্থিক সংস্থা যার কাজ শুধুই সমবায়ের উন্নয়নে অর্থ যোগান দেওয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ০.৩% অর্থ এন সি ডি সি থেকে বিনিয়োগ হয়েছে। অতএব এই সংস্থার সহায়তায় আরো কাজের সুযোগ এ রাজ্যে রয়েছে।

এন সি ইউ আই পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয় পরিষদের সভায় সমবেত বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ

"নব আনন্দে জাগো, আজি রবি কিরণে ওঠ সুন্দর স্মৃতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে" — রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলন আরম্ভ হয়, গেয়েছিলেন মধুমিতা গুহঠাকুরতা।

আয়োজকদের পক্ষে সম্মিলিত [illegible] অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন পুলকিতা ঘোষ, দীপান্বিতা বণিক ও শকুন্তলা সিং। ■

সমবায় কর্মযজ্ঞে জয় হোক
সমবায় পথে আসা যত লোক
জনের সঙ্ঘ ক'রে
মনে দৃঢ় অগ্রণী চেতনা
এপথে ব্যয়িত শ্রম
জেনো কভু বিফল হবে না।

প্রণীপরঞ্জন দাস

৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতি মহাশয়ের অংশগ্রহণ

৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের উদ্বোধনী দিবস ১৪ই নভেম্বর কলকাতায় কেন্দ্রীয় জনসভার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি ১৫ই নভেম্বর উত্তর পরগণার ধানকুড়িয়া কুলীনগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে আদুত জনসভায় যোগদান করেন। এই সভায় স্থানীয় প্রধান শিক্ষক, পঞ্চায়েত প্রধান ছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্যের কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি প্রভাত ভট্টাচার্য।

১৬ই নভেম্বর শ্রীঘোষ গিয়েছিলেন বর্ধমান রেল - ১ জেলা সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সভায়। পারঘাট প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি চিত্ত রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭ই নভেম্বর সভাপতি মহাশয় বক্তব্য রাখেন শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে অনুষ্ঠিত সভায়।

ত্রিপুরার সমবায় মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সভাপতি ২০শে নভেম্বর আগরতলায় সপ্তাহব্যাপী সমবায় মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত একটি বড় জনসভায় ভাষণ দেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে আগরতলা সমবায় মেলা কমিটি তাঁকে সম্বর্ধিত করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরার সমবায়মন্ত্রী নিরঞ্জন দেববর্মা, পরিবহণমন্ত্রী, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা তপতী চক্রবর্তী। প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যেও ত্রিপুরার সমবায় আন্দোলন বেশ কিছু ভাল কাজ করছে এবং নানা আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও সমবায় দপ্তর তাদের সহায়তা করছে — এই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমবায়ে বাড়ি — অর্ধেক খরচে

সমবায়ের মাধ্যমে অর্ধেক খরচে বাড়ি করা যায়, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ সচেতন নন। সেজন্য জেলায় জেলায় যাতে আবাসন সমবায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তারজন্য প্রচার গড়ে তোলা দরকার। সমবায়ের মাধ্যমে বাড়ি করলে হাউজিং ফেডারেশন বা অন্যান্য সংস্থার তরফে সহজতর শর্তে ঋণও পাওয়া যায়।

৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহে আবাসন দিবস উপলক্ষে কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ ফেডারেশন অফ আরবান ক্রেডিট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অ্যান্ড সোসাইটিজ এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা মহাসংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তারা একথা বলেন। উল্লেখ্য, ঐদিনের অনুষ্ঠানটি হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কনভেনশন কক্ষে। কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের এই সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুনীল ঘোষ, পার্থ সেনগুপ্ত, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করী ওঝ, কার্তিক মজুমদার প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদের অন্যতম প্রশাসক পার্থ সেনগুপ্ত বলেন, কলকাতায় আবাসন সমস্যা একটা বড় সমস্যা। ক্রমশ বাড়ি করার জমি প্রোমোটারদের হাতে-চলে যাচ্ছে। অথচ সমবায়ের মাধ্যমে বাড়ি করলে প্রায় অর্ধেক খরচ পড়ে। তাই জেলায় জেলায় হাউজিং কো-অপারেটিভ গড়ে তোলা দরকার। এই ব্যাপারে হাউজিং ফেডারেশনের সাহায্যের আশ্বাসও তিনি দেন। তিনি জানান, সমবায় সমিতির মাধ্যমে আবাসন সমস্যা যে মেটানো সম্ভব সার্বিক সমবায় আন্দোলনের স্বার্থেই এটা প্রচার করা দরকার।

সমবায় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, সমবায় আন্দোলন একটা প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন। এই আন্দোলনকে অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমবায়ের বিষয়ে ভাল ভাল পদক্ষেপও নিয়েছেন। প্রেসও তার মধ্যে প্রচারের দিকটি। তবে আরো প্রচার দরকার। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমবায় সপ্তাহ পালন করার আহ্বান জানান তিনি।

জাতীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও কর্মচারী সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় বলেন, সাফল্যের পাশাপাশি সমবায় আন্দোলনের অসাফল্যের দিকগুলোও খুঁটিয়ে দেখতে হবে। বিশেষ করে আরবান ক্রেডিট সোসাইটিগুলির কথা বলছি। শুধু টাকা নেওয়া, সুদ দেওয়াই আমাদের কাজ নয়; সামাজিক দায়িত্বের দিকটাও ভাবতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা মহাসংঘের নেত্রী শঙ্করী ওঝ বলেন, সমবায় সপ্তাহ পালন উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণের সময় লক্ষ করলাম প্রায় সব পুরস্কার নিচ্ছেন ক্রেডিট সোসাইটিগুলি। কিন্তু আমরা শিল্প সমবায় চালাচ্ছি — অনেক মহিলার জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছে এই মহিলা মহাসংঘ। তাদের উৎসাহিত করার দিকটা এখনও অবহেলিত রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে ভাবতে অনুরোধ রাখেন তিনি।

প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ বলেন, এই সভা আলোচনা-সমালোচনার সভা। সামাজিক কাজে সমবায়কে ব্যবহার করতে হবে। শুধু সমবায়ের সদস্যদের কথা ভাবলে চলবে না, আগামী দিনের সদস্যদের জন্যও ভাবতে হবে। সমবায় পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র একটা অতি মূল্যবান বস্তু। শুধু পরিচালকমণ্ডলী গণতান্ত্রিক হলে চলবে না, প্রত্যেক সদস্যকে অংশগ্রহণ করতে হবে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। তিনি বলেন, আজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের জন্য মহাজনী কারবার অনেক কমে গেছে। মহাজনের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কার যেভাবে প্রসারিত হয়েছে সেজন্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান আজ প্রথম। সমবায়ে অর্থ নয়, অর্থের সদ্ব্যবহারই মূল কথা। তবে আমার কাজ সমবায় সচেতনতা আগের চাইতে অনেক বেড়েছে। কেন্দ্রীয় যোজনা মন্ত্রীর কাছে নবম যোজনায় সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি পৌঁছে দিতে হবে।

এরপর বিভিন্ন সমবায়ের প্রতিনিধিদের কৃতজ্ঞতা জানান কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি নিরূপম চক্রবর্তী এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন সম্পাদক কনক নারায়ণ ভাদুড়ি।

■ প্রীতি মহমুদার

কলকাতায় ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ

সহেতির প্রচেষ্টায়

কলকাতা জেলা টেলিফোন কো-অপারেটিভ লিমিটেডের উদ্যোগে 'মহিলা পুরুষ সহেতি ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য সমবায়' বিষয়ে সমিতির সভাপতি বিদ্যা দুবে বলেন, প্রতি বছরেই তারা সমবায় সপ্তাহ পালন করেন। এবারও আলোচনা ইস্যুভিত্তিক। সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আন্দোলনকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে নিয়ে যাবার ডাক দিচ্ছি। আমাদের বোর্ডে দু'জন মহিলা আছেন। তারা আরও এগিয়ে আসুন এই আমাদের লক্ষ্য।

এই বিষয়ভিত্তিক আলোচনাতে সম্পাদক প্রসূন মুখার্জি বলেছেন, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষণ অত্যাচার থাকে, তাই সচেতন মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। আমরাও এভাবেই চিন্তা করেছি। স্বভাবতই অন্যান্য আন্দোলনের মত সমবায় আন্দোলনও নারী-পুরুষের উপযুক্ত সহেতি থাকলে এগিয়ে যাবে।

বিজয় গোস্বামীর কথায় জানা যায় ১৯ বছর ধরে ক্যালকাটা টেলিফোন কো-অপারেটিভ চলছে। কর্মচারী তো অফিস কাছারিতে ভালই চলে। এরা ক্রেতা বিভাগেও ভাল চালাচ্ছেন। সদস্যদের আরো বেশি পরিষেবা দেবার কথা তারা চিন্তা করেন।

কিভাবে এই সমবায় যুব সম্প্রদায়ের উপকারে লাগতে পারে তার চিন্তা করারও সময় এসেছে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা করেই সমবায় আন্দোলন কিভাবে যুব সমাজের মধ্যে প্রসারিত করা যায় সেকথা ভাবা দরকার। সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বিল যথাযথরূপে উত্থাপিত হল না। শেষ পর্যন্ত গীতা মুখার্জির চেষ্টায় সিলেক্ট কমিটিতে বিল গেছে।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ টেলিকমিউনিকেশনস্-এর পক্ষে সুধীর মিত্র বলেন, শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত মানুষেরা সংগঠন ও সমবায় উভয় ক্ষেত্রেই সুপরিচালনার দাবিদার বলে গর্ব করতে পারেন। দৈনন্দিন কাজে প্রশংসা পাবার সুযোগ প্রায় নেই, কিন্তু দলমত নির্বিশেষে সমবায়ের কাজে সবাই খুশি, কারণ সমিতির সার্ভিস। সমবায়ের পতাকাতলে সবাই নতুন চেতনায় মিলিত হয়েছেন।

কলকাতা জেলা পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতির সভাপতি ভোলানাথ দত্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য রাজ্য থেকে আলাদা, এখানে সাধারণ মানুষও দুর্বলশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। ইফকো, কৃভকো, সুগারমিল ইত্যাদি বিত্তশালী মানুষের স্বার্থের কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গে কায়েমী স্বার্থের কেন্দ্রগুলিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সাধারণ মানুষের কৌতূহল বেড়েছে, নতুন নতুন সমবায় তৈরি হচ্ছে। সমবায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ নয়। আমাদের দাবি, অসম প্রতিযোগিতার মুখে সমবায়কে সরকার সুনির্দিষ্ট মদত দিন।

গত ১৪ই নভেম্বর সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিনে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত এবং বিনয় চৌধুরী সমবায় বিষয়টিতে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'সমবায়' বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত। যেভাবে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব বেড়েছে, সেভাবেই সমবায়েরও পরিভাষনাত্মক বিকাশ ঘটাতে হবে।

শ্রীদত্ত প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে সমবায় যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তার উল্লেখ করেন।

যুব সমাজকে সমবায়ে যুক্ত করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, যেমন বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন। আরো বাস্তবভিত্তিক প্রচেষ্টা শুরু করার প্রয়োজন আছে।

আইনের আরো পরিবর্তন করা দরকার। ক্রেডিট সমবায়ের টাকা যদি উৎপাদক সমবায়কে বিনিয়োগ করা যায় তাহলে শিল্প সমবায় ক্ষেত্রে মহিলারা আরো বেশি সুযোগ পেতে পারেন। উৎপাদক সমবায়গুলিকে সেলস্ ট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে কতটা সুযোগ দেওয়া যায় সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাব নিয়ে নেতৃত্বকে এগিয়ে যেতে হবে।

মহিলা ক্রেডিট কো-অপারেটিভগুলি মহিলারা ভালই চালাচ্ছেন। তারা যাতে ফুড প্রসেসিং-এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত মান বজায় রেখে ব্যবসায়িক গুণ পান সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্ষুদ্রশিল্প বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মহিলারা স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, এ সুযোগ গত পাঁচ বছরে প্রসারিত হয়েছে।

শ্রীদত্তের কথাতে জানা গেল, মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কলকাতা জেলা পাইকারি সমবায়ে বেড়েছে, বোর্ডে মহিলাদের সংখ্যা দুই।

কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক কনক ভাদুড়ি বলেন, নানা ধরনের সমবায় গড়ে তোলার মধ্যে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পথে বহুদূর পথ হেঁটেছে। আন্দোলন সবাই মিলে গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন যৌথ নেতৃত্ব দিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে দীপালি ঘোষ গ্রামে গ্রামে, আধাশহরে কিংবা শ্রমজীবী এলাকায় শ্রমিক মায়ের সন্তানের উপযুক্ত দেখাশোনার জন্য মহিলাদের দ্বারা সমবায়ভিত্তিক ক্রেশ পরিচালনা, শিশুবিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য সমবায় গঠনে যৌথ উদ্যোগ নিতে উপস্থিত মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে হুগলি জেলার কুমড়োগড়ি গ্রামের ১২ বছরের দিদির অভিভাবকত্বে তিন মাসের ভাইটির মৃত্যু এবং ফলস্বরূপ ভীত বালিকা দিদির আত্মহত্যার ঘটনা উল্লেখ করা হয়। উল্লেখযোগ্য, খুব সকালবেলায় মৎস্যজীবী বাবা-মা প্রতিদিন বেরিয়ে যাবার সময় দিদির তত্ত্বাবধানেই ভাইটি থাকতো। সেদিন খাওয়াবার সময় গলায় দুধ আটকে শিশুটি মারা যায়। 'কনসার্ন কর কমিউনিটি' নীতিটির সার্থকতম প্রয়োগ এরূপ ক্ষেত্রেই সমবায় ক্রেশ তৈরি করে প্রমাণ করা যায়।

■ নিজস্ব প্রতিনিধি

শেষ দিনেও শুরু করা যায়

সমবায় আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রই আমাদের বলে দেয় প্রথানুসারী সপ্তাহান্তিক শেষ হলেও যে কোন বিষয়ে সমবায় প্রতিদিন এগিয়ে যেতে থাকবে। কারণ সমবায়ের উন্নয়নের সাথে মানব উন্নয়নের রয়েছে আত্মিক যোগ। ১৯৯০ সাল থেকে ইউ এন ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে পৃথিবীর মানব উন্নয়নের তুলনামূলক তথ্যাদি দিয়ে। এই বিষয়ে সমবায় সপ্তাহের শেষদিন ২০ নভেম্বর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি, কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন অফ আরবান ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যান্ড ব্যাঙ্কস্-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ক্যান্টিন হলে বক্তব্য রাখছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায়। এদিনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সরেক্ষণাত্মক মানব উন্নয়ন। শ্রীরায় বলেন, ইউ এন ও প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সুদূরপ্রসারী মানব উন্নয়নের কথা, " It is development that is pro-prople, pro-nature, pro- jobs and pro-women", Bruntland Commission বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহারে এমনভাবে হবে যাতে ভাবী প্রজন্মের পক্ষে তাদের চাহিদা মেটাবার সুযোগ থাকে।'

বর্তমান বৌক রয়েছে লোভের বাতাবরণে মোড়া। এই আবহ চিরস্থায়ী হতে পারে না, অবশ্যটা ঘুরে দাঁড়াবেই প্রত্যয়ের স্বরে বলেন শ্রীরায়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আবর্তনে সমবায় যাতে যোগ্য ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রসংঘ পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ তাই বিশ্বের ৬০ কোটি মানুষের সঙ্গে আমরা একাত্মবোধ করতে পারি। ভারতে সপ্তম যোজনা পর্যন্ত সমবায়ের সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছি। অষ্টম যোজনায় সমবায় ছিল আবছা আলোয়। শোনা যাচ্ছে নবম যোজনায় সমবায় উপযুক্ত গুরুত্ব পেতে চলেছে।

এবার দারিদ্র্য দূরীকরণ বছর, দশকও বটে। আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে সমবায়ভিত্তিক আলোচনা থাকবে বলে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বলেছেন। রাষ্ট্রসংঘ সব দেশগুলোকে বলেই দিয়েছে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমবায়কে সুনির্দিষ্ট স্থান দিতে হবে।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায় মানব কল্যাণের স্বার্থে সমবায়ের প্রতি আরো নির্ভরতা বাড়বসম্ভব হবে। রাজনৈতিক পার্টি শাসিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মানব উন্নয়ন সম্ভবত আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না।

পরবর্তী বক্তা ফেডারেশন অফ আরবান ক্রেডিট কো-অপারেটিভস অ্যান্ড ব্যাঙ্কস-এর সম্পাদক নন্দ গোস্বামী স্থায়ী মানব উন্নয়নের প্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলনের করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে। বিশ্বব্যাপী লোভের হাতছানি দিয়ে যে খোলাবাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে সেখানে মানুষের চেয়ে টাকার গুরুত্ব বেশি। দেখা যাচ্ছে বড় টাকা ছোট টাকাকে গ্রাস করে চলেছে। আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে, ছোট টাকা গ্রাসে পড়ার আগেই উৎপাদনমূলক কাজে এই টাকা নিয়োগ করা যায় কিনা। এখন ভাবা দরকার, mass production নয়, production by mass-এর গুরুত্বের কথা।

ব্যাপক বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র উৎপাদক সমবায়ের নেই। সমবায় সংস্কৃতির চর্চার নৈতিক দায়িত্ব ও আমাদের পালন করার দিন এসেছে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'Buy Cooperative Products' এরকম স্লোগান দেবার সময় এসেছে।

কলকাতা পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতির সভাপতি ভোলানাথ বসু সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্মচারী তদ্বধান সমবায়ের প্রতিবছরের মতো এবারও বিশেষ উদ্যোগের সভ্যদের উদ্বুদ্ধ করে বলেন, মানব সম্পদের স্থায়ী উন্নয়ন এযুগের চিহ্নিত বিষয়। উন্নয়ন কথাটাই বিতর্কমূলক। Material development-এর ভাল-মন্দ আলোচিত হচ্ছে, আলোড়িত হচ্ছে মানব সমাজ। রাষ্ট্রসংঘ বা আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ এর বাইরে নেই। পরিবেশ, প্রকৃতি, বনজ সম্পদের সংহার রুখতে হবে, প্রকৃতির খাদ্য যোগান ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গে সেজন্য সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে একরকম চিন্তা নিয়ে চলার প্রচেষ্টা চলছে। তৃণমূলের মানুষদের যুক্ত করার চিন্তা থেকেই মৎস্যজীবীদের নিয়ে সমবায়ভিত্তিক কাজের প্রসার হয় এবং এভাবেই মৎস্য সমবায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক কনক ভাদুড়ি বলেন, পুঁজির অত্যাচার বাড়ছে বলেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ভেঙে যাবার পরও মানব উন্নয়নের স্বার্থে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের পাশে রাষ্ট্রসংঘ এসে দাঁড়িয়েছে। চিন্তার প্রসারে সবাইকে একযোগে এগোতে হবে। এই উদ্যোগী মানসিকতার জন্যই উদ্যোক্তাদের তিনি অভিনন্দন জানান। আয়োজক সংস্থার সভাপতি প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বলেন মানুষের উন্নয়নের জন্য মানুষের ভাবনা বহুদিনের পুরনো। সমগ্র সমাজের উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় নীতির ওপর নির্ভর করে। ১৯৯০-৯১ সালের পর বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক ধসনামা আরম্ভ হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে বাইরের আক্রমণের সঙ্গে আর্থিক ধাক্কায় নিজস্ব পরিচালন পদ্ধতিতে দুর্বলতাও ছিল।

আমরা সমবায়ের সমষ্টিগত লাভের বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দিচ্ছি। সমবায় অর্থনীতি কেবল আর্থিক লেনদেন শেখায় না, এটা একটা আদর্শভিত্তিক পদ্ধতি। আদর্শ হিসাবে সমবায়কে গ্রহণ করতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার দায়িত্ব সবাইকে নিতে তিনি আহ্বান জানান।

■ দীপালি ঘোষ

অমূল্য সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯৯৬ সালের 'ভাণ্ডার'-এ পর পর কয়েকটি সংখ্যায় আমরা সঙ্গে লক্ষ্য করি যে আপনারা বহু জগৎ বিখ্যাত মনীষীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁদের কর্মবহুল জীবনের জন্ম-মৃত্যু ছাড়া সহ কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

ইতিহাস হয়ে আছে সেই দেশ বিদেশের অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির পরিচয় প্রবীনরা বিস্মৃত হই ও নতুন প্রজন্মের কাছেও তা জানবার বিষয়।

সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এর মূল্য অপরিসীম। সংখ্যাগুলি সংরক্ষণের দাবি রাখে।

বাসুদেব চ্যাটার্জি, কলকাতা - ১৪

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

F 90/211-0338

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি মোছে নি
পাখী না ডাকা
হাট শাখা আছে,
পৌষ পাবন আছে
আছে পিঠে
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে **ওল্ডজ**

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১১/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

ওল্ডজ

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
63-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

BHANDAR • Regn No 5451/52 • January-97 • Vol. XXXV • Postal Regd No. WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৪১৭/৬২৭৪৪

গ্রাম : ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

বীরেন্দ্রনাথ দেব
চেয়ারম্যান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অসীম রায় কর্তৃক ২২৫, আচার্য সুভাষ রোড (৫ তলা), কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত
এবং আরতি প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৪১-৭২১০ এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

এই সংখ্যায় লিখেছেন

সুনীল ঘোষ

ভোলানাথ দত্ত

অরুণোদয় সরকার

ও

অন্যান্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/$_{2}$% শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আরম্ভে সবার সাথী : সকলে আসুক
সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

সুস্থ বিশ্বে : সুস্থ বিশ্বের লোক।
বেসহন : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

ভারতের চতুর্দশ জাতীয় সমবায় কংগ্রেস
— আলোর দিশারী : সুনীল ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে মৌমাছি পালনে সফল ২৪ পরগণা
বি-কিপার্স কো-অপ. সোসাইটি : ভোলানাথ দত্ত

সমবায় নিবন্ধক : একেশ্বর সরকার

দেখে আসুন বাঙ্গাবেলিয়া মহিলা কো-অপ : দেবজ্যোতি চৌধুরী

কাজের প্রতিরোধে হলুদ এবং ড. লীলা

শ্রীনিবাসের গবেষণা : ড. দুলালচন্দ্র সেন

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের
এই উত্তরণ কিভাবে হল : সন্তোষ ভট্টাচার্য

সমবায় সমাচার

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রায়	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

সমবায় নীতি

- স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ
- সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
- আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ
- স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার
- সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা
- সমষ্টির জন্য ভাবনা

Reserve Bank of India

CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE
WORLI, BOMBAY-400 018

Ref. UBD No. Plan. PCB. 33/09. 09. 01/96-97

13 December 1996
22 Agrahayana 1918 (s)

All Primary (Urban) Co-operative Banks

Dear Sir,

Financing agricultural activities by primary co-operative banks

Under the extent guidelines primary co-operative banks (pcbs) are not permitted to extend finance for agricultural activities. Consequent upon our decision to allow the pcbs to extend their area of operation to the entire district of registration including rural areas vide our circular UBD. No. RBL. (PCB) 19/07. 01. 00/95-96 dated 10 October 1995, we have reviewed the existing policy and it has been decided to permit pcbs to finance agricultural activities subject to the following conditions :-

(i) pcbs would provide direct finance only to members (no nominal members) and not through any agency like primary agricultural credit societies and primary land development banks etc.
(ii) credit should be extended only after obtaining 'no dues certificate' from the existing credit agencies in the area.
(iii) pcbs should follow the scales of finance and obtain security as per guidelines issued by RBI/NABARD, and
(iv) no refinance from NABARD will be available.

2. The loans for agricultural activities will be reckoned as priority sector advances.
3. Please acknowledge receipt of this circular to our concerned Regional Office.

Yours faithfully,
S. L. Parmar
Chief General Manager.

Ref. UBD No. Plan PCB. 30/09. 82. 00/96-97

27 November 1996
06 Agrahayana 1918

All Primary Co-operative Banks

Dear Sir,

Investment by Urban Cooperative Banks in the Units of Unit Trust of India (UTI)

Please refer to our circular UBD No. BR. Cir 72/16. 20. 00/93-94 dated 16th May 1994 and UBD No. Br. Cir. 53/16. 20. 00/94-95 dated April 24, 1995, regarding investment by urban cooperative banks in bonds of Public Sector Undertakings/Companies etc. With a view to broad-base the investment portfolio of Urban Cooperative Banks, it has been decided to allow them to invest their surplus funds in the units of U. T. I upto 5% of their incremental deposits of the previous year and should be within the overall ceiling of 10% of their deposits for investment in the bonds of PSUs/Companies and equity/bonds of All India Financial Institutions. All other terms and conditions in this regard remain unchanged.

2. Please acknowledge receipt of this circular to our concerned regional office..

Yours faithfully,

K. V. Subba Rao
Dy. General Manager

সম্পাদকীয়

আগামী যোজনার উন্নয়ন প্রস্তুতি

গত নভেম্বরে সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন নবম যোজনা কাঠামোয় রাজ্যের মধ্যে সমবায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধির কথা। সেই বড় সুযোগের দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা সাধারণ মানুষ, বেকার ও দুর্বলতর শ্রেণী এবং মহিলাদের সমবায় অঙ্গনে আরো সুনির্দিষ্ট এবং অর্থবহ ভূমিকা নিয়ে বৃহত্তর সুযোগ গ্রহণের জন্য চিন্তাভাবনা, কর্মসূচি রূপায়ণ ও নতুন সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখতে অনুরোধ জানাব।

আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন — কিভাবে রাজ্য ব্যাপী শিল্পায়নে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যৌথ উদ্যোগে অনুকূল পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়। বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ যত শতাংশ মানুষের উপকার করতে পারে — ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প, শ্রমজীবী বা তন্তুবায়, মৎস্যজীবীদের সমবায় সমাজের নীচের তলার মানুষের উপকার করতে পারে তার অনেক বেশি। সেই সম্ভাবনার দিকে সমবায়ী বা রাজনীতিক কিংবা সমাজসেবী — সকলকেই দৃষ্টি ফেরাতে হবে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রযুক্তিপ্রকৌশল দিয়ে সরকার বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি ও যৌথ উদ্যোগ — উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য করবেন।

এই সঠিক সময়েই আগামী দিনের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ নিয়ে কাজের রূপরেখা রচনা ও সে সব কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

■

দিল্লিতে সমবায়মন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

ত্রয়োদশ সমবায় কংগ্রেস অধিবেশনের ভাষ্যকালে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের আহ্বানে গত ২০শে জানুয়ারি দিল্লিতে রাজ্য সমবায় মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের সমবায়মন্ত্রীগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমবায়মন্ত্রী চতুরানন মিশ্র এবং প্রারম্ভিক ভাষণে সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ভারতের জাতীয় ইউনিয়নের সভাপতি বি এস বিষ্ণানন্দ। সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

The Conference of the State Ministers of Cooperation held on 20th January, 1997 presided over by the Union Minister for Agriculture hereby resolves that

i) The growth rate of agriculture, which has been set at 4.5 percent, during the 9th plan, can best be achieved by the active involvement of cooperatives at all levels;

ii) that while it is essential to free cooperatives of unnecessary governmental interference and preserve the democratic nature of the movement it is also necessary to protect the interest of the disadvantaged sections of the society and backward regions of the country. To this end, it is necessary to ensure that free and fair elections are conducted regularly and the audit of the societies is conducted professionally, independently and promptly and that a culture of due discharge of the members' responsibility toward the society is inculcated;

iii) that states take expeditious steps to adopt the model cooperative law on the lines as recommended by Ch. Brahm Prakash Committee;

iv) that the effort at human resource development for member education and training in the cooperative movement be intensified and state governments extend necessary cooperation in this regard ; and

v) that taxation laws be amended to facilited the continued enjoyment by the co-operatives of tax exemption benefits such as income tax etc.

RESERVE BANK OF INDIA

POST BOX 552
CALCUTTA-700 001

No. UBD (Cal) 1314/07. 01. 00/96-97 1 January '97

The Registrar of Co-operative Societies,
West Bengal,
New Secretariat Building,
1, Kiran Sankar Roy Road,
Calcutta-700 001

Dear Sir,

Section 23 of B. R. Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) - Restriction on opening of new and transfer of existing places of business.

It has been brought to our notice that the Asstt. Registrar of Co-operative Societies, 24 Pgs (N) has reportedly permitted the Panihati Cooperative Bank Ltd. to open collection centres at two places in their area of operation.

In this connection we like to invite your attention to section 23 of Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) in terms of which RBI enjoys sole power to grant permission to open a new place of business by a co-operative bank. The provisions contained in sub-section 5 of the aforesaid section would indicate that the above action of the ARCS is violative to the said provision of the Act, ibid.

We shall be glad if you will please look into the matter immediately and advise us factual position in this regard.

Please treat it as most urgent.

Yours faithfully,
S. B. Chowdhary
Asstt. General Manager

ভারতের ত্রয়োদশ জাতীয় সমবায় কংগ্রেস — আলোর দিশারী

সুনীল ঘোষ

বহু প্রতীক্ষিত ১৩তম জাতীয় সমবায় কংগ্রেস গত ২১ ও ২২শে জানুয়ারি নয়া দিল্লির সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হ'ল। অনুষ্ঠানের মাত্র দুদিন আগে আবহাওয়া হয়ে ওঠে অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ — দিল্লি সহ সারা উত্তর ভারত জুড়ে শুরু হয় প্রচণ্ড কড় বৃষ্টি ও শৈত্য প্রবাহ। তৎসত্ত্বেও প্রায় ২২০০ ডেলিগেট এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন, বিদেশি প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ জন। ডেলিগেটের সংখ্যা ছিল আরও কয়েক' বেশি, কিন্তু খারাপ আবহাওয়া ও নেতাজি জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকার জন্য অনেকেই ডেলিগেট ফি জমা দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসে যেতে পারেননি।

২০শে জানুয়ারি সকালে বৃষ্টি থামলেও শৈত্য প্রবাহ ছিল অত্যন্ত তীব্র। একদিকে চলছিল এন সি ইউ আই-এর বিশাল প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে রেজিস্ট্রেশন, অন্যদিকে পাশেই এন সি ডি সি বিল্ডিং-এর কনফারেন্স হলে রাজ্য সমবায়মন্ত্রীদের সম্মেলন শুরু হয় বেলা ১০ টায়। পশ্চিমবঙ্গসহ ১২টি রাজ্যের সমবায় মন্ত্রীগণ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। অন্য রাজ্য থেকে যোগ দেন হয় সমবায় সচিব অথবা সমবায় নিবন্ধকগণ। মোট ২৪টি রাজ্য এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করে। সম্মেলনে মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারি খবরদারির পক্ষে জোর সওয়াল করেন। অবশেষে সভার সভাপতি হিসাবে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী চতুরানন মিশ্র সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হিসাবে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এখানকার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সমবায়ে উন্নত রাজ্যগুলি নূতন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ কমিয়ে আনছে।

২১শে জানুয়ারি বেলা ১১ টায় সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামে প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া ত্রয়োদশ সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। প্রথমটি হ'ল নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের অন্তর্ভুক্তি, আর দ্বিতীয়টি হ'ল প্রয়োজনবোধে পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা না করে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মাল্টিস্টেট সমবায় আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলি কার্যকর করা। এই অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী চতুরানন মিশ্র, বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী জাফরো, আইন ও বিচারমন্ত্রী শ্রী খালাপ ও যোজনা রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক গলব। জাতীয় শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সভাপতিদের অনেকেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমবায়ীদের

প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। প্রথমটি হ'ল নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের অন্তর্ভুক্তি, আর দ্বিতীয়টি হ'ল প্রয়োজনবোধে পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা না করে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মাল্টিস্টেট সমবায় আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলি কার্যকর করা।

মধ্যে ৫ জনকে এবং জাতীয় স্তরে স্বীকৃত ৫ জনকে এই সম্মেলনে পুরস্কৃত করা হয়। প্রাপকদের মধ্যে সিকোপার ফেয়ারম্যান প্যারিসের প্রয়াত ওয়াই ক্রেসিস, দিল্লির জি কে শর্মা ও ডঃ দ্বিবেদী এবং পশ্চিমবঙ্গের অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী দেবেগৌড়া।

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ এ এম খুসরো সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় পর 'উদারীকৃত অর্থনীতিতে ভারতের সমবায়' উপস্থাপিত করেন। অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনাপত্রগুলিও একে একে উপস্থাপিত হয়, যার মধ্যে ছিল — (১) নয়া অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সার উৎপাদক সমবায়গুলির ভূমিকা, উদার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ক্রেতা সমবায় ও আদিবাসী সমবায় ক্ষেত্রের সমস্যা, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির, মৎস্য সমবায় সমিতিগুলির, আবাসন সমবায়ের সমস্যা এবং বিপণন সমবায়গুলির ভূমিকা। বিগত ঘাসল কংগ্রেসের পর সমবায় আন্দোলনের বাঁক ও মোড় গুলিও আলোচনাপত্রে স্থান পায়। আলোচ্যসূচিতে আরও ছিল — সমবায় প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগ নীতি, সমবায় ক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কার, সমবায়ে পুরুষ ও নারীর যৌথ অংশগ্রহণ সমবায় ক্ষেত্রে শ্রম আইন সমূহের কড়াকড়ি এবং অডিটের সমস্যা শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বভারতীয় সম্মেলনের এবং এন সি ইউ আই-এর আঞ্চলিক সম্মেলনগুলির সুপারিশগুলিও সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে স্থান লাভ করে।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় তিন শত প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। একক রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ১৪৯ জন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখেন বর্ধমানের চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত জেলাস্তরে বেসরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপনের অনুমতি প্রদানের বিরুদ্ধে, কেননা এটা সমবায় ঋণদান কাঠামোকে বানচাল করে গ্রামীণ সুদখোর মহাজনদের পুনরায় পল্লী গ্রামের আলোয় আসার সুযোগ করে দেবে। কলকাতা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমবায় সমিতির নিত্যরঞ্জন বসু তাঁর অন্যান্য কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সেটি হ'ল শ্রম আইনসমূহ থেকে সমবায় সমিতিগুলির রেহাই-এর দাবি সম্পর্কে তিনি এর বিরোধিতা করে বলেন, অনেক অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে শ্রমিক কর্মচারীরা যে অধিকার আদায়

সদস্যদের তার থেকে সমবায় কর্মীদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সমান্তরালভাবে দুটি আন্দোলন জন্মলাভ করে — একটি শ্রমিক আন্দোলন অন্যটি সমবায় আন্দোলন। এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। তাই শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধীতা করে সমবায় আন্দোলন সার্থক হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা মহাসংঘের সম্পাদিকা মমতা ভট্টাচার্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন।

কংগ্রেসের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হ'ল — (১) রাজ্যস্তরে এবং জেলাস্তরে দেবার কো-অপারেটিভ ফেডারেশনকে ও দেশের অসংগঠিত শ্রমশক্তিকে শক্তিশালী ও সংহত করা এবং সরকার ও আই এল ও-র কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করে সমবায়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের চেতনার স্তর ও আর্থিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা; (২) রাজ্যস্তরে প্রতিটি রাজ্যে মৎস্য ফেডারেশন গঠন করা এবং পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকারের মৎস্য চাষিদের মধ্যে সমবায় চেতনার স্ফুরণ ঘটানো ও তাঁদের মধ্যে সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটানো; (৩) হাউসিং কো-অপারেটিভ ফেডারেশনগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্মচারী অফিসার এবং সংস্থা সমিতিগুলির জন্য কম খরচে বাড়ি তৈরির প্রযুক্তি শিক্ষার বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি রাজ্যে হাডকোর সহায়তায় অন্তত একটি বিল্ডিং সেন্টার গড়ে তোলা যার মাধ্যমে আবাসন সমিতিগুলো কম খরচে বাড়ি তৈরির পরামর্শ এবং ন্যায্য দামে বাড়ি তৈরির মাল মশলা কিনতে পারে, রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক সরকারি জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বাড়ি তৈরির জন্য রাজ্যস্তরের হাউসিং ফেডারেশনকে সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে বন্টন করার নীতি গ্রহণ; (৪) ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক গুলিকে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ সময়ে উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের 'কল মানি' মার্কেটে খাটানোর অধিকার, লোন পিরিয়ডের সময় সীমা বাড়ানোর অনুমতি এবং এ আর ডি বি গুলির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটানো ইত্যাদি; (৫) সমবায় ঋণদান কাঠামোকে কিভাবে আরো জোরদার ও সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্কগুলির ভারবহনের ঋণ গ্রহীতাদের কাছে আরও উজ্জ্বল করে তোলা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল ও নীতি গঠন, সরকারি হস্তক্ষেপ বাতিরেকে বোর্ডগুলির নেতৃত্ব কর্তৃক ঋণ-আদায়ের ব্যাপারে আরও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ, সুদের হার নির্ধারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও জেলা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। সারা ভারতে একই ঋণ-দান নীতির পরিবর্তে প্রতিটি অঞ্চল এবং রাজ্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ, কৃষকের স্বার্থে ক্রপ লোন ইনসুরেন্স নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে আরও সীমাবদ্ধ করে এবং ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্ককে অবিলম্বে চালু করতে লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি; (৬) ক্রেতা সমবায়ে রাজ্য সরকারগুলির অত্যধিক হস্তক্ষেপ এবং মূলত্বলকভাবে দায়-দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা ক্রেতা আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কাঠামোগত অসম্পূর্ণতা, গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা এবং কর্মীদের বৃত্তিগত শিক্ষার অভাব দেশব্যাপী ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবিলম্বে ক্রেতা সমবায় সম্পর্কে জাতীয় নীতি গ্রহণ এবং গণবন্টন ব্যবস্থায় ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলিকে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের নীতি গ্রহণের দাবি জানানো হয়; (৭) বিপণন সমিতিগুলিকে বর্তমান অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কাজের ধারা পরিবর্তন করে কনজিউমার শাখাগুলিকে ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে এবং প্রসেসিং ইউনিটগুলি কর্তৃক উৎপন্ন মালের গুণমানকে আরও উন্নত করতে হবে, উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনের খরচ অত্যন্ত বেশি হওয়ার ফলে এদেশের জিনিসপত্র রপ্তানির সুযোগ বেশি, সুতরাং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ফল মূল, তরিতরকারি ও অন্যান্য কৃষি জাত পণ্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে তারা জৈব সার এবং প্রকৃতির কীটনাশক ব্যবহারে উদ্যোগী হয়, (৮) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নগুলিকে নতুন নতুন সমবায় গঠন ও উন্নয়নে এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারের বিষয়ে এবং সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে; (৯) সমবায় সমিতিগুলির উপর থেকে আয়কর এবং অন্যান্য করের বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে।

এন. সি. ইউ আই-এর মুখ্য আধিকারিক সমস্ত আলোচনার সারমর্ম সভায় পেশ করেন। অতঃপর সমাপ্তি অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী জলাল হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নে তাঁর দপ্তরের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আইন ও বিচারমন্ত্রী শ্রী খালাপ ভারতের সমবায় ব্যাঙ্ক খুব শীঘ্রই সরকারি অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারবে এই ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর দপ্তর থেকে ফাইল অর্থদপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন এ কথাও সভায় জানান।

সমাপ্তি অধিবেশনের শেষে কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তত দুটি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে এসেছেন — নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের অন্তর্ভুক্তি এবং ভারতের সমবায় ব্যাঙ্কের অপারেশনাল লাইসেন্স প্রাপ্তী। বিশেষ আইনগত কারণে অর্ডিনান্সের মাধ্যমে মাল্টিস্টেট কো-অপারেটিভ আইনের সংশোধন করা সম্ভব হবে না, তবে আগামী বাজেট সেসনের শেষের দিকে এই সংশোধিত আইন পার্লামেন্টে পাস হবে।

পরিশেষে বলতে চাই এবার পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের গুণগত মান কিছুটা উন্নত মনে হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংযোগের অভাবে বক্তৃতা মঞ্চে এর যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। তবুও অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিদের তুলনায় এ রাজ্যের বক্তাদের বিষয় বস্তুর সারবত্তা বেশি ছিল। আরও উল্লেখ্য এ বারের কংগ্রেসে হুগলি জেলার সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখার্জি ও সহসভাধিপতি বলাই সাঁবুই অংশগ্রহণ করেন। সমবায় কংগ্রেসে তাঁদের লক্ষ অভিজ্ঞতা জেলা ও রাজ্যের পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার পথকে নিশ্চয়ই সুগম করতে সাহায্য করবে। ❑

পশ্চিমবঙ্গে মৌমাছি পালনে সফল বিশিষ্ট সমবায় সমিতি - ২৪ পরগণা বি-কিপার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

ভোলানাথ দত্ত

[দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমবায় সমিতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন কেননা তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সুন্দরবনের গোসাবা, রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া দ্বীপ তিনটি। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিন একই তারিখে, ৬ই ডিসেম্বর; তাই তাঁর স্মরণে এই নিবন্ধ]

মধু উদ্ভিদের ফুলের সুধাগ্রন্থি নিঃসৃত মিষ্টি, আঠালো তরল পদার্থ। ফুলের সুধার অধিকাংশ ইক্ষু শর্করা ল্যাভুলোজ (ফ্রুকটোজ) এবং ডেক্সট্রোজ (গ্লুকোজ)-এ রাসায়নিক রূপান্তরের এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতায় দ্রবীভূত হওয়ার ফলে পরিপক্ক হয়ে মধুতে পরিণত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই মধু আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত। মধুর বর্ণ এবং স্বাদের তারতম্য হয় মৌমাছি যে ফুলের সুধা সংগ্রহ করে তার দরুণ। ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহের ফলে মৌচাকের মধু স্বাভাবিক-ভাবেই মিশ্র মধুতে পরিণত হয়। আধুনিক মৌমাছি পালন যুক্তরাষ্ট্রে রেভারেণ্ড লরন্স্ জো লোরেন ল্যাং স্ট্রথ -এর "মৌমাছি স্থান" আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা পৃথিবীর প্রথম সারির মধু উৎপাদক দেশ। ভারতে মধুর সমাদর আদি যুগে ঋষি পরম্পরায় সমাজের দৈনন্দিন কাজে প্রচলিত। এই ধারার বহমান উত্তরসূরি হিসাবে মৌমাছি পালন আমাদের জীবনে যুক্ত থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা অতীব প্রকট। সমবায় হিসাবে ২৪ পরগণা মৌমাছি পালক সমবায় সমিতির ভূমিকা অনন্য। এই সোসাইটি ১৯৬৫ সালের ৩০ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের শাসন অঞ্চলে। এটি একটি শিল্প সমবায় সমিতি। ৩১-৩-৯৫ তারিখে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৩৯ জন। আদায়ীকৃত মূলধন হল ১৯,৬৫৬ টাকা। ব্যবসায়ের পরিমাণ ৩৯ লক্ষ টাকা মত। মধু বিক্রির পরিমাণ ৭২ হাজার কেজি আর মধু ক্রয়ের পরিমাণ ১১ হাজার কেজি। মৌ বাক্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের পরিমাণ ৮২ হাজার টাকা। মোট লাভের পরিমাণ ৭.০৮ লক্ষ টাকা আর নিট লাভের অঙ্ক ৩.৫৮ লক্ষ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে ব্যবসায়ের সীমা ধার্য করা হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা। এই সমিতি যথেষ্ট সুনাম ও দক্ষতার সাথে শিল্প সমবায়ে উন্নতি সাধন করছে। মধু জঙ্গলে গ্রামে গঞ্জে বাগানে বাগানে মাঠে-ময়দানে হাজারে হাজারে মৌ বাক্স বর্তমানে-একটা সাধারণ দৃশ্যমাত্র। বারুইপুর অঞ্চল ফল বাগান অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। পেয়ারা, আম, লিচু, পেঁপে ইত্যাদি ফল এই অঞ্চলে জন্মে। সারা ভারতে এই সমিতি বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। শাসন সেটলমেন্ট খুব কাছেই সমিতি ১ কাঠা জমি কিনেছে। সারা দেশে যে কয়েকটি বড় বড় মৌমাছি পালন সমবায় সমিতি আছে তার মধ্যে এই সমিতি অন্যতম।

কৃষি ভিত্তিক প্রধান শিল্প ও স্বনির্ভর প্রকল্প হিসাবে মৌমাছি পালন এক ভালো কর্মসূচি। ফলে এপিস সেরানা ইণ্ডিকা ও এপিস মেলিফেরা মৌমাছি পালনের বিষয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে, বিশেষ করে সুবিধা, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ প্রয়োজন। সাথে সাথে উন্নতমানের অধিক মধু উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা নিতে হবে।

মৌমাছির কাজ ফুলের রস ও পরাগ, যার উৎস হল কৃষিজাত শস্যের ক্ষেত, ফলের বাগান, কাজু ফুল, শাক-সব্জি ও ওষধি জাতীয় গাছ। তাই মৌমাছি পালনে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিবেশ রচনায় কৃষির ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। বর্তমানে প্রায় সারা বছর কৃষি কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মৌমাছি কৃষকের বন্ধু, পরাগ মিলনের কাজ এরা করে থাকে। বিজ্ঞানীরা অনুভব করেছেন যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে মৌমাছির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও সমাদর করতে হবে এবং উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে এর প্রায়োগিক ব্যবহার করতে হবে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের পরাগমিলন মৌমাছিদের সাহায্যে সার্থকভাবে সুসম্পন্ন করে চূড়ান্ত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

খনি জমিদারের বিভিন্ন এ্যাপিয়ারি প্রকল্প রয়েছে যার মাধ্যমে ব্যাজ মারফত টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প হিসাবে মৌমাছি পালন শিল্পকে গ্রহণ করা যায় তবে প্রশিক্ষণ ও সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। উপযুক্ত মৌ-বাক্স ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহজে সমবায়ে বিভিন্ন স্থানে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ও সরকারি অনুদানের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। প্রকৃতিতে এপিস সেরানা কলোনী বর্তমানে খুবই সামান্য এবং এপিস মেলিফেরার কলোনীর সরবরাহও সীমিত। ঘাই ভাইরাস রোগের কারণে এপিস সেরানা কলোনী প্রায় সর্বত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভাল জাতের বাসাসহ এপিস সেরানা ও এপিস মেলিফেরা কলোনী তৈরির জন্য বি নার্সারী ও বি ব্রিডার প্রকল্প চালু রাখেন মধু ছাড়া মোম, রয়েল জেলী, বি-ভেনম, পরাগ প্রপোলিস ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিকল্পনায় কৃষির সাথে মৌমাছি পালনকে যুক্ত করতে হবে। উপপ্রজাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে মৌমাছি পালনে উৎসাহ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। যথেচ্ছ ও ব্যাপক কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার রোধ করা প্রয়োজন কেননা মৌমাছিরা এতে মারা যায় ও মধুও বিষাক্ত হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ, কীটনাশক ওষুধের ফলের ক্ষতির জন্য মৌমাছি পালকদের স্বার্থ রক্ষার্থে এ্যাপিয়ারি বিমাকরণ জরুরি। মৌমাছিকে

জাতীয় সম্পদ হিসাবে রক্ষা করার জন্য National Bee Act প্রণয়ন করা দরকার। অবশ্য এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় স্তরে Code of Conser-vation of Honey Bee অনুমোদিত আছে। এপিস মেলিফেরা কলোনী রক্ষার্থে অসুবিধা হল বি-মাইটের আক্রমণ, বিশেষ করে ভারোয়া মাইটের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও পরিমাণ মত সালফার ডাস্টিং -এর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। মৌমাছিরা যাতে অনাহারে না থাকে সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে এবং কৃত্রিম খাদ্য হিসাবে চিনির রস কলোনীর চাহিদামত নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে। প্রজনন ক্ষমতা বেশি হওয়ার কারণে কলোনীতে পরাগের প্রয়োজন মেটাবার জন্য চিনির রসের সঙ্গে পরাগের যোগানের ব্যবস্থা নিতে হবে। থাই ভাইরাসের আক্রমণে বিধ্বস্ত এপিস সেরানা কলোনীর অক্ষত অংশকে ওপমানের ভিত্তিতে ভাল কলোনী নির্বাচন করে সেখানে এপিস সেরানার বংশ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিতে হবে। কৃষি ও খাদি কমিশনের গবেষণা কেন্দ্রের সহায়তা নিতে হবে। থাই ভাইরাস রুড রোগ যেহেতু খুব ৪৩ কিস্তার লাভ করে তাই যদি কোন কলোনীতে এই রোগ দেখা দেয় তবে অবিলম্বে সেই কলোনীকে পৃথকভাবে রাখতে হবে যাতে সংক্রমণ অন্য কলোনীতে ছড়াতে না পারে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচিত মৌমাছি পালকের মাধ্যমে বি-ব্রীডারী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা কেবলমাত্র বিশিষ্ট ওপমান সম্পন্ন কলোনীর সংখ্যা বাড়াতে পারবে। আর ঐ জাতীয় বি-কিপারদের বলা হবে বি-ব্রিডার। অধিক ও উন্নতমানের মধু উৎপাদনের জন্য মধু ঋতুর পূর্বে কলোনীতে নতুন রানীসহ শক্তিশালী করতে হবে। উত্তেজক খাদ্য হিসাবে সুগার সিরাপ এই সময়ে কলোনীর পক্ষে অপরিহার্য। সুন্দরবনের প্রায় সব এলাকার জলবায়ু, আবহাওয়া, পুষ্পরস ও পরাগ সব রকম দূষণমুক্ত, তাই এই এলাকার উৎপাদিত মধু বিশ্বের অন্যতম সেরা মধু হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে।

কেবলমাত্র সীল্ড মধু নিষ্কাশন করা দরকার। এপিস মেলিফেরার মধুতে এন্জাইম্ পাওয়া যায়-যা মধুর ওপমান বৃদ্ধি করে। রোগমুক্ত উন্নতমানের মেলিফেরা মৌমাছি পালন বাড়াতে হবে। মধু ভালোভাবে ছেঁকে ল্যাকার্ড মুক্ত টিনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মধু সংগ্রহের সাথে সাথে প্রসেসিং করে রাখা প্রয়োজন। খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে মধুর উপযোগিতা বহুল প্রচারিত। জমে যাওয়া মধু সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে, জমে গেলেও মধুর ওপমান বজায় থাকে। সাদা ও হাল্কা রং এর মধু দেখতে এবং স্বাদে ও গন্ধে ভালো হলেও গাঢ় ও কালো রং-এর মধুতে খনিজ পদার্থ বেশি থাকে। মধুর প্রতিক্রিয়া আম্লিক হওয়ার দরুণ তামা, দস্তা এবং অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে সংরক্ষণ সমীচীন নয়। মধুর সামান্য বীজাণুরোধক ধর্ম আছে এবং প্রাচীনকাল থেকেই ছেঁড়া, পোড়া এবং ক্ষতের যৌটার ঘায়ে ব্যবহার করা হয়। মুখের ঘায়ের সোহাগা মধুর বিকল্প আধুনিক বোরাক্স হিসাবে।

১৯৯৫-৯৬ সালে সমিতি কর্মচারিদের দু'বার মহার্ঘ ভাতা ও সর্বোচ্চ ৭২ দিনের বোনাস দিয়েছিল। এখানকার জল হাওয়ার জন্য পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও বিহারের মধুর তুলনায় এখানকার মধুতে জলের ভাগ কিছু বেশি থাকে। আধুনিক মধু শোষণ যন্ত্রের সাহায্যে (Honey Processing Plant with Moisture Reduction Unit) কিছু পরিমাণে জল বের করে দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খাদি কমিশন এই সমিতিকে নিয়মিত সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে সদস্যদের ১২% ডিভিডেন্ট ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চলেছে। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার ফলে পরিচালন ব্যয় অনেক কম। এই সমিতির চলার পথ বন্ধুর কিন্তু সততা, অধ্যবসায়, স্থির লক্ষ্য পথে চলার জন্য স্বকীয় ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। তাই ৫-২-৯৫ তারিখে সুদূর পুনা থেকে ভারতের মৌমাছি পালন শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রাণপুরুষ শ্রী এস জি সিঙ্কে মহাশয় ৮৪ বছর বয়সেও এই সমিতির আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। ❐

শতবর্ষে নেতাজি প্রণাম

যমুনা গুপ্ত

বাংলার বীর মুক্তি সাধক
তপস্যাগুণে বিপ্লবী,
ভুলিবে না জাতি ভুলিবে না তব
চির ভাস্বর দীপ্ত ছবি।
উদয়ের পথে, মুক্তি মন্ত্রে
দুর্গম অভিযানে।
শুরু পূজারী করেছ সাধনা
নীরব অর্ঘ্য দানে!
কেঁপে উঠেছিল ব্রিটিশ সিংহে
তোমার মূরতি হেরি
বন্দী করিয়া রেখেছিল তাই
টেনে দানবে ঘেরি!
তারপর যাহা ঘটেছিল যুগে
ভুলিবে না ইতিহাস
বিস্মৃত ধরা — কাটিলে যখন
ব্রিটিশ কারাপাশ।
দীপ্ত নয়নে দেখেছিলে তুমি
কাঁদিছে স্বদেশ ভূমি,
মৃত্তির মরু পার হয়ে গেলে
স্বদেশের ধূলি চুমি।
বিরাট কাহিনী ছিল নাকো সাথে
একটাই ছিল বল,
বিদেশে গড়িলে আজাদ সেনানী
মুক্তি পিয়াসী দল।
ইম্ফলে তব উঠিল পতাকা
বিজয়ী দীপ্ত বীর,
সে কথা স্মরিয়া আজিকার দিনে
চরণে নোয়াই শির। ❐

দেখে আসুন রাঙ্গাবেলিয়া মহিলা কো-অপারেটিভ

দেবজ্যোতি চৌধুরী, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, পঃ বা মহিলা সমবায় মহাসংঘ লিঃ

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমাদের পাশের ঘরে ডেপুটি ডিরেক্টর হ্যাণ্ডলুম, গৌরাঙ্গবাবু আমাকে ডেকে বললেন, জ্যোতি তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। এই বলে একটি সুন্দর সবুজের ওপর সাদা ডিজাইনের সাইডব্যাগ দেখালেন। আমি কৌতূহলী হয়ে এর প্রস্তুতকারকের নাম জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন এটি সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবা ব্লকে একটি মহিলা কো-অপারেটিভের দ্বারা তৈরি। উনি কিছুদিন আগে ওই অঞ্চলে এই কো-অপারেটিভটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। আমাদেরকেও উনি ওখানে যেতে বললেন, এবং যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহিলা প্রাথমিক শিল্প সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা প্রস্তুত নানারকম জিনিসের কিছুটা অন্তত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকে সেইজন্য স্বচক্ষে ওদের ক্রিয়াকলাপ দেখে আসতে বললেন। এই কো-অপারেটিভটির নাম রাঙ্গাবেলিয়া মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি। কাগজপত্রে রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটির নাম জেনেছি এবং এঁদের কাজকর্মও বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু এদের ভিতরে যে একটি মহিলা সমবায় আছে সেই সম্পর্কে সম্যক কোন ধারণা ছিল না। এমনিতেই সুন্দরবনের প্রতি একটি আকর্ষণ আছেই তার উপরে এই মহিলা সমবায়ের কাজকর্ম দেখার একটা কৌতূহল, এই দুইয়ে মিলে আমাদের রাঙ্গাবেলিয়া পরিদর্শনের দিন স্থির হয়ে গেল। গত পয়লা অক্টোবর '১৬ আমি ও মহিলা মহাসংঘের চেয়ারম্যান স্বপ্না ধর, সেক্রেটারি মধুরা ভট্টাচার্য ও অন্যতম ডিরেক্টর সরকারী ওহ এবং আমাদের উৎসাহী তরুণী কর্মী শ্রীমতী লুসি রাঙ্গাবেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সকাল নটায় বাসন্তীগামী বাস বাবুঘাট থেকে ছাড়ল এবং ঘটকপুকুর হয়ে সোনাখালি পৌঁছল প্রায় সোয়া একটা নাগাদ। এইখানেই সড়কপথ শেষ হয়েছে। এরপরে সবই জলপথ। সামনেই হোগল নদী পার হলেই বাসন্তী। আমরা সোনাখালিতে মায়ের কোলভাত খেয়ে নিলাম। বরফ দেওয়া দই বলে মায়ের স্বাদ অপূর্ব। এরপর ছটফটি ছরে গোসাবা যাত্রা। ছটফটি হোল এক ধরনের ফেরী নৌকা এবং তাতে ইঞ্জিন লাগানো থাকে। সোনাখালি থেকে গোসাবা যেতে প্রায় দেড় ঘন্টার পথ। এই সময়টুকু আমরা নদীর দুইধারে ছবির মত গ্রাম দেখতে দেখতে চললাম। প্রায় সোয়া তিনটে নাগাদ গোসাবা পৌঁছে ওখান থেকে একটি ভ্যানে করে রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি পৌঁছে গেলাম। সোসাইটির মূল অফিসের কাছেই মহিলা সমবায়ের অফিস এবং কাজ করার ও থাকার জায়গা। আমরা সেইখানে চলে গেলাম। অবশ্য এর আগেই রঞ্জন বসাক বলে তরুণ উদ্যোগী ছেলেটি, সে নিজে আবার নিজে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এবং ঐ মহিলা সমবায়ের বনে বিভাগটি দেখে তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন গৌরাঙ্গবাবু। আমাদের এই আগমন বার্তা উনি আগেই পেয়েছিলেন এবং সেইমত মহিলা সমবায়ের পরিচালিকরা আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। ফলে আমাদের আদর যত্নের কোন ত্রুটি হল না। আমাদের সৌভাগ্য যে ওই একই সময় রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটির অন্যতম প্রাণপুরুষ তুষার কান্তিলাল ওইখানে ছিলেন এবং আমরা তাঁর সাথে পরিচিত হলাম। এ এক বিরল অভিজ্ঞতা, সেই কথায় পরে আসছি। এরপরে আমাদের পরিদর্শন শুরু হল। এখানে বলে রাখা ভাল মূল যে রাঙ্গাবেলিয়া মহিলা সমিতি তারই ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে এই রাঙ্গাবেলিয়া মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি। এঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ এত সুন্দর যে সেটা না দেখলে বোঝা যাবে না। প্রথমে আমরা গেলাম তাঁত বিভাগে, এখানে প্রায় ৬০টি মেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এই মেয়েরা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত অঞ্চল থেকে আসে বলে এঁদের হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। এখানে শাড়ি, গামছা, বেড নানা রংয়ের ও ডিজাইনের কাপড়ের সাইডব্যাগ তৈরি হয়। এরপরে দেখলাম উলের বিভাগ, মেয়েরা মেশিনে উল বুনছে। সমস্ত আধুনিক মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপরে আমরা এলাম সীবন শিল্প বিভাগে। এখানেও মেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে টেপজামা, সাদা, ব্লাউজ, মেয়েদের ফ্রক ইত্যাদি হাতে কলমে শিখছে এবং শেখার পরে বাড়িতে বসে এইখানে এই সমস্ত জিনিস তৈরি করছে। এই মহিলা সমবায়ের মধ্যেই একটি ওঁদের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র আছে এবং শুনলে অবাক হবেন যে ওঁরা যে সমস্ত শাড়ি তৈরি করেন সেইগুলি এই শো-রুমের মাধ্যমেই বিক্রি হয়ে যায় পড়ে থাকে না। সবচেয়ে ভাল লাগল যে এই সমস্ত বিভাগের মধ্যে একটি অপূর্ব সমন্বয় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সমস্ত বিভাগের মেয়েরা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যে যার নিজের কাজ করে যাচ্ছে কোলকেতা হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি নজরে এল না যা বিনা এই সমস্ত জায়গায় স্বাভাবিক, কে কত কাজ করল সেই হিসেব কেউ করছে না সমবায়ের প্রকৃত যে মানসিকতা এখানে গড়ে উঠেছে সেটা বোধহয় অনেক শহুরে সমবায়েরই দেখা উচিত। এখানে সবারই এক মানসিকতা। কেউ নেতা নয়। আরও একটা জিনিস আমাকে অভিভূত করল যে এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাবলম্বী পুরুষ মহিলারা আছেন কিন্তু এর কোন প্রভাব এই সমবায়ে বা এঁদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডে নেই, অন্তত আমাদের এইরকম কিছু চোখে পড়ল না। হাতে বিশেষ সময় নেই। পরের দিনই ফেরত হবে। ফলে সবকিছুই খুব দ্রুত দেখতে হচ্ছিল। এরপরে আমরা রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটির কাজকর্ম দেখতে বের হলাম আমাদের সঙ্গী সেই রঞ্জন বসাক। প্রথমে আমরা গেলাম পশু-পালন সম্বন্ধীয় কাজকর্ম

দেখতে। এইখানে কিভাবে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় হাঁস, মুরগি, শূকর, গরু ইত্যাদি পালন করা যায় তার ট্রেনিং দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশু-পালন দপ্তরের এক অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তা এই বিভাগটি দেখাশোনা করেন। তাঁরই কথায়, প্রথমে তিনি এখানে মাসে পাঁচদিন আসতেন। আর এখন সেটা বেড়ে গিয়ে মাসে পঁচিশ দিন হয়ে গেছে। এখানকার এই সেবামূলক কাজের এমনই আকর্ষণ পশু-পালনের ট্রেনিং ছাড়াও বিভিন্ন মানুষকে এখানে পশু-পালন সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া হয়। পশু-পালন বিভাগের পরে গেলাম টেগোর সোসাইটির হাসপাতালে। এখানে দুই নবীন ডাক্তার (স্বামী ও স্ত্রী) রুগীর সেবায় নিয়োজিত। দশটি পেয়িং বেড রয়েছে। নামমাত্র ভাড়া, ছোটখাট অপারেশন চলতে পারে। তবে বড় কিছু হলে মহকুমা হাসপাতাল বা আরও ভাল কোন হাসপাতালে পাঠাতে হয়। তবুও এই জায়গায় এই ধরনের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছিলেন প্রয়াত রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পদার্পণ ঘটেছে এই রাঙ্গাবেলিয়ায়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর বেঙ্কটরমনও রয়েছেন। এর পরের দ্রষ্টব্য কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র। এখানে কৃষি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সুন্দরবনের কৃষিজীবীদের দেওয়া হয়। মাটি পরীক্ষার অত্যন্ত উন্নত ব্যবস্থা আছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে রাঙ্গাবেলিয়ায় কিন্তু বিদ্যুৎ নেই। কিছু সৌরশক্তির দ্বারা চালিত বিদ্যুৎ এবং মূলত জেনারেটারের দ্বারা রাত দশটা পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যালয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়, সন্ধে নেমে আসায় আমরা আর কোথাও গেলাম না। আবার আমরা মহিলা শিল্প সমবায়ের অফিসে ফিরে এলাম।

আমরা এই শিল্প-সমবায়ের উৎপন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের সাইড ব্যাগ, খেস শাড়ি ইত্যাদি পছন্দ করে বেছে নিলাম এবং ওঁরা সেইগুলো আমাদের সঙ্গে দিয়ে দেবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। কিছুদিন পরেই ১৪ নভেম্বর থেকে দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে প্রগতি ময়দানে, সেইখানেই এই জিনিসগুলি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হল। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ওই মহিলাদের সাথে এই মহিলা সমিতির কাজকর্ম এবং মহিলা শিল্প সমবায়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। ওরা বলতে লাগলেন যে কিভাবে তুষার কান্তিলালের স্ত্রী বীণা কান্তিলালের অসাধারণ প্রচেষ্টার ফলে এই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছে। আজকে এই মহিলা সমিতির যখন কোন বার্ষিক সম্মেলন হয় তখন এর উপস্থিতি প্রায় কুড়ি হাজার ছাড়িয়ে যায়। সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে এঁদের শিকড় কিভাবে ছড়িয়েছে এটা তারই একটা উদাহরণ। এদের মহিলা শিল্প সমবায়ের অবস্থা খাদি-এর তুলনায় কম। মহিলা সমিতির বর্তমানে অন্যতম পুরোধা শ্রীমতি প্রতিমা মণ্ডল ও আরও অনেকের সাথে কথায় বোঝা গেল শুধু সমবায় নয় এর সাথে সাথে মহিলারা স্বাবলম্বী হতে গেলে যে যে ৩৭ অর্জন করতে হয় তার সবই তাঁরা এইখানে শেখান। কিভাবে সঞ্চয় করতে হয়, কিভাবে সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়, কিভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয়, কিভাবে নিজেদের ঘর সংসার জমিয়ে রাখতে কিছু হলেও সবজি লাগিয়ে সাশ্রয় করতে হয় ইত্যাদি ছাড়াও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি পালন, পণপ্রথাবিরোধী সেমিনার এইসব করেও মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা হয়। এদের দেখে উপলব্ধি হল যে পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষিত শহরে বাবু-বিবিরা সভা সমিতি ইত্যাদিতে সেই সমস্ত সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করে থাকেন এঁরা সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাঁড়িয়ে এর সফল রূপায়ণ করছেন এবং এঁদের জ্ঞানের পরিধি পুঁথিগত শিক্ষার ফিতে দিয়ে মাপা যাবে না। কাজ করার মানসিকতাটা যদি স্বচ্ছ থাকে তাহলে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু করা যায় এটা তাঁরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এবার ফেরার পালা। রাতে মহিলারা এই সমবায়ের হস্টেলে থাকলেন এবং আমার থাকার জায়গা হল নার্সারী বিভাগের কাছে আরেকটি পুরুষ আবাসে। রাতে আবার মাছের ঝোল ভাত সহযোগে ভালই খাওয়া হল। ওদের আতিথেয়তার প্রতিমুহূর্তে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

আমার সাথীরা ছিলেন সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটির কর্মীবৃন্দ। ওরা এসেছিলেন মাসিক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য। ওদের কর্মী সভাই টেগোর সোসাইটির সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এই যে গণতন্ত্রীকরণ এটাও একটা দেখবার বিষয়। এই সমস্ত প্রয়াসের পিছনে যাঁর বিরাট অবদান সেই তুষার কান্তিলাল কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারেই নিস্পৃহ এতবড় কর্মকাণ্ড যে তাঁরই অনুপ্রেরণায় হয়েছে এই কথা তিনি মানতে নারাজ। তিনি প্রধানত এর জন্য তখনকার পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের সাধুবাদ জানালেন। যদিও রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি ও তুষার কান্তিলাল আজ সমার্থক। পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আমাদের ফেরার ব্যবস্থা হল। তুষারবাবুর সৌজন্যে টেগোর সোসাইটির ভট্‌ভটিতে সোনাখালি পর্যন্ত যেতে হবে। টিড়ে নারকেল ডিম কলা দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে ওই মহিলাদের কাছে বিদায় নিয়ে সোসাইটির ভট্‌ভটিতে উঠে পড়লাম। এর আগে ওনার মাসে দুই-চারবার সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু ফেরার পথে ওনার সাহচর্য লাভ করায় এই মানুষ যে কত সহজে সাধারণের সাথে মিশে যেতে পারেন সেটা প্রত্যক্ষ করলাম। ওরই কথায় জানলাম আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে একটি প্রকৃত গ্রামের খোঁজে উনি কিভাবে এখানে এসে পড়লেন এবং স্থানীয় স্কুলে মাস্টারীর সুবাদে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সবার কাছে মাস্টারমশাই, দিদিমণি বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। আজকের দিনে এই ধরনের কৃচ্ছ্রসাধন একটা বিরল ব্যাপার। ওদের সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে এবং সেটা লেখার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে ওখানকার লোকের মুখে যা শুনলাম তাতে এই রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি, মহিলা সমিতি ও মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পিছনে ওঁদের অবদান কোনদিনই ভোলা যাবে না। এর মধ্যেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল এইগুলিকে স্বয়ম্ভর করে তোলা। ওঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মন চাইলেও শরীর সবসময় অনুমতি দেয় না। ফলে এখন উনি প্রতিমাসে

অন্যান্য কাজ না থাকলে একবার ওখানে যান। কিন্তু তাই বলে ওখানকার কাজকর্ম থেমে থাকে না। এবং এইটাই সকল নেতৃত্ব। অর্থাৎ অনুপ্রেরণা পাওয়ার মধ্য দিয়েই সাধারণ কর্মীরা শ্রী কাঞ্জিলালের কাছে পেয়েছে অজানিতে নেতৃত্ব দেবার মত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস। তিনি চালিকা শক্তির যোগান দিয়েছেন। যার ফোরে গাড়ি একবার ভালভাবে চলতে শুরু করলে আর থামবে না। আবার স্বল্প অভিজ্ঞতার দেখে সমবায় (বিশেষ করে শিল্প সমবায়ে) দ্বিতীয় নেতৃত্বের বড়ই অভাব। তাই হোক প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা জলে ও স্থলে ওঁর সাথে: বিভিন্ন লঘু ও গুরু আলাপ চারিতায় মজে গেলাম। ভাল লিখতে পারি না এবং এই ধরনের লেখার কোন অভিজ্ঞতা নেই বলে যা দেখলাম, যা শুনলাম তার বোধহয় সামান্যই লেখা হল। সেই জন্যই লেখার হেডিং দিয়েছি দেখে আসুন রাঙ্গাবেলিয়া মহিলা কো-অপারেটিভ। সত্যিই দেখে আসুন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। ❑

ক্যানসার প্রতিরোধে হলুদ এবং ড. লীলা শ্রীনিবাসের গবেষণা

ড. দুলালচন্দ্র সেন

আমরা জানি যে বাড়িতে তেল, ঘি ও বনস্পতি জাতীয় খাদ্যের প্যাকেট বা কৌটা একবার খোলা হলে কিছুদিনের মধ্যেই ওগুলি ধীরে ধীরে স্বাদে ও গন্ধে কটু হয়ে ওঠে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে র‍্যানসিড হয়ে যাওয়া বলে। তেল বা কোনও স্নেহজাতীয় পদার্থকে কটু হওয়া থেকে রক্ষা করতে সাধারণত তার মধ্যে রাসায়নিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাজারে নানারকমের রাসায়নিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। কিন্তু বিগত দুই দশকের উপর ধরে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অধিকাংশে রাসায়নিক বা কেমিক্যাল অ্যান্টি-অক্সিডেন্টই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর। এগুলি ক্যানসারের মত মারাত্মক রোগকে আমন্ত্রণ জানায় এবং অন্তঃসত্ত্বা মায়ের পেটের শিশুটিকেও বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে।

এইসব কারণের জন্যেই কেমিক্যাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের বদলে বিজ্ঞানীরা আজকাল প্রাকৃতিক বা ন্যাচারাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টই ব্যবহার করা বেশি পছন্দ করেন। উন্নতশীল অনেক দেশে আইন প্রণয়ন করে ইতিমধ্যেই খাদ্যে কেমিক্যাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের প্রয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধীরে হলেও আমাদের দেশও ওই একই পথের পথিক হতে চলেছে। তাই এই বিষয়টিকে স্মরণে রেখে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও তেল ও স্নেহজাতীয় খাদ্য অধিক দিন ধরে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন ন্যাচারাল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করেন। ফলস্বরূপ, সম্প্রতি মহীশূরের সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. লীলা শ্রীনিবাস ও তাঁর দল হলুদের মধ্যে "টারমেরিন" নামে এক যৌগের হদিস পান। এবং লক্ষ করেন যে এর ভিতর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ধর্ম অন্তর্নিহিত রয়েছে। সেই জন্য ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁরা এই যৌগটিকে হলুদ থেকে আলাদা করেন এবং অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন যে টারমেরিনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা হলুদে উপস্থিত অন্য এক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট "কারকিউমিন" অপেক্ষা বেশি। এমন কি বহুল প্রচলিত কেমিক্যাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বি এইচ এ বা বিউটিলেটেড হাইড্রক্সি অ্যানিসল অপেক্ষাও ন্যাচারাল এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট "টারমেরিন" অধিক ক্ষমতাশালী। সুতরাং একই পরিমাণ খাদ্যে "টারমেরিন" লাগেও কম মাত্রায়। ইদানীং আরও জানা যায় যে বি এইচ এ বেশি পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়া ঘটায়। কিন্তু "টারমেরিন" অধিক মাত্রায় (১ থেকে ২ গ্রাম পর্যন্ত রোজ) দেহে গেলেও কোনও রকম বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। টারমেরিনের আর একটি বড় গুণ এই যে এটি শরীরে ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ড. লীলা শ্রীনিবাস তাঁর এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৩ সালে ভারতের রাউসেল সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউট থেকে পুরস্কৃত হন এবং তাঁদের এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আরও বিস্তৃতভাবে গবেষণা চালানোর উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ও ভারতের ডিপার্টমেন্ট অফ বায়ো-টেকনোলজি তাঁকে যথাক্রমে ২০ ও ১৬ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। ❑

সুনীল ঘোষের লেখা 'দেখে এলাম জাপানের কৃষি সমবায়' প্রবন্ধটি অনিবার্য কারণবশত ফেব্রুয়ারি '৯৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Business of

Pledging of

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

সমবায় নিবন্ধক

অরুণোদয় সরকার

মূলত গরিব কৃষকদের মহাজনের অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালের ১০ আইন (Act X of 1904) বা The Co-operative Credit Societies Act, 1904 (সমবায় ঋণ সমিতি সম্বন্ধের আইন, ১৯০৪) ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হওয়ার পর ২৫শে মার্চ, ১৯০৪ তারিখে ভারতের বড়লাটের (Governor General) সম্মতি লাভ করে ও নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি মারফৎ চালু হয় —

Government of India Legislative Department

The following Act of the Governor General of India in Council received the assent of the Governor General on the 25th March and is hereby promulgated for general information :-

Act No. X of 1904
The Co-operative Credit Societies Act, 1904
(The Gazette of India, March 26, 1904, Part IV, Pages 43-48

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সম্ভবত কো-অপারেটিভ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে সমবায় কথাটি চালু না থাকায় ও আইনটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের মিউচুয়াল এইড-এর গুরুত্ব নিহিত থাকায় উক্ত আইনের বাংলা নাম হিসাবে পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় সমিতি বিষয়ক আইন বলা হত। (১৯১২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৬/৩৯ নম্বরে রেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যাবেড়িয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত আইনটি চালু হবার পরই ঐ আইনের অন্তর্নিহিত নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আইনের প্রয়োগকরণ (administration of the Act) অর্থাৎ সমবায় সমিতি সংগঠন ও আইনগত ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য পঞ্জীয়ন বা রেজিস্ট্রিকরণ (রেজিস্ট্রেশন), এদের নিয়ন্ত্রণ ও পথনির্দেশদান (কনট্রোল অ্যাণ্ড গাইড), তদারকী, মামলাতাবে সাহায্যদান ইত্যাদির যাবতীয় ব্যবস্থাদি করার জন্য আইনের ৫ ধারা (5. The Local Government may appoint a Registrar of Co-operative Credit Societies for the province or any portion of it) মোতাবেক একজন রেজিস্ট্রার (Registrar of Co-operative Credit Societies) নিয়োগ করার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিতে বলেন। ভারত সরকার আরও বলেন যে, রেজিস্ট্রারের কাজ হবে অন্তত প্রথম কয়েক বছর অনবরত (কনস্ট্রাক্টিভ) সমিতিগুলি পরিদর্শন করা ও তাদের ক্রমোন্নতির ওপর নজর রাখা, অবশ্যই পরিদর্শনকারী আধিকারিক (ইন্সপেক্টিং অফিসার) হিসাবে নয়, সুবন্ধু ও সুপরামর্শদাতা হিসাবে। ((Resolution No. 1 — 63-3. Land Revenue. Government of India, dated Simla, the 29th April, 1904—published in the Supplement to the Gazette of India, May 7, 1904-page 864)। তদনুযায়ী বঙ্গদেশ সরকার (গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল), রাজস্ব পর্ষদের ((বোর্ড অফ রিভেনিউ) ১৯০৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ মি গৌরলেকে (Mr. W. R. Gourlay, I C S) বঙ্গদেশের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ —

No. 1869 T. — R., dated Darjeeling the 6th September, 1904; Notification — By the Government of Bengal, Revenue Department.

Mr W. R. Gourlay, I. C.S officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to be the Registrar of Co-operative Credit Societies for Bengal, under Section 5 of the Co-operative Credit Societies Act, 1904 (Act X of 1904).

No. 1870 T. — R

Copy forwarded to Mr. Gourlay for information. Calcutta will be head quarters, but he is permitted to join at Darjeeling. Mr Gourlay is allowed to affix the ensuing Puja holidays to his joining time and should report himself for duty to the Board of Revenue at Darjeeling on the forenoon of the 25th October, 1904.

By order of the Lieutenant Governor of Bengal
L S S O' Malley
Under Secretary to the Government of Bengal.

Darjeeling.
The 7th September, 1904.
(Published in the Calcutta Gazette, September 14, 1904)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মিঃ ল (Mr. E. Fg. Law, K. C. M. G.)-এর সভাপতিত্বে ভারতে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের বিষয় বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য গঠিত কমিটি সুপারিশ করেছিল যে জেলা কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনার অথবা জেলা জজের পদমর্যাদাসম্পন্ন কাউকে রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করা উচিত (Report of the Committee on the establishment of Co-operative Credit Societies in India, 1901, Page 5, para 16) অবশ্য ভারত সরকার তাদের ২৯-৪-১৪ তারিখের চিঠিতে (No. 549 — 63-6) প্রাদেশিক সরকারগুলিকে জানান যে জুনিয়র কালেক্টর (Junior Collector) পদমর্যাদাসম্পন্ন আধিকারিককে রেজিস্ট্রার হিসাবে নিয়োগ করলেও চলবে। (Government of Bengal, Revenue Department, Land Revenue No. 4721 Dated Calcutta the 13th December, 1904 দ্রষ্টব্য)। ঐ চিঠিতে মিঃ গৌরলেকে রেজিস্ট্রার হিসাবে নিয়োগ করার সংবাদ জানিয়ে তার মাহিনা হিসাবে তিনি যা

পাঠিয়েছেন অর্থাৎ ৭৬৬ টাকা ১০ আনা ৮ পাই আর নতুন পদের বাড়তি দায়িত্ব ও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজের চাপের দরুণ ১৫০ টাকা বিশেষ ভাতা অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এর উত্তরে ভারত সরকার তাদের No. 135 — 63.20 Dated 26. 1. 1905 চিঠিতে ভারত সচিবের (Secretary of State for India) নির্দেশ সাপেক্ষে মিঃ গৌরলেকে তার বর্তমান বেতন, ভ্রমণ ভাতা ও তাঁবু ভাতা (tentage allowance) দিতে বলেন।

তাঁকে রেজিস্ট্রার হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে এ খবর পেয়েই মিঃ গৌরলে সমবায় ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হবার ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাবার জন্য সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকে এজন্য ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তিনি ১৯০৪ সালের ৭ই জুলাই থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, ব্যাভেরিয়া, ফ্রাঙ্কফুর্ট, নাসান (Nassan), নিউওয়াইড (Neuwied), ইটালি এবং ঈজিপ্ট গিয়ে সেখানকার সার্থক সমিতিগুলি পর্যবেক্ষণ ও সমবায়ের বিখ্যাত নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবায় ঋণ ব্যবস্থাদির বিষয়ে আলোচনা করেন। (Annual Report on the working of Co-operative Credit Societies for the year 1904-05)।

মিঃ গৌরলে ১৯০৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বঙ্গদেশের প্রথম রেজিস্ট্রার হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় থেকে এখন পর্যন্ত যাঁরা অবিভক্ত বঙ্গদেশে এবং স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রার হিসাবে কাজ করেছেন তাদের নাম নিচে দেওয়া হ'ল।

নাম		কবে থেকে	কবে পর্যন্ত
মিঃ ডব্লু আর গৌরলে	আই সি এস	২৫/১০/১৯০৪	৩১/৭/১৯০৫
মিঃ এল ই বি কভডেন র‍্যামসে		১/৮/১৯০৫	১/১১/১৯০৫
মিঃ ডব্লু আর গৌরলে		১/১২/১৯০৫	১২/৪/১৯০৬
মিঃ এল ই বি কভডেন র‍্যামসে		১৩/৪/১৯০৬	২৫/১০/১৯০৬
মিঃ ডব্লু আর গৌরলে		২৬/১০/১৯০৬	৪/১০/১৯০৮
মিঃ ডব্লু এইচ কুচন		৪/১০/১৯০৮	১৮/৪/১৯০৯
বাবু জে এন মিত্র		১৯/৪/১৯০৯	২৫/১০/১৯০৯
মিঃ ডব্লু এইচ কুচন		২৬/১০/১৯০৯	১০/২/১৯১০
বাবু জে এন মিত্র		১০/২/১৯১০	৩১/১২/১৯১০
মিঃ ডব্লু এইচ কুচন		১/১১/১৯১১	৩১/৩/১৯১২
বাবু জামিনীমোহন মিত্র		১/৪/১৯১২	৩১/১২/১৯১৬
মিঃ জে টি ডোনোভান		১/১/১৯১৭	২৩/৩/১৯২০
মিঃ এম থর্প		২৪/৩/১৯২০	৩১/১২/১৯২০
মিঃ জে টি ডোনোভান		১/১/১৯২১	৩/১১/১৯২১
মিঃ সি জি বি পিটেনস্		৪/১১/১৯২১	১৫/১১/১৯২১
মিঃ এম থর্প		১৫/১১/১৯২১	৩০/১/১৯২২
রায় বাহাদুর জে এম মিত্র		৩১/১/১৯২২	১১/২/১৯৩০
রায় বাহাদুর এস কে গাঙ্গুলি		১১/২/১৯৩০	৩১/১২/১৯৩২
খান বাহাদুর মৌলভি এ এম আবসার আলি		১/১/১৯৩৩	৩১/১২/১৯৪০
মিঃ এ আহমেদ		১/১/১৯৪০	২৫/১০/১৯৪২
খান বাহাদুর মৌলভি চৌধুরী আফসার আলি		২৬/১০/১৯৪২	৮/১/১৯৪৬
মিঃ কে এল ব্যানার্জি		৮/১/১৯৪৬	৭/৫/১৯৪৬
খান বাহাদুর চৌধুরী আফসার আলি		৮/৫/১৯৪৬	৭/১০/১৯৪৬
মিঃ আই এ আলি		৭/১০/১৯৪৬	১৪/৮/১৯৪৬ (সরকত)

সূত্র : "A short note on the Co-operative Movement in Bengal" a booklet published by the Government of Bengal, Co-operative Department in 1947.

নাম		কবে থেকে	কবে পর্যন্ত
বি কে আচার্য	আই সি এস	১৫/৮/১৯৪৭	১৮/১০/১৯৪৭
বি পি ভট্টাচার্য	আই এ এস	১৯/১০/১৯৪৭	৩/৯/১৯৪৯
এম এন চৌধুরী	বি সি এস	৩/৯/১৯৪৯	৩/৬/১৯৫০
পি আর সিনহা	আই এ এস	৩/৬/১৯৫০	
পি পি আই বৈদ্যনাথন	আই সি এস		
সি এ নোরোনহা			
জি ডি গোস্বামী	আই এ এস		
কে পি এ মেনন		২০/৪/১৯৫৬	
এ কে দত্ত		৫/৭/১৯৫৭	
এস সি সেনগুপ্ত		৫/১১/১৯৫৯	
এ কে দত্ত		২১/১/১৯৬০	
এস দত্ত		১১/৩/১৯৬১	
এস এস ভার্মা		২৪/৪/১৯৬৪	
আর এন সেনগুপ্ত		৭/১০/১৯৬৬	
এন কৃষ্ণমূর্তি		৩০/১২/১৯৬৭	
এস সেন		৪/১/১৯৭১	
এ কে চ্যাটার্জি		৩০/৪/১৯৭১	
এ সি চট্টোপাধ্যায়		২১/১২/১৯৭৩	
ডি কে ঘোষ		৯/৮/১৯৭৬	
বি কে সরকার		২৬/৪/১৯৮০	
এ দেব		২/৭/১৯৮১	
এস কে রায়		১১/১০/১৯৮৪	
পি ভট্টাচার্য		১৯/১১/১৯৮৪	
এন দাস		২৩/২/১৯৮৫	
পি এন মুখার্জি		২৩/৮/১৯৮৮	
শ্রীমতি এম পাণ্ডে		২৫/১০/১৯৮৮	
সুকুমার দাস		২/১২/১৯৯১	
এস সত্তীবী		৩১/১/১৯৯৪	
রাঘবেন্দ্র সিং		২৫/৪/১৯৯৪	
এ আর বানার্জি		১১/১১/১৯৯৪	
এন চাকলানবিস		২৯/৬/১৯৯৫	
এ কে সিং		২১/৮/১৯৯৫	
এস পি পাত্র		৬/৮/১৯৯৬	
এম এল মীনা		১০/৯/১৯৯৬	

(সূত্র: সমবায় অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

আবেদন

- সমবায় আইনে প্রতিটি সমিতির বার্ষিক লাভের ৫% হার সর্বোচ্চ সীমার ৭৫০০ টাকা সমবায় শিক্ষা তহবিলে প্রদেয়।
- যে সকল সমিতি তাদের প্রদেয় অর্থ নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন, আর যারা দিচ্ছেন না তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের দেয় অর্থ সমবায় শিক্ষা তহবিলে জমা দেন।
- অতএব সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে আপনার সমিতির দেয় লভ্যাংশ সমবায় শিক্ষা তহবিল খাতে এখনই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে জমা দিন।

— সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important to village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

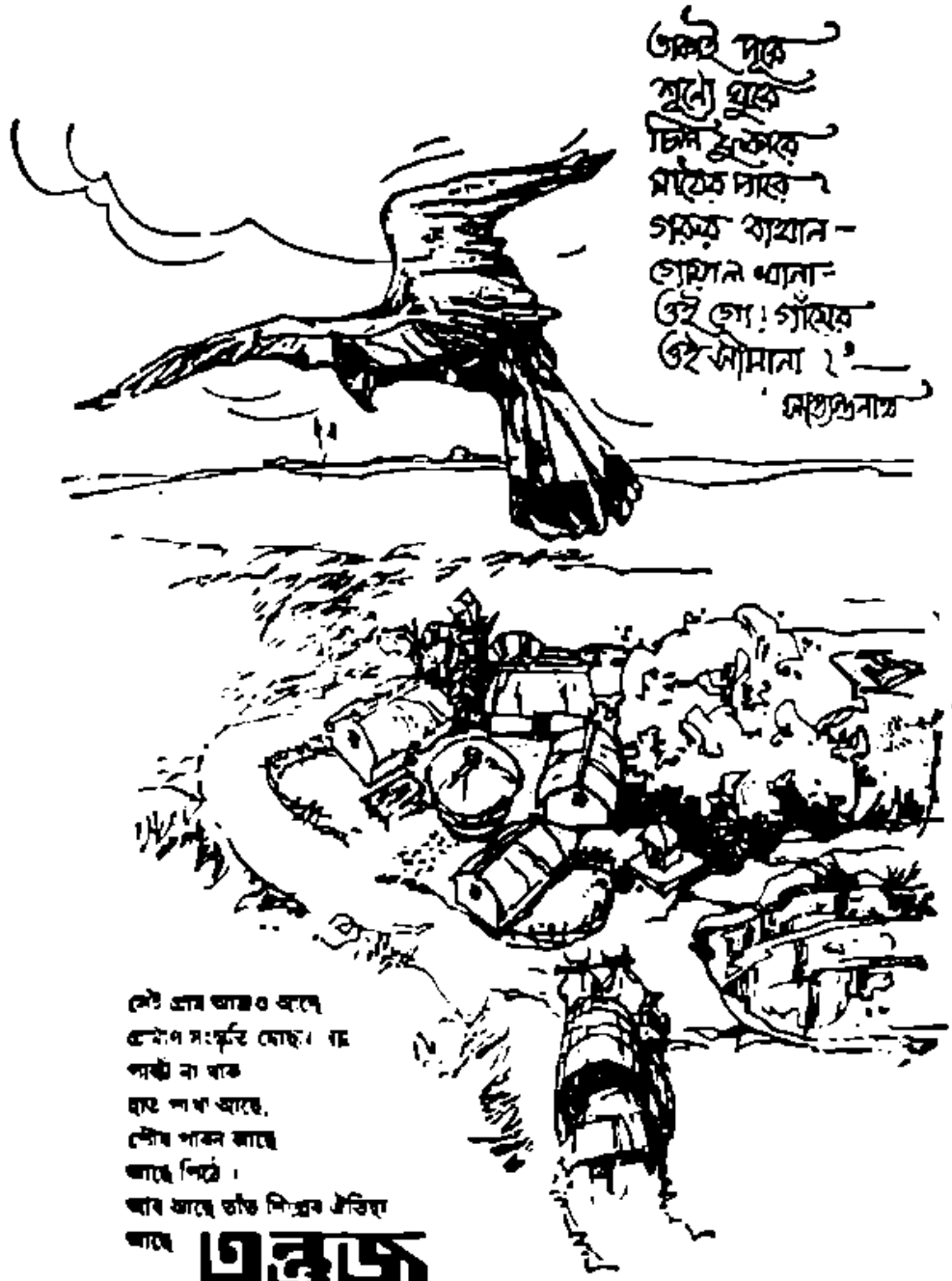

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি মোছে। যে
পাখী না থাক
হাতে শাখা আছে,
শৌখ পাকন আছে
আছে পিঠে।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Didhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের এই উত্তরণ কিভাবে হল?

সন্তোষ ভট্টাচার্য

আপনি কি কেশ কিছুদিন বা কয়েকমাস বাঁকুড়া যাননি? তবে আর বেশি নয়, ৫/৬ মাস বাদে আসুন। বিশেষ করে বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্র মাচানতলায়। চিনতেই পারবেন না। দেখবেন স্যালুট করা ভঙ্গিমায় সেই নেতাজি নেই। আর নেই সারাদিন বসা সেই সব্জি বিক্রেতারা, আর নেই সেই বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কও। সে কি? মাচানতলায় সি সি বি নেই? কোথায় গেল? আছে। আছে। সেখানেই আছে, যেখানে ছিল। তবে নবরূপে। নবনির্মিত সুদৃশ্য ভবনে। আছে নেতাজি মূর্তিও। তবে কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়ের ঢঙে। সঙ্গে ফোয়ারা, আলোকসজ্জা, ফুলবাগান সব নিয়ে প্রথমে চিনতেই পারবেন না। একি সেই মাচানতলা? আরে, এও পাঁচমাথা। অবাক বটে।

শুধু মাচানতলাকে সাজালেই চলবে না। "উঁ আদের লগ্যেও ভাবতে হবেক।" অবহেলিত বাঁকুড়ার দারিদ্র্য, বেকারি পীড়িত মানুষগুলোকে রোজগারের পথ দেখাতে হবে। চাষের উন্নতি, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, সেচের সম্প্রসারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পথঘাটের উন্নতি সহ বিস্তারিত পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ করতে হবে। আর জেলার এই উন্নতি বিধানে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও কৃষি অকৃষি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক তার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্কিং আন্দোলনের ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যদিও রাজ্যে ভাল সমবায় ব্যাঙ্ক অনেক আছে তবু বাঁকুড়ার মত অবহেলিত, খরাপ্রবণ, রুক্ষ জেলার পরিপ্রেক্ষিতে এই সাফল্য বিরাট। শুধু তাই নয় সাফল্য প্রায় বিগত এক দশক ধরে চলে আসছে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতিপ্রাপ্ত এই ব্যাঙ্ক ভারতের যে কোন জায়গায় শাখা খোলার অধিকারী, যে অনুমতি রাজ্যের আর কোন ব্যাঙ্ক পায়নি। গত '৯৪ সালে রাজ্যে প্রথমস্থান অধিকার করে পুরস্কার অর্জন করেছে। একটানা দীর্ঘদিন যাবৎ এই সাফল্য ধরে রাখা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া — এর পিছনে কারণটা কি? কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে? এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম ব্যাঙ্কের সভাপতি অজিত গাঙ্গুলির নিকট।

প্রশ্ন — আচ্ছা অজিতবাবু, জেলায় এবং রাজ্যে আপনার ব্যাঙ্ক তো এখন একটা দৃষ্টি আকর্ষণকারী অবস্থানে রয়েছে। আপনার ব্যাঙ্কের সাফল্য রাজ্যের অনেক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের নজর কেড়েছে। আপনি প্রায় বিগত দশ বছর ব্যাঙ্কের সভাপতি আছেন এবং সাফল্যের শুরুও তখন থেকে। কিভাবে এটা করলেন একটু বলুন।

উত্তর — *এটা কোন যাদু মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপার নয়। কাজে সাফল্য পেতে হলে কাজের একটা পদ্ধতি থাকে। তা সে যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। আমাদের কাজেও একটা পরিকল্পনা মাফিক করা হয়ে থাকে একেবারে শুরু থেকেই। এটা হল একদিক আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষকে নিয়ে মূল ব্যাপার সেই তৃণমূলে আমাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ খুবই নিবিড়। এছাড়া পঞ্চায়েত সমবায় এবং আমরা, সকলের মধ্যে একটা নিবিড় সমন্বয় গড়ে তুলেছি এবং ধরে রেখেছি। সাফল্যের এটাই মূল চাবিকাঠি।*

প্রশ্ন — আপনার ব্যাঙ্কের এই সাফল্যের কথা ও নেতৃত্বদানের কথা প্রাথমিক সমিতিতে (বাঁকুড়ার) চললে কিছু সমিতির কিছু কর্মকর্তা রসিকতার সুরে বলেন — "দেখুন মহাজনটন আমাদের বোঝাবেন না। আগের সেই মহাজনেরা এখন নেই। বর্তমানে যারা আছে তারাও কোপঠাসা সবই ঠিক। কিন্তু ওইসব ছোট ছোট মহাজনেরা সরে গিয়ে তার পরিবর্তে এসেছে এক বৃহৎ দৈত্যাকার মহাজন' এবং সে হচ্ছে আপনার 'বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।" এব্যাপারে কি বলবেন বলুন।

উত্তর — এ ব্যাপারে বলবোটাই বা কি? আমরা মহাজন? আমার দৈত্যাকার? মহাজনের কাজটা কি? যারা বলছে তাদের বরঞ্চ কাছে গিয়ে দেখতে হবে। তারা ভুল বুঝছে। আমরা শুধু ব্যাঙ্ক নই। কেবলমাত্র ঋণ দাদন ও আদায়ের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধতা নেই। সার্বিক উন্নয়নের কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। আমরা সমিতিগুলোকে স্বনির্ভর করাবার কাজ করছি। মহাজনী করার ইচ্ছা থাকলে এসব হত না। একমাত্র মলেশপুর এদ কে ইউ এদের দেড় কোটি টাকা ডিপোজিট জমেছে যা আমার অনেক ব্যাঙ্কে নেই। পাতা কুড়িয়ে খায় এরকম এক হাজার মহিলাকে আর্থিক সহায়তা দান ছাড়া ওই সমিতি সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতলের চালু করবে যার ১/৩ ভাগ টাকা দেবে সদস্যরা বাকিটা নাবার্ড, এস সি বি ও আমরা দেব.

পূর্বে আমাদের এই জেলা ধানের জন্য লঙ্করখানার উপর নির্ভর করত। আর আজ কৃষির উন্নতির মূলে ৮০% হচ্ছে আমাদের এই ব্যাঙ্ক। সেচের উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কাজ করেছি ও করছি। এম আই এস প্রতিটি ব্লকে ব্যাপকভাবে করতে দৃষ্টি দিয়েছি খরাপ্রবণ এই জেলায় সবুজ বিপ্লব আমরা করে দেখাব এসব কাজ বোধহয় মহাজনেরাও করে? আর সুদের কথা? সবচেয়ে কম সুদ আমরাই দিচ্ছি বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে। সমস্ত স্তরে বিভিন্ন ছিম নেওয়া হচ্ছে। গ্রামের ক্ষুদ্র প্রান্তিকদের হাতকোর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্যে ৩০০ পরিবারকে গৃহনির্মাণকে ঋণ দেওয়া হবে। এবছর ১৮০টি পরিবারকে কম সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে কৃষকদেরও দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। অতএব যারা বলছে আমরা মহাজন তারা আমাদের সামগ্রিক কাজটা এবার বোঝার চেষ্টা করবে আশা করি।

প্রশ্ন — জেলায় প্রচুর কর্মচারী ঋণদান সমিতি হয়েছে ও হচ্ছে। এরা আপনার ব্যাঙ্কের একটা শক্ত স্তম্ভ। কিন্তু যখন এরা

'স্বনির্ভর' হয়ে যাবে তখন আপনার ব্যাঙ্ক কোন অবস্থায় পড়বে ও কি বিকল্প পথ নেবে?

উত্তর — ব্যাঙ্ক তো তাই চায় এরা স্বনির্ভর হোক। এরা আমাদের ঋণ বটে তবে আমরা কেবলমাত্র তাদের উপরই নির্ভরশীল নই। কিন্তু সমিতি স্বনির্ভর হতে থাকবে যেমন, তেমনি আবার নতুন নতুন সমিতিও তৈরি হবে। তাছাড়া আমরা এরপর থেকে ছিমাটিকে লাদন করে এলাকাভুক্ত মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবো। অন্য ব্যাঙ্কে যাওয়ার দরকার হবে না।

প্রশ্ন — *আপনার ব্যাঙ্ক ভারতের যে কোন জায়গায় শাখা খুলতে পারে এই অবস্থায় পৌঁছেছে। কিসের ভিত্তিতে আপনারা এই ক্ষমতা পেলেন। ক্রাইটেরিয়াগুলো কি?*

উত্তর — সবরকমেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। যেটা দেখে নবার্ড সুপারিশ করেছে এবং তার ভিত্তিতে আর বি আই আমাদের এই অনুমোদন দিয়েছে। তবে তার মানে এই নয় যে আমরা এখনই ভারতের নানা প্রান্তে ব্রাঞ্চ খুলতে ছুটছি। এটা একটা বিশেষ মর্যাদা যা আমরা পেয়েছি।

প্রশ্ন — *বি ডি পি-র ভাল কিন্তু জেলায় তেমন ভাল হচ্ছে না। কিছু টাকা সংগ্রহ হয়েছে মাত্র। এ নিয়ে আপনারা কিছু ভাবছেন কি?*

উত্তর — হ্যাঁ; এটা শুধু আমাদের জেলাতেই খুঁড়িয়ে হাঁটছে এমন নয়। তবে বিষয়টার গতি অনেক সামনে এসে পড়েছে ডি এ পি (ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান) এটির উদ্যোগ চলছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের উদ্যোগ হতে চলেছে।

প্রশ্ন — ম্যানেজাররা আজও অনেকেই অল্প বেতন পেয়ে কোড নিয়ে ভাজ করে চলেছে। আপনার ব্যাঙ্ক কিছু করতে পারে কি?

উত্তর — কমন ক্যাডার সরকার তুলে দেবে বলে শোনা গেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ম্যানেজারদের সম্মানজনক পারিশ্রমিক দিতে হলে ডি এ পি মারফৎ সমিতিগুলোকে আর বাড়িয়ে কর্মীদের পরিপ্রেক্ষিতে বেতন দিতে হবে।

প্রশ্ন — *প্রতি বছর কৃতিত্ব পুরস্কার দেন কেবলমাত্র কৃষি সমিতি ও তার কর্মীদের। অন্যান্য সমিতিদের কথা ভাবছেন না কেন?*

উত্তর — এখন থেকে ভাবছি। কর্মচারী কল্যাণ, শিল্প ও অন্যান্য গ্রুপ এইভাবে ভাগ করে তাদেরকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেব।

প্রশ্ন — *জেলায় সমবায় আন্দোলনের জন্য পরিশ্রম করেন এমন বেসরকারি এবং অবেতনভোগী কৃতিমান ব্যক্তিত্বদেরও পুরস্কৃত করা যায় না কি?*

উত্তর — ওটা আগে চালু করুক। ভবিষ্যতে আমরা ভাবব।

প্রশ্ন — *রাজ্যের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে আপনার ব্যাঙ্কের পজিশন এখন কোথায়?*

উত্তর — আমরা দাবি করব আমরাই প্রথম। কারণ আমরা কোলাপি কর্ক, এস টি এম টি সব মিলিয়ে আসল ও সুদের পরিমাণ মত প্রভিসনাল (এম পি এ) অর্থের সম্পূর্ণ ভাগ প্রভিসান করে তার পর লাভ করেছি। যেটা অন্যান্য ব্যাঙ্ক পারেনি।

প্রশ্ন — *আপনাদের আগামী উন্নয়নযোগ্য কর্মসূচি কি কি?*

উত্তর — নিজস্ব ভবন উদ্বোধন। আমাদের ব্যাঙ্কের প্লাটিনাম জয়ন্তী পড়েছে ৯৭ সালে। অতএব ওই বছরে আমরা ভবন উদ্বোধন ছাড়াও সারা বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠান করব। জাতীয় ও রাজ্য স্তরের সমবায় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এসে জেলায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি নিয়ে সভা সেমিনার করব। এব্যাপারে আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি। এসব ছাড়া প্রতিযোগিতার বাজারে আরও উন্নতমানের পরিষেবা দিতে শাখা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন — *ধন্যবাদ অজিতবাবু। এবার আপনার ব্যাঙ্কের আর্থিক কাজকর্ম ও চিত্রটা বলুন।*

উত্তর — তাহলে প্রথমে লাভ ক্ষতির হিসাব দিয়েই শুরু করি সেই ৮৫-৮৬ বর্ষ থেকে আমরা আজ পর্যন্ত ক্ষতির মুখ দেখিনি। ওই বছর থেকে ধরলে পরবর্তি দশ বছর অবধি আমাদের লাভ (লাখে) যথাক্রমে ৭.৬০, ৩.০৬, ৪.২৯, ৫.৬১, ১০.১১, ১৬৪.৩৭, ২৯.১৫, ৫১.৪৮, ৫৪.৭১, ৪১.১৮। '৯৪-৯৫ সাল অবধি লাভের হিসাব দিলাম বর্ষ অনুযায়ী। এবারে হিসেব নাও ডিপোজিটের।

৩০-৬-৯৫ তে আমাদের ডিপোজিট ছিল ৭৩২.২২ লাখ টাকা। এরপর ক্রমশই বাড়তে বাড়তে ৩১-৩-৯৫ তে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৩২০৪.১৪ কোটি টাকায়। তেমনি লোন ও অ্যাডভান্সের চিত্র উর্ধ্বমুখী ৫৫১.২২ লাখ থেকে ১৫৩৭.৩০ লাখ টাকা।

এবারে নাও কার্যকরী মূলধনের চিত্র। এটাও গত দশ বছরে উর্ধ্বমুখী ৮৫-৮৬-তে ছিল ১৪৬৪ লাখ যা দশ বছরে ধাপে ধাপে বেড়ে ৯৫-৯৬ তে হয়েছে ৬২৯২ লাখে। সর্বশেষ যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বললাম তার শতকরা ভাগ যদি চাও তবে তার মধ্যে ৬২.৯৫% হল ডিপোজিট, ১১.৫৩% রিজার্ভ ও প্রফিট, ২.৮৯% পেড আপ শেয়ার, ১১.৭৮% বরোয়িং এবং অন্যান্য ১০.৮৫%।

এবারে আসি শস্য ঋণ আদায়ে। এ ব্যাপারে কিন্তু আমরা বিগত দশ বছরের একটানা উর্ধ্ব চিত্র দেখাতে পারছি না। কখনও উঁচু কখনও নিচু। তবে প্রথম ৮৬-৮৭ তে যা ছিল তার থেকে নিচে নামতে হয়নি। চিত্রটা এরকম ৮৬-৮৭-২১.৫%, ৮৭-৮৮-৩৭.৫%, ৮৮-৮৯-৪৭.৫%, ৮৯-৯০-৩৩.১%, ৯০-৯১-৭০.১%, ৯১-৯২-৭০.৮%, ৯২-৯৩-৬৯.৬%, ৯৩-৯৪-৭৩.৬%, ৯৪-৯৫-৭৭.৭%, ৯৫-৯৬-৭৭.২%। ওঠা নামার নানা কারণ ছিল।

আরেকটা হিসাব নিতে পার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ৩১-৩-৯৬ অবধি আমরা কত ঋণ দিয়েছি (১) এস টি — ৫৯৮.৭৮ (২) তাঁত — ২১৫.০৫ (৩) বিপণন — ২৪.১১ (৪) এম টি — ৬৮.৯৯ (৫) কর্মচারী কল্যাণ — ৬২৯.৪৩ (৬) ক্রেতা — ১৮ (৭) তাঁত (আই আর ডি পি) — ৫.৮৯ (৮) বর্ষাবন্ধকি — ৬৮.৬০ (৯) চাল কল সমিতি — ৫.২৪ (১০) অন্যান্য সমিতি নগদে — ৭৩.০১ (১১) গৃহ নির্মাণ — ৪৩.৩১ (১২) কনসরটিয়াম ফিনান্স — ১৭.২৫

প্রশ্ন — *মোটামুটি চিত্র পাওয়া গেল এবার সরাবীন চাষ নিয়ে কিছু বলবেন না?*

উত্তর — গত বছর তো সরাবীন চাষ ভালই হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভিজ্ঞতার অভাব, বিপণন সমস্যা প্রভৃতি কারণে সাফল্য আসেনি। তবে প্রমাণ হয়েছে এটা এখানে সম্ভব। এ বছরের পরিকল্পনা ১৮০০ হেক্টর জমিতে সরাবীন চাষ হবে। এজন্য আমরা ১৭ মে: টন বীজ হিসাবে ও কৃষি দপ্তর ৫৮ মে: টন বীজ প্রায় বিনামূল্যে দেবে। সরাবীন থেকে তেল উৎপাদনের জন্য আরামবাগ ফ্যাক্টরী সবটা ফসল কিনে নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাছাড়া একে কেন্দ্র করে জেলাতে তেল উৎপাদন শিল্প গড়ে তুলতে শিল্পোদ্যোগীরাও আসছেন। ফলে জেলার আর্থিক উন্নয়নে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি বাড়বে।

প্রশ্ন — *অনেক বিষয় জানা গেল।*

উত্তর — আরও একটা ব্যাপার লিখে নাও। ঋণ মুকুব প্রসঙ্গে আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করেছি। যা সব ব্যাঙ্ক করেনি। কিন্তু ফল হল উল্টো।

প্রশ্ন — *কি রকম?*

উত্তর — ঐ ব্যাপারে আমাদের প্রাপ্য ১৮.০৭ লাখ টাকা। কিন্তু অন্যান্য সি সি বি রা তাদের কাজ না করায় ও দেয় না দেওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে তা পূর্ণ করতে সব সি সি বি কে মোট পাওনার ৫% ছেড়ে দিতে বলে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ত্রৈমাসিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে আমরা ১৮.০৭ লাখ টাকাতো পাবোই না উল্টে ৩.৪৪ লাখ টাকা ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন — *প্রতিবাদ করেননি?*

উত্তর — করিনি আবার। তীব্র প্রতিবাদ করেছি আমরা। ❑

সাফল্যের নাম জোতবেহার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রামের নাম জোতবেহার। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের অধীন মঙ্গলপুর গ্রাম-পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত বেহার পোস্ট অফিসের অধীন দ্বারকেশ্বর নদীর পাশে অবস্থিত এই গ্রাম। হ্যাঁ-গ্রামই বটে। যে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিন্তু ঘর নেই। লোকের চালায় কিংবা বৈঠকখানায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের কাজ হয়। রাস্তাঘাটের কথা বলতেও কষ্ট হয়। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা। তাতেই ৪-৫ কিলোমিটার হেঁটে ১০-১১ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের হাইস্কুলে পড়তে যেতে হয়। বাবা মায়ের চিন্তার অবধি থাকে না। কখন ছেলে স্কুল থেকে ফিরবে। কীভাবে ফিরবে। ক্ষণক্ষণ বৃষ্টি, কাদা, খাল, খন্দ এবং বজ্রপাতের ভয়। বিদ্যুৎ গ্রামে নেই। এখনও অনেক মানুষ বিদ্যুতের আলোর কথা শুনলে হতবাক হয়ে যায়। ডাক্তার কবিরাজ গ্রামে কেন এলাকার মধ্যেই নেই। বিপজ্জনক রোগ বা দুর্ঘটনায় বাধ্য হয়ে দৈবের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করার থাকে না এখনকার মানুষদের। পুকুর আছে, সংস্কার নাই। সবই নাই — আর নাই। তাহলে আছে কী? — আছে অভাব, আছে মানুষের কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আছে কৃষির উপযোগী উর্বর মাটি। ঐক্যবদ্ধ সমবায়ী মনস্তাপ আছে এখানকার মানুষদের। আর এদের পাশে আছে আমাদের সমবায় সমিতি। এই সমবায় সমিতির কথা একটু বলি। ১৯৬৫ সাল নিবন্ধীকৃত হয়ে স্বর্গীয় রাজেনবাবুর বৈঠকখানায় একটি পুরাতন বাক্সে রক্ষিত কাগজপত্র এখন বকুলতলায় এন সি ডি সি- ও প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস তথা গুদামঘরে এসেছে। আরও একটি গুদামঘর নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। গুদামঘরের ব্যবহার-সার, বন্ধকি দ্রব্য এবং কৃষি পণ্যের সম্ভারে ১০০ শতাংশের বেশি হওয়ার জন্যই দ্বিতীয় গুদামঘরটি মঞ্জুর হল। প্রস্তুতির কাজ চলেছে। কর্মী সংখ্যা একজন থেকে সাত জন এসেছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাবে কমবেশি স্বল্প মেয়াদি ঋণদাদন ১৭ লক্ষ টাকা, মধ্য মেয়াদি ঋণদাদন ৫ লক্ষ টাকা, বন্ধকি ঋণদাদন ৮ লক্ষ টাকা, বিশেষ হাউজো ঋণদাদন ৫ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক সার সরবরাহ, কীটনাশক ওষধ, কাপড় চোপড় মুদিমনলা শিশু খাদ্য এমনকি খুচরা চাউল ব্যবসাও এই সমিতি করে কিছু দিনের পুঞ্জীভূত আর্থিক লোকসানকে হটিয়ে লাভের আঙিনায় পৌঁছুতে পেরেছে। মহাজনী প্রথা এই এলাকায় এক দানবিক রূপ-প্রথা রূপে গরিব মানুষকে শেষ করার পূর্ব মুহূর্তেই এই সমিতি নিজ আদর্শ নীতি ও বৈশিষ্ট্যকে মাথায় নিয়ে সুদখোর মহাজনদের হটাতে সক্ষম হয়েছে। সমিতির কৃষি ঋণের পরিমাণ গত ছয় বছর কাল ১০০ শতাংশ হয়ে আসছে। ১৯৯৪-৯৫ সাল এই সমিতি ব্লক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ সমিতিরূপে নির্বাচিত এবং পুরস্কৃত। ১৯৯৫-৯৬ সালে জেলা পর্যায়ের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সমিতিরূপে নির্বাচিত এবং পুরস্কৃত। এটা আমাদের গৌরব বাড়ানোর জন্য বলছি না। বলছি আমার মত অজস্র সমবায় কৃষিদের উৎসাহিত ও প্রেরণা যোগানোর জন্য। সমবায় কর্মী হিসাবে আমার বক্তব্য, যেহেতু সমবায় কোন সরকারি সংস্থা নয় — কাজেই সেই কর্মীদের সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি ও বেতনাদি সহ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের নাই। কাজেই আমাদের প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতেই হবে। তার জন্য সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগকে সম্বল করে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

❑ কার্তিকচন্দ্র দে

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭১৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায়ভিত্তি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।

❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।

❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।

❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।

❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses For the Year 1996-97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. UTTARPARA		3rd Diploma Course on Coop Management	16 Weeks	4.11.96	21.2.97	30	Sponsored by Director of Coop. Audit
		Course on Urban Coop. Banks/ Employees Coop. Banks/Urban Credit Societies/Employees Coop Credit Societies	1 Week		28.2.97		Sponsored by Federation of W.B. Urban Coop. Banks & Credit Societies
		S. T. Course on Salesmanship (TANTUJA)				30	Sponsored by TANTUJA
		S. T. Course for Group leaders & one additional member of DWCRA	6 Days		22.3.97	30	Sponsored by DRDA Hooghly
C. C. M. BARRIL	1.	Management Dev. Course for Fishery Coops.	1 Week	3.2.97	7.2.97	30	For Directors of Fishery Coops
		Orientation course for the employees of PACS	1 Week	17.2.97		30	Employees of PACS already completed the J.B.C.
		Management Dev. Course for Industrial Coop		3.3.97		30	Directors & employees of Industrial Coops (Sponsored by Concerned C. C. Bank & Coop. Cell of Dte. of Cottage & Small Scale Industries)
C. C. M. JHARGRAM	1	4th Diploma Course on Coop Management.	16 Weeks	16.12.96	4.4.97	40	Institutional candidates
		Leadership Dev. Course for Women Urban Credit Coop. Societies					For leaders of women Urban Credit Coops
		Leadership Dev. Course (Housing)	1 Week	10.2.97			Non-official leaders of Housing Coops
C. C. M. HALDIBARI	1.	2nd Diploma Course in Coop. Management	16 Weeks	4.11.96	21.2.97	25	For institutional candidates
		Leadership Dev. Course for women	1 Week	10.3.97			Women leaders of Coop. Socys
		Leadership Dev. Course for Industrial	1 Week	17.3.97			Leaders of Coop Societies
C. C. M. SILIGURI	1.	S.T. Course on Fertiliser business.	1 Week	5.2.97	9.2.97	30	For employees of PACS and PAMS
		S.T. Course on Fertiliser business	1 Week	19.2.97	23.2.97	30	For employees of PACS and PAMS
		S.T. course on Consumer business		4.3.97		30	For employees of Consumer Cooperatives and PACS
C. C. M. JALPAIGURI	1	2nd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	27.1.97	16.5.97	40	Institutional Candidates

ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (সংরক্ষিত) পৃষ্ঠা		১০০০ টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা (সংরক্ষিত)		৮০০ টাকা
ভিতরে এক পৃষ্ঠা		৬০০ টাকা
ভিতরে অর্ধ পৃষ্ঠা		৪০০ টাকা
ভিতরে এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	১	২৫০ টাকা

গ্রাহক মূল্য

প্রতি সংখ্যা	১	৫ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা		৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা		২০০ টাকা

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট :

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিলাস দ্রব্য, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে সমবায় শিক্ষা তহবিলের অর্থানুকূল্যে ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ পুরুলিয়া জেলার স্কুলভিত্তিক প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পুরুলিয়া সদর এবং বিভিন্ন ব্লকের প্রায় দশটি স্কুলের নবম/দশমশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন পুরুলিয়া জেলার সহনিবন্ধক বিশ্বনাথ মুখার্জি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নির্মলা ঘোষ এবং জেলা স্কুলের শিক্ষক রঞ্জিত মুখার্জি। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রথম রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের মৌসুমী দত্ত, দ্বিতীয় জেলা স্কুলের অভিজিৎ দে এবং তৃতীয় হন দুজন রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সৈয়দ আজরা জবিন ও বালকড়ি কে বি এম হাই স্কুলের মনীন্দ্রনাথ মাণ্ডি। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা এবং তৃতীয় চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের রাহুল চ্যাটার্জি। প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় স্থানীয় এম ই স্কুলে।

প্রতিযোগিতা শুরুর আগে জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি তরুণকান্তি সরকার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তারপর প্রথমে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং পরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক অমিতাভ মুখার্জি, সমবায় পরিদর্শক শশধর নন্দী, সুপারভাইজার অমল দত্ত, ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে রামপদ গোস্বামী, অনাদি মৈত্র। সমগ্র প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় জেলার সমবায় শিক্ষা নির্দেশকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

পরিচালকমণ্ডলী এবং ম্যানেজারদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে, সমবায় শিক্ষা তহবিলের অর্থানুকূল্যে কাশীপুর

সমাচার

গ্রাম পঞ্চায়েত কমিউনিটি হলে কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছয়টি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলী এবং ম্যানেজারদের নিয়ে তিনদিন ব্যাপী (১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬) প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ছয়টি সমিতির মধ্যে ছিল

কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, রাঙ্গামাটি রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, মনিহারা গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, বররা গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, ডালাজুরি গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, মেখালা গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, এই তিনদিন ধরে ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্বল্প মেয়াদি ঋণ, ডি এ পি, মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবসা, স্বনির্ভর প্রকল্প, পাইকারি ও বিপণন ব্যবসা, আমানত ব্যবসা, সদস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি সৌম্যনাথ মল্লিক প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করেন উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলার সহনিবন্ধক বিশ্বনাথ মুখার্জি, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক অসীম ভট্টাচার্য, ব্লকের ফিল্ড অফিসার সুব্রত আচার্য, ব্লকের সমবায় পরিদর্শক বিবেক আচার্য, সুপারভাইজার অমল দত্ত, অডিটর গৌতম বর্মন, জেলা সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক অমিতাভ মুখার্জি এবং সমবায় শিক্ষা নির্দেশক জগদীশ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি পর্ব থেকে পরিসমাপ্তি পর্ব পর্যন্ত বিষয়টি পরিচালিত হয় জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশকের সক্রিয় উদ্যোগে।

❑ জগদীশ রায়চৌধুরী

পরিচালকমণ্ডলীর ক্লাস

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে জেলার সহনিয়ামকের অফিস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর '৯৬ অবধি তিনদিন ব্যাপী এক পরিচালকমণ্ডলীর ক্লাস সাগর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাসে সাগর ব্লকের বি ডি পি অন্তর্ভুক্ত মোট ১২টি প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতির ২০ জন পরিচালক ও ১২ জন ম্যানেজার সহ মোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বি ডি ও সুশীলরঞ্জন কিস্কাব তিনি কৃষি উন্নয়ন সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা ক্লাসে রাখ করেন।

এই ক্লাসে বি ডি পি তৈরির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিভিন্ন নির্দেশাবলী, বি ডি পি-র বিভিন্ন স্তর অনুমোদন সংক্রান্ত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, শস্য বিপণন, সার ও অন্যান্য ব্যবসা ডেভেলাপমেন্ট আকাউন্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি ব্যবসা ও সমিতির স্বনির্ভরতা নিরূপণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনার বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তার মধ্যে ছিলেন সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, উপনিয়ামক, মধ্যাঞ্চল প্রবীরকুমার পাণ্ডা, উপনিয়ামক, সমবায় শিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন; রতনচন্দ্র পাত্রে, উপনিয়ামক, ইউনিট ম্যানেজার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ; অমলকুমার চ্যাটার্জি, সহনিয়ামক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা; তপতিভূষণ প্রামানিক, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক এফ ই ও, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ, ডায়মণ্ডহারবার; সজলকৃষ্ণ ব্যাপ্তিদার ও সনাতন মণ্ডল, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ও তপোব্রত ব্যানার্জি, জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক। এছাড়া ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সুপারভাইজার ও ব্লকের সমবায় পরিদর্শক

ক্লাসের শেষ দিনে শিক্ষার্থী কর্তৃক মোটামুটিভাবে প্রস্তুত বি ডি পি-র উপস্থাপন ও তার সম্যক ধারণা ও মূল্যায়ন করেন আধিকারিকরা। ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন জেলার সহ-নিয়ামক। সমগ্র ক্লাসটি পরিচালনা করেন শিক্ষা নির্দেশক।

❑

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও জেলার বিভিন্ন ব্লকের সমবায় সমিতির সহযোগিতা ও ব্যবস্থাপনায় সমবায় সপ্তাহ পালিত হয়েছে।

১৪ই নভেম্বর সমবায় পরিচিতি দিবসকে কেন্দ্র করে বিপুল উৎসাহে জেলা সমবায় ইউনিয়নের কার্যালয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঐদিন জেলা সমবায় ইউনিয়নের ভবন থেকে সমবায়ের সাতরঙা পতাকা উত্তোলন করেন জেলার প্রবীণ সমবায়ী নারায়ণচন্দ্র হালদার। অনুষ্ঠানে শ্রী হালদার ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, জেলা সমবায় ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক পৃথ্বীশ্বর দাস। পরে সবাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী সভাগৃহে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

সামাজিক ন্যায় বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয় যাদবপুর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপ. সোসাইটি-র অফিস, গড়িয়াতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অমলকুমার চ্যাটার্জি, সহ-নিয়ামক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা; রামপদ দাস, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, যাদবপুর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপ. সোসাইটি লিঃ; সুভাষ মণ্ডল, সমবায় পরিদর্শক ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের সহসম্পাদক পৃথ্বীশ্বর দাস।

সমবায় বিপণন, প্রক্রমণ ও উপভোক্তা দিবস জেলার মানবাজার ব্লকের অন্তর্গত প্রগতি হাটকালচার কো-অপ সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অনিল আধিকারী।

১৭ নভেম্বর **সমবায় ঋণ, সঞ্চয় এবং গ্রাম উন্নয়ন দিবস** উদ্‌যাপিত হয় জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের ধলিবেরিয়া সেবাব্রতী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে. সেখানে বক্তব্য রাখেন, জেলার বিশিষ্ট সমবায়ী ও সমিতির সম্পাদক নারায়ণ হালদার. কাকদ্বীপ মহিলা সমবায় সমিতির অন্যতম কর্মধার শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ প্রমুখ।

সমবায় আবাসন দিবস উদ্‌যাপিত হয় সোনারপুর ব্লকে অবস্থিত পাল হাউসিং কো-অপ. সোসাইটিতে। সেখানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলার সহ-নিয়ামক অমলকুমার চ্যাটার্জি. শিক্ষা নির্দেশক অপোরূপ ব্যানার্জি. স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সমিতির কতিপয় পরিচালক ও সদস্যগণ।

১৯ নভেম্বর **মহিলা পুরুষ সহেতি এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবস** উদ্‌যাপিত হয় পঃ বঃ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ জয়রামপুর হাববাব ইউনিট-এর উদ্যোগে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে। সেখানে বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক মহঃ আপতাব্উদ্দীন গাজী, ব্যাঙ্কের ইউনিট ম্যানেজার রতন গায়েন, জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি প্রনিল আধিকারী ও সহ-সম্পাদক পৃথ্বীশ্বর দাস প্রমুখ।

২০ নভেম্বর **সমবায় গণতন্ত্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবসকে** কেন্দ্র করে জেলার মথুরাপুর ব্লক -২তে অবস্থিত খাঁড়াপাড়া লার্জ সাইজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে একটি আলোচনা সভা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক মহঃ আপতাবউদ্দীন গাজী. ইউনিট ম্যানেজার রতন গায়েন, সহ-নিয়ামক অমলকুমার চ্যাটার্জি. সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক সনাতন মণ্ডল ও স্থানীয় সমবায় পরিদর্শক।

❑ অপোরূপ ব্যানার্জি।

বর্ধমান ১নং ব্লকে ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

১৪ নভেম্বর '১৬, বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের নিজ কার্যালয়ে অসংখ্য উৎসাহী সমবায়ী মানুষের এবং বিশিষ্ট সমবায়ী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সমবায় পতাকা উত্তোলন করে সপ্তাহব্যাপী ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সূচনা করেন বর্ধমান ব্লক-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানান ব্লক-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক নবকুমার ঘোষ। পরে মশাল জ্যোতিতে অগ্নি সংযোগ করে সমবায় পদযাত্রার সূচনা করেন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বিশিষ্ট সমবায়ীগণ ও অনেক উৎসাহী মানুষের বর্ণাঢ্য পদযাত্রা শহর পরিক্রমা করে পুনরায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। পদযাত্রার পুরোভাগে ছিল মোটর বাইকের সুসজ্জিত দুই সারি এবং কিশোরদের বাদ্যযন্ত্র।

সমবায় ন্যায় বিচার ও দারিদ্র দূরীকরণ দিবস উদ্‌যাপন করেন মেমারি ১নং ব্লকের সাহানুই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভবানী ঘোষ, সহনিয়ামক নবকুমার ঘোষ, সম্পাদক ব্লক-১ নং সমবায় ইউনিয়ন এবং চিরকুমার দত্ত, পরিচালক। সভার শুরুতে সমিতির বিগত দিনের কাজের উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানে উপস্থাপন করেন সমিতির সম্পাদক সমবায় সপ্তাহের অনুষ্ঠানসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার সাথে সাথে সারাদিন ধরে সমিতিতে চলে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, পদ্মবাদন ও বসে আঁকো প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণকারী সম্মানীয় অতিথিদের মশাল দৌড়ের মাধ্যমে মিছিল সহযোগে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন যুবক ও তরুণ দল। বিশিষ্ট অতিথিগণ অনুষ্ঠান শেষে গ্রামের গ্রন্থাগারটি সাগ্রহে পরিদর্শন করেন।

সমবায় আবাস দিবস উদ্‌যাপন করেন যৌথভাবে বর্ধমান সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। বর্ধমান পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি এবং বর্ধমান থানা কো-অ. মার্কেটিং সমিতি লিঃ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি, বর্ধমান ব্লক -১ সমবায় ইউনিয়ন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ সূচির উপর বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শ্যাম থোল। সহ সভাধিপতি বর্ধমান জেলা পরিষদ রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সহসভাপতি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক; দীপক পাল সভাপতি, পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি লিঃ গঙ্গাধর পাল, সভাপতি বর্ধমান সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক; ভবানী প্রসাদ ঘোষ, সহ নিয়ামক এবং সমবায় দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক ও পরিচালকগণ।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত শ্রোতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভার সভাপতি অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন স্থানীয় বক্তাদের মূল্যবান বক্তব্য আগামিদিনে সমবায় আন্দোলনকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি আশা রাখেন।

সমবায় গণতন্ত্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবস উদ্‌যাপিত হয় আউশগ্রাম ২নং ব্লকের অধীনস্থ জঙ্গলমহল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। সমবায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রেঞ্জ-১ সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি। অসংখ্য মানুষের করতাল ধ্বনি ও রঙীন পোশাকে সজ্জিতা মেয়েদের শঙ্খধ্বনির মধ্যে সাদা পায়রা উড়িয়ে সমবায় আন্দোলনকে দিগন্ত বিস্তৃত করেন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরে আগত অতিথিবর্গকে শঙ্খধ্বনির মধ্যে মাঙ্গলিক চন্দন তিলক ও পুষ্পমালা পরিয়ে স্বাগত জানান গ্রামের মেয়েরা। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আউশ গ্রাম-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তুষার ঘোষ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য মজুমদার, নবকুমার ঘোষ, অশোক কোঙার, ড বানীসাদ ঘোষ, ভুবনমোহন দেওয়ান, সচ্চিদানন্দ সরকার, চিত্তকুমার দত্ত ও সৈয়দ রহমান খানেম।

দীর্ঘ অনুষ্ঠানটি চলাকালীন বিশিষ্ট বক্তাদের বক্তব্যের মাঝে মাঝে একটি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেন। সমবায়ের ভাবগান দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় এবং পরবর্তী সমগ্র অনুষ্ঠানের মাঝে আদিবাসী কাঠি নাচ, কিশোর বাহিনীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আদিবাসী নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে জঙ্গল পরিবেষ্টিত এলাকার মানুষের কাছে সমবায়ের পরিচিতি আরো ব্যাপকরূপে আত্মপ্রকাশ করল। অনুষ্ঠানের শেষে সমিতির সভানেত্রী তথা আউশ গ্রাম -২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভানেত্রী ভারতী ঘোষ বলেন আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পদার্পণে সমিতি ধন্য এবং অনুষ্ঠান পরিপূর্ণতা লাভ করল। তিনি বলেন এই জঙ্গল পরিবেষ্টিত দুর্গম এলাকার মানুষের কথা মনে রেখে সমবায় বিভাগ, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ইউনিয়ন তাঁদের উত্থানের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তিনি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

□

বর্ধমান ২নং রেঞ্জ সমবায় প্রশিক্ষণ শিবির

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কর্মসূচি অনুসারে বর্ধমান রেঞ্জ -২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় ৭-১ অক্টোবর '৯৬ বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মন্তেশ্বর শাখার সভা কক্ষে যৌথভাবে তিন দিনের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স প্রশিক্ষণ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। মন্তেশ্বর ব্লকের ১০টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি থেকে মোট ৩৮ জন ডিরেক্টর্স, ম্যানেজার উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্ধমান রেঞ্জ -২ ইউনিয়নের ডিরেক্টর উৎপল কুমার মিত্র। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে গ্রামীণ প্রাথমিক কৃষি সমবায়গুলিকে স্বয়ম্ভর করে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ক্লাসের প্রথম দিনে, ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা-এর মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলির কাজ করার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বেঞ্জামার্ক সার্ভে -- এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক নিমাই চাটার্জি। স্বল্প সঞ্চয় আমানত প্রকল্প, বন্ধকি ঋণ ব্যবস্থা ও তার নিয়মাবলী, বাজেট ও ফাণ্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে আলোচনা করেন সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। রাজ্যের সমবায় আন্দোলনে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা নেতৃত্ব বিকাশ ও সবদা শিক্ষা কর্মসূচি প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রেঞ্জ -২ সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রঞ্জিৎ মুখার্জি।

দ্বিতীয় দিনে, সমবায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেন সিনিয়র অডিটর গ্রেড-২ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য। ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা, ক্যাশ ক্রেডিট লোন, স্ট্যাম্প রেজিস্টার ব্যবহার , লোন ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরি ও লোন আদায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় সুপারভাইজার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স মিটিং নোটিস -মিটিং এর চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স এর ক্ষমতা ও কর্তব্য বিষয়ে ক্লাস নেন সমবায় শিক্ষা নির্দেশক প্রবীরকুমার দাস। তিনি সমবায় শিক্ষা তহবিল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ট্রেনিং ক্লাসের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান রেঞ্জ -২ এর সহনিয়ামক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং উপনিয়ামক ও অডিটো-কাম সমবায় প্রশাসন উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বেবতীরঞ্জন বিশ্বাস ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভট্টাচার্য স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের পদ্ধতি নিয়মাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলেন বেবতীরঞ্জন বিশ্বাস সমবায়ের সংজ্ঞা নীতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং সমিতির ব্যবসা উন্নয়নের বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন তিনি শেষে মেয়াদি ঋণ দান ও সমবায় আন্দোলনে সমবায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ভূমিকা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ পর্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে শিক্ষা নির্দেশককে সাহায্য করেন ইউনিয়নের অফিস সহায়ক সরোজ গাঙ্গুলি ও স্থানীয় সমবায় পরিদর্শক মধুসূদন রায় এবং সুপারভাইজার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

□ প্রবীর দাস

মুর্শিদাবাদে ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায় ইউনিয়ন ১৪ নভেম্বর '৯৬ থেকে ২০ নভেম্বর '৯৬ জেলার বিভিন্ন সমিতিতে সমবায় সপ্তাহ পালন করে ১৪ই নভেম্বর সকালে পতাকা উত্তোলন ও ৪৩টি প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রাথমিক উদ্বোধন করেন যথাক্রমে সমরেশ দাস, সভাপতি সুজনকৃষ্ণ

মিশ্রী, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ ভূমিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ। অন্যান্য দিনগুলিতেও জেলার বিভিন্ন সমিতিতে সমবায় সপ্তাহের আলোচনা সভা যথাযথ মর্যাদা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫-১১-৯৬ - "সামাজিক ন্যায় বিচার ও দারিদ্র দূরীকরণ দিবস" হিসাবে মুর্শিদাবাদ থানা কলসুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালনায় পালিত হয়।

বেলডাঙ্গা ১নং কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি ১৬-১১-৯৬ তারিখে সমবায় বিপণন প্রকরণ ও উপভোক্তা দিবসটি পালন করে। উক্ত দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকেন মুজনকৃষ্ণ মিশ্রী, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের প্রতিনিধি। মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং উক্ত দিবসটির বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

১৭-১১-৯৬ তে সমবায় স্বল্প সঞ্চয় ও প্রামোন্নয়ন দিবস রূপে পালিত হয় চুনাখালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির গৃহ প্রাঙ্গণে। উক্ত সমিতির সভাপতি অনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইউনিয়নের প্রতিনিধি বৈদ্যনাথ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তাঁদের ভাষণে সঞ্চয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার কথা বলেন।

১৮-১১-৯৬ তে মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টায় স্থানীয় রবীন্দ্র সদনে মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষি, সেচ, ক্ষুদ্র শিল্প ও পশুপালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রশ্নে সমবায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি সমূহের নিবন্ধক মদনলাল নাঁনা আই এ এস, মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাশাসক সৌরভ দাস আই এ এস ও মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি শেখর সাহা উপস্থিত থাকেন ও বক্তব্য রাখেন।

১৯-১১-৯৬ তে মহিলা পুরুষ সংহতি ও সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবসটি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে পালিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উক্ত ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মুজনকৃষ্ণ মিশ্রী। সংঘের সকল কর্মীবৃন্দ ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২০-১১-৯৬ তে বহরমপুর থানা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং এর পরিচালনায় সমবায় গণতন্ত্র ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব দিবসটি পালন করা হয়। সকল প্রতিনিধিগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমবায় সমিতিগুলি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

❑ অসীমকৃষ্ণ চক্রবর্তী

ইসলামপুরে (উঃ দিনাজপুরে) কর্মশালা '৯৬

গত ১৬-১১-৯৬ ও ১৭-১১-৯৬ এই দুই দিন ব্যাপি পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনায় এবং রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ইসলামপুরে বি ডি পি আওতাভুক্ত সমিতির ম্যানেজার ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন দাস। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মধ্যে যোগাযোগের অভাব থাকায় পঞ্চায়েত ও সমবায় সঠিকভাবে কাজ করতে পাচ্ছে না। পঞ্চায়েত ও সমবায় যৌথভাবে কাজ করতে না পারলে গ্রামের তথা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইউনিয়নের সদস্য মোঃ খাজির উদ্দিন আহমেদ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে গোয়ালপুকুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোঃ নিজামুদ্দিন সাহেব বলেন সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, কারণ পঞ্চায়েত ও সমবায়ের উদ্দেশ্য এক। বিশেষ অতিথির ভাষণে রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্বাহী আধিকারিক অলোক কুণ্ডু বলেন সমবায় সাধারণ মানুষের জন্য, বড়লোকদের জন্য নয়, গ্রামীণ মানুষদের বেশি করে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করাতে হবে। এ জন্য ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের পরিধি আরও বিস্তৃত করতে হবে। ইউনিয়নের সভাপতি অসীমকুমার ঘোষ, সদস্য যোগীন্দ্রকুমার রায় ও অর্থেন্দুবিকাশ পূর্তভূষণ বলেন এই কর্মশালা থেকে প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাওয়া উচিত। সমবায়ের মাধ্যমেই গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে। অতিথি বক্তাদের মধ্যে রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজার হেমন্তকুমার বর্মন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান সার্কুলার ও অন্যান্য এসেটস্ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। অন্যান্য অতিথি বক্তাদের মধ্যে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দের মধ্যে রামদাস, প্রণয় চন্দ, কনক বাসুড়ী, অমল ঘোষ, তীর্থঙ্কর নন্দী এবং সুপারভাইজারগণ উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য ইউনিয়নের কর্মচারী পার্থ ব্যানার্জি ও কালীনাথ দে এবং ব্যাঙ্কের কর্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সমাপ্তি দিবসে মোঃ খাজিরুদ্দিন আহমেদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কর্মশালাটি পরিচালনা করেন জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ সাড়ম্বরে পালন করা হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানে জেলার সমবায়ী নেতৃবৃন্দ সরকারি আধিকারিকবৃন্দ ও ব্যাঙ্কের আধিকারিকবৃন্দ উপস্থিত থাকেন।

১৪-১১-৯৬ তে সমবায় অভিজ্ঞান দিবসে জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যৌথভাবে ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গণে পালন করেন। ইউনিয়নের সম্পাদক সুধীর চন্দ্র দাস সমবায়ের সাতরঙা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমেই সমবায় সপ্তাহের শুভ সূচনা করেন।

এই দিন জেলার সমবায়ীদের একটি পদযাত্রা শিলিগুড়ি মোড় (রায়গঞ্জ) থেকে শুরু করে সারা শহর পরিক্রমা করে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বক্তাদের বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসে, সাধারণ মানুষদের বাঁচাবার একমাত্র পথই হচ্ছে সমবায়। গ্রামীণ আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পথ হিসাবে সমবায়কে বেছে নিতে হবে। বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কে পি সরকার, এ ডি এম ও সভাপতি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বোর্ড, রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ; পারমিতা ঘোষ, সহনিয়ামক, উত্তর দিনাজপুর ; হেমন্তকুমার বর্মন, ডেপুটি ম্যানেজার রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ; যোগীন্দ্রকুমার রায় ও খাজিরুদ্দীন আহমেদ, সমস্য সমবায় ইউনিয়ন ; অরুণ সরকার, ম্যানেজার বাহিনি পশ্চিম অঞ্চল এস কে ইউ এস লিঃ এবং আরো অনেকে।

১৫-১১-৯৬ তে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস ইফকোর উদ্যোগে রায়গঞ্জ বেনফেড অফিসে পালন করা হয়। রায়গঞ্জ পৌরসভা কর্মচারী জলপান সমিতিও এই দিনটি অফিস প্রাঙ্গণে পালন করেন। কিভাবে সাধারণ নিরক্ষর মানুষদের সমবায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার দেওয়া যায় এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, পারমিতা ঘোষ, সহনিয়ামক উত্তর দিনাজপুর যোগীন্দ্রকুমার রায়, হেমন্তকুমার বর্মন, ডেপুটি ম্যানেজার, রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ; ইফকোর ফিল্ড অফিসার রঞ্জন ঘোষ ও আরো অনেকে।

সমবায় বিপণন, প্রকরণ ও উপভোক্তা দিবস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুলাহাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বুনিয়াদপুর শেখার ব্যবস্থাপক শঙ্কর দাস, সুপারভাইজার-শঙ্কর মজুমদার ও গোকুল মণ্ডল এবং দিলকাঠি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার মহেন্দ্র মাহাতো ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। প্রত্যেকের বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসে সমিতিকে শুধু ঋণ দাদনের উপর নির্ভর করলে চলবে না তার সঙ্গে বিপণন, প্রকরণের উপর জোর দিতে হবে, তবেই সমিতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব।

সমবায় ঋণ, সঞ্চয় এবং প্রশিক্ষণ দিবস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের চাকলা ও বনলপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে মহা সমারোহে উদযাপিত হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর সহনিয়ামকের প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ এবং উদযাপন কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উক্ত দিনটির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়।

সমবায় আবাস দিবস উত্তর দিনাজপুর জেলার ভট্টদিঘি সাহাপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হাসিমারন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উত্তর জেলার সরকারি ও বেসরকারি সমবায়ীবৃন্দ উপস্থিত থেকে দিবসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। সমবায়কে বাদ দিয়ে আবাসন সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব না, অনেকেই এরূপ মত প্রকাশ করেন

মহিলা, পুরুষ সংহতি এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে কুশমণ্ডি মার্কেটিং সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও পুরুষদের সমহারে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে তৎসহ যুব সম্প্রদায়কে সমবায় আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কারণ যুবকরাই ভবিষ্যতে দেশের কর্ণধার। উক্ত বক্তব্যে আলোকপাত করেন অলোক কুণ্ডু, ডি আর সি এম ও সি ই ও রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ;মনোজ রায়, সি ডি ও; শ্যামল চৌমিক, স্যাগ-২, যোগীন্দ্রকুমার রায় ও অর্দ্ধেন্দু বিকাশ পুতকুণ্ডু , সমস্য, সমবায় ইউনিয়ন ; তীর্থঙ্কর নন্দী, হারাধন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুশমণ্ডি ব্লকের বিভিন্ন সমবায় সমিতির ম্যানেজার, ডিরেক্টর ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমবায় গণতন্ত্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের দিলকাঠী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি বিশেষ সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা বেসরা। ৪০টি প্রদীপ প্রজ্বলন করেন জগদীশ্রনাথ মৈত্র। অতিথি বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। অলোক কুণ্ডু ডি আর সি এস, সুভাষচন্দ্র সাহিক সি ডি ও হেমন্তকুমার বর্মন, ডেপুটি ম্যানেজার শঙ্কর দাস বি এম, শঙ্কর মজুমদার ও গোকুল মণ্ডল, সুপারভাইজার, তরুণ রায় জেলা শিক্ষা নির্দেশক ও আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে সমিতির এলাকার ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪০ জন গরিব ছাত্র/ছাত্রীকে বস্ত্র বিতরণ করা হয় সমিতির তরফ থেকে। প্রকাশ থাকে এই সমিতিটি সালের ১৯৯৬-৯৭ জন্য কৃষি সমবায় সমিতির মধ্যে রাজ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত সমিতির সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত রায়।

তপন ব্লক /দক্ষিণ দিনাজপুর

৪৫তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন কমিটি ১৯৯৬, তপন ব্লক, থেকে ২০ শে নভেম্বর ব্লকের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে সমবায় সপ্তাহ পালন করেন বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সহনিয়ামক ও তাঁর প্রতিনিধিগণ, বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ এবং উদযাপন কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ১৯ নভেম্বর '৯৬ মঙ্গলবার তপন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এই সমিতিতে একটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিকাশ চৌধুরী, মন্ত্রী কারা ও সমাজকল্যাণ, পঃ বঃ, নিতি ঘোষ, রাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পশ্চিমবঙ্গ ; নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, সভাধিপতি, দঃ দিঃ জেলা পরিষদ ; প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, আই এ এস জেলা সমাহর্তা দঃ দিনাজপুর ও মোরা সদস্য, এম এল এ প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে সমবায়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও উক্ত ব্লকের শেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রথম,দ্বিতীয় স্থানাধিকারিদের, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের, প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় স্থানাধিকারিদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সর্বোপরি "মহিলা-পুরুষ সংহতি এবং যুব

সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবস" বিষয়ের উপর বিশদভাবে বক্তব্য রাখেন নিমাই চক্রবর্তী, সহনিয়ামক, দক্ষিণ দিনাজপুর।

❑ অরুণ রায়

প্রয়াত বিশিষ্ট সমবায়ী দেবপ্রসন্ন সেন স্মরণে

গত ৩রা জানুয়ারি ১৯৯৭, শুক্রবার 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে' প্রবীণ জননেতা দেবপ্রসন্ন সেন ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় তাঁর জন্ম হয়। কৈশোর অতিবাহিত হয় ঢাকা বিক্রমপুরে। সেই সময়ে তিনি অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী মতাদর্শে আকৃষ্ট হন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পর্বে তাঁকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছিল।

বিপ্লবী সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দেবপ্রসন্ন সেন ছিলেন অন্যতম অগ্রনায়ক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ক্রান্তি শিল্পী সংঘের'ও তিনি ছিলেন একজন সংগঠক। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। জীবন ও জীবিকার স্বার্থে স্বাধীনতার পরে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন। সংবাদপত্র কর্মচারিদের সর্বভারতীয় আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা হিসাবে কালক্রমে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিক কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল।

সমবায় আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী। আনন্দবাজার পত্রিকা কর্মচারী সমবায় ক্রেডিট সমিতির তিনি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসার পর তিনি ক্যালকাটা হোলসেল কনজুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি হন। আমি যখন সমবায় আন্দোলনে যোগদান করি, সেই সময় অনেক সভা, সেমিনার ও সম্মেলনে তাঁর সুচিন্তিত ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন মিষ্টভাষী, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল মানুষ। মার্কসবাদের ওপরে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল এবং প্রগতিশীল সাহিত্যেরও তিনি ছিলেন অনুরাগী। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন দৃঢ়চেতা, পরিশ্রমী, ভ্রষ্টাচারবিমুখ, সচেতন ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে হারালাম। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর জীবন ছিল ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত।

যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের জীবনে প্রয়াত দেবপ্রসন্ন সেনের সুমধুর ও কমরেড সুলভ ব্যবহার চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে।

তাঁর সংগ্রামী জীবন আমাদের আদর্শের পাথেয় হোক, সমৃদ্ধ হোক সমবায়ী মনোভাবের উৎসমুখ।

■ বাসুদেব চ্যাটার্জি

উল্লেখযোগ্য

গত ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগত ও নেতৃত্ব বিকাশ পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণরত ৪৫ জন বিভিন্ন সমিতির পরিচালকবর্গের উপস্থিতিতে বাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জলধর মাহাত বাড়গ্রামের সেন্টার ফর কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কল্যাণ পালের হাতে উক্ত শিক্ষণকেন্দ্রের ছাত্রাবাসে ব্যবহারের জন্য একটি টিভি সেট উপহার দেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ও বাড়গ্রাম পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের কমিশনার রবি সরকারের চেষ্টায় এই কাজটি সম্ভব হয়েছে। উপস্থিত সকলে বাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির এ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী পাল শিক্ষণকেন্দ্রের তরফে জলধর মাহাত ও রবি সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ভবিষ্যতে শিক্ষণকেন্দ্র এই ধরনের আরও সাহায্যের আশা রাখে।

❑ নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহারে সমবায় সপ্তাহ পালন

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে কোচবিহার সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনায় জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন সমিতিতে গত ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর '৯৬ ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম দিনটি সমবায় পরিচিতি দিবস হিসাবে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয় সমবায় ইউনিয়নের কার্যালয়ে। সভাপতিত্ব করেন নিরঞ্জন চৌধুরী সি ডি ও, সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন শৈলেন্দ্রকুমার মিশ্র এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নিরঞ্জন চৌধুরী সি ডি ও; গজেন্দ্রনাথ রায় সরকার, সভাপতি, সমবায় ইউনিয়ন ও মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমবায়ীগণ। আলোচনায় প্রত্যেকে যাঁরা সমবায়ের সাথে যুক্ত আছেন তাঁদের কাছে আবেদন রাখেন যে, সকল স্তরের মানুষকে সমবায়ের সাথে পরিচিতি করিয়ে সমবায় আন্দোলনে সামিল করানোর চেষ্টা করুন। বিকেল পাঁচটায় কোচবিহার কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ থিফট সোসাইটির উদ্যোগে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনটি কোচবিহার ২ নং ব্লকের মধুপুর এস কে ইউ এস সমিতিতে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস হিসাবে পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তিনি পতাকা উত্তোলন করেন। অংশগ্রহণ করেন ইউনিট ম্যানেজার এ কে ভৌমিক, সভাপতি, সমবায় ইউনিয়ন, কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহনিয়ামকের প্রতিনিধি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সকলেই আলোচনায় বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ

সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনটি পালিত হয় ১৬ নভেম্বর শীতলকুচি মার্কেটিং সমিতিতে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নির্মল বাঁ। তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি। সকলেই আলোচনা প্রসঙ্গে মতপ্রকাশ করেন যে জেলায় যে সকল বিপণন ও প্রকরণ সমিতি দুর্বল হয়ে পড়েছে সেগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসংখ্যা ছিল তিনশত।

১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠানের চতুর্থ দিনটি পালিত হয় মাথাভাঙা ১নং ও ২নং ব্লকের সমবায় সমিতিসমূহের সহযোগিতায় ধর্মের ভাঙা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে "সমবায় ঋণ সপ্তাহ এবং গ্রাম উন্নয়ন দিবস" হিসাবে। পতাকা উত্তোলন করেন উক্ত সমিতির সভাপতি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সভাপতি, সমবায় ইউনিয়ন। বিশিষ্ট সমবায়ীগণ সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয় ও আমানত বাড়িয়ে গ্রামীণ উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে বলেন।

১৮ নভেম্বর পঞ্চম দিনটি পালিত হয় কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে 'সমবায় আবাসন দিবস' হিসাবে। এই অনুষ্ঠানটি হয় কোচবিহার ইউনাইটেড হাউসিং কো-অপারেটিভ সমিতির উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত সমিতির সভাপতি। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি গৌরগোপাল সাহা, পরিচালক, সমবায় ইউনিয়ন ; ভক্তদাস পাল, সিডিও ; নিরঞ্জন চৌধুরী, সিডিও ; কে কে বসু, ডেপুটি ম্যানেজার, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, কোচবিহার। সভায় সকলেই সমবায় আবাসন সমস্যার বিষয় উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন প্রমোটারের পরিবর্তে সমবায়ের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি করে সমবায় আবাসন সমস্যা কিছুটা মেটানো সম্ভব। কে কে বসু ব্যাঙ্ক থেকে এমপ্লয়িজ ক্রেডিট সোসাইটির সদস্যদের বাড়ি তৈরির জন্য ঋণের সুযোগের কথাও উল্লেখ করেন।

১৯ নভেম্বর দিনটি পালিত হয় টাকা গাছ-রাজারহাট মহিলা কল্যাণ কেন্দ্রে শিল্প সমবায় সমিতিতে 'মহিলা পুরুষ সংহতি এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবস' হিসাবে। পতাকা উত্তোলন ও সভাপতিত্ব করেন উক্ত সমিতির সভানেত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভক্তদাস পাল, সি ডি ও ; পরাক্রমকুমার রায়, সি ডি ও, সভাপতি, সমবায় ইউনিয়ন, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, সমবায় ইউনিয়ন ; সেরিকালচার দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সমবায়ী। সকলেই স্বীকার করেন মহিলা পুরুষ সংহতি ছাড়া সমবায় ভালভাবে চলতে পারে না। সেইজন্য মহিলা পুরুষ সংহতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সমিতি চালানোর জন্য অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানের শেষ দিন উদ্‌যাপিত হয় সমবায় ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিকাশ হিসাবে তুফানগঞ্জ ব্লকে বারকোদালি ২নং গ্রামীণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন উক্ত সমিতির সভাপতি। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, এ ডব্লু সি এস, কোচবিহার সভাপতি সমবায় ইউনিয়ন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। প্রত্যেকে বলেন সমবায়কে পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করার কথা। তাছাড়া সঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের উপরে জোর দেন।

❑ গৌতম ভট্টাচার্য

হুগলি জেলায় সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় এ বছর হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়েছে। মুখ্য অনুষ্ঠানটি হয় ১৪ই নভেম্বর '৯৬ জেলা পরিষদ সভাগৃহে সমবায় "পরিচিতি দিবস" হিসাবে এদিনের অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী নরেন দে বলেন, সমাজতন্ত্রে হতদিন না পৌঁছতে পারছি ততদিন ব্যক্তিমালিকানার বদলে সমবায় চালাতে হবে। স্বাধীনতার এত পরেও বহু সমস্যার সমাধান হয়নি। ব্যক্তীয় মালিকানায় সব করা যাচ্ছে না, তাই যতদূর সম্ভব সমবায়ের মাধ্যমে করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে গত ২০ বছরে সমবায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তবে সুস্থ সমবায় সমিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সমিতিগুলোকে আদর্শ সমবায়ে পরিণত করতে হবে।

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি মধুসূদন ঘোষ বলেন, ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ সদস্যের মধ্যে আমাদের রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৪৫ লক্ষ মহিলা। আজ আমাদের প্রথম দরকার মহিলাদের সমবায়ে নিয়ে আসা। মানুষ নানা কারণে মানসিক রোগে ভুগছে। মহিলারা বিবাহের পর নিযুক্ত হতে চান। না পেয়ে হাতানো দারা পৃথিবীতে বাড়ছে তাই মা বোন ও মহিলাদের আনতে হবে। দুঃখের বিষয় নবম যোজনাতে সমবায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে এখনও ঘোষণা নেই। অথচ যে কাজ যা সরকার পারছে না তা সমবায় করছে। বিশেষ করে কৃষি ঋণে। আর বি আই সুদের হার বাড়িয়ে ৭.৫% করেছে। ফলে চাষীকে ১২% বদলে ১৪% সুদ দিতে হবে। ফলে চাষের জিনিসের দাম বাড়বে। আবার সহরের বড়লোকদের জন্য সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হল ২%।

প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রয়োজনে সরকারের টাকা না নিয়ে নিজেদের টাকা ৮% দিতে হবে।

জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি বলাই সাঁতুই বলেন, গ্রামে সমবায়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। পূর্বে কেনেডে থেকে সার তুলতেও সমিতিকে মহাজনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হত। তাও ছিল না। ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন ১ হাজার কোটি থেকে বেড়ে ৩৬ হাজার কোটি হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের দাদন ১ কোটি টাকা। কিছুদিন পূর্বে জেলায় আলু পচে যে বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, সাড়ে তিন হাজার চাষী মাত্র ফেল তাতেও কেউ এল না। সমবায়ই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। সমবায় ইউনিয়ন এমন কিছু ট্রেনিং করুক বা বই ছাপুক যাতে প্রামের মানুষকে বহু কিছু শেখানো যায়। কৃষি প্রযুক্তি নিতে হবে সার প্রয়োগ সম্পর্কে সাবধান করতে হবে

হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মণীন্দ্র জানা বলেন, সমিতির সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু ধানধরপ বাড়ছে না। এখন অকৃষি নিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে। সদস্যদের মনের মিল হচ্ছে না। কিছুদিন পিছিয়ে থাকার পর আমাদের জেলা এগুচ্ছে। ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি মৃণাল ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতিতে ৭০% ঋণ দেয় সমবায়

ব্যাঙ্ক। এ আর ডি বি জেলায় এখন অকৃষি ঋণ বেশি দিচ্ছে। পরিবর্তন অনেক হলেও আরো উৎসাহ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে।

আই সি ডি পি-র কালীপ্রসন্ন চাটার্জি, ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, এ আর ডি বি-র বিপিন ব্যানার্জি, সহ নিয়ামক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি গোবিন্দ ব্যানার্জি।

সভার শুরুতে তিনি ৪৩তম সমবায় সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন ও ইউনিয়নের কার্যক্রম সভায় ঘোষণা করেন। সভা শেষে জেলায় বিগত ১৯ সালের প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

১৫ই নভেম্বর শুক্রবার "সামাজিক ন্যায় বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস" পালিত হয় আরামবাগ ইউনিয়ন এস এস এহিকোলচারাল কো-অপ. ক্রেডিট সোসাইটিতে। সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, জেলা ইউনিয়ন সম্পাদক, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জবা মুর্মু প্রমুখ।

১৬ই নভেম্বর আরামবাগ এ আর ডি বি ভবনে এক বিরাট সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতিতে "সমবায় বাজার, উপভোক্তা ও প্রকরণ দিবস" সম্পর্কিত এক আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন মৃণালকান্তি ঘোষ। সভায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ও কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি প্রতিরোধে সমবায় বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণের তাৎপর্য ওকত্ব পায়। প্রধান অতিথি ছিলেন আরামবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি তাপসী মিত্র এছাড়া মহকুমা কৃষি আধিকারিক, গোঘাটের বিধায়ক সুকুমার মল্লিক, সি সি ডি-র ই ও জেলা ইউনিয়ন সভাপতি, সম্পাদক এবং সইফুল ইসলাম, আই সি ডি পি-র মধুসূদন দত্ত, ব্লক সমবায় পরিদর্শক ও সুপারভাইজার প্রমুখ।

১৭ই নভেম্বর সমবায় ঋণ, সঞ্চয় ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস পালিত হয় দিঙ্কুর বিদ্যুৎ সমবায় সমিতিতে। নিপসুই এস কে ইউ এসেও দিবসটি বহু মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই নভেম্বর "সমবায় পরিষেবা ও গ্রামবাস দিবস" পালিত হয় শ্রীরামপুর টাউন হলে সর্বজনব্যাপী এক আলোচনাচক্রে। ব্লক সমবায় পরিদর্শকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় বহু বিশিষ্ট সমবায়ী ও আধিকারিক অংশগ্রহণ করেন। জেলা ইউনিয়নের পক্ষে সভাপতি ও সম্পাদক দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

১৯শে নভেম্বর সমবায় মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবস পালিত হয় আরতি এস কে ইউ এসে। এসিন সমিতির ওদাম ঘর, ব্যাঙ্কিং কার্যালয় ও ভোগ্যপণ্য সরবরাহেরও সূচনা হয়। সমিতির সভাপতি মাধবচন্দ্র মণ্ডলের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার প্রধানাগারমন্ত্রী নিমাই মল, ব্যাঙ্ক সভাপতি অনীক্ত জানা, ও ই ও, ২.২ সভাধিপতি বলাই সাঁবুই, জেলা ইউনিয়ন সভাপতি, এ আর সি এস, আরতি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমবায় কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ, বি এম, আই সি ডি পি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন।

২০শে নভেম্বর '১৯ "সমবায় গণতন্ত্র, পরিচালনা ও নেতৃত্ব দিবস" উদ্‌যাপিত হয় সিঙ্গা কমলাপুর সমবায় সমিতিতে। এইদিন সমিতিতে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠি গঠন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রায় ৬/৭ শত মহিলা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলন করেন জেলা ইউনিয়ন সভাপতি। প্রাক্তন বিধায়ক অনিলেশ প্রধানিক, বর্তমান বিধায়ক নিবারণচন্দ্র রাউত, ব্যাঙ্ক সি ই ও নাবার্ডের আওতোষ বিশ্বাস, প্রধান, পঞ্চায়েত সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ, প্রাক্তনসভাপতি প্রবীর সেনগুপ্ত, এ আর সি এস, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, অ্যানিমেল হিসেবে প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ সমবায়কে সুষ্ঠু পরিচালনা ও জনমুখী করার ও উন্নতি বিধানের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সাধন ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণ সাধনে দায়ানের ওকত্ব আলোচনা করেন।

বাঁকুড়া জেলায় ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত

পূর্ণ মর্যাদায় বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে ৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের তাৎপর্য সাধারণ মানুষ ও হাজার হাজার সভ্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, আলোচনাচক্র ও পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে। বাঁকুড়া জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাত দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ১৪ নভেম্বর ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাত দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন হয়।

"সমবায় পরিচিতি দিবস" হিসাবে চিহ্নিত এই অনুষ্ঠানে সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত। এখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন এ আর সি এস মনবেন্দ্র গুপ্ত ও প্রাক্তন নিরীক্ষা আধিকারিক সুকুমার মণ্ডল, হোলসেলের মুখ্য নিরীক্ষা আধিকারিক মঙ্গলময় মাজি।

বেলা একটায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা-চক্রে শহরের বিশিষ্ট সমবায়ী ও ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডল যোগ দেন। বংশীধর দত্ত, অনাথ মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন মিত্র, মনবেন্দ্র গুপ্ত, অনিল দে, প্রশান্ত রায় প্রমুখ সমবায়ীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে কল্যাণ দাস, বঙ্কুবিহারী কর বক্তব্য রাখেন।

কল্যাণ গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ পাঠ্যসূচিতে অবিলম্বে সমবায়কে অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রচারে জোর দান প্রভৃতি উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন অন্যান্য সপ্তাহ পালনের মত সমবায় সপ্তাহ পালনকে এখনও গুরুত্বপূর্ণ করা যায়নি। অষ্টম পরিকল্পনায় সমবায়কে রাখা হয়নি। সমবায় আইনের ভ্রান্ত দিকগুলির উল্লেখ করে তাঁরা বলেন বিড়ি সমবায়ের মাধ্যমে জেলায় পাঁচ হাজার পরিবার বেঁচে আছে। সংবাদ মাধ্যমে সাফল্যের কথা না বলে কেবল খারাপ দিকগুলি প্রচারিত হয়। বেতার ও দূরদর্শনে সমবায়কে আরও বেশি জায়গা দেওয়ার কথা বলেন।

১৫ নভেম্বর 'ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস' পালিত হয় জেলার সর্ববৃহৎ কৃষি সমিতি ময়নাপুর এস কে ইউ এস-এ। বাসুদেব কৈবর্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ইউনিয়নের পরিচালক বীরেন্দ্র উপাধ্যায় বলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গণতান্ত্রিক-ভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সমবায়ে প্রয়োগ

করেছেন। ইউনিয়নের সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত প্রচার মাধ্যমের অনীহার কথা প্রসঙ্গে ময়নাপুর এস কে ইউ এস-এর প্রশংসা করেন। দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়ের প্রয়োগ করতে বিভিন্ন ধরনের সমবায় গঠনের কথা বলেন। ময়নাপুর এস কে ইউ এস-এর সভাপতি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী তাঁর সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে বলেন সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ সম্ভব। পাতা শিল্প, দুস্থ ছাত্রদের সাহায্য সার ব্যবসা, হিমঘর চালু করা প্রভৃতি বহুমুখী কর্মকাণ্ডের কথা বলেন। সভায় বিশ্বরূপ চ্যাটার্জি, বঙ্কুবিহারী কর বক্তব্য রাখেন।

১৬ নভেম্বর 'সমবায় বিপণন, প্রক্রিয়করণ ও উপভোক্তা দিবস' উদ্‌যাপিত হয় বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সমিতিতে বেলা দুটোয়। সভায় ব্লকের সমবায় পরিদর্শক অরুণ মিত্র বক্তব্য রাখেন। ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি চিত্তরঞ্জন মিত্র বলেন বাঁকুড়া হোলসেলের আজ যে উন্নয়ন তার পিছনে সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম কাজ করেছে।

হোলসেলের সহ-সভাপতি অনাথ মল্ল বলেন অর্থনীতির মধ্যে সমবায় দুর্বল। অথচ সমবায় দুর্বলশ্রেণীকে দেখছে। তিনি বলেন, সমবায় ক্ষেত্রে উৎপাদনে বহু বাধা। বংশীধর দত্ত বলেন সমবায়ে থেকেও অনেককে সমবায়ী মনোভাবাপন্ন করে তোলা যাচ্ছে না। হোলসেলের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার উপাধ্যায় বলেন নবম পরিকল্পনা সমবায়কে আনতে হবে। তিনি হোলসেলের সাফল্যের বিভিন্ন কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন। সভায় প্রাক্তন মিঠীক্ষা আধিকারিক শ্যামল ঘটক, অচিন্ত্য কুমার জানা, বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হোলসেলের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার উপাধ্যায়।

১৭ নভেম্বর জেলার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি হয় বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে। সভাধিপতি জ্ঞানশংকর মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা হয় রবীন্দ্র ভবনে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল সমবায়ে দুর্বলশ্রেণীর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপের কথা বলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে মন্ত্রী পার্থ দে (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ) বলেন শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের মেল নেই। নানা সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে সমবায় প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে। নতুন করে কিছু করা যায় কিনা দেখতে হবে।

বিশেষ অতিথি ও ভারতশ্রেষ্ঠ সমবায়ী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সমবায়ের মাধ্যমে বাঁকুড়ার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সমবায় প্রকল্প সফল হলে জেলার মানুষের চেহারা বদলে যাবে। মহিলাদের শিক্ষা সহ আর্থিক রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন গ্রামীণ মহাজনরা এখনও ঋণ দিচ্ছে তারা বেশ ভালভাবেই আছে। অথচ শ্রীধরপুর সমবায় ব্যাঙ্কে কোটি টাকা ডিপোজিট। মানুষের বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন সমবায় ঋণ দেওয়া হয় মহারাষ্ট্রে ২০%, গুজরাটে ৮ জন, পশ্চিমবঙ্গে ৭৫ ভাগ গরিব মানুষকে।

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মইনুল হাসান বলেন, বিগত পাঁচ বছরে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ৪০ কোটি টাকা লাভ করেছে। গণ আন্দোলনের জন্য সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। রাজ্যে দ্বিতীয়শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থা, নীচুতলার মানুষের জন্য কাজ, এসবের ফলেই এই অগ্রগতি। আরো এগোতে হবে। সভার শেষে জেলার কৃষিঋণ আদায়ে '৯৫-৯৬ সালে কৃষিঋণ সমবায়ী প্যাকস্ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে পুরস্কার প্রদান করা হয় ব্যাঙ্কের তরফে।

১৮ নভেম্বর 'সমবায় আবাস দিবস' পালিত হয় ওন্দা ব্লকের গইনদী এস কে ইউ এস-এ। উদ্বোধনী বক্তব্যে ইউনিয়নের পরিচালক ও হোলসেল সভাপতি বীরেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় বলেন কেন্দ্রে কোন সমবায় দপ্তর নেই। বাঁকুড়া আজ সমবায় ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। নবম অর্থ কমিশনে সমবায় এসেছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাতে ভাল করে কাজ করতে পারে সেটা এবার দেখতে হবে।

ইউনিয়নের সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত বলেন সমবায় সপ্তাহের প্রচারের ব্যবস্থা দুর্বল। তিনি এবারের সমবায় দিবসগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সমিতিগুলিকে স্বনির্ভর করার উপর জোর দেন। চিত্তরঞ্জন দলা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বলেন, কিভাবে '৫৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সমবায় দ্রুত এগিয়েছে। দুধ, তিসি, সুতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রগতি উল্লেখ করেন। বাঁশী গ্রামে সমিতির বিভিন্ন কাজের কথা উল্লেখ করেন।

বঙ্কুবিহারী কর বলেন তন্তুবায় সমবায় মাধ্যমে দশ হাজার মানুষ কাজ পাচ্ছে। যার মধ্যে গ্রামগ্রামে চার হাজার পরিবার আছে। কর্মচারী সমিতির নেতৃ বিভিন্ন সুবিধাদি, পুত্রকন্যাদের পড়াশুনায় উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেন। বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় জেলার সফল সমিতিগুলির নাম উল্লেখ করে বলেন এগুলি উৎসাহব্যঞ্জক। গৌরাঙ্গ ঘোষাল তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ, বেল প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দেন।

১৯ নভেম্বর 'মহিলা পুরুষ সাইটি ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য সমবায়' দিবস পালন করেন বাঁকুড়া মহিলা সমন্বয় কল্যাণ সমবায় সমিতি হোলসেলের সভাকক্ষে। সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রা দাস। চন্দ্রা দাস বলেন সমিতিকে আরো বিস্তৃত করতে হলে আরো উৎপাদন করতে হবে। কাজ করতে বহু বাধা। সভানেত্রী দেবু মুখোপাধ্যায় উৎপাদিত জিনিসের বাজার পেতে ইউনিয়নের সাহায্য চান। ইউনিয়ন পরিচালক বীরেন্দ্র উপাধ্যায় বলেন সমাজ পুরুষ ও নারী নিয়ে। সমমর্যাদা পাওয়া উচিৎ আদিতে নারীর ভূমিকা উঁচুতে ছিল। পরে নানা অর্থসমাজ ব্যবস্থায় নীচে নেমে যায়। সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছেন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সমবায়ে আরো বেশি করে মহিলা ও যুব সম্প্রদায়কে যুক্ত করতে হবে।

ইউনিয়নের সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত সমবায় দিবসগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ইউনিয়নের কাজকর্ম বর্ণনা করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জন মিত্র, বংশীধর দত্ত বঙ্কুবিহারী কর, বিশ্বরূপ চ্যাটার্জি, শ্রীমতী সরলা দে প্রমুখ।

সপ্তাহের শেষদিন ২০ নভেম্বর সমবায় পরিচয়, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবস পালিত হয় বাঁকুড়া জেলা বিড়ি শ্রমিকদের সমবায় সমিতি (৫২২)। কার্তিক মান্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে তিনি বলেন কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকা সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াচ্ছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে যে মানুষ বাস করেন তাদের জন্য সমবায়। ইউনিয়ন সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত বলেন

সমবায়ে গণতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে আছে। তিনি বিড়ি সমবায়গুলির সমস্যা উল্লেখ করেন।

চিত্তরঞ্জন মিত্র পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আইনের জটিলতার কথা বলেন। বিড়ি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারাও ইউনিয়ন চালানোর নেতৃত্ব দিতে পারেন। সমবায় গ্রামীণ কৃষক, মজুর ও মেহনতি মানুষের জন্যই। বংশীধর দত্ত বলেন আজ কঠিন ও অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি সমবায়কে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সামাজিক বার্থতা বিচার করতে হবে। নেতৃত্ব জন্মগত-ভাবে হয় না, তৈরি করে নিতে হয়। বন্ধুবিহারী কর সমবায় আন্দোলনে কিভাবে উপকার ও সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় তার কথা বলেন। অনুষ্ঠানের অপর বক্তা ছিলেন বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায়।

■ সন্তোষ ভট্টাচার্য

মালদহে সমবায় সপ্তাহ

প্রত্যেক বছরের মত এবছরেও মালদায় নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হল। ১৪ নভেম্বর মালদা জেলা সমবায় ইউনিয়নের নিজস্ব ভবনে সকাল আটটায় সপ্তাহের প্রথমদিনে সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি সুধীররঞ্জন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মন্টুলাল কর্মকার, ভারপ্রাপ্ত সহ-নিয়ামক রঞ্জিত নন্দী, প্রাক্তন সভাপতি অমিত দত্ত, সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক ও বিভিন্ন সমিতির প্রচুর সমবায়ী। সভাপতি অনুষ্ঠানে সকলকে সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়াও বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থানে জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে যে সমস্ত দিবস পালিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

সমবায় পরিচিতি দিবস : ১৪ নভেম্বর বেলা একটায় ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটর অর্গানাইজেশন, মালদা ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় উপরোক্ত দিবসটি পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দীপক সাহা, উদ্বোধনী ভাষণ দেন সুধীররঞ্জন চৌধুরী, জেলা ইউনিয়নের সভাপতি, প্রধান অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সহ-নিয়ামক রঞ্জিত নন্দী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বাঁকেন চাটার্জি ও সুখরঞ্জন কর।

মালদা কো-অপ. ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিতে উপরোক্ত দিবসটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সহ-নিয়ামক রঞ্জিত নন্দী, ই বি ব্লক সি আই ও ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মন্টুলাল কর্মকার, অরুন প্রামাণিক, সি ও ও ঐ দপ্তরের সমবায়ী কর্মী ও বানুষ।

সমবায় ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস : ১৫ নভেম্বর রতুয়া ২নং সি এ ডি সি লিঃ-এ বেলা একটায় উক্ত দিবসটি পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মন্টুলাল কর্মকার, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি, কর্মী ও প্রচুর সমবায়ী।

সিংহল এস কে ইউ এস-এ উপরোক্ত দিবসটি পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি সুধীররঞ্জন চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিভিন্ন বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সমবায় পরিদর্শক, গাজোল ব্লক, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ডি নির্ধি, কৃষি দপ্তরের এম ব্যানার্জি ও আরো অনেকে।

সমবায় বিপণন প্রকরণ ও উপভোক্তা দিবস : ১৬ নভেম্বর সামসী এল এস কো-অপ. মার্কেটিং সোসাইটি-তে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রঞ্জিত নন্দী, ভারপ্রাপ্ত সহ-নিয়ামক, মালদা মার্কেটিং-এর মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, সমবায় ইউনিয়ন-এর সভাপতি ও মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক এবং আরও অনেকে।

বামনগোলা এস কে ইউ এস-এ সমবায় গণ সঞ্চয় এবং প্রাণোদ্যমে দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক এ সেন মজুমদার, অমিত সরকার, ইউনিয়নের ডাইরেক্টর, বামনগোলা ব্লকের সি আই, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও ঐ সমিতির প্রচুর সদস্য ও সাধারণ মানুষ।

সমবায় আবাস দিবস : ১৮ নভেম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপ. হাউসিং ফেডারেশন-এ বেলা একটায় উপরোক্ত দিবসটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমিত দত্ত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সুধীররঞ্জন চৌধুরি, ইউনিয়নের সভাপতি মন্টুলাল কর্মকার, এ কে প্রামাণিক, সি ও এস সি ইউ আই ; প্রকাশচন্দ্র পোদ্দার, সম্পাদক, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রদ্যুন আচার্য, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হাউসিং ফেডারেশন, মালদা শাখা।

মহিলা পুরুষ সংহতি এবং দুঃস্থ সন্তানদের জন্য সমবায় দিবস : ১৯ নভেম্বর মালদা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি-তে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমিত দত্ত, ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি, গুরুদেব চৌধুরি, সি আই, ওল্ড মালদা ব্লক, এস সি ইউ আই-এর কর্মী ও সমিতির সাধারণ সভ্য ও কর্মী।

সমবায় গণতন্ত্র, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবস : ২০ নভেম্বর হরিশ্চন্দ্রপুর এল এস কো-অপ. মার্কেটিং সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় তথ্যকেন্দ্রে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকান্ত দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন সুখলাল রায়, বি ডি ও। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মন্টুলাল কর্মকার, জেলা ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, ম্যানেজার হজরত আলি মণ্ডল, এস কে ইউ এস লি, যুগ্ম বি ডি ও, সীতাংশু দাস, ব্লক সি আই ও মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, হরিশ্চন্দ্রপুর এল/এস কো-অপ. মার্কেটিং সোসাইটি।

মালদা জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি দিবসে অর্থাৎ ২০ নভেম্বর বেলা তিনটায় ইউনিয়নের অফিস থেকে এক বিরাট সমবায় মিছিল শহর পরিক্রমা করে। বিভিন্ন স্কুলের প্রচুর ছাত্রছাত্রী সমবায় দপ্তরের প্রচুর কর্মী, শহরের বিভিন্ন অফিসের ঋণদান সমিতির সদস্য, সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত বহু মানুষ, জেলা ইউনিয়নের সভাপতি, এস সি ইউ আই-এর আধিকারিক ও কর্মী, প্রাক্তন সভাপতি অমিত দত্ত এই সমবায় মিছিলে অংশ নেন। মিছিলের শুরুতে জেলার বিশিষ্ট সমবায়ী ও জেলা

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের বর্তমান সভাপতি আনন্দ ব্যানার্জি উপস্থিত থাকেন। পরে সহর পরিক্রমণের পর সভাপতি সুধীররঞ্জন চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জানান ও দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ সুব্রতকুমার দাস

ইংলিশবাজার ব্লকে সমবায় সপ্তাহ

গত ১৭ নভেম্বর '৯৬ মালদহ জেলার ইংলিশবাজার ব্লকের উদয়ন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ৪৫তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের চতুর্থ দিবস, জল সঞ্চয় ও প্রামোন্নয়ন দিবসটি পালিত হল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও উদয়ন এস কে ইউ এস লিঃ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ট সমবায়ী পতিতপাবন সরকার এবং তিনিই সমবার পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এন সি ইউ আই-এর প্রকল্প আধিকারিক অঞ্জনকুমার প্রামাণিক, কৃষি প্রযুক্তি নির্দেশক নিলয় সিনহা, মহিলা সংগঠক মুক্তি পালিত, শিক্ষা নির্দেশক বাসুদেব সেনগুপ্ত, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক দীপক মির্ধা, মালদহ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক জে সি ঘোষ, জেলা সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মণ্টুলাল কর্মকার, তথা সংস্কৃতি দপ্তরের শেলী মৈত্র, গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান সীতেশ মণ্ডল, স্বাস্থ্য দপ্তরের লিপির ঘোষ, ব্লকের অন্যান্য প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলি এবং সমিতির ১৭০ জন সভ্য।

শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তব্যে দিনটি উদ্‌যাপনের সার্থকতা সম্বন্ধে বলেন এবং উক্ত সমিতির সাফল্য কামনা করেন। সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সভা আব্দুল হামিদ বলেন একমাত্র এই জাতীয় সমিতিই পারে বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় সমিতির উদ্দেশ্যগুলির বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে জল, সঞ্চয় ও প্রামোন্নয়নের কর্মসূচি সফল করতে। গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বলেন সমস্ত সভ্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহী ও উদ্যোগী হতে। শ্রী মির্ধা বাধসা উন্নয়ন পরিকল্পনার সঠিক প্রয়োগের উপর জোর দিতে বলেন। শ্রীমতী মৈত্র সমস্ত পরিকল্পনায় আন্তরিক প্রয়োগের আহ্বান জানান। শ্রী কর্মকার দিনটি উদ্‌যাপনের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেন। শ্রী সিনহা বলেন গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষি উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে।

শ্রী প্রামাণিক ভারতের সমবায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, জলের সূত্র, সঠিক সময়ে সেচের প্রয়োজনীয়তা, সঞ্চয়ের গুরুত্ব এবং গ্রামোন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে সমবায়কে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান ও উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরামপুর সমবায়ের সফলতার কথা বলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমবায় শিক্ষা নির্দেশক।

■ বাসুদেব সেনগুপ্ত

জলপাইগুড়িতে সমবায় সপ্তাহ

জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় ৪৫তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ জেলার সমবায় রেজিস্ট্রভুক্ত এলাকার বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন সমবায় সমিতির সহযোগিতায় ১৪-২০ নভেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়েছে। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তা হিসাবে জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক সমীর বসুঠাকুর সমবায় সপ্তাহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

১৪ নভেম্বর : জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি দেবাশিস ঘোষ কার্যালয় চত্বরে সমবায়ের সাতরঙা পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সমবায় পরিচিতি দিবস হিসাবে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভবনে এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালক বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অনুপকুমার ঘোষ, সহ-অধিকর্তা শিক্ষা বিভাগ নিরঞ্জন ভাদুড়ি, ইউনিয়নের পরিচালক মাধবেন্দ্র ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি ইউনিনে সুধীর ঘোষ, ইউনিয়ন পরিচালক নির্মলা দাসগুপ্ত, অজিত দাসগুপ্ত ও ভবতোষ ঘোষ।

১৫ নভেম্বর : ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্বমানিকপাড়া এস কে ইউ এস, নক্সিবদোভা ও গোসাইহাট এস কে ইউ এস-এর সহযোগিতায় গোসাইহাটে মিলন সঙ্ঘে ক্লাব প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দিবস 'সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস' হিসাবে সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে পূর্ব মানিকপাড়া সমিতির বর্ষীয়ান সহ-সভাপতি কাম্ভ রায় সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন মেখলিস ঘোষ। বক্তব্য রাখেন ২নং সাকোয়াডোঙ্গা পঞ্চায়েতে সমস্যা এরাদ আলী, নির্মলা দাসগুপ্ত, সুধীর ঘোষ, এদাহক আলী, পূর্ব মানিকপাড়া সমিতি সম্পাদক কৃষ্ণপদ রায়, সদস্য দুলেকান্তি দাস, গোসাইহাট সমিতির সম্পাদক মুনা-কুমার রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মিলন সংঘের সদস্যগণ নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও সমবায় সম্পর্কিত একাংক নাটক 'সবুজঘর' পরিবেশন করেন। বচন ও পরিচালনা প্রবীরকুমার রায়।

১৬ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি ব্লকের বর্ষীয়ান বিপণন সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে 'সমবায় বিপণন, প্রচলন ও উপভোক্তা' দিবস উক্ত সমিতির ব্যবস্থাপনায় করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নির্মলকুমার রায়। তিনি ছাড়া আরো যারা ঘরোয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন সমিতির পরিচালক সুবেন্দ্রনাথ রায়, সমিতি কর্মী দেবিকা ঘোষেন, ইউনিয়ন কর্মী দিলীপ রায়বর্মন, উক্ত সমিতির রমেন্দ্রনাথ গুহ প্রমুখ।

১৭ নভেম্বর : সদর ব্লকের পূর্বদক্ষিণ গড়ালবাড়ি এস কে ইউ এসের ব্যবস্থাপনায় জোনপাকুড়ী বিবেকানন্দ যুবনিয়র হাইস্কুল ভবনে 'সমবায় জল, সঞ্চয় ও প্রামোন্নয়ন' দিবস হিসাবে এই দিনটি পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি নিকুঞ্জমোহন রায়। তাঁর পৌরোহিত্যে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন নির্মলা দাসগুপ্ত, সমিতি সম্পাদক জ্যোতিষচন্দ্র রায়, ম্যানেজার কৈলাসচন্দ্র রায়, ইউনিয়ন পরিচালক সুবর্ণরঞ্জন কুজু, দিলীপ রায়বর্মন প্রমুখ।

১৮ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহযোগিতায়

উক্তভবনে 'আবাসন দিবস' পালন করা হয় ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে। এলিট হাউসিং সমবায় সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক মনোরঞ্জন ভদ্র পতাকা উত্তোলন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সহ-নিবন্ধক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সভাপতি সুভাষ ঘোষদস্তিদার, বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, সুবর্ণরঞ্জন রুদ্র, দেবাশিস ঘোষ প্রমুখ।

১৯ নভেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের জটিয়াবালি মোড়ে বোর্ড অফ প্রাইমারি স্কুল ভবনে এই দিনটি 'মহিলা-পুরুষ সংঘটিত এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবস' হিসাবে বক্তব্যাগদ এস কে ইউ এসের সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম। উক্ত সমিতি আয়োজিত সভায় অতিথি বক্তা হিসাবে দেবাশিস ঘোষ বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বক্তারা হলেন ম্যানেজার আবদুল রব, অমলা রায়, আজাদুজ্জামান সমিতি ম্যানেজার মহ-জহির আলম, দিলীপ রায়বর্মন ও দৈত্যমোহন রায় ইউনিয়ন কর্মী।

২৩ নভেম্বর : সমাপ্তি দিবসটি ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সভাকক্ষে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'সমবায় গণতন্ত্র, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। মূখ্য বক্তা ছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল। বিপুল জনসমাবেশে মন্ত্রীমহোদয় উৎসাহিত বোধ করেন। তিনি বলেন, সমস্ত বিশ্বে সমবায়ে ব্যাপকহারে মানুষ এখনো আসেনি। ভারতে সমবায়কে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা নিতে হয়, তাই গ্রাম ভিত্তি সমবায় প্রচলন। সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সমবায়কে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বড় বড় সমবায় সমিতিগুলি প্রধানত একক মালিকানা বা লিমিটেড কোম্পানিধারী সমবায়ের রূপ নেরে কাজ করে চলেছে। এখানে সমবায় আন্দোলন অগ্রসরের চাইতে ব্যাহত হবে বেশি। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারিদের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকল কর্মীদের নতুন নতুন সমবায় সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও সাধারণ মানুষের সাথে সহযোগিতা করে চলতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিহর রায় বাদুনীয়া, জামিনার আলী সদর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সত্যজিৎ বসু, সভাপতি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ; অনুপ ঘোষ, বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, তথাগত মজুমদার প্রমুখ ভাষণ দেন। দেবাশিস ঘোষ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

■ সমীর বসুঠাকুর

কৃষকের স্বার্থে

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের অন্তর্গত জোতবেহার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় গত ৬-১১-৯৬ কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, ইন্দাস এবং কৃষি প্রভৃতি সহায়কের নেতৃত্বে একটি কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মূল বিষয় ছিল মাটি পরীক্ষার সুফল, মাটি পরীক্ষা করানো পদ্ধতি, সার প্রয়োগ, কীট নাশক ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি। বহু প্রান্তিক, ছোট, মাঝারি এবং বড় চাষীর উপস্থিতিতে আলোচনা সভাটি সার্থক হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চাষিরা বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কিভাব বৃদ্ধি করা যায়, কম খরচে কিভাবে লাভজনক ফসল উৎপাদন করা যায় এসব বোঝার চেষ্টা করেছেন। মাটি পরীক্ষার জন্য কিভাবে জমি থেকে মাটি নিতে হবে এবং কত পরিমাণ মাটি নিতে হবে, কিভাবে সেগুলি পাঠাতে হবে সেসব কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক হাতে কলমে কোদাল নিয়ে জমিতে গিয়ে চাষিদের শিখিয়ে দেন। তরুণ অফিসারের কর্মে উদ্যম এবং কৃষকের সঙ্গে প্রাণখোলা আলোচনা সত্যই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমিতি এলাকার (সভ্য) কৃষকদের বিনা ব্যয়ে মাটি সংগ্রহ করে সেই মাটি পরীক্ষার জন্য পাঠানোর সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দেওয়ার এক নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং সভ্যদের প্রতি এই নৈতিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে একটি মূল্যবান পরিষেবামূলক কাজ হাতে নিল এই সমিতি।

■ কার্তিকচন্দ্র দে

সমবায় গান

কথা ও সুরঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ

এগিয়ে চল যাইরে প্রনিত
সমবায় সমিতি যাই।
এগিয়ে চল যাইরে কৃষক
সমবায় সমিতি যাই।

ভেদাভেদ দূর করে
এক সাথে মিলে মিশে।
চল গো আজ সবাই।
সমবায় সমিতি যাই।

শোন কৃষক খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে
শোন প্রনিক ভাই
সমবায় সমিতি বাঁচিবার অধিকার
চল আজ সবাই
সমবায় সমিতি যাই।

সমবায়ের চিন্তা ধারা
গ্রাম জুড়ে দিল সাড়া
সেই পথ ধরে আজ চলছি সবাই মোরা
চল গো আজ সবাই সমবায় সমিতি যাই।

- ছয়টি অথবা তার বেশি সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে শতকরা ২৫ টাকা ছাড় দেওয়া হয়। ভাণ্ডার প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়।
- বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষে ভাণ্ডার একটি কলপ্রসূ মাধ্যম। ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমবায় আন্দোলনের এই মুখপত্রের আর্থিক বনিয়াদ শক্তিশালী করুন।
- আপনার বাৎসরিক গ্রাহকমূল্যের মধ্যেই পাবেন অপূর্ব গ্রন্থের ও প্রতিশ্রুতিবান কবি-সাহিত্যিকদের মনমাতানো লেখার সমৃদ্ধ বৃহৎ কলেবরে এক 'অরণীয় ভাণ্ডার'।
- ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা এবং বিজ্ঞাপনের মাশুল "West Bengal State Co-operative Union"-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্/চেক অথবা মানি অর্ডার যোগে পাঠাতে হবে। তবে ড্রাফট্ / চেক কলকাতার উপরে হওয়া চাই।
- খবর পাঠাতে পারেন। তবে খবরের সাথে রঙিন ছবি পাঠাবেন না।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১

(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন বছর আগে (২১-০৪-১৯৯৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম বাবদ	নীট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	১৩.৪৮	(-)০.৪২
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+)২০.৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৩৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(+)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (ঋণমুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ বাদন করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ৬টি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণাল কান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্র নাথ জানা
সভাপতি

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৯১/১, ডি আই পি রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯৩১/৩৪-৫১১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) দ্বেতীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাগ্রস্থিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সুন্দরবন মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হুগলী ও হাওড়া জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

ফ্যা. ফেনফিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid'lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

With Best Compliments From

DSP EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(3418 of 1969)

BENACHITY HOUSE
DURGAPUR - 713 204
Phone : DGP 82393

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
63-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৪১৭/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই

আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

বীরেন্দ্রনাথ দেব

চেয়ারম্যান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে [illegible] এবং [illegible] প্রিন্টার্স, ১২৩, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত। ফোন নং : ২২৩-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

জুন - ১৯৯৭

এই সংখ্যায় থাকছে

সমবায় ও বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয় ● স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমবায় বিপণন ● শম্ভুনাথ বসু

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
হাটার্ন স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১ ½ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস :
হাটার্ন স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :
ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আহ্বে সর্বত্র দ্বারা : সকলে আসুক
সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুভস্য বিদ্যে : শুভস্য বিদ্যের শেষ।
বেলাহব : আমি তরুণ।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

জুন ১৯৯৭

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়	
সমবায় ও বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয়	ডাঃ রাধেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমবায় বিপণন	
বাড়ইআটি পল্লীমঙ্গল কনজিউমার্স কো-অঃ স্টোর্সের ৫০ বছর	শৈলেন সেন
প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির জন্য ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন	উত্তম চৌধিক
পুরনো সেই দিনের কথা	
কালেক্টরের জন্য কোয়েস	
সমবায় সমাচার	

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুশীলকুমার সেন	সভাপতি
দিলির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রায়	সদস্য
ধীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অধিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

"যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশমাত্র স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।"

(চৈতালী) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত নৈহাটির অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন খুব মেধাবী। তিনি মেদিনীপুর হাইস্কুল ও হুগলি কলিজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর হুগলি কলেজ এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এবং এখানেই তিনি তাঁর পাঠ সমাপ্ত করেন। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিএ পরীক্ষা চালু হয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদের একজন। আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত করেন।

- কর্মস্থলে নির্ভীক ছিলেন ও কঠোর দণ্ডপ্রয়োগে ইংরেজ ও পুলিশ কর্মচারিদের সংযত রাখেন। প্রবল দেশপ্রেম ও ভারতীয়দের ইংরেজদের সঙ্গে সমমর্যাদার জন্য কর্মক্ষেত্রে তাঁর উন্নতি হয়নি।

- কৈশোর থেকেই তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী। তরুণ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রবর্তিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি 'কালেজয়ী কবিতার গুচ্ছে' অংশগ্রহণ করেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনা ছাড়া তিনি বহু উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস ও গ্রন্থ হচ্ছে : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, বিবিধ প্রবন্ধ, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের তিনিই উদ্‌গাতা। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন।

- ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ এপ্রিল তিনি দেহ রক্ষা করেন।

(এ কে জি)

পুরনো সেই দিনের কথা

"পুরনো সেই দিনের কথা" শিরোনামে সমবায়ের নতুন বছর (এপ্রিল মাস) থেকে যে বিভাগটি 'ভাণ্ডার'-এর চালু হয়েছে তা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারিখ, মাস, বৎসর ও স্মরণীয় ঘটনা নিয়ে বিভাগটি সাজানো হয়েছে। স্বভাবতই ভাণ্ডারের পাঠকবর্গের কাছে এই ধরনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাবে।

মাসিক পত্রিকাগুলি সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা থাকলেও নানা কারণে তা সংরক্ষণ করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তাই আমার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কাছে বিশেষ অনুরোধ যে বিভাগটি সম্পূর্ণ হলে 'পুরনো সেই দিনের কথা' নাম দিয়ে যদি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন তা সব দিক থেকে সুবিবেচনার কাজ হবে।

বাসুদেব চ্যাটার্জি
তারাতলা লেন, কলি -১৪

উড়িষ্যা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন গত ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে সমবায় সপ্তাহ (১৪-২০) পালন অনুষ্ঠানে ড. জি সি রাউথকে 'সমবায় সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করেছে। ড. রাউথ কটকের বাঁকি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে দীর্ঘদিন ধরে সভাপতি পদে আছেন। তিনি উড়িষ্যা সরকারের সমবায়মন্ত্রী এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং নাবার্ডের পর্ষদ সদস্য। বর্তমানে তিনি কো-অপারেটিভ ইনিসিয়েটিভ নেটওয়ার্ক (COIN) এর মাধ্যমে উড়িষ্যার অন্যান্য বিশিষ্ট সমবায়ীদের সাথে উড়িষ্যার সমবায় আন্দোলনের পুনর্জাগরণের কাজে যুক্ত আছেন।

সুবীর ব্যানার্জি

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমবায়

স্বাধীনতার পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে নানাবিধ অনুষ্ঠান হচ্ছে। সমবায় ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে ভারতের জাতীয় সমবায় সংস্থা বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে অনুষ্ঠান করার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে এখনও কোন পরিকল্পিত অনুষ্ঠানসূচি স্থিরীকৃত হয়েছে বলে জানা নেই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সমবায় আন্দোলনের প্রতি দেশ গঠনের দায়িত্ব যৌথভাবে প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই প্রায় ন্যস্ত ছিল — বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রয়াসে।

সমবায় সমিতিগুলিও তাদের দায়বদ্ধতা কখনো এড়িয়ে যায়নি। সীমিত সামর্থ্যে জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় — তাদের অবদান সে-কারণে অস্বীকার করার নয়। আজ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে আত্মশ্লাঘা বোধ করা হয় — সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সমবায় নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন — এই প্রত্যাশা আজ স্বাভাবিক ও বিশেষভাবে কাঙ্ক্ষিত।

❑

BIO-DATA SOLICITED FOR ENTRY IN DIRECTORY OF 'EMINENT COOPERATORS'

To mark the Golden-Jubilee of India's Independence, IFFCO has sponsored a project to prepare a directory of eminent cooperators, alongwith the executives at National, State and District levels, who are/were dedicated towards the propagation of Co-operative Movement in India, development of cooperatives, cooperative philosophy and ideology. No efforts have so far been made to document such information. The project, therefore, has great significance. This kind of consolidated information is much needed for various purposes.

If you have long been associated with cooperatives in various capacities, you are requested to send you Bio-data/detailed information, especially highlighting your valuable contribution towards Cooperative Movement in India in various capacities.

Information may be printed in the format given below. Your Bio-data alongwith your passport size photo (both black and white & coloured) should reach the following address at the earliest

Dr. R. C. Dwivedi, D-64, Saket, New Delhi-110 017

1. Name (Surname First)
2. Father's Name
3. Date of Birth
4. Place of Birth
5. Permanent Address with Postal Pincode
6. Present Address
7. Educational Qualifications
   i) Academic
   ii) Technical/Training in
   Co-ops. in India & Abroad
8. Profession
9. Marital Status — Married / Not Married
10. Factors that inspired you to join and work for cooperatives :
11. Total Number of Years
    Associated with Cooperatives
12. Positions held in cooperatives :

Positions	Organisation (Distt. State, National)	Period From to	Elected/Appointed Nominated / Court Intervention

13. Outstanding contribution towards cooperative development.
    (Use separate sheet, if necessary)
14. Name and address of cooperatives sponsored/promoted by you.
15. Publications relating to Cooperation - Enclose Copies if possible.
    (i) Books
    (ii) Articles
16. Visits Abroad — Period — Countries/Institutes visited — Purpose — Sponsored by
17. Any other information

সমবায় ও বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয়

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(ভারতের কৃষী বাঙালি শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটের তাকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে মামার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। পলতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিন বছর পড়ে স্বাধীন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একজন অংশীদার নিয়ে ঠিকাদারী শুরু করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন কোম্পানির অংশীদার হন। পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত। মার্টিন কোম্পানির রেলপথ স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। পরে তিনি বার্ন কোম্পানির প্রধান অংশীদার হন। জনহিতকর কাজে ও জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতিকল্পে তিনি বহু অর্থ দান করেছেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার ও পরে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কয়েকবার বিলেত যান। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় পেরিত হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.এস-সি (ইঞ্জিনিয়ারিং) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পূর্বসূরি "কলীয় সংগঠন সমবায় সমিতি"র বাৎসরিক সাধারণ সভায় সভাপতি রাজেন্দ্রনাথের দেওয়া ইংরেজি ভাষণটির যে বঙ্গানুবাদ "ভাণ্ডার"-এর ১৩২৯ সনের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেটি তাঁর জন্মমাসের সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।)

আমাদের কার্যের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই বৎসরে আমরা কি কি কাজ করিয়াছি, তাহা আপনারা এইমাত্র শুনিলেন। আমাদের কার্যের যে যে ফল হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে পারি, যে সাধারণের মনোযোগ এই সমিতির প্রতি আকৃষ্ট করিতে এবং তাহাদের সহযোগিতা দ্বারা সমিতির কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি করিবার যতটা ইচ্ছা আমরা করিয়াছিলাম, ততটা আমরা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু আমরা যে ভাল বীজ বপন করিয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। এই বীজ সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া ফল প্রসব করিবে। আমাদের কাজ ধীরে, কাজেই আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু যে জমিতে আমরা বীজ বুনিতেছি, স্বভাবতঃ তাহা উর্বর; উহা জানিয়া আমরা কাজে উৎসাহ হারাই নাই। সমবায় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ; মানুষের প্রকৃতির সহিত সমবায় মিশ্রিত। সমবায় তথা ভারতবর্ষে নূতন নহে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্নভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এই সমবায়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক যৌথ পরিবার একটি ছোটখাটো সমবায় সমিতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্তমানকালের আর্থিক অবস্থার সহিত যৌথ পরিবার প্রথার সামঞ্জস্য না হইতে পারে, কিন্তু এই প্রথা যে সফল হইয়াছে এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া বর্তমান আছে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে সমবায় আমাদের দেশে নূতন নহে এবং আমাদের দেশের লোকেরা ইহা বোঝেন। বহুদিন ধরিয়া আর এক প্রকারের সমবায় আমাদের পল্লীর কৃষকদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। দরিদ্র কৃষক রোজ মজুরি করিয়া চাষের জন্য লোক নিযুক্ত করিতে পারে না; আর অনেক সময় সে একাকীও তাহার চাষের সমস্ত কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। তাই কতকগুলি কৃষক মিলিত হইয়া পালাক্রমে সকলের জমিতে কাজ করে এবং মজুর নিযুক্ত না করিয়া সমবায়ের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করে। কৃষকদিগের মত ধীবরেরাও পরস্পর মিলিত হইয়া কাজ করে এবং মজুর নিযুক্ত না করিয়া সমবায়ের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করে। শিক্ষিত লোকের মধ্যেও সমবায় সমিতি আছে, তাহা অন্য প্রকারের। যৌথ কোম্পানি, ট্রেডস্ সভা, বণিক সভা, জমিদারদিগের সভা প্রভৃতি সমস্তই সমবায় সমিতি, সকলেই তাহাদের সভ্যদিগের উপকারের জন্য কাজ করে। সম্প্রতি বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে মজুরেরা মিলিত হইয়া সমিতি স্থাপন করিয়াছে, মজুরদিগের স্বার্থরক্ষা করাই এই সমস্ত সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমস্ত সমিতির কার্য প্রণালীর মধ্যে এই গলদটুকু আছে, যে ইহারা কেবল আপনাদিগের সভ্যদিগের উন্নতির জন্যই চেষ্টা করে, দেশের সাধারণ স্বার্থের দিকে বড় ইহারা ভাবে না। তাহাদের কার্য প্রণালীর ফলে বিভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যে অনেক সময় সংঘাত বাধে; ফলে বণিক, ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা ঘটে।

আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য এই সমস্ত বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো যাহাতে তাহারা সকলশ্রেণীর উপকারের জন্য এবং বণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির জন্য কাজ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

আমাদের চেষ্টায় এই সমস্ত সমিতির সভ্যগণ যদি একটু কম স্বার্থপর হয়, পরস্পরের সাধারণ ও বিভিন্নমুখী স্বার্থ সম্বন্ধে একটু উদারভাবে ও সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাজ করিতে শেখে, ইহারা যদি "প্রত্যেকে সকলের জন্য, সকলে প্রত্যেকের জন্য" সমবায়ের এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে মূলধন ও মজুর, জমিদার ও প্রজা, মালিক ও কৃষক, বণিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণী সকলে শান্তিতে এবং সকলের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া নিজ নিজ কাজ করিতে পারিবে না, তাহার কোন কারণ নাই। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টিকারী সমবায় সমিতির বল বৃদ্ধি হয়। এই সহানুভূতির ভাব সকলের মধ্যে একভাবে বদ্ধমূল হয়। আমাদের সমিতির প্রত্যেক সভ্যের সমিতির উদ্দেশ্য সকলের জন্য পরিষ্কার করিতে হইবে। সমস্ত সমাজে সমবায়ের তথা প্রসারের জন্য এবং সমবায়ের প্রকৃতি ভালভাবে বুঝা এবং বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয় সাধনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে।

"সমবায়ের দ্বারা কল্যাণের জন্য আমাদের দেশের কোন যে উর্বর ভূমি আছে সন্দেহ নাই। আমাদের পরস্পরাগত অভ্যাস সমবায় আন্দোলনকে উন্নতির সোপানে লাভে সহায়তা করিবে। আমাদের দেশবাসীকে ধনী দরিদ্র, ছোট বড়, শিক্ষিত, নিরক্ষর সকলকেই সমবায় সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য আন্দোলনের সপক্ষে চেষ্টা করিতে হইবে। আন্দোলনের সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেগুলিকে চালাইতে হইবে, দেশে যাহারা অনুন্নত ও অত্যাচারপীড়িত তাহাদিগকে বন্ধুভাবে সাহায্য করিয়া টানিয়া উপরে তুলিতে হইবে এবং আপনাদিগের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের প্রত্যেক লোককে সমবায়ের উপকারিতা বুঝাইতে হইবে। আমাদের কাজ নূতন, শ্রম ও একান্ত নিষ্ঠা ইহার ভিত্তি। আমাদের কাজ স্থায়ী করিতে হইলে, যেভাবে কাজ করিতে হইবে, তাহাতে আস্তে আস্তেই অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়ের বলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবেই। হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। বর্তমান আর্থিক অবস্থার ফলে আমরা সমবায়ের দ্রুত বিস্তার করিতে সক্ষম হইব। আমাদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। যদি আমরা অন্যদের সহিত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে পারি, আমাদের চেষ্টায় নিশ্চয়ই সফল হইবে। ■

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামের সংস্কৃতি মোছে। যে
পাল্টে না যায়
হাতে শঙ্খ আছে,
সীথে সিঁদুর আছে
আছে শিউলি
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

সমবায় বিপণন

(কর্মচঞ্চল কল্যাণীর কর্মশালা থেকে)

শম্ভুনাথ বসু

গতিশীল জীবনের অন্যতম লক্ষণ হ'ল সমস্যার সামনে এসে সমাধানের উপায় বের করা। বহুর ভালো প্রসূত সমাধান সূত্রকে কার্যায়িত করার লক্ষ্য সামনে রেখে কল্যাণীর নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব্ কোঅপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট সমবায় আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি কার্যিগরদের নিয়ে সাম্প্রতিককালে দুটি কর্মশালা পরিচালনা করেছে। এ দুটিই অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় অধিকারের উদ্যোগে। প্রথমটির বিষয় ছিল সমবায় হিমঘর আর দ্বিতীয়টি ছিল সমবায় বিপণনের মুখ্য আধিকারিকদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত হিমঘর কর্মশালায় মোট ৬৪ জন প্রশিক্ষিত হয়ে হিমঘর ব্যবস্থার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ যেমন রেখেছিল তেমনি নিজেরাও বেশ কিছু ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার প্রস্তুতি নিয়ে গেছেন।

সমবায় বিপণনের মুখ্য আধিকারিকদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ পর্বটি মে মাসের ৫ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। সমবায় কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নিকট ও দূরের প্রায় সত্তরজন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি তিনদিন ধরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আর ছাত্রাবাসের ভিতরে ও বাইরে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন। ফিরে যাওয়ার দিন অর্থাৎ ৭ মে আধিকারিকগণ তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও আনুষঙ্গিক সমাধানের সূত্র সন্ধানে আনুষ্ঠানিকভাবে সকাল থেকেই বসেছিলেন। বিপণন বিষয়ক প্রথম গোষ্ঠীর আলোচনার মূল বিষয় ছিল "পরিকাঠামোগত অসুবিধা"। তার পরিবর্তে ছিল সাংগঠনিক আকৃতি, আর্থিক পরিস্থিতি আর ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীসংক্রান্ত নানান আনুষঙ্গিক অসম্পূর্ণতার পর্যালোচনা। সমস্যার ক্ষেত্র উল্লেখ না করে সমাধান প্রয়াসী প্রস্তাবগুলি শুধু নিচে দেওয়া হ'ল :–

(ক) সাংগঠনিক ও আকৃতিগত দুর্বলতা :-

(১) সমবায় বিপণন সমিতির সদস্যপদে ব্যক্তিদেরও প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা রেখে মিশ্র ধরনের সদস্য কাঠামো বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে তার আগে দেখতে হবে বিপণন সমিতিগুলির গঠন ও কাজকর্ম যেন নির্দিষ্ট এলাকার ফসল ও চাষীদের প্রয়োজনভিত্তিক হয়।

(২) পারস্পরিক ভাবগত সহযোগিতা ও ব্যবসায়িক সমঝোতার ভিত্তিতে সমবায় বিপণনের ত্রিস্তর কাঠামো যেমন, শীর্ষস্তরে জেলাভিত্তিক-মধ্যবর্তী স্তরে প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমবায় সমিতি ও তৃতীয় স্তরে চুক্তিভূক্ত পারস্পরিক আপনবোধের ভিত্তিতে অন্য স্তরে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি।

(৩) ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে শহরে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের ঘোষিত "সদস্যসঙ্ঘের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ"-এর নীতি অনুসারে যেন বিভিন্ন স্তরের বিপণন সমবায় সমিতি পরিচালিত হয়। এই নীতিটিতে বলা হয়েছে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে যদি সমিতির নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ও রূপায়িত হয় তবেই সদস্যদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকবে যা একান্তভাবেই কাম্য। অত্যন্ত সুখের খবর হ'ল পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ সমবায় কৃষি বিপণন ফেডারেশন বা ফেডফেডের নির্বাচন ১৭ বছর পর আগামী ২৮ জুন ১৯৯৭ হতে চলেছে।

(৪) স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু প্রতিযোগিতা গঠনমূলক পরিবেশের পরিধি অতিক্রম করে অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়লে তা সমবায়, সামর্থ্য ও সংহতির অবাঞ্ছিত ক্ষতি সাধন করে। সমবায় সমিতিগুলির নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের যে আহ্বান নতুন করে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ দিয়েছে সে প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের মধ্যে অবশ্যই প্রতিযোগিতার পথ পরিহার করে উন্নয় (ভার্টিকেল) ও অনুভূমিক (হরাইজন্টাইল) সহযোগিতার আহ্বানে সব সমবায় সংগঠনকেই সামিল হতে হবে।

(৫) গ্রামাঞ্চলে অনুকূল জনমতের ভিত্তিতে সমবায় বিপণন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা নিতে হলে সর্বাগ্রে যার সহযোগিতা দরকার সে হ'ল পঞ্চায়েত। ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন যখন ১৯৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয় তখন কেবল প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিতেই পঞ্চায়েত প্রতিনিধি পাঠাতে পারতো। কিন্তু ১৯৯১ সালের ১ আগস্ট থেকে সংশ্লিষ্ট আইনের ২৭ ধারার সংশোধনী বলে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এলাকার ব্যবসাকারী যে কোন প্রাথমিক সমবায় সমিতির বোর্ডে তার একজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে। এর জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ উভয় সংস্থার তৎপরতা প্রয়োজন। বিভাগীয় নির্দেশও দেওয়া দরকার।

(৬) সমবায় বিপণন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি কর্তৃপক্ষের যেমন সমবায় উন্নয়ন নিগম, বীজ নিগম, খাদ্য নিগম, পাট নিগম প্রভৃতিরও যথোচিত সাহায্য সহযোগিতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অধিকতর পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রস্তুত সমবায় সংস্থা যেমন ইফকো, কৃভকো, নাফেড প্রভৃতিরও কার্যকর সহযোগিতা প্রয়োজন।

(খ) আর্থিক অসচ্ছলতা :–

(১) সমবায় বিপণন সমিতির আর্থিক দুর্বলতা দূর করার সব থেকে বড় উপায় হ'ল নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানো। নিজস্ব মূলধনী ভিত্তিকে মজবুত করার প্রথম ও প্রধানতম পদক্ষেপ হ'ল অংশগত মূলধন বাড়ানো। এটি তিনটি উপায়ে হতে পারে।

(ক) অধিক সংখ্যক চাষী পরিবারকে ও এলাকার সমস্ত প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিকে নতুন সদস্য হিসাবে গ্রহণ, (খ) পুরানো সদস্য কর্তৃক অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়, অথবা (গ) উপরিধি সংশোধন করে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে রাখা যেতে পারে। পুরানো সদস্যদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা যদি কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে শেয়ারের সংখ্যা কিছু কমিয়ে নিয়ে কমানো যেতে পারে, তবে দেখতে হবে একজনের হিসাবে আবশ্যীকৃত অংশগত মূলধনের পরিমাণ

সব সময়েই যেন বৃদ্ধির দিকে থাকে। এখানে সদস্য বলতে সরকারকেও বোঝানো হচ্ছে। আর সরকারের শেয়ার ক্রমবে অনুপাত বর্তমানের ১: ৩ থেকে বাড়িয়ে ১:১০ হওয়া দরকার।

(২) দ্বিতীয় ব্যবস্থা হ'ল আমানত সংগ্রহ। প্রতিটি সমিতির অন্যতম লক্ষ্য হ'ল সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস সৃষ্টি করা। উপবিধি নির্দিষ্ট এ লক্ষ্য পূরণের জন্যে সদস্যদের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতেই হয় বিশেষ করে উপবিধিতে যখন আরও স্পষ্ট করে তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীতে বলা আছে বিপণন সমিতি সদস্যদের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। অবশ্যই তার জন্যে সুদ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। আরও এক ধাপ এগিয়ে উপবিধিতে বলা আছে যারা সদস্য নয় অথচ সমিতির সদস্য এলাকার মধ্যে বসবাস করে তাদের কাছ থেকেও বিপণন সমিতি আমানত নিতে পারবে। মূলধনের বিচারে আমানত ধারকরা মূলধনের মধ্যে পড়ে। আমানত ও সরকার ধার কর্জ মিলিয়ে একটা বিপণন সমিতি এক বছরে মোট কত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করতে পারবে তা অবশ্যই বার্ষিক সাধারণ সভায় স্থির করে দেওয়া সীমার মধ্যেই থাকবে। তবে বার্ষিক সাধারণ সভা কোন্ সীমায় তা অবশ্য রাখবে তা সমবায় নিয়মাবলীর ৮১ নিয়মে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, "আদায়ীকৃত অংশসহ মূলধন ও তৎকালে সমিতির কারবারের বাইরে পৃথকভাবে যে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করা হয়েছে উভয়ের যোগফলের পঁচিশ গুণের বেশি দাদিতা, আমানত বা কর্জ গ্রহণ বা অন্য কোন প্রকারে নিতে পারবে না।"

(৩) বিপণন সমিতি মাত্রেই পুরোমাত্রায় পরিষেবামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। পরিষেবার ব্যাপকতর বিস্তার প্রয়োজন হবে ক্যাস ক্রেডিটের। সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক সহজ শর্তে সুলভ সুদের হারে ক্যাশ ক্রেডিটের সম্ভার নিয়ে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

(গ) ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নীলতা : –

(১) অন্যান্য সমবায় সমিতির মত বিপণন সমিতির ক্ষেত্রেও সাধারণ সদস্যগণই সমিতির মূল ধারক ও বাহক। সদস্যদের, তা সে ব্যক্তি-সদস্য বা সমিতি সদস্য যাই হোক না কেন, সমবায় সচেতন করে সমিতিমুখী করার মঞ্চই হচ্ছে সাধারণ সভা। এটি সমঝতে রাখতে হবে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের নিছক আইনমাফিক উদ্দেশ্য পূরণ নয় সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অন্তিম লক্ষ্যপূরণের জন্যেই এই সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতি চাই। উপস্থিতির হার যেন আইনমাফিক কোরামের সীমানা ছাড়িয়ে আরো অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। বিপণন সমিতির সম্পূর্ণ কার্যক্রম তাদের সামনে উপস্থিত করে আপনবোধের ভিত্তিতে সমিতির সাথে সদস্যদের একাত্মই আত্মিকভাবে সামিল করতে হবে।

(২) প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির ওপর পরিচালন পর্ষদ (বোর্ড) প্রতিষ্ঠিত আছে কি না দেখতে হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত পর্ষদ বা প্রশাসক বা প্রশাসকমন্ডলীর ওপর যেন সমবায় বিপণন সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব না থাকে। যদি অপরিহার্য বিবেচনায় থাকেও তাহলে সেখানে অবিলম্বে নির্বাচিত পরিচালন পর্ষদের ওপর সমবায় আইনের ২৭ ধারা অনুসারে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

(৩) সমবায় নিয়মাবলীর ৪৩ নিয়মে বলা আছে সমিতির কারবার পরিচালনার জন্যে কমপক্ষে প্রতি দুই মাসে বোর্ডের একটি করে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজন শেষে বোর্ডের বৈঠক আরো ঘন ঘন কম সময়ের ব্যবধানে করা যেতে পারে। তবে মাসিক ভিত্তিতে সমিতির উন্নয়নশীল কার্যক্রম গ্রহণ-রূপায়ণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

(৪) প্রতিটি পরিচালকের ওপর একটি নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্ব দিতে হবে। তার লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করে দেওয়া হবে। বোর্ডের বৈঠকের নোটিস পাওয়ার পর প্রতিটি পরিচালক সংশ্লিষ্ট এলাকার সদস্যবর্গের সাথে আলোচনাক্রমে নোটিসে উল্লিখিত বিষয়সূচি সম্পর্কে সদস্যদের মতামত সংগ্রহ করবেন ও সদস্যদের প্রতিনিধি হিসাবে সদস্যদের মতামতের সম্ভবমত প্রতিফলন বোর্ডের বৈঠকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। পরিচালকের ওপর প্রদত্ত দায়িত্ব অনুপাতে সমিতির এলাকা বা সদস্য-সংখ্যা বেশি মনে হলে উপবিধি সংশোধন করে নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

(৫) আন্তর্জাতিক দিক থেকে অনুমোদিত ও প্রচারিত সাতটি আবশ্যিক সমবায় নীতির মধ্যে পঞ্চম নীতি হ'ল - "সমবায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার"। এই নীতিগুলির মান্যতার দায় প্রতিটি সমিতির। অর্থাৎ পৃথিবীর সব সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের বার্তা হ'ল – "সমবায়গুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে সমিতি তার সদস্যগণ ও নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ এবং ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখবে। তারা জনসাধারণকে বিশেষত যুব সম্প্রদায় এবং জনমত সংগঠকদের সমবায়ের চরিত্র ও উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করবে।" এ বিষয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় ইউনিয়নের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। কারণ তাদের সে সামর্থ্য নাই। সমবায় আন্দোলন তার ইউনিয়নকে সেভাবে তৈরি করে নাই।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সদস্য সংখ্যা সত্তর লক্ষ অতিক্রম করে গেছে। এই বিপুল সংখ্যক সদস্য, বিশাল জনসমষ্টি বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় ও জনমত সংগঠকদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং সমবায় আন্দোলনের অনুকূলে সচেতনতা সঞ্চারের কাজটি রীতিমত প্রয়াস ও সময় সাপেক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের ২১ টি জেলা সমবায় ইউনিয়নের আওতায় বর্তমানে অনুমোদিত মাত্র ৩০ জন সমবায় শিক্ষা নির্দেশকের পক্ষে এ লক্ষ্যের সন্তোষজনক সাধন সম্ভব নয়। বিশেষ করে সমবায় শিক্ষা মূলত একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হওয়ার জন্য ঘনিষ্ট সংযোগ অবিরতভাবে বজায় রেখে যেতে হবে। অনেকটা দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির কর্মকর্তা-পরিচালক ও কর্মচারিদেরও নিতে হবে। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে পশ্চিমবঙ্গের ছটি "সেন্টার ফর কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট" ও কল্যানীর "নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব্ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট" এর প্রসারিত প্রশিক্ষণ পরিষেবার সদ্ব্যবহার করতে হবে। কোথায় কোন প্রশিক্ষণ পর্ব কবে থেকে শুরু হচ্ছে তা জানা যাবে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকায়। সমবায় মতবাদ প্রচারের কাজটাও পত্রিকাটির গ্রাহক হলে হয়ে যাবে। আর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সমবায় বিপণন বা কোন্ডমৌত্রেজ প্রভৃতির মত পাঠক্রম প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা যায়, মাঝে মাঝে তা পরিচালিতও হয়েও থাকে। প্রতি বৎসর মার্চ মাসনাগাদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে "সেক্টর কমিটি ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং"-র বৈঠকে সারা বছরের জন্যে বিভিন্ন

প্রশিক্ষণ পর্বের কর্মসূচি তৈরি হয়। ব্লকের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ইউনিয়নে বিভিন্ন শীর্ষ সমবায় সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের অনুরোধ জানায়। উপস্থিতি প্রার্থনার সে অনুরোধ যাতে উপেক্ষিত না থাকে তার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে বৃহত্তর স্বার্থে আর একটু সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে। জেলা সমবায় ইউনিয়ন পরিচালিত সমস্যা শিক্ষণ কার্যসূচির সুবিধা নেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট জেলার সমবায় ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব প্রতিটি বিপণন সমিতিকে নিতে হবে। প্রত্যেক পরিচালকের এলাকার সমস্যা ও জনসাধারণের মধ্যে সমবায় ধারণাবলী প্রচারের নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচালককেই নিতে হবে। প্রতিটি সমবায় বিপণন সমিতি রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন থেকে বাংলায় ছাপানো বিপণন সমবায়ের উপবিধি আনিয়ে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধি হিসাবে প্রত্যেক সদস্যকে বিলি করবে। এতে সমিতি সম্পর্কে সদস্যদের ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হবে। অপেক্ষাকৃত সফল সমবায় সমিতিতে সদস্য পরিচালক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে শিক্ষা ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সমিতি ও জেলা সমবায় ইউনিয়নকে করতে হবে।

(ঘ) কর্মচারী-নিষ্ক্রিয়তা :–

কর্মচারিদের মধ্যে জমে ওঠা হতাশা থেকে সঞ্চারিত উদাসীন অবহেলা দূর করা বেশ কঠিন। (১) আর্থিক অস্বচ্ছলতা (২) দায়িত্ব অনুপাতে কর্তৃত্বের স্বল্পতা (৩) অস্থায়ী কাজ সম্পর্কে সমাক উপলব্ধিহীনতা (৪) প্রকৃত কর্মভিত্তিক প্রনিয়োগের অভাব (৫) কর্মচারিদের পারস্পরিক হার্দিক সমন্বয় ও কর্মপরিবেশের প্রতিকূলতা – মূলত এই কারণগুলিই কর্মচারিদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী। এদের মধ্যে (১) আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করার জন্য মোটামুটি উচিত বেতনক্রম - অতিরিক্ত কাজের জন্যে বাড়তি আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা, বিশেষ করে সমিতি যখন লাভে চলছে, প্রভৃতির ব্যবস্থা করার কথা মনে রাখতে হবে। (২) দায়িত্বের অনুপাতে কর্তৃত্বের স্বল্পতার ব্যাপারটা প্রায়ই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। প্রতিটি বিপণন সমিতির মুখ্য নির্বাহক বা চিফ্ এক্সিকিউটিভ-এর পদটিকে বেতনভুক করতে হবে। নির্বাচিত অবৈতনিক সম্পাদক সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে ব্যাঙ্কাপত্র ইত্যাদি সমিতির সব কিছুর দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সমিতির উদ্যোগনুখী কর্মধারার সাথে সম্পর্কিতদের যথেষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। অপর দিকে সমিতির ম্যানেজার পদে যাঁরা থাকেন তাঁদের দায়িত্বে অনেক কিছু থাকলেও ক্ষমতা কম। প্রত্যেক সমবায় বিপণন সমিতি থেকে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের পদটি তুলে দিয়ে বেতনভুক ও নিয়োগপ্রাপ্ত সম্পাদককে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে হবে অথবা সমিতির ম্যানেজারকেই মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর জন্যে সমবায় আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। উপবিধির কিছু সংশোধনের দরকার হবে। (৩) কর্মস্থল কাজ সম্পর্কে কর্মচারিদের সম্যক উপলব্ধি অনেক ক্ষেত্রে সমবায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার শিক্ষা, ভ্রমণ প্রভৃতি সুযোগের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। (৪) সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মচারী নিয়োগের অভাব সমবায় আন্দোলনের বহুক্ষেত্রেই কমিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে সমবায় কৃত নিয়োগাধিকারের কোন প্রক্রিয়া নেই। যা করার পুনিতি ও তার সংশ্লিষ্ট সিলেকশন কমিটিই করবে। তবে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের গোচরে রাখতে হবে (৫) কর্মচারিদের মধ্যে সমিতির প্রতি একটা মমত্ববোধ কাজ সঞ্চার করা যায় তাহলে তাদের নিজেদের মধ্যে ছোট খাটো বিরোধ থাকলেও সমিতির বৃহত্তর স্বার্থ সেখানে ক্ষুণ্ণ হয় না। সমিতির স্বার্থের প্রতি প্রত্যেক কর্মচারীর এই মমত্ব বজায় রেখে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্মপরিবেশ অনুকূল রাখার ক্ষেত্রে কর্মচারিদেরও একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে। কর্মীদের কর্ম-বিভাজন নীতি দরকার, তবে কর্মীদের মন-বিভাজন নীতির আশ্রয় নেওয়ার নেতিবাচক প্রবণতা প্রশ্রয় পেলেই বিপদ। কর্মীদেরও তাদের নিজেদের সার্বিক পরিণামী স্বার্থের কথা ভেবে সব সময়েই সজাগ থাকতে হবে।

বিপণন কর্মশালার দ্বিতীয় গোষ্ঠীর আলোচ্য বিষয় ছিল "নতুন পরিস্থিতির প্রতি আহ্বানের (চ্যালেঞ্জ) মোকাবিলায় সমবায় বিপণনের ব্যবসার বহুমুখীকরণ" :–

সমবায় বিপণন সমিতির কাছে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভবের নেপথ্যে আছে মূলত দুটি ঘটনা। একটি হ'ল খুসরো কমিটির (১৯৮৬-৮৯) প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি সমূহের ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা। এই বি ডি পি প্রাথমিক সমবায় বিপণন সমিতির ব্যবসায়িক ও আর্থিক আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করে গ্রামাঞ্চলে তার আর্থিক ও ব্যবসায়িক অবস্থানকে বেশ খানিকটা নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। অন্য দ্বিতীয় ঘটনা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতের অর্থনীতির অবয়বে। ১৯৯১ সালের জুন মাসের পর থেকে অনুসৃত নতুন আর্থিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে দেওয়া হ'ল :- (ক) অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, (খ) বিদেশি পুঁজিকে ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লগ্নিতে উৎসাহ দেওয়া, (গ) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণ বন্ধ করা, (ঘ) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া তার জোরে বিক্রি করে সেখানে দেশিয় ব্যক্তি-পুঁজি-অনাবাসী ভারতীয় পুঁজি ও বিদেশি পুঁজিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া, (ঙ) শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাঙ্ক-বিমা প্রভৃতি সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা। এই হ'ল নতুন পরিস্থিতি। এর মধ্যে বিপণন ব্যবস্থাকে সমস্ত প্রতিবেশ ভেঙে সাঁতরে ছড়িয়ে প্রতিযোগিতার নামে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে হবে। কাজটা বেশ কঠিন, তাই সুস্পষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রিত ধরেই নিতে হবে। এই প্রস্তুতির মূল কথা হ'ল বিপণন সমিতির ব্যবসায়িক বহুমুখীকরণ। যে সমস্ত কাজ বিপণন সমিতি করতে পারে তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল : (১) গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিকাঠামো প্রস্তুতের প্রয়োজনে লগ্নিক্ষেত্রের যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন হবে তার সরবরাহের ব্যবসায়িক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিপণন সমিতিকে নিতে হবে (২) বীজ তৈরি ও বীজ ক্রয় করে বন্টন এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থার সমিতিকে তাকে নিতে হবে। প্রয়োজনমতো অন্যান্য কাজের সাথে এগুলির সম্পর্কে ছাড়া করা যেতে পারে। (৩) সদস্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবসা হাতে নিতে হবে। এর জন্যে প্রতিটি বিপণন সমিতি স্বয়ং সেবা বা "সেলফ সার্ভিস" ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে। (৪) ঋণদান সমিতির প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্যদের কৃষিঋণ প্রোডাক্ট (মডেল) ব্যবস্থা চালু করে কৃষি ঋণদান সমিতির সাথে বিপণন সমিতির সংযোগ সাধন (লিঙ্কিং অফ ক্রেডিট উইথ মার্কেটিং) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঋণ আদায় করে ঋণদান সমিতিকে বিপণন সমিতি পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। (৫) সদস্যদের উৎপাদিত কৃষি

খাদ্যের সামান্য রূপান্তর ঘটিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সংস্থা যাতে বাড়তি লাভ না করতে পারে তার জন্য বিপণন সমিতি নিজেই প্রস্তাবগুলি তৈরি করে দেবে। এদিক থেকে চাষবাস, ভাঙানো ও অন্যান্য নানারকম প্রকল্প রূপায়ণের ভার নিতে পারে। (৬) আবার পঞ্চায়েত কৃষিপণ্য মার্কেটিংয়ের জন্য হিসাবে খোলার ব্যবস্থাও নিতে পারে। এ বিষয়ে সমবায় উন্নয়ন নিগমের (এস সি ডি সি) প্রস্তাবিত আর্থিক সাহায্যের শর্তাবলী জেনে নিয়ে তা সম্ভাব্যতার বিপণন সমিতি অবশ্য এগিয়ে আসবে। (৭) সমিতির বিস্তৃত এলাকার মধ্যে, এমন কি সদস্য এলাকার বাইরেও ব্যবসায়িক দিক থেকে সমস্ত বিপণন সমিতি প্রয়োজনমত শাখা খুলতে পারে। (৮) ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ও ব্যয়সংকোচের দিক থেকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম হল প্রচার। সমবায় উদ্যোগের অনুকূলে প্রচারের সিদ্ধান্ত খুবই দুরূহ। এ কাজটি একক ভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে করার উদ্যোগ আয়োজন নিতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতী কাঠামোর সহানুভূতি ও সক্রিয়তার ওপর জোর দিতে হবে। (৯) বিভিন্ন জোগানদার সংস্থাদের ব্যবস্থা যাতে সমবায় উদ্যোগ থেকেই হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। বাড়ি বা বাড়িগোষ্ঠীর উৎপাদিত বিভিন্ন জোগানদার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার অবসান ঘটাতে হবে। (১০) সমবায় ও বেসরকারি সমবায় ব্যবস্থায় আন্তরিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের থাকা চাই। অন্যথা হলে, অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (১১) যে সমস্ত সমবায়ভুক্ত প্রস্তাবগুলি বিপণন সমিতি হাতে নেবে তা যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়, তা না হলে প্রকল্পগুলির নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যাবে। (১২) নতুন পরিস্থিতিতে দিক থেকে সাধারণ মানুষের একটি সুস্থ ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যেমন পাঠাগারে কখনো আর ভিড় বাড়ে না। আলু পাঠাগারে দেখা যায় ১৫ জানুয়ারি ভর্তুকির টাকা বাড়া সরকার ঘোষণা। ১৯৫৯ সালে দক্ষিণেশ্বরের বিজনবাড়ি এলাকায় আলুতে ধ্বসা রোগ দেখা দিলে কেন্দ্র আলুর প্রতিরোধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহার রাজ্য ও অন্য দেশে আলু পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা গত ১০মে (১৯৯৭) থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছে। এ রাজ্য থেকে আসাম, উড়িষ্যা ও দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে আলু পাঠানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে বিভিন্ন সমবায় বিপণন সমিতিকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিপণন ব্যবস্থার দুটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে "অর্থের সংস্থান ও স্বাস্থ্যরক্ষা"। এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ আগে থেকেই বিপণন সুপারিশের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সে সম্পর্কে এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা না করে মূল বিষয়গুলি শুধু উল্লেখ করা হল যেমন :– (১) খোলা মুলধন (২) আমদানি সংশুল্ক (৩) কাস্টম ডেটিস প্রভৃতি আর যে বিষয় গুলি আর্থিক সাহায্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা' তাদের পক্ষে সহায়ক এমন কিছু সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হল : – (৪) সরকারের কাছ থেকে সহজ শর্তে ও কম সুদের হারে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। (৫) মনে রাখা দরকার যে সমস্ত বাধা বিপত্তি পথে আসে তা আমাদের তাদের অনুরোধমূলক ও আইনগত উভয়ভাবেই ব্যবস্থা নিতে হবে। (৬) বিপণন সমিতির তদারকি ও কর্মচারীদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করতে হবে। (৭) কৃষিপণ্য বিপণনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রিত বাজারের সঙ্গে কর্মিদল একটি হিসাবে কাজ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। (৮) মধ্যস্বত্বভোগীর অবসর (প্রেড) ক্ষতি দেওয়া যেতে পারে এবং বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর জন্য নির্দিষ্ট হার সীমা মেনে চলার বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। (৯) যে সমস্ত পণ্য সামগ্রীর জন্য বেশি ওজনাদি করে সেগুলি নিয়ে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা হতে হবে। (১০) সমিতি তাদের সদস্য ও অন্যের। (গ্রেডে) হিসাবে পণ্য সম্ভারের সত্যাসত্য। (ভেরিফাই) করবে। সমিতিরই নিজস্ব দায়িত্বশীল অধিকারিক এ কাজটি করে দেবেন। (১১) প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতির তহবিলের ব্যবস্থাপনায় কাজটি বেশ বিচার বিবেচনার সাথে করতে হবে। বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে যেন বেশি টাকা রাখা না হয় আর পুঁজি যেন অলস অকর্মণ্য ও অব্যবহৃত না থাকে। (১২) যে সমস্ত কর্মের মূল্যের হার বেশি বিপণন সমিতি অবশ্যই যেন সেগুলি পরিশোধ করে আর একের পর এক নতুন করে বেশি পরিমাণে যেন ধার না নেয়। (১৩) বিনিয়োগ করা পুঁজি মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে যেন ভাঙিয়ে নেয়। পরিবর্তনের উপর আরও অর্থ তাড়াতাড়ি আদায় করে সম্ভব হলে পুনরায় বিনিয়োগ করতে হবে। (১৪) সব রকমের ব্যয় কমিয়ে পরিসম্পদের ওপর প্রথম দৃষ্টি সর্বতোভাবে বজায় রাখতে হবে। সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত (মার্জিন) রাখার বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। (১৫) সদস্যভিত্তি ও কর্মিদল হিসাবে যে টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে পাওনা আছে তা আদায়ের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নিতে হবে। (১৬) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করার জন্য প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতিকে ক্যাশ ক্রেডিটের সীমা মঞ্জুর করে। এই ব্যবসার পরিধিতে সাধারণত থাকে সারের ব্যবসা, খাদ্যশস্য ভাঙানো, কৃষি পণ্যের বিপণন ও প্রকল্প রূপায়ণ প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সাধারণত তার নিজস্ব তহবিল থেকে এই কর্মসীমা মঞ্জুর করে। প্রয়োজন হলে এই ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও এই কর্মসীমা পেয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে এই টাকা শোধ করতে না পারায় প্রতি বছরই প্রাথমিক বিপণন সমিতিকে সুদ দিতে হচ্ছে। যদিও সেই অঙ্ক সুদ দিতে হচ্ছে সুদ ছাড়ানোর ওপর এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আবেদন করা দরকার : (১৭) সমস্ত মজুদ সম্ভারের বিমা করতে হবে। (১৮) ব্যক্তি-সদস্যদের মধ্যে দেওয়া "প্রেড লোনের" ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত দেয়ালের টাকা নিলে বিপণন সমিতির আর্থিক সংস্থান বাড়বে।

যে মানের ৫ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত নিকট ও দূরের সহর তথা সরকারি ও বেসরকারি সমবায় অধিকারিকদের সমবায় কৃষি বিপণন সংক্রান্ত নির্দিষ্ট ভাবনা থেকে গাঁথা অনুভূত সব সমস্যার যে সমাধান সূত্র বেরিয়ে এসেছিল তারই রূপরেখা দেওয়া হল। তিনদিন একত্র অবস্থানের এক সঙ্গে ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, ভাবনাবনার মধ্যে সমবায় বিপণনের ভাবনাই তাদের মনে বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু একটা কথার সঙ্গে আমরা বিপণন সমিতিগুলোকে যা বেরে বাঁচানোর লক্ষ্যে) প্রতিশ্রুতিতে একটা অভিপ্রায়ই বোধ হয় এই কর্মশালার অন্তিম ফলশ্রুতি। সমবায় সাধক সারে হোরেস প্ল্যাঙ্কেট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "স্যার হোরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়ার্ল্যাণ্ডে সিদ্ধিলাভ করেছেন তখন তিনি একই সঙ্গে ভারতের জন্যও সিদ্ধিকে আহ্বান করে এনেছেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতের একটি মাত্র পল্লীতেও দৈন্য মোচনের মূলগত উপায় যদি প্রবর্তন করতে পারেন তবে তিনি সমস্ত ভারতবাসীকেই চিরদিনের সম্পদ দান করে যাবেন। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় প্রাণোদ্যোগ ও তার বিপণন উদ্যোগকে চিরদিনের সম্পদদানে কিছু বিপণন সমিতি নিশ্চয়ই অগ্রবর্তী পদক্ষেপ নেবে। ■

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ক্রেতাস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় সমবায়ীর সেবায় নিয়োজিত

স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট :

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রকল্প, মৎস্যচাষ ও হাঁস পালন প্রকল্প, বলিউডবেঁধে ব্যবসা, ট্রেডারি, পেনসিল্ভিনিয়া কন্ট্রাক্টরদের ঋণ পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমবায় আমানত নিয়ন্ত্রণ আইনে সুরক্ষিত
৪। সেফ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়
৫। বৈদেশিক মুদ্রা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। বামপুরহাট, রোশনপুর, সাঁইথিয়া ও মুরারইপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকার ঋণ দেওয়া হয়।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
27-7012/13 & 26-8942

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

বাগুইআটি পল্লীমঙ্গল কনজিউমার্স কো-আপারেটিভ স্টোর্স-এর পঞ্চাশ বছর

দীপালি ঘোষ

অতীত থেকে বর্তমান

সামনে খবরের পাতাটা খোলা ছিল। তা থেকে দেখছিলাম নাবার্ড হিসাবমতে ৪১ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে(৯৩) সরকারের মাধ্যমে। সরকার উদ্ঘাটিত দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি, গ্রামীণ পথঘাট নির্মাণ, সেচের সুযোগ বাড়ানো, সেতু তৈরি, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রকল্প ইত্যাদি কাজে সরকার ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বর্ষে।

আমি ভাবছিলাম সুদূর অতীতের ১৯৪৬ সনের কথা, যখন চারদিকে সমস্যার পাহাড় ঘিরে ধরেছে কলকাতার প্রান্তপল্লী বাগুইআটিকে। মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুর্বল অর্থনীতি ও মন্বন্তর, ফাটকাবাজির চরম শিকার হয়েছেন, কৃত্রিম অভাব চলছে সব জিনিসের, বিশেষত জ্বালানি কয়লার। দেশ পরাধীন, স্বাধীনতার আকাঙ্খা মানুষের মনে দানা বেঁধেছে, দেশাত্মবোধ মানুষকে দেশের আলাচে কানাচে একজোট করেছে।

সমবায় আন্দোলনে সে সময়ে সবাই দুটি কারণে সংবদ্ধ হতেন। সামনে ছিল দুই বিশাল মহীরুহের বড় মাপের ত্যাগ — রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের অর্থ পতিসর সমবায় ব্যাঙ্কে রেখে আদর্শের টানে সমবায় আন্দোলনে শক্তি সঞ্চারের উদাহরণ, আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্থাপিত সমবায় উদ্যোগে সভাপতিত্বের মাধ্যমে উৎসাহ যোগানোর চেষ্টা। অপর কারণ, দৈনন্দিন জীবনে, ভোগ্য পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতি ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া এবং এভাবে দেশের সেবা করা।

এমনই এক আর্থিক বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে পথে নেমেছিলেন বাগুইআটির কিছু বিশিষ্ট মানুষ, তারা প্রধানত জ্বালানি কয়লার অভাবে বিপর্যস্ত স্থানীয় মানুষের কিছুটা কষ্টের সুরাহা করার কথা ভেবেছিলেন। জনসাধারণের সেবায় এগিয়ে আসা মানুষের মাধ্যম হলো বাগুইআটি পল্লীমঙ্গল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স, ১৯৪৬ সনের মার্চে যে সমিতি নিবন্ধীভুক্ত হয়। শুরু হলো অসম প্রতিযোগিতা। কালোবাজারের মূলাফার লোভে কৃত্রিম অভাবের বাজার, দুনা ভাতার দেখবার পালা, অন্যদিকে কয়লা, বস্ত্র, কেরোসিনের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে সমবায় হাতের নাগালে পৌঁছে দেবার চেষ্টায় পল্লীর ক্রেতাসমবায়ের নূতন পথ। প্রতিজ্ঞা যত দৃঢ় হয়, বাড়তে থাকে বাগুইআটি পল্লীমঙ্গলের সদস্য সেবার পরিধি, পরিয়ে যেতে থাকে দিন।

আজকে দেখছেন নাবার্ডের কোটি কোটি টাকার প্রকল্প। পরিকল্পনের উন্নয়নের জন্য। পঞ্চাশ বছরের পুরনো বাগুইআটি পল্লীমঙ্গলের উদ্যোক্তারা, সদস্যরা এলাকার মূর্তরূপ রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন নিজেদের প্রেরণায়, স্থানীয় বাসিন্দাদের ও সদস্যদের সুবিধার জন্য। তখন নাবার্ড সৃষ্টি হয়নি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা-র কথা আন্তর্জাতিক সমবায় মহাসংঘের দ্বিশতবর্ষ উদযাপনের প্রাক্কালে ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চেস্টার সম্মেলনে সমবায়ের সপ্তম নীতিরূপে গৃহীত হয়েছে। এই চিন্তার ও আদর্শের উৎকৃষ্ট রূপায়ণ ঘটেছে এই বাংলার একটি ক্ষুদ্রবসতি অঞ্চল, বাগুইআটিতে, আজ থেকে ৫০ বছর আগেই। এরা রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি নজর দিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

সে সময়ে স্থানীয় এলাকায় বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। এই সমবায়ের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সিইএসসি-র সুপারিশ সহ উক্ত কোম্পানির ইংল্যান্ড হেড অফিসে দীর্ঘ দিন পত্রালাপ করা হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬-৫৭ সনে বাগুইআটি এই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা হয়। এই বাবদে বিদ্যুতের বিল এই সমবায়ের নামে আসত প্রদান করা হত। স্থানীয় মানুষ মাসিক চাঁদা দিয়ে বিলের টাকা মেটাতেন। ঐ সময়ে এই সমবায়ের সুপারিশে স্থানীয় এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে আলো সংযোগের ব্যবস্থা করা হতো এবং সি ই এস সি-র সঙ্গে সেভাবেই চুক্তি ছিল অর্থাৎ জনগণের প্রতিষ্ঠান রূপে পাবলিক সার্ভিস ইনস্টিটিউশন হিসাবে সমবায়ের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা আইন ও নীতি-স্বীকৃত, তার ছোঁয়া কলমে কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট প্রমাণ তৈরি করতে পেরেছিল এই সমিতি। সি ই এস সি এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহে অর্থ আদায়ে স্থানীয় সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ইংলন্ডে নথিভুক্ত উক্ত সংস্থার আস্থা অর্জন করে কলকাতার শ্রান্তের একটি পল্লীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার দায় বহন করা এবং তাদের বিল মেটানো সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব সহজ কাজ ছিল না। বাগুইআটি পল্লীমঙ্গল সমিতির সার্থকতা বজায় রাখতে এই ক্রেতা সমবায় পথঘাট উন্নয়ন সংরক্ষণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের মত বড় কাজে হাত দিয়ে থেমে থাকেনি। ১৯৬৭ সনে স্থানীয় উন্নয়ন বোর্ডের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবার আগে পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো বিতরণের দায়ভার স্থানীয় এই সমবায় বহন করেছিল।

এরপর এল কার্যক্রম ক্রমশ বিস্তারের পালা। ১৯৬২ সন নাগাদ ঘাঘাতাবের সময়ে সমিতি একটি দেশন কেরোসিন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৬৪ থেকে সরকার স্থানীয় মানুষের সহানুভূতি ও আন্তরিক সহযোগিতায় রেশন মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ ও সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সফলের সমর্থনে পরিচালকমণ্ডলীতে যুক্ত যারা এসেছেন তাঁরা সবাই আজ পর্যন্ত বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন বলা যায়, এই ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং মূলধনও অর্জিত হয়েছে।

ক্রমশ আদিবাসী পরিচালকমণ্ডলী স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্রেতা সমবায়ের সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করার কথা ভাবতে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা মুদিখানা ও বস্ত্রবিভাগ চালু করে ন্যায্য মূল্যে খাঁটি জিনিস বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। বিশেষ সংকটের সময়ে তাঁরা কন্ট্রোলের দরে বস্ত্র বিতরণও করেছেন। এখনো রেশন, মুদিখানা-বস্ত্র বিভাগ তিনটি শাখাই স্থানীয় সমস্যা ও জনগণের সেবার সুনামের সঙ্গে নিযুক্ত আছে।

১৯৭১ সনে ভূমি কেলেঙ্কারির প্রকৃতির সরকারের অনুরোধে এই সমিতি ন্যায্যমূল্যে ভূমি বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সুনামের সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করে। ১৯৯৬ সন থেকে সেলফ্

সার্ভিস প্রথা অর্থাৎ "নিজের পণ্য নিজে বেছে নিন" পরিকল্পনা চালু হয়ে আধুনিক ক্রেতা পরিষেবার পথে সমিতি আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। মানুষের চাহিদাকে সম্মান দিতে চালু হয়েছে মাদার ডেয়ারির বুথ বিতরণ কেন্দ্র।

খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় জনসাধারণ এই সমিতিতে ঘিরে গর্ববোধ করবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইউ বি আই-এর স্থানীয় শাখা, বিদ্যালয়, পৌর প্রতিষ্ঠান, পাইকারি ক্রেতা সমবায়, জেলার সমবায় সহনিবন্ধক, সকলের মিলিত সহযোগিতায় গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠা সমিতিটি গত ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছে।

উৎসবের প্রতিবেদন

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ আন্তরিক উৎসাহে সমিতি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব প্রাঙ্গনে বহুজনের হিতে নিবেদিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অনেক বিদগ্ধ মানুষকে একত্র হতে পেরেছিলেন। বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও স্বনির্ভরতায় সমবায়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায়।

রাজারহাট, গোপালপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান অমল ওহ বলেন, এই সমিতির ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠান এক গর্বিত প্রয়াস। এলাকায় দীর্ঘদিনের ৪৬ বছর বাস করার সূত্রে তাঁর মন্তব্য "বেশন ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে পরিষেবার বিপুল পরিবর্তন হয়। অল্পে মধ্যে কষ্টে শ্রীওহ অনুভূতি করেন, "বাধা আজ ভাঙতে হবে, অনেক পথ চলতে হবে" – এভাবে কল্পনা থেকে বেশন দোকান – মানুষের সঙ্গে প্রকৃতই সমবায় বিপণির ওপরে পরিবর্তন হয়েছে। দুই তিনজন নিয়ে শুরু করে এই সমবায়ে এখন বারোজন পূর্ণ সময়ের কর্মী। সরাসরি না হলেও আরো কিছু কর্মী সমিতিকে ঘিরে স্ব-নিযুক্তির সুযোগ পাচ্ছেন। বেকার সমস্যা দূরীকরণ, স্বনির্ভরতায় সমবায়ের ভূমিকা এভাবেই ধীরে ধীরে হাতে কলমে প্রমাণ করা হয়েছে।

শ্রী ওহ আরো বলেন, ক্রেতারা যত ক্রয় করেছেন, সমিতি তত সমৃদ্ধ হয়েছে। আড়াই বছর বয়সী পৌরসভার কাছে সমবায়ের প্রত্যাশা স্বভাবতই অনেক। ক্রেতা সমবায়ে সেলফ্ সার্ভিস প্রোগ্রাম চালু আধুনিক ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এতে সময় বাঁচে, ক্রেতারা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সূচনাকারী হিসাবে তিনি নিজেকে গর্বিত উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, ৪৬ বছর এলাকায় বসবাসের 'এই আমার পুরস্কার।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, স্থানীয় এই ক্রেতা সমবায়কে কেন্দ্র করে শীঘ্রই বহু মহিলা বাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কাজ পাবেন।

বৃহত্তর কলকাতাতে আরো গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্ষম করার জন্য প্রয়োজন ছিল এরূপ বিকেন্দ্রীকরণের। চিন্তার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন চিন্তার মুক্তি পথে এগিয়ে যাবার সপক্ষে পৌরপ্রধান প্রস্তাবের সঙ্গে ঘোষণা করেন, এ অঞ্চলের ডিগ্রোজিও কলেজে অনেক নতুন বিষয় পড়ানো হবে, সেখানে হবে নতুন চিন্তার সমন্বয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ প্রথমেই ৫০ বছর আগের উদ্যোগী চিন্তাকিদের সশ্রদ্ধ স্মরণ করেন। যখন সমবায় চিন্তার সুফল ঘটেনি। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি অবশ্যই অসাধারণ অগ্রণী ছিলেন। অনেক দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব, অন্ত নিয়ে এই সমবায় গঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত এলাকার নবগঠিত ডিগ্রোজিও কলেজে ডিগ্রি স্তরে পাঠ্যসূচিতে সমবায় বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে শ্রী ঘোষ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, স্বনির্ভরতার জন্য প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সাথানে কিছু প্রস্তুতির অবশ্যই প্রয়োজন আছে, নয়তো সাফল্য টিকিয়ে রাখা যাবে না।

প্রসঙ্গত শ্রী ঘোষ সমবায় আন্দোলনের গোড়ার কথা উল্লেখ করেন। ১৮৪৪ সালে শ্রমিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবেই সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠে, ইংল্যান্ডের রচডেলে। পুঁজির নির্মম শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্যই সমবায়ের সৃষ্টি। রবার্ট আওয়েন স্বপ্ন দেখেছিলেন সামাজিক যৌথ আদর্শের এবং ৫০০ শত সমিতি তৈরি করেছিলেন। সেগুলোর অকাল মৃত্যু হয়, তাই শুরুতে সমবায় সম্পর্কে লোকের ভাল ধারণা সৃষ্টি হয়নি। সে-দেশে আইনের মাধ্যমে নয়, স্বেচ্ছা উদ্যোগে সমিতির যৌথ চরিত্র বজায় রাখা হয়। আওয়েনের ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম সফল না হলেও তাঁর আদর্শগত মূল্যটা কিন্তু হারিয়ে যায়নি।

দীর্ঘদিন ধরে সমবায় আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। লেনিন সমবায় আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেন।

বর্তমান ভারতবর্ষে সমবায় সংস্থার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলেও অনেকক্ষেত্রেই উন্নয়নের অবকাশ আছে। এ রাজ্যে কৃষিজ বিপণন সংস্থা 'কেনফেড' ভাল চলছে না, 'কনফেড'-র কোন নিজস্ব উৎপাদন নেই, ধরা পড়া সামগ্রী বিক্রির ব্যবসা চলছে, তাও নগদ টাকার জন্য বেসরকারি উদ্যোগের কাছে জিনিস বিক্রি করা হয়। সুতরাং সমবায়কে স্বনির্ভর করতে হলে অন্যতর উদ্যোগ নিতে হবে।

জাপানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মাত্র খেয়েছে, তারা এখন বুঝেছে সমবায় ব্যবস্থার উপযোগিতা। ওরা অনেক বিষয় ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়নি। অবস্থা সামলাবার জন্য কৃষি সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থাকে বহুমুখী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছে। ওদের NABARD টাইপের সংস্থা নেই, ঋণ ও নেয় না। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে আধুনিক সুবিধাদির বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে যাতে খুব জনতা শহরমুখী না হয়। প্রাথমিক কৃষি সমবায় কাঠামো সফল করার জন্য জাপানে এসোসিয়েট মেম্বারদের ধরে রাখার উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিয়েতে হল-এর ব্যবস্থা, মৃত্যু হলে সৎকারের গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। যদি জাপানের মত মানুষের প্রয়োজনে জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে সমবায় পরিবেশ দিয়ে বেঁধে ফেলা যায় তাহলে মানুষের আরো উপকার করা যাবে।

সম্প্রতি জাপান ভ্রমণ সূত্রে শ্রীঘোষ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, "কো-অপারেশন অ্যান্ড কো-অপারেটিভস্" নীতিটি সফল হবে যদি উৎপাদক সমবায়ের জিনিসপত্র ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রি করা যায়। তাতেই সম্ভব স্বনির্ভরতার লক্ষ্য পূরণ। স্থায়ী মানব উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৯৫ সালে যে নতুন নীতিটি সমবায় নীতি সমূহের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে সেই সপ্তম নীতি হলো কনসার্ন ফর কম্যুনিটি কিংবা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।

আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘের দ্বিশতবর্ষ পালনের শুরু হয়েছে মাঞ্চেস্টারে সমবায় আন্দোলনের প্রথম শুরু-র কথা স্মরণে রেখে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে ১৯৯৪ সালেই গৃহীত হয়েছে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যাতে বলা হয়েছে "Co-operatives in their various forms are becoming an indispensable factor in the economic and social development of all countries....."

সারা পৃথিবীর সমবেত সমবায় উদ্যোগের মূল লক্ষ্য একটাই, বেশির ভাগ বঞ্চিত মানুষের সম্মানজনক স্বনির্ভরতা অর্জন। সেই লক্ষ্যে যে যেখানে যতটা কাজ করছেন সেটাই সবচেয়ে তুলে ধরা উচিত, প্রশংসনীয় উদ্যোগের সহায়তা দেওয়া আমাদেরও লক্ষ্য, বক্তব্য শ্রীঘোষ।

সংসদ নির্মলকান্তি চ্যাটার্জী বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মেশিনের আবিষ্কার ফলে কর্মসংকোচন ইত্যাদিতে মানুষই বেকার সমস্যা তৈরি করেছে, সে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসাধ্য। এরই মধ্যে বলেছে মানুষের জন্যযাত্রার মিছিল। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বেকার সমস্যা কিছুটা রোধ করা গিয়েছিল। এই শতাব্দীর শেষ ২৫ বছরে বিজ্ঞানের মারাত্মক পরিবর্তিত রূপ - আর কমবে না, সময় কমবে – দাবি চালু হয়েছে। সে দাবি ৪ ঘণ্টা কাজের, যারা কাজ করবে তারা ৪ ঘণ্টায় পুরো মজুরি দেবে তো? মালিকের লক্ষ্য 'আরো মুনাফা'-র ধরণা যদি বদল করা না যায় তাহলে সমস্যা থেকেই যাবে, থাকবে বেকারত্ব। সমবায় 'মুনাফা' লক্ষ্যের বিকল্প। জিনিসের গুণগত মান ঠিক রেখে সীমিত মুনাফা, মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার – এই তো সমবায়ের লক্ষ্য। সমবায় কেবল মুনাফার বিকল্পই নয়, সমাজের আরো পরিবেশে দেওয়া, তাদের সার্বিক উপকার ও সমবায়ের প্রার্থিত আদর্শ। এখানে মুনাফার লক্ষ্যে ব্যবসা এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যবসার তফাৎ। এখানে ওজন মানুষের দেয়ালের নয়।

সমবায়ের কাজের প্রসারিত ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেন শ্রী চ্যাটার্জী। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, সেগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। মহাজনের বিরুদ্ধে সমবায় প্রতিরোধ গড়ছে। ব্যবসা ব্যাঙ্ক করা হয়েছে, যদিও সে ব্যাঙ্কের সবটাই সাফল্যজনক নয়। সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য রয়েছে, তাই কাগজে একটা আছে, কিন্তু আন্তরিকতার অভাবে মহাজনী হটানো যায়নি।

উৎপাদনে জমি ঘটনের মূল সমস্যা এখানে রয়েছে, ছোট জমির মালিক অনেক পরিশ্রম করলেও ফসল সে অনুপাতে পাওয়া যাবে না। বিশাল জমিতে একত্রে চাষের সুবিধা অনেক বেশি। যদি বড় জমির মালিকানার বিকল্প খুঁজতে হয় তাহলে সে বিকল্প অবশ্যই সমবায়। ঠিক তেমনি শ্রমের ক্ষেত্রেও সমবায় শোষণ রুখতে অপূর্ব বিকল্প। শিল্পে ছোট উদ্যোগও উদাহরণ। বড় মানুষ মালিক করলে যা হতো, এ পল্লীর সমবায় উদ্যোগ তার বিকল্প উদাহরণ তৈরি করেছে।

এখানেও বেশি মানুষ কাজ পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরো পাবে। তবু সমবায় এখনো মানুষের পথ, শেষ, কথাটা চলার পদ্ধতিতে লড়াই-এর মাধ্যমে নির্ণীত হবে।

শ্রী চ্যাটার্জী সমবায় আন্দোলনে যুক্ত মানুষের স্বপ্ন সফল হোক, এই আশা ব্যক্ত করেন।

সভায় ধাত্রইখালি পল্লীমঙ্গল কমিউনিটি লো-প্রপার্টেড সেন্টারের ৫০ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন সম্পাদক পরমেশ্বর বসু।

কর্মচারিদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের অতিরিক্ত আর একটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে কর্মীদের অবদানকে স্বীকৃতির ঘোষণা করেন সভাপতি নির্মল ঘোষ।

উৎসবে লোকসঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন গুরুদাস চ্যাটার্জী, দীপা চ্যাটার্জী, দীপা বসু প্রমুখ। ■

বিপন্ন পরিবেশ

সন্তোষ ভট্টাচার্য

(৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সম্মানে)

সিগারেট ক্ষতিকর,
কতবার বলছে।
তবু কেন ট্রামে বাসে
সিগারেট জ্বলছে?
ভি আই পি হাতে নিয়ে সুটেড বাবু,
অন্যের অসুবিধা ভাবে কি কভু?
প্রমোটার চায় শুধু টাকা আর টাকা,
সবুজটা কংক্রিটে পড়ে গেল ঢাকা।

মুক্ত বাতাস যদি একটুকু চাই,
বহুতল বাড়িগুলো বলে নাই নাই।
পুকুর আর জলাভূমি হচ্ছে যে শেষ,
আইন ও প্রশাসন ঘুমুচ্ছে বেশ।
বিষাক্ত বাষ্প ও কানফাটা শব্দ,
দূষণটা চারিদিক ফেলছে ঘিরে,
এইভাবে সব শেষ মোরা করছি ধীরে।

ভ্রম সংশোধন

ভাণ্ডার সংখ্যা	পৃষ্ঠা	তারিখ	আছে	হবে
এপ্রিল	২৫	৮	কুই	কুইন্স
এপ্রিল	২৬	২২	ইঞ্চি	ইলিচ
মে	২১	১২	১৮০৯	১৯০৮
মে	২২	২৫	১৮২৮	১৮১৮

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

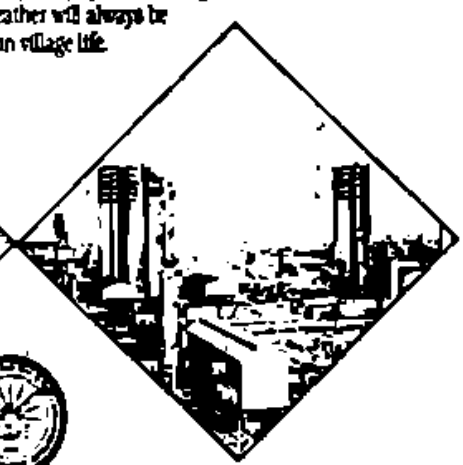

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায়ভিত্তি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এম টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies In South-East Asia.

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Business of

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ঋণ.ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন

উত্তম ভৌমিক

প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বর্তমানে প্রাথমিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষি ঋণ দাদন ও আদায়। এই ধরনের সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে বছরের পর বছর কেবল কৃষি ঋণ দাদন ও আদায় করতে গিয়ে সমিতিগুলো অভূতপূর্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তার প্রধান কারণ দাদন কৃত ঋণের বেশিরভাগ অংশ অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে যার ফলে পরবর্তী কালে সমবায় সমিতিটি পুনরায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বন্টনের অধিকার হারাচ্ছে। সে জন্য প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলো যাতে সমিতির অন্যান্য উদ্দেশ্যের পাশাপাশি ঋণ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে সদস্যদের আর্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে তার দিকে নজর দেওয়া সমিতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজ করতে গেলে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীকে প্রথমেই দেখতে হবে তার সমিতির ঋণের চাহিদা কত। তার আগে সমিতিকে নিরাপদ করতে হবে কি কি ঋণ সদস্যদের দেওয়া যেতে পারে এবং এই অর্থের উৎস কি? এই সমস্ত বিষয় ভাল করে খতিয়ে দেখে সমিতি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে তা যাতে বাস্তবে রূপায়ণ করা যায় তার ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি প্রধানত তার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ দাদন করে থাকে। এই ঋণ দাদন করার শর্ত হিসাবে সমিতিকে অবশ্যই একটি ঋণ সীমা বা ক্রেডিট লিস্ট তৈরি করতে হবে এবং ঋণ সীমা তৈরি হবে এলাকার ঋণ দাদনের হার বা ক্রপ লোন বিন্যাসকে ভিত্তি করে। বর্তমানে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট রিভিউ কমিটি (এ সি আর সি)-র সুপারিশ ক্রমে পরপর তিন বৎসরের ঋণসীমা প্রস্তুত করা হয়। দাদন হারের তালি পাওয়ার পর সমিতিকে তার সমস্ত সভ্যের সব ফসলের তিন বছরের ঋণসীমা প্রস্তুত করে তা পরিচালকমণ্ডলীর সভায় অনুমোদন করাতে হবে। তার পর তিন কপি এলাকার জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সুপারভাইজারের কাছে জমা দিতে হবে। এই ঋণসীমা সুপারভাইজার পরীক্ষা করে দেখে তা অনুমোদন করতে পারেন।

সমিতিটি সদস্যদের দেওয়া ঋণের তালিকা বা ডিমান্ড লিস্ট জমা না দিলে সেই সমিতিকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া যাবে না। সুতরাং ঋণ দেয় হলেই পাওনা তালিকা প্রস্তুত করার কাজে হাত দিতে হবে এবং এক মাসের মধ্যে তা শেষ করতে হবে। এই তালিকা এলাকার ব্যাঙ্ক সুপারভাইজার, সমবায় পরিদর্শক, সমবায় বিপণন সমিতি ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে দিতে হবে।

ঋণ দানের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেসব সদস্য অতীতে খেলাপি ছিলেন অথবা যাদের কাছ থেকে মামলা-মোকদ্দমা করে ঋণ আদায় করতে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তা আছে কিনা এই নিশ্চয়তা পাবার পরই ঋণ দেওয়া যেতে পারে। ঋণ দানের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কোন সদস্য একই ফসলের জন্য বছরের ২ বার ঋণ পাবে না। তেমন সদস্য ঋণের দাদন হার অপেক্ষা বেশি ঋণ পাবে না এবং শস্য বিমার অন্তর্ভুক্ত সকল সভ্যের জন্য বিমা বাধ্যতামূলক। অবশ্য সদস্যরা বিমার সমতুল্য অর্থ অতিরিক্ত ঋণ হিসাবে পেতে পারেন। স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সমিতি তার সদস্যদের কাছ থেকে শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ আদায় করবে এই সঙ্গে সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে ঋণের টাকা সময় মত পরিশোধ করলে কেন্দ্র সরকার শতকরা ৬ টাকা হারে অনুদান দিয়ে থাকে।

এছাড়াও সমিতি তার গচ্ছিত আমানত থেকে (মোট আমানতের ৫০ শতাংশ) এলাকার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ যেমন, ভোগ্যপণ্য ক্রয়, বন্ধকি ঋণ, বেসপুর মেরামত, সাইকেল কিনতে/ভ্যান ক্রয়, কুটিরশিল্প স্থাপন ও এই ধরনের ঋণ প্রদানের সময় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে দেখতে হবে ঋণের আবেদনকারী ঋণ গ্রহণের উপযুক্ত কিনা সমিতি তার বিশেষ প্রয়োজনে সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা অর্থপ্রদানকারী ব্যাঙ্কের অনুমতিক্রমে সঞ্চিত আমানতের ৪০ ভাগ পর্যন্ত সমিতির ব্যবসায়ে নিয়োজিত করতে পারে। স্বনামের গোষ্ঠী (এস এইচ জি) গঠন করেও সমিতি সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের সমিতিভাবে মোট আমানতের ১০ শতাংশ অথবা সর্বাধিক ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ হিসাবে দাদন করতে পারে। ■

সিলিং বহির্ভূত জমি বন্টনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে

ভূমিহীনদের মধ্যে সিলিং বহির্ভূত জমি বন্টনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। এরাজ্যে ৯.৬৩ লাখ একর জমি বন্টিত হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ৫.৯৪ লাখ একর জমি বন্টন করে দ্বিতীয় স্থানে। এরপর মহারাষ্ট্র। এখানে ৫.৫ লাখ একর জমি বন্টন করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর ৪.৫ লাখ একর জমি বিলি করেছে। অন্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় অনেক আগে জম্মু-কাশ্মীরে অধিগৃহীত জমি বন্টনের কাজ শেষ হয়েছে।

সরকারি খাস পতিত জমি বিলিতে এগিয়ে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত এবং কর্ণাটক। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর মূলত এসব জমি সরকারের হাতে আসে। অন্ধ্রপ্রদেশ ৩০ লাখ একরের বেশি খাসজমি বিলি ব্যবস্থা করেছে। উত্তরপ্রদেশে বিলি করা হয়েছে ২৮ লাখ একর জমি। গুজরাত এবং কর্ণাটকে বিলিকৃত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩০.৮ লাখ এবং ১৫.৭ লাখ একর।

ভূদান আন্দোলন মারফত প্রাপ্ত জমি বন্টনে বিহার অন্যান্য রাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। এরাজ্যে সাত লাখ একরের বেশি জমি বন্টন হয়েছে। এরপর ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের স্থান।

পি আই বি

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

পুরনো সেই দিনের কথা

(এপ্রিল ১৯৯৭ থেকে আমরা এই বিভাগটি শুরু করেছি, পুরনো ঘটনার মধ্যে অনেক দুর্লভ খবর পাঠকের ভালো লাগবে এই আশায়)

তারিখ	মাস	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
১	জুন	১৭৮৫	ভারতীয় প্রথম বিমা কোম্পানি "ইউনিয়ন ইনসুরেন্স কোম্পানি"র উদ্বোধন।
	জুন	১৯৫৫	অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন কার্যকর।
	জুন	১৯৬৪	নয়া পয়সা পয়লার নামান্তরিত।
	জুন	১৯৯৬	কেন্দ্রে হরকিষণ হাজি ভজেপেয়ী দেবগৌড়ার নেতৃত্বে ১৩টি রাজনৈতিক দলের দ্বারা গঠিত যুক্তফ্রন্টের শপথ গ্রহণ।
	জুন		গভর্নর জেনারেল এক নির্দেশে কলকাতাকে পরিষ্কার ও ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য এক কমিটি গঠন করেন।
		১৯০৮	মল্লিকতলা বোমা মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার।
	জুন	১৯১৫	সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে নাইটহুড বা স্যার উপাধি প্রদান।
		১৯৮৪	অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির থেকে উগ্রপন্থী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে "ব্লু স্টার" নামে সামরিক অভিযান শুরু।
		১৮৩০	রেভারেন্ড মিঃ মাকডুইলের প্রচেষ্টায় কলকাতা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পরে স্কট পলস্ কলেজে পরিণত হয়।
	জুন	১৯৮৯	চিনের বেজিংয়ে সেনা বাহিনীর গোলা বর্ষণে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে ৩০০০ জনের মৃত্যু।
	জুন	১৯৪৭	তৃতীয় বিশ্বে প্রচুর বিস্তারের প্রয়াসে আমেরিকা কর্তৃক মার্শাল প্ল্যান ঘোষণা।
		১৯৯৬	কেন্দ্রের ১৩ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক অভিন্ন নূনতম কর্মসূচি (কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম) ঘোষণা।
	জুন	১৮৬৭	কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারক শম্ভুনাথ পণ্ডিত দেহত্যাগ করেন।
		১৯১৯	শিক্ষাব্রতী ও লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু।
	জুন	১৮৪৫	মস্তিষ্ক-বিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার জন্য বাবাবল্লভ দাসের উদ্যোগে "কলকাতা ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি" স্থাপন।
		১৮৭৫	কলেরার ওষুধ আবিষ্কর্তা বিখ্যাত রসায়নবিদ ও চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম।
	জুন	১৭৮৬	জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।
		১৮৩৫	ভারতীয় সংবাদপত্রে স্বাধীনতা দানের জন্য রক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতার নাগরিকগণ স্যার চার্লস মেটকাফকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।
	জুন		ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স এর মৃত্যু।
			আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ঈশান মজুমদারের ফাঁসি।
			ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন-এর (ডি-ওয়াই-এফ-আই) প্রতিষ্ঠা।
	জুন		দিয়াজদৌল্লাকে রাজ্যচ্যুত করবেন জন্য রবার্ট ক্লাইভ, ওয়াটসন্স, ড্রেক, মেজর কিলপ্যাট্রিক প্রমুখ কলকাতা কাউন্সিলের সভ্যগণ এক অঙ্গীকার পত্রে মিরজাফরের সহিত স্বাক্ষর করেন।
		১৯০৫	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেরি ভবনে "বঙ্গীয় কলা সংসদ" প্রতিষ্ঠিত হয়।
		১৯৬৬	ভারতের নাসিকে বিমান তৈরি শুরু।
	জুন	১৯০১	সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর জন্ম
		১৯৪২	ফ্যাসিবাদ রোধকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে ওয়াশিংটনে চুক্তিবদ্ধ।
		১৯৬২	অভিনেতা ছবি (শচীন্দ্রনাথ) বিশ্বাস মধ্যগ্রামের কাছে এক মোটর দুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করেন।
	জুন	১৮৬০	দেশব্রতী, রাজনীতিক, সুদক্ষ আইন ব্যবসায়ী ও ন্যায় পরায়ণ বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।
			নেলসন ম্যাণ্ডেলা অন্য সাতজন সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।
	জুন		অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বারবীয় হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর নায়ক মাইকেল ওডায়ারকে ১৯৪০সালের ১৩ মার্চ লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে হত্যার অপরাধে উধম সিংএর ফাঁসি।
			স্যার আর্থার কীউজ হাবিবের মৃত্যুর পর প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি ফণিভূষণ চক্রবর্তী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

তারিখ	মাস	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
১৪	জুন	১৮৩৯	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ভারতবর্ষীয় ভাষায় প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশ। সপ্তাহে তিনদিন থেকে এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।
			ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত "বর্ণ পরিচয়" দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত।
			হিন্দু থেয়েস্ক সিমিয়ার ও জুনিয়র বিভাগ একত্রিত হয়ে "প্রেসিডেন্সি কলেজ" ও "হিন্দু স্কুল" নামে পরিচালিত হয়।
			"ক্যালকাটা সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস" নামে নামকরণ। নবীন বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায় ১৯৪৮ সালের ৩১শে জুলাই কয়েকটি বাস নিয়ে এটি চালু করেছিলেন।
			চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু।
			আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু।
			প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার মহাকাশ যাত্রা।
			৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা অভিযান।
			লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক দেহত্যাগ করেন।
			জার্মান বাসী লর্ড্যাবার্ট-এর মৃত্যুতে মৃত্যু।
			মহারানা প্রতাপের বিরুদ্ধে আকবরের বিরাট হলদিঘাটের যুদ্ধ শুরু।
			প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভর্নর হাউসের কাজ শেষ হয়।
	জুন		কবি তানসেনের মহাপ্রয়াণ।
			ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের জনমত গণভোটের মাধ্যমে স্থির করে চন্দননগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে।
			দোহারিতে নূরের পতনের পর শিখাহী বিদ্রোহের অবসান।
			কলকাতায় ওয়াই এম সি এ প্রতিষ্ঠিত।
			কলকাতা মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সি এম ডি এ) কাজ শুরু।
			স্বাধীনভারতের প্রথম ও শেষ গভর্নর জেনারেল হিসাবে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর নিয়োগ।
			পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি সরকার জারির প্রতিষ্ঠিত।
			ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পামুলাপর্তি বেঙ্কট নরসিংহ রাও-এর শপথ গ্রহণ ও ভারতে নতুন অর্থনীতির সূচনা।
			পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মিরমদন ও অন্যান্য কয়েক জনের ষড়যন্ত্রে নবাবের পরাজয়।
			হিজলীতে সেন্ট্রাল ইউনিটে আক্রমণ।
			শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।
			স্বাধীনতা সংগ্রামী লালাহরদয়াল মুক্তাকাশে ইহলোকে অন্তরীণ অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।
২৪			ভারতে প্রথম এক্সপ্রেস ও মিক্সড ট্রেনের সার্ভিস প্রবর্তন।
			উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংযুক্তি।
			ভেরিয়ার যুদ্ধ শুরু।
			আফ্রিকার মোজাম্বিকের স্বাধীনতা লাভ।
			ভারতে তারবার্তা চালু হয়েছে।
			কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ঐতিহাসিক অধিকর্তা চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম।
			সানফ্রান্সিসকোর সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুমোদিত।
	জুন		বাংলা ভাষার ইংরাজি লিপির প্রথম মুদ্রণ হালহেদের ব্যাকরণ ও বাঙ্গালী রিসিলচন্দ্র ঘোষ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
			হেরেন বেনার্জ-এর জন্ম।
			ইনসিনারেটর রোড-এর নতুন নামকরণ "হেরেন বেনার্জ সরণি"।
			নেহরু ট্রফী এর লাই-এর "পঙ্কজিনী" ঘোড়া।
			মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কর্তৃক বিধাননগরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।
			শ্রী চৈতন্যদেব দেহত্যাগ করেন।
			শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।
			ঘিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পর মাইকেল মধুসূদন দত্ত আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
			পরিসংখ্যানবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন ও মৃত্যুবরণ করেন
			১৯৭২ সালের ২৮শে জুন।
			আফ্রিকার সেয়েশেলেস-এর স্বাধীনতা লাভ।
৩০	জুন		ভগনাডিহি গ্রামে বিশাল জনসমাবেশে সিধো-কানুর স্মারক এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দল স্মারক সাঁওতালের শপথ গ্রহণ এবং কলকাতা অভিমুখে প্রথম দল পদযাত্রা নিয়ে সিধো কানুর বাড়িঘরের নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু।
		১৯৮৩	এলসালভেডর ইস্ট-এর নতুন নামকরণ সিধো-কানুর ডহর।

(এ অংশ)

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses For the Year 1997-98

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period To	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. UTTARPARA	1	8th Diploma Course in Coop Management 7th Slot for Job Assistant of Panchayat 8th Slot for Job Assistant of Panchayat 9th Slot for Job Assistant of Panchayat 1st Training Cum Workshop for Manager of Bee Ltd & Marine Fisheries on Accounts & Audit 10th slot of Job Assistant of Panchayat 11th slot of Job Assistant of Panchayat 12th slot of Job Assistant of Panchayat Course on B D P Govt Officers	16 Weeks	21 4 97	8 8 97	55	Institutional Candidates Collaborated D P O Hooghly Collaborated D P O Hooghly Collaborated D P O Hooghly Collaboration in IDMSNI Collaborated by D P O Hooghly Collaborated by D P O Hooghly Collaborated by D P O Hooghly Block C Ds Coordinating Officers of Range & Banks In collaboration with Coop Directorate In collaboration with Govt of W B Urban Coop Bank & Cr Socy Ltd Collaboration with IDMSNI
		S T Course for officers and employees of Empl Coop Cr Socys Management Dev Course for S C D C Bee Fisheries Leadership Dev Course for Coop Housing					Non official leaders of Housing Coops In collaboration with C M A Housing In collaboration with Govt of W B Urban Coop Credit Socys In collaboration with the ADB DSCS In collaboration with Hooghly Dist Central Coop Bank
		S T Course for Officers & Employees of Urban Coop Banks CADC ESCS Training Dev Course					
		Management Dev Course for Chairman/Secretary & Directors of PACS Leadership Dev Course for Handloom Weavers Coop Societies Salesmanship Course for Employees 5th Diploma Course in Coop Management Management Dev Course for Marine Fishermen under SCDC Project 6th Diploma Course in Coop Management (spill over)		20 4 98			Non official leaders from Coop Banks In collaboration with Institutional Candidates In collaboration with IDMSNI
C. C. M. BARSUL	1	Diploma Course in Coop Management Deposit Mobilisation Course for Managers of PACS of Nadia Leadership Dev Course for PACS of Nadia S T Course for Officers & Employees of Employees Credit Coop Socys Deposit Mobilisation Course for PACS Management Dev Course for Handloom Coops	16 Weeks	2 6 97	19 9 97	10	In collaboration with N C C B In collaboration with Nadia C C B In collaboration with Govt of W B Urban Coop Banks & Credit Socys Employees & Directors Members of PACS Employees & Directors of Handloom Coops In collaboration with Nadia C C B Employees & Directors of PACS Directors of PACS In collaboration with Burdwan D C C B Directors of PACS In collaboration with Burdwan D C C B
		S T Course on Deposit Mobilisation Leadership Dev Course for PACS of Burdwan Leadership Dev Course for PACS of Burdwan					

Name of the Centre	Sl No.	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	10	Leadership Dev. Programme for Directors of Urban Banks Employees Coop. Cr. Socys	1 Week	29.12.97	2.1.98	40	In collaboration with Fed. of W.B. Urban Co-op. Banks & Credit Socys.
		S.T. Course on Fertilizer Business				30	Directors & Employees of PACS having fertilizer business & Marketing Socy.
	12	Management Dev. Course for Dairy Coop	1 Week			30	Directors & Employees of Dairy Coop
	13	Orientation Course for PACS	1 Week			30	In collaboration with Horticul C.C.D
	14.	Management Dev. Course for Industrial Coop	1 Week			30	Directors & Employees of Industrial Cooperatives
	15.	Leadership Dev. Programme for Directors of Employees' Coop Credit & Urban Banks	1 Week			40	In collaboration with Fed. of W.B. Urban Coop. Banks & Credit Socys.
		Diploma Course in Coop Management (Spill over)	16 Weeks	23.3.98	10.7.98	40	Institutional candidates
C. C. M. JHARGRAM	1	5th Diploma Course on Coop Management	16 Weeks	26.5.97	12.9.97	40	Institutional candidates
	2	Leadership Dev. Course for Empl. Coop. Credit Societies	1 Week	15.9.97		30	Directors of Employees Coops. Credit Socys.
	3.	Leadership Dev. Programme for Housing	1 Week	22.9.97		30	Non-official leaders of Housing Coops. In collaboration with CMA Housing
		Workshop on Deposit Mobilisation by PACS					Employees of PACS.
		S.T. Course on Fertilizer Business					Directors & Employees of PACS having Fertilizer business & PAMS
	6	Leadership Dev. Programme for Directors of Employees' Coop Cr. Socy. & Urban Coop. Banks				30	Non-official leaders of Employees' Coop. Credit Socys. & Urban Banks. In collaboration with Fed. of W.B. Urban Coop Banks & Credit Societies
		Leadership Dev. Programme for Directors of Employees Coop Cr. Socy. & Urban Coop. Banks.				40	Non-official leaders of Employees' Coop. Credit Socys. & Urban Banks. In collaboration with Fed. of W.B. Urban Coop Banks & Credit Societies
		S.T. Course for Officers/Employees of Urban Coop. Bank & Cr Societies	1 Week			40	For employees/officers of Urban Coop. Banks & Credit Societies.
		6th Diploma Course in Coop Management.	16 Weeks	15.12.97	3.4.98	40	Institutional candidates
C. C. M. KALIMPONG	1.	Orientation-cum-practice teaching for Instructors	1 Week	2.6.97	6.6.97	27	For D.C.E.Is /L.C.E.Is of W.B.S.C. Union
	2	Course for DWCRA Group leaders & members.	1 Week	9.6.97		25	In collaboration with Darjeeling Council Rural Development Agency
		Course for DWCRA Group leaders & members.	1 Week	23.6.97		25	In collaboration with Darjeeling Council Rural Development Agency.
		Leadership Dev. Programme (Normal)	1 Week			25	Leaders of Coop. Societies
		Course for DWCRA Group leaders & members	1 Week			25	In collaboration with D.C.R.D Agency.
	6.	Course for DWCRA Group leaders & members	1 Week			25	In collaboration with D.C.R.D Agency.
	7.	Diploma course in Coop. Management	16 Weeks			25	Institutional candidates.
	8	Leadership of Urban Coop. Banks and Employees Coop. Credit Societies.	1 Week			28	In collaboration with Federation of W.B. Urban Coop. Banks & Credit Societies
	9	Course for the officers and employees of Urban Coop. Banks & Employees Credit Societies	1 Week		16.1.98	25	In collaboration with Federation of W.B. Urban Coop Banks & Credit Societies
	10	Leadership Dev. Programme for Women Coop. Societies	1 Week	2.2.98	6.2.98	25	Women leaders of Women Coop. Societies
		S.T. Course for Job Assistant and Panchayet Secretaries.	1 Week	16.2.98	20.2.98	25	In collaboration with Dist. Panchayet authorities.
	12.	S.T. Course for Job Assistant and Panchayet Secretaries	1 Week	9.3.98	13.3.98	25	In collaboration with Dist. Panchayet authorities.
	13	Leadership Dev. Programme — Industrial	1 Week	23.3.98	27.3.98	25	Leaders of Coop. Societies

Name of the Centre	Sl No.	Name of the courses	Duration	Period		Intake Capacity	Remarks
				From	to		
C. C. M. ILAMBAZAR		3rd Diploma Course in Coop. Management	16 Week	21.4.97	8 8 97	40	Institutional candidates
	2	S.T. Course on Deposit Mobilisation	1 Week	18 8 97	23.8 97	30	Employees of PACS
	3.	S.T. Course on Deposit Mobilisation	1 Week	1 9 97	5 9 97	30	Employees of PACS.
	4	S.T. Course on Consumers Business.	1 Week	15 9 97	19 9 97	30	For employees of PACS & Coop. Societies
	5	S.T. Course on Consumers Business	1 Week	22 9 97	26 9 97	30	For employees of PACS & Coop. Societies
	6	Leadership Dev. Course (Normal)	1 Week	3.11.97	7 11 97	30	Non-official leaders of Coop Societies
	7	S T Course on Fertiliser business	1 Week	8.12 97	12 12.97	30	For employees of PACS & PAMS
	8	S.T. Course on Fertiliser business	1 Week	15 12.97	19.12 97	30	For employees of PACS & PAMS
	9.	S.T. Course for Office & Employees of Urban Banks	1 Week	5 1 98	9 1 98	40	In collaboration with Fed of W.B Urban Coop Banks & Credit Societies
	10.	Leadership Dev Programme for Directors of Urban Coop Banks & Employees Credit Societies	1 Week	12.1.98	17.1 98	40	In collaboration with Fed of W.B Urban Coop Banks & Credit Societies
		S.T. Course for Officers & Employees of Employees Coop. Credit Societies	1 Week	2 2 98	6 2 98	40	In collaboration with Fed of W.B Urban Coop Banks & Credit Societies
	12.	S.T. Course on Fertiliser Business	1 Week	16.2.98	20.2.98	30	Employees of PACS & PAMS
	13.	4th Diploma Course in Coop Management (Spill Over)	16 Weeks	9.3 98	26.6.98	40	Institutional Candidates
C. C. M. JALPAIGURI	1.	Training course for Panchayat Functionaries.	1 Week	2 6 97	6 6 97	30	In collaboration with D P O Jalpaiguri
	2	Training course for Panchayat Functionaries.	1 Week	9 6 97	13 6 97	30	In collaboration with D P O. Jalpaiguri
	3.	Course on B.D.P.-D.A.P. of Govt Officers	1 Week	23 6 97	27 6 97	40	Block C le . Coordinating Officers of Range & Banks In collaboration with Coop Directorate
	4	Training Course for Group Leaders & additional members of DWCRA	6 days	7.7.97	12.7 97	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	5.	Training Course for Group Leaders & additional members of DWCRA	6 days	14.7.97	19 7 97	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	6	Training Course for Group Leaders & additional members of DWCRA	6 days	28.7.97	2 8 97	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	7.	Training Course for Group Leaders & additional members of DWCRA	6 days	4.8.97	9 8 97	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	8.	Training Course for Group Leaders & additional members of DWCRA	6 days	18.8 97	23.8 97	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	9	Special Course on Secretarial Practice & Accounts Keeping for PACS	2 Weeks	1 9.97	12 9 97	40	Managers & Accountants of PACS of Dakshin Dinajpur
	10.	S.T. Course for officers and employees of Employees Coop. Cr. Societies	1 Week	22.9.97	26 9.97	40	In collaboration with Federation W B Urban Coop Bank & Cr. Socs
		Training Course for Group leaders and additional members of DWCRA	6 days	20.10.97	25.10.97	30	In collaboration with D R D A Jalpaiguri
	12.	Training Course for Group leaders and additional members of DWCRA	6 days	3.11.97	8.11.97	30	In collaboration with D R D A Jalpaiguri
	13	Training Course for Group leaders and additional members of DWCRA	6 days	17.11.97	22.11 97	30	In collaboration with D R D A Jalpaiguri
	14.	Leadership Development Course (Normal)	1 Week	1.12.97	5.12.97	30	Non-official leaders of Coop Socs
	15.	Training Course for Group leaders & additional members of DWCRA	6 days	15.12.97	20 12.97	30	In collaboration with D R D A Jalpaiguri
	16.	Training Course for Group leaders & additional members of DWCRA	6 days	5.1.98	10.1.98	30	In collaboration with D R D A Jalpaiguri
	17.	Leadership Development Programme for directors of Urban Coop. Banks and Employees Credit Societies.	1 Week	19.1.98	23 1.98	40	In collaboration with Federation of W B Urban Coop Banks and Credit Societies
	18	Leadership Development Programme for Women Coop. Societies.	1 Week	9 2 98	13 2 98	30	Women leaders of women Coop Societies
	19.	3rd Diploma Course in Co-operative Management (Spill over)	16 Weeks	16.2.98	5 6 98	40	Institutional employees

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

With Best Compliments From

DSP EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(Regd. No. 3418 of 1969)

BENACHITY HOUSE
DURGAPUR - 713 204
Phone DGP 62393

সমবায় সমাচার

সমবায় প্রশিক্ষণের অগ্রগতি অব্যাহত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনাধীনে ছয়টি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামগ্রিক অবদানের অগ্রগতি যে অব্যাহত তা এবারের (১৯৯৭) রাজ্যভিত্তিক সমবায় প্রশিক্ষণের সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নগর কার্যালয়ে স্টেট কমিটি ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং-এর বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল গত ১৮ মার্চ বেলা একটায়। ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষের পরিচালনায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ছিল :

(১) শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি ;

(২) প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পঠন-পাঠন-চুল্লির সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গঠনমূলক পুনর্বিন্যাস ;

(৩) প্রতিটি কেন্দ্রের পঠন পাঠন ও সামগ্রিক প্রশিক্ষণের সাথে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মৎস্য এবং পশুপালন প্রভৃতি দপ্তরে তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা ও বেড়ে চলা বিভিন্ন সমবায় সমিতিকে সমবায় আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে সমবায় প্রশিক্ষণের পরিধির মধ্যে সামিল করার বিষয়ে অধ্যক্ষদের আরও তৎপরতা ;

(৪) প্রশিক্ষণ সঙ্কল্পভাবে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষ ও সহকারী নির্দেশকদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বৈঠকের ব্যবস্থা ;

(৫) সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটির আর্থিক আনুকূল্যে পাঁচটি "ইন-হাউস লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স" বাবদ প্রতিটির জন্য ৬০০০ টাকা হিসাবে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বর্ষে মোট ৩০,০০০ টাকা ব্যয় করা হবে। তার মধ্যে বর্ধমান ১নং ব্লক, কলিকাতা এবং তমলুক-ঘাটাল ব্লক সমবায় ইউনিয়নকে একটি করে অনুরূপ কোর্সের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাকি দুটি কেসব ব্লক ইউনিয়ন আগ্রহী হয়ে প্রথম অনুরোধ করবেন তার ভিত্তিতে অনুমোদিত হবে।

(৬) ১৯৯৭-৯৮ সমবায় বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনাধীন ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১৭ রকমের প্রশিক্ষণ পর্ব পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রভিত্তিক সময়সূচি প্রতি সংখ্যা ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তা দেখে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণের পরিষেবা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

(৭) জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের আঞ্চলিক অধিকর্তা (পূর্বাঞ্চল) এ কে চক্রবর্তী আবাসন কো-অপারেটিভ সংগঠনের আনুকূল্যে সংগঠিত প্রশিক্ষণ পর্ব যাতে ইউনিয়ন পরিচালিত ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় তা তিনি দেখবেন।

(৮) নাবার্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার কে সি মহাপাত্র শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পাঠ্যক্রম সম্পর্কে যে সুপারিশ রাখেন তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। তার অনেকটাই অন্তর্ভুক্ত আছে। বাকি সমস্যা কিছু পাঠক্রমের পরবর্তী সংশোধনে সম্ভবমত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(৯) ১৭-৩-৯৭ তারিখে নগর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত অধ্যক্ষদের বৈঠকে গৃহীত সব প্রস্তাবই ১৮ তারিখের স্টেট কমিটি ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং-এর সম্মেলনে অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভিন্নমুখী পাঠক্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠিত ও সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন।

সমবায় ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা গতবারের (১৯৯৫-৯৬) মত এবারও (১৯৯৬-৯৭) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন অতিক্রম করে গেছে। আগের বছর ৮৬টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পর্বে প্রশিক্ষিতদের সংখ্যা ছিল ১৮৯১ জন। এবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৯টি প্রশিক্ষণ পর্ব। কিন্তু জরুরি প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরও দুটি বাড়িয়ে মোট ৮১টি পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষিতের সংখ্যা হবে প্রায় ২০০০ জন।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

পূর্বাঞ্চলীয় সমবায় আবাসন অধিবেশন

গত ১৪ মে কলকাতার ইকনার্ড অডিটোরিয়ামে পূর্বাঞ্চলের সমবায় আবাসনের সমস্যা নিয়ে একদিনের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভারতে সমবায় আবাসনের অগ্রগতি সমানভাবে হয়নি। পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের অবস্থান সন্তোষজনক হলেও পূর্বাঞ্চল এ বিষয়ে কেন পিছিয়ে আছে? অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিমে সমবায় আবাসন কারানো এখনো গড়ে ওঠেনি। এই রাজ্যগুলিতে শীর্ষ সমবায় আবাসন ফেডারেশন নেই। পূর্বাঞ্চলের অনগ্রসরতার এই প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় সমবায় আবাসন ফেডারেশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল। অধিবেশন শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশনের সভাপতি অজয়প্রসাদ দত্ত। মূল ভাষণ দিলেন ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্কের সভাপতি ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কি সি ভেদি। অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সমবায়মন্ত্রী বে লালদাইতুয়ালা, পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সচিব অনিতভূষণ ঘোষ, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয় ফেডারেশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মৈনুল হাসান, ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, ভারতের কৃষিজ শিল্প নিগমের যুগ্ম বিনিয়োগ আধিকারিক বি আর গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় সমবায় আবাসন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও ওড়িশা সমবায় আবাসন নিগমের সভাপতি তারাপ্রসাদ পট্টনায়ক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের আবাসন ও খনিমন্ত্রী এবং ভারতের

জাতীয় সমবায় আবাসন ফেডারেশনের সভাপতি এস এন শর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি বরুণ মুখার্জি।

অরুণাচল প্রদেশ, অসম, বিহার, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, সিকিম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ-মোট ১১টি রাজ্য এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত ভারতের পূর্বাঞ্চল ভারতের মোট এলাকার ২০ শতাংশে বিস্তৃত। অধিবেশনে পূর্বাঞ্চলের বক্তব্যের মতামতের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিদেরও বক্তব্য জানার সুযোগ পেয়েছি। আমরা গুলেছি আবাসন ও নগর উন্নয়ন নিগমের (হাউসিং অ্যান্ড আর্বন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন – হাডকো) নির্বাহী অধিকর্তা অনুপ আগরওয়ালার ভাষণও। অধিবেশনের প্রস্তুতি লগ্নে সকলের বক্তব্যের সারাংশটুকু পরিবেশন করলেন ভারতের জাতীয় সমবায় আবাসন ফেডারেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এম এল খুরানা। সেগুলি হল :

(১) পূর্বাঞ্চলের সমবায় ক্ষেত্রে আবাসনের বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে জাতীয় সমবায় আবাসন ফেডারেশনের একটি আঞ্চলিক অফিস খুলতে হবে।

(২) সিকিম ও ত্রিপুরার রাজ্যভিত্তিক সমবায় আবাসন ফেডারেশন চাই। অন্যান্য রাজ্যের আবাসন ফেডারেশনগুলিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

(৩) আবাসনের উপযোগী জমি না পাওয়ার সমস্যার উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করতে হবে। রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিকৃত জমির এক-তৃতীয়াংশ আবাসন ফেডারেশনের কাছে আবাসন সমবায়ের বৃহত্তর স্বার্থে বন্দোবস্ত দিতে হবে। যে সমস্ত রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এখনো আবাসন ফেডারেশন গড়ে ওঠেনি সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রাথমিক সমবায় ফেডারেশনের জন্য ঐ জমি বরাদ্দ করতে হবে।

(৪) সাধারণভাবে সমবায় আন্দোলন এবং বিশেষভাবে আবাসন সমবায় সম্পর্কিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনা নিতে হবে জাতীয় সমবায় আবাসন ফেডারেশনকে।

(৫) সমাজের দুর্বলতর সম্প্রদায় ও সমবায়ের দুর্বলতর অঙ্গন উভয়েই আবাসন সমবায়ের ক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি ও শর্তে এবং স্বল্প সুদের হারে যাতে ঋণ পায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে সহজে সমবায়ের সদস্য হতে পারে তার জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেমনটি গ্রামীণ ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে রয়েছে। আবার আবাসন ঋণের সাথে সেবার ঋণের আনুপাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শিথিলতা দিতে হবে।

(৭) ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘ "গ্লোবাল শেল্টার স্ট্র্যাটেজি" গ্রহণ করার পর বিভিন্ন রাষ্ট্রকে জাতীয় আবাসন নীতি প্রণয়নের অনুরোধ জানায়। সেই অনুযায়ী ভারতের সংসদে ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় আবাসন নীতি অনুমোদিত হয়েছে। ভারতের মধ্যপ্রদেশ সরকার যেমন রাজ্য আবাসন নীতি গ্রহণ করেছে তেমনি অন্যান্য রাজ্যেও রাজ্য আবাসন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

(৮) জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এন সি ডি সি) যেমন কৃষি বিপণন-প্রক্রিয়াকরণ-হিমঘর-মৎস্য চাষ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সিডিত্ব করেন আর্থিক সহায়তা ও পরিষেবা দেয় সেইভাবে সাহায্যের সম্ভার আবাসন সমবায়ের উদ্দেশ্যেও প্রসারিত করতে হবে।

(৯) আবাসন সমবায় আন্দোলনকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রতিটি রাজ্য সমবায় আইনে আবাসনের ওপর একটি পৃথক অধ্যায় বিধিবদ্ধ করতে হবে, যেমনটি পশ্চিমবঙ্গে আছে।

■ বিশেষ প্রতিনিধি

হিমাচল প্রদেশের জন্য নাবার্ড সাহায্য

কমান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (আর আই এফ ডি)-২-এর অধীনে সড়ক ও জলসেচ প্রকল্পের জন্য নাবার্ড (দি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট) সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশকে ৪৯.৫০ কোটি টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। নাবার্ডের শিমলা শাখার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জে আর সারাংগাল জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ৫.৮১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

গত আর্থিক বছরে আর আই ডি এফ-১ প্রকল্পের অধীনে হিমাচল সরকারকে প্রথমে ১৪.২৩ কোটি টাকা এবং পরে ১২.৬৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। সাতাত্তরটি জলসেচ প্রকল্পের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল।

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে নাবার্ড প্রথম আর আই ডি এফ প্রকল্পটি চালু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকার ও রাজ্যস্তরে সরকার অধিপৃহীত সংস্থাগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া যাতে গ্রামীণ পরিকাঠামো-নির্ভর প্রকল্পগুলি বিশেষত জলসেচ, সড়ক, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে।

১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে নাবার্ড সুবিধাজনক পুনর্বিনিয়োগ শর্তে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ককে ৩৫.৭৬ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকা হিমাচল রাজ্যে কৃষি ও অ-কৃষি উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

শ্রী সারাংগাল আরও জানিয়েছেন, ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে পুনর্বিনিয়োগ আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১০.৯২ কোটি টাকা বেশি হয়েছে এবং ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে বৃদ্ধির হার যেখানে ১৭.৮৩ শতাংশে ছিল, ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে তা বেড়ে হয় ৪৩.৯৭ শতাংশে।

পুনর্বিনিয়োগ প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজেও নিয়োজিত হয়েছিল। এই টাকা সিডিউলড্ কাস্ট এবং সিডিউলড্ ট্রাইব পরিকল্পনার অধীনে দেওয়া হয় এবং ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে তা আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১.৫১ কোটি টাকা বেশি ছিল।

ব্যাঙ্ক, এন জি ও, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় স্বনিযুক্তি প্রকল্প

রাজ্যের কাংড়া, সিরমোর, কুলু এবং সোলান জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে হিমাচল রাজ্যে ১৪৩ টি স্বনিযুক্তি সংস্থা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করছেন। এই প্রকল্পে ৮.৮৫ লক্ষ টাকার ঋণ খাটছে এবং ২০৫৫ জন মানুষকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া গেছে।

দা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে নাবার্ড একটা বোঝাপড়া করেছেন যাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে দু-তিন বছরের মধ্যে স্বনির্ভর করে তোলা যায়।

আগে যেখানে হিমাচল রাজ্যে দা স্টেট কো-অপারেটিভ এন্ড এগ্রিকালচার রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লোকসানে চলছিল, নাবার্ডের এইসব প্রচেষ্টার ফলে গত আর্থিক বছরে সেই ব্যাঙ্কই ১.৩৭ লক্ষ টাকা লাভ করেছে বলে শ্রী সারাংগাল জানিয়েছেন।

■ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত এবং সমবায় আন্দোলন ও গণআন্দোলনের বিগত বর্ষে প্রয়াত নেতৃবৃন্দের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভানেত্রী স্বপ্না ঘোষের সভাপতিত্বে সভায় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদিকা মমতা ভট্টাচার্য। প্রতিবেদনে দেখা যায় বিগত বছরে সদস্য সমিতিগুলির উৎপাদিত সামগ্রির বিক্রির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রথম মহিলা মহাসংঘ গত নভেম্বরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রগতি ময়দানের আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

আলোচ্যবর্ষে আরও আটটি সমিতি মহিলা সমবায় মহাসংঘের সদস্য হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার ২টি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১টি, উত্তর দিনাজপুরের ২টি এবং হুগলি ও কলকাতার একটি করে সমিতি রয়েছে। এদের নিয়ে মহিলা মহাসংঘের সদস্য হল ৫০।

উল্লেখযোগ্য, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সহযোগিতায় বারাসাত জেলা পরিষদের কাছে মহিলা সমবায় মহাসংঘ একটি ঘর ভাড়ার ভিত্তিতে নিতে পেরেছে, সেখানে আরো একটি বিক্রয় কেন্দ্র ও কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতে পারে।

সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখেন কানিং মহিলা কনজিউমার্স স্টোর্সের কল্পনা ঘোষ, দুর্গাপুর শিল্প সমবায় সমিতির মিনতি মুখার্জি, বারাসাত চড়কডাঙা মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির নীলিমা সমাজদারসহ আরও অনেকে।

হিসাব ও বাজেট পেশের পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন :

আরতি ভট্টাচার্য, কল্পনা ঘোষ, শঙ্করী গুহ, ছবি ভট্টাচার্য, ভারতী দে ও স্বপ্না ধর। নির্বাচন পরিচালনা করেন সংস্থার মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক দেবজ্যোতি চৌধুরী।

এদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের মধ্যে কর্মকর্তা নির্বাচিত হন : আরতি ভট্টাচার্য — সভানেত্রী, কল্পনা ঘোষ — সহ-সভানেত্রী, শঙ্করী গুহ — সম্পাদিকা।

■ দেবজ্যোতি চৌধুরী

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের প্লাটিনাম জয়ন্তী

হুগলি জেলার কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১লা এপ্রিল ১৭, ৭৫ বছরে পড়ে। হুগলি জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক অন্যতম প্রাচীন ব্যাঙ্ক। ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মনে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের শাসন থেকে মুক্ত করার শপথের সাথে সাথে সমাজের সকল স্তরের মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সকলেই তখন চাইছিলেন সমাজকে শোষণমুক্ত করা ও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক উন্নতি করবে। বিশেষ করে সুদ খোর কাবুলিওয়ালাদের হাত থেকে অভাবী মানুষদের রক্ষা করা। ১লা এপ্রিল ১৯২৩, নলীগোপাল বসু, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দেব প্রমুখ বলিষ্ঠ ও পরোপকারী ১৫ জন সভ্য নিয়ে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁদের ও পরবর্তী পরিচালক পর্ষদের সভ্যদের ঐকান্তিক পরিশ্রমে ধীরে ধীরে এই ব্যাঙ্ক উন্নতির সোপান ধরে এগিয়ে চলতে থাকে। ১৯২৩ সনে যেখানে ১৫ জন সভ্য ও মাত্র ১২৫ টাকা মূলধন নিয়ে এই ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে আজ ১৯৯৭-এর গোড়াতে এসে বাড়িয়েছে সভ্য সংখ্যা ৫৬০০ এবং মূলধন ২৮,২৩০০ টাকা। ১৯২৪ সনে Deposit যেখানে ৭৮৫ টাকা দিয়ে শুরু, এখন ঐ টাকা এসে দাঁড়িয়েছে ৬,০৪,০০,০০০ টাকা। ১৯২৪ সনে কর্মচারির খরচ হয়েছিল ৩৫৮৩ টাকা, এখন কর্মচারির সাহায্যের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। এইভাবে ব্যাঙ্ক সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর ধরে-সকলের-সহযোগিতায় উত্তরোত্তর এগিয়ে চলেছে।

৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের আয়োজন করেন গত ১লা, ১১, ১২ ও ১৩ই এপ্রিল ১৯৯৭। বহু গণ্যমান্য। বাক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ভক্তিভূষণ (সমবায় বিভাগ), জ্যোতি ভট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক অসীম দাশগুপ্ত, অর্থমন্ত্রী ; অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থ নিগমের সভাপতি। তরুণ দত্ত, প্রাক্তন মুখ্য সচিব ও নির্বাচন কমিশনার ; অসীম রায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ফেডারেশনের সচিব নন্দ গোস্বামী, স্বপনহরি পৌরপতি ও সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন পৌরপতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ■

কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে এন সি ডি সি'র নতুন আর্থিক পরিকল্পনা

(ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বুলেটিনের সম্পাদক অর্চনা দূত কর্তৃক প্রচারিত)

নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এন সি ডি সি'র ৪৪তম "জেনারেল কাউন্সিল" মিটিংয়ে

সভাপতির ভাষণে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী চতুরানন মিশ্র বলেন, বিভিন্ন সমবায় সমিতির তাদের যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন সাজ সরঞ্জামের পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে সমিতিগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে এন সি ডি সি নতুন একটা আর্থিক পরিকল্পনা চালু করেছে। দ্রব্যের মূল্যমান বৃদ্ধি, মূল্য স্থানান্তরকরণ, কৃষি প্রকরণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শক্তি সাশ্রয় এবং দ্রব্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এই নতুন পদক্ষেপ সমবায় সমিতিগুলির দক্ষতা অবশ্যই বৃদ্ধি করবে। আশা করা যায় যে এই পরিকল্পনাটা উৎপাদন এবং উৎপাদন-শীলতাকে ভিত্তি করে একটা গঠনমূলক অর্থাগ গড়ে তুলবে এবং উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশকে ফলপ্রসূ করতে দক্ষতা ব্যবহারের বিষয়টিকে আরও বাস্তবানুগ করবে। এ সি ডি সি নতুন দুটি 'সেক্টরাল স্কিম' প্রবর্তন করার পরিকল্পনা করছে। একটি অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ অন্যটি উল প্রক্রিয়াকরণের ওপর। তার ফলে প্রধানত পরিসংখ্যান শ্রেণীর মানুষদের সুবিধা হবে। মাননীয়মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে বর্তমান পরিবর্তিত অর্থনীতির যুগে সমবায় বিপ্লবের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত দেশের মোট লোক সংখ্যা এলাকার শতকরা ৭০ ভাগ অংশে সমবায়ই হল একমাত্র সমাধান সূত্র। কৃষির ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্প্রসারণের সাথে "ভার্টিকেল" অথবা "পাবলিক সেক্টর" কোনটাই তুলনীয় নয়। সদ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের এখনও অব্দি কৃষি অর্থনীতির পরিকাঠামো বদলাতে পারে এই সমবায়। এন সি ডি সি, কৃষি অনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচির দায়িত্ব স্বীকার করে উৎপাদনোত্তর পরিষেবা প্রসারের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে ঋণী ও পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত এর ক্রমবর্ধিত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৩,৯৯৭ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে এন সি ডি সি'র কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ৪০০ কোটি টাকা এই সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এই আর্থিক বছর গ্রামীণ এলাকায় বহুল বিস্তৃত ও ব্যাপক অর্থনৈতিক কার্যকর্মের প্রসার ও উন্নয়নে সাহায্য করবে। পরিমিত বাজেট বরাদ্দের প্রেক্ষিতে আর্থিক বাজার থেকে সম্পদ আহরণের নতুন পথ ও উপায় নির্ধারণ করার জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এন সি ডি সি-কে উৎসাহব্যঞ্জক সুপরামর্শ দিয়েছেন। নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) উন্নয়নমুখী অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির কথা ভেবে এন সি ডি সি'র ১৯৯৭-৯৮ সালের কার্যসূচিতে যে বিষয়গুলি পরিকাঠামোগত গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলি হল মূল্যোত্তর সুবিধাগুলির শক্তি বৃদ্ধি, গুদাম এবং হিমঘর সহ বর্তমান বিপণন এবং প্রকরণ ব্যবস্থার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার হয় এবং কৃষি উপকরণের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও বণ্টন। ৪০০ কোটি টাকা মূলধনী বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি প্রকরণ ক্ষেত্রে ৪২ শতাংশ, দুর্বলতর শ্রেণীর উন্নয়ন খাতে ১৮ শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য অবশিষ্টাংশ ব্যয় করা হবে। আয়কর প্রদান করা থেকে এন সি ডি সিকে অব্যাহতি দেবার বিষয়টিও মিটিংয়ে আলোচিত হয়। পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের মত অনগ্রসর অঞ্চলের সমবায় কার্যক্রমের ওপর এন সি ডি সি'র ভিন্নতর সুদ ধার্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর সরকারি সমর্থন আদায় প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব উঠেছিল। শ্রী মিশ্র আরও জানান যে বর্তমান সমবায় কার্যধারা ও আইন সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পক্ষপাতী। আর এখনকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমবায়কে নির্ভরযোগ্য করে গড়ে তোলাই হল এর উদ্যমী লক্ষ্য।

সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অবস্থান নির্ণয় করে মাননীয়মন্ত্রী বলেন, যেহেতু সভ্যদের স্বার্থ এবং ব্যবসায় স্বার্থ উভয় দিক বিবেচনা করেই কাজ করতে হয় তাই সমবায়ের কার্যাবলী বেশ কঠিন। তিনি বলেন উদ্যানপালন, রেশম গুটির চাষ, গবাদী পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান সহ কৃষির বহুমুখীকরণই আমাদের অগ্রাধিকারের মূল ক্ষেত্র। এই প্রেক্ষাপটে সমবায়গুলি উৎপাদন এবং বিপণনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রক্ষার ভারসাম্য বজায় রাখবে — এ প্রত্যাশা আমাদের অবশ্যই থাকবে।

ভাষান্তর : প্রদীপরঞ্জন দাস

দীর্ঘায় সবরকম সুযোগ-সুবিধা সহ

হলিডে হোম বুকিং ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা :

সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড

প্রযত্নে : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

প্রধান কার্যালয়

৪, গঙ্গাধরবাবু লেন, ৫ম তল

(বহুবাজার ফিরিঙ্গি কালীমন্দিরের কাছে)

কলিকাতা - ৭০০ ০১২, ফোন : ২২৫-২৫২৪

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই ভূখণ্ডের মহামিলনে তিন বছর আগে (২৯-০৪-১৯৯৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায় শাখা সংখ্যা	আদায়ী মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম লগ্নি	নীট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-)০.৪২
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৭২.১৫	(+)২০.৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৩৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(+)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, ভদ্রীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দান করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণাল কান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মহীন্দ্র নাথ জানা
সভাপতি

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of Interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines
as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-Investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি ভাঁই সি রোড (৭ম তল), কলিকাতা-

দূরভাষ : ২৩৪-৬১৬১/২৩৬-৫৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সমিতির মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের পুষ্ট প্রজনন লালন পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির জন্য বিমা প্রকল্প ◆ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সবিস্তার সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় মুক্তা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

ঠ্যা, কোকিল বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
63-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

BHANDAR ■ Regn. No. 5451/62 ■ June -97 ■ Vol. XXXV ■ Postal Regd. No. WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৪১৭/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

বীরেন্দ্রনাথ দেব
চেয়ারম্যান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অধীন রত ৩৫৩ [illegible] সুভাষ রোড (৮ টি[illegible]), কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত এবং অরবি প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিকাতা [illegible] থেকে মুদ্রিত। [illegible] এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

জুলাই ১৯৯৭

এই সংখ্যায় থাকছে

শীর্ষ আবাসন ও প্রাথমিক সমবায়ের ঋণ হিসাবে সুসমন্বয় প্রয়োজন ● অমিয় মজুমদার

তুতুনের সমবায় ভাবনা ● সুবীরকুমার ব্যানার্জি

গ্রাম উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা ● অজিতকুমার গাঙ্গুলি

ও

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/$_8$শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আয়ন্ত সর্বত্র স্বাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুভস্য বিশ্বে : শুভক বিশ্বের লোক। বেলাহন্ : আমি জানি

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

জুলাই ১৯৯৭

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

শীর্ষ স্বায়ত্তশাসন ও প্রাথমিক সমবায়ের
ঋণ হিসাবে সুসমন্বয় প্রয়োজন : অমিত মজুমদার

তুতুনের সমবায় ভাবনা : সুবীরকুমার বাজাজি

সমবায় পরিদর্শকের ডাইরি থেকে : কল্পনা দাস

চিলির বিকল্প : ড সুকোমলচন্দ্র সেন

গ্রাম উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা : প্রভিতকুমার গাঙ্গুলি

দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায় : শ্রীচিত্র জানা

পুরানো সেই দিনের কথা

সমবায় সমাচার

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

শত্রু হয় হোক না, যদি
সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ,
তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্ — ভণ্ড যে —
তাহারে দূর করিয়ে দে —'

□ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৮৬৩ মৃত্যু : ১৭ মে, ১৯১৩

- বাঙালীর কাছে পরিচিত ডি এল রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) একটি অবিস্মরণীয় নাম। কবি ও নাট্যকার ডি এল রায়-এর পিতা কার্তিকেয় রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি ইংরেজিতে এম এ পাস করে বিলাতে যান। বিলাতে যাওয়ার জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। বিলাতে থাকাকালে ইংরাজি সঙ্গীত এবং ইংরাজি রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ইংল্যান্ড থেকে তাঁর ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ 'The Lyrics of Ind' প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার আগে বাংলা গানের বই 'আর্যগাথা' (১ম ভাগ) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে।
- সঙ্গীত ও কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করলেও দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি নাট্যকার এবং হাসির গানের গীতিকার। তাঁর কাব্যগ্রন্থ সঙ্গীত সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল আষাঢ়ে, মন্ত্র, হাসির গান, আলেখ্য প্রভৃতি।
- নাটকের মধ্যে প্রহসন জাতীয় নাটক হ'ল কল্কি-অবতার, বিরহ, পুনর্জন্ম প্রভৃতি। সীতা, তারাবাঈ তাঁর নাট্যকাব্য। প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক।
- বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকটি আমাদের দেশে স্বদেশ আন্দোলনের যুগ। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীর স্বদেশানুরাগ তখন প্রকাশের মাধ্যম খুঁজছিল। রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকে সেদিন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালী দর্শকরা প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে জাতীয় বীর বলে স্বীকার করে নিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই ঘটেছিল এই জাতীয় ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।
- দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সাফল্যের প্রধান উপকরণ ছিল তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশভক্তি এবং মনোরম কবিত্বপূর্ণ সংলাপ। এই ভাষার দ্বারাই দর্শকদের মনকে অনায়াসে উদ্দীপ্ত করা সম্ভব হ'ত, নাটকও হয়ে উঠত মঞ্চ সফল।
- তবে এই কবিত্বপূর্ণ সংলাপ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অনেকক্ষেত্রে সার্থক করলেও সর্বাংশে তা গ্রহণীয় হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যধিক ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস নাটকের বাস্তব রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই সামান্য কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলাল আজও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার এবং তাঁর নাটকের অভিনয় সাফল্য যেকোন নাট্যকারের কাছেই ঈর্ষণীয়।

(এ কে জি)

☆ সমবায়ের মজবুত ভিত তৈরি করতে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে মুখ্যত সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার এবং মানসিকতা সৃষ্টির জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়।

প্রতিটি সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাভ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সমবায় শিক্ষা তহবিল খাতে সময়মত জমা দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনে বাধ্যতামূলক।

অধিকন্তু ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলীর ৭১ নং ধারায় বর্ণিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হওয়া এবং সে-জন্য সদস্যপদভুক্তি ও সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের নির্ধারিত চাঁদা সময়মত জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

১৯৯৬-৯৭ সালে সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে অনুদানের সাহায্যে সমবায়ী এবং সমবায় ক্ষেত্রে কর্মচারিগণের জন্য ২২টি প্রশিক্ষণ প্রকল্প, তাছাড়া বিভিন্ন সমিতির ১৭,৭৩৬ জন সাধারণ সদস্য ও ১৯৮১ জন পরিচালক পর্ষদ সদস্যের জন্য সমবায় শিক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিটি জেলায় সমবায় শিক্ষা তহবিলের আনুকূল্যে স্থানীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমবায় বিষয়ে বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ছাত্রসমাজকে উৎসাহিত করুন। সমবায় মুখপত্র মাসিক 'ভাণ্ডার'-এর গ্রাহক হোন। সমবায় ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক রচনা ভাণ্ডারে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করুন। ভাণ্ডার প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথমার্ধে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সাধারণ মানুষের সুস্থ সাবলীল জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনায় সমবায় একটি শক্তিশালী সার্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক।

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

সম্পাদকীয়

উদার অর্থনীতি ও সমবায় কৃষিঋণ

বিগত কয়েক বৎসর ধরে ভারতে উদার অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাস্তবতারহিত জটিল নিয়মনীতির সরলীকরণের জন্য ক্রমশ সোচ্চার মতামত প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও কোন্ কোন্ নিয়মনীতির শিথিলীকরণ প্রয়োজন-তা এখনো পূর্ণভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকার জন্য এক-একটি বিষয় উঠে আসছে এবং পরিবর্তন, সংশোধন বা সরলীকরণ ঘটানো হচ্ছে।

সমবায় ক্ষেত্রেও অনেক দাবি আছে। সমবায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কৃষিঋণ-দান বিভাগে। এ-বিভাগেও নিয়মনীতির শিথিলীকরণ বা সরলীকরণের কথা ভাবা যেতে পারে। বর্তমানে দেশে ২৮টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, ৩৬১টি জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং প্রায় ৯১,১০০টি প্রাথমিক কৃষিঋণ-দান সমিতি কৃষিঋণ সরবরাহ করছে। নাবার্ড থেকে কৃষিঋণ পেতে গেলে - কৃষিঋণ আবেদনপত্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। এই নিয়মটি শিথিলযোগ্য। ব্যাঙ্ক কর্তৃক লগ্নীকৃত স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণের অনেকটা অংশ আসে সুবিধাজনক সুদের হারে নাবার্ড থেকে। পর্যাপ্ত আমানত থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক নাবার্ড প্রদত্ত সুবিধাজনক সুদের হারে ঋণ দেবার মত আর্থিক সঙ্গতির অধিকারী নয়। ফলে ব্যাঙ্কগুলি আমানতের অনেকটা অংশ সরাসরি উৎপাদনমুখী উদ্যোগে নিয়োগ করতে পারে না। নাবার্ড-এর ঋণ প্রকল্পের উপর নির্ভর করতে হয়। উদার অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত ঋণ প্রকল্পগুলির পূর্ণ সমবায়ীকরণ বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি স্থির করণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

❑

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines
as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৫৪-৪৯৩১/৩৫৪-৩৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিল্পের সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির বিমা প্রকল্প ◆ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ পরগণায় ন্যাশনাল্স কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সবিস্তার সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হ্যাঁ, বেনফিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠশীর্ষ সংস্থা।

শীর্ষ আবাসন ও প্রাথমিক সমবায়ের ঋণ হিসাবে সুসমন্বয় প্রয়োজন

অমিয় মজুমদার

আবাসন সমস্যা ও সমবায়ের ভূমিকা ঃ

সমবায় আন্দোলনে আবাসন সমবায় আজ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে গৃহসমস্যা সমাধানে মাত্র দুয়েকটি রাজ্যের বড় বড় শহরে প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হলেও মূলত ১৯৫৯-৬০ সালের পর থেকে সুপরিকল্পিতভাবে যৌথ উদ্যোগে গৃহনির্মাণ তথা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বহু পরিবার এক সঙ্গে বসবাসের জন্য সচেষ্ট হতে থাকে, অবশ্যই অর্থ লগ্নির সূত্র সরকারি পরিপোষকতায় পাওয়ার পথ খুলে যাওয়ার ফলে। জীবন বিমা কর্পোরেশন গৃহ নির্মাণের জন্য রাজ্য সমবায় আবাসন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক সমিতিগুলিকে এই ঋণ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্যে আবাসন সমবায়ের দ্রুত প্রসার ঘটে। এখন পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য শহর ব্যতিরেকে যে কোন রাজ্যের শুধু রাজধানী শহর কেন যে কোন বাণিজ্যিক অথবা শিল্প নগরীতে আবাসন সমবায়ে নির্মিত সৌকল্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫৯-৬০ সালে সারা ভারতে সমিতি সংখ্যা ছিল ৫৫৬৪, সদস্য ০.৩২ মিলিয়ন। কার্যকরী মূলধন ৫৫০ মিলিয়ন টাকা ১৯৯৫-৯৬ সালের শেষে চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে এই সমিতি সংখ্যা হয়েছে ৮৫০০০, সদস্য সংখ্যা ৫ মিলিয়ন, কার্যকরী মূলধন ৪৫০০০ মিলিয়ন টাকা। গৃহ নির্মাণে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ অপরিমেয়। সদস্যদের নিজ সঞ্চয় থেকে এই অর্থ বিনিয়োগ করা খুবই কঠিন। বিশেষত ঠিক যে বয়সে একজন সদস্য গৃহ নির্মাণে ইচ্ছুক হয় তখন তার নিজস্ব সঞ্চিত তহবিল গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে সামান্যই। সে-কারণে তাকে তার সমিতির উপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু সমিতির নিজস্ব কোন অর্থ সংগ্রহের সুযোগ নেই যা থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব। সেজন্য এই গৃহনির্মাণ ঋণ সদস্যদের তরফে গ্রহণ করে তা সরবরাহ এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা কিস্তি অনুযায়ী পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে সমিতি সংগ্রহ করে রাজ্যস্তরের আবাসন সমবায় সূত্র থেকে। এক্ষেত্রে এই প্রাথমিক সমিতির ভূমিকাটা হয়ে যায় এই শীর্ষ আবাসন সমবায়ের পক্ষে স্বীকৃত এজেন্টের মত। আর সে জন্য এই সমিতি ঋণ আদায়ের জন্য নির্ধারিত সুদের হারের সামান্য অংশে কমিশন রূপে পেয়ে থাকে। গোলাপের যেমন কাঁটা, তেমনি বিবাট অঙ্কের ঋণের বোঝা সদস্যদের তরফে গ্রহণের পর বাস্তব ক্ষেত্রে শীর্ষ সমিতির পক্ষে এই সমিতির সঠিক পরিচয় বোধহয় কমিশন এজেন্ট যদিও ঋণের কিস্তি আদায়ের একক দায়িত্বটা বহন করতে হয় প্রাথমিক সমিতির কর্মকর্তাদের যাঁরা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক পরিচয় সূত্রে প্রায় আত্মীয়ের মত পাশাপাশি বাস করছেন, সাংগঠনিক প্রয়োজনে কিস্তি আদায় তাগিদে কড়া কথা বললেও কিস্তি খেলাপি সদস্য অপমানিত মনে করতে পারেন। শুধু সমিতির স্বার্থ রক্ষার কারণেই বাড়ি-সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এসব কারণে কিস্তি খেলাপের জন্য প্রাথমিক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ ইতঃস্তত করেন। শীর্ষ আবাসন সমবায়ও এক্ষেত্রে তেমনভাবে এগিয়ে আসে না যদিও মূল ঋণদাতা তাঁরাই।

শীর্ষ সমবায় – জীবনবিমার লগ্নি ও এ রাজ্যের সমস্যা ঃ

সারা ভারতের শীর্ষ আবাসন সমিতি সংখ্যা ২৫ হলেও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকার শীর্ষ সমিতিগুলির কার্যকর ক্ষমতা নামমাত্র। তবু সংখ্যার বিচারে এই সব শীর্ষ সমিতি ছিলে ১৯৯৬ জুন পর্যন্ত ৩৭৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রাথমিক সমিতিসমূহকে লগ্নি করেছে। সমবায় আবাসন ক্ষেত্রে এখন প্রতি বছরে প্রায় ১ লক্ষ বাড়ি/ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে।

মার্চ ১৯৯৬ তে দেশের সকল শীর্ষ আবাসনের মিলিত আর্থিক চিত্রটা ছিল নিম্নরূপ ঃ

অনুমোদন মূলধন ঃ	২৮১৩.০০ মিলিয়ন টাকা
প্রাথমিক সমিতি	১৯৭৮.০০ মিলিয়ন
রাজ্য সরকার	৮৩১.০০ মিলিয়ন
গৃহীত ঋণের পরিমাণ :	৩৬৯৮২.২৭ মিলিয়ন টাকা
জীবন বিমা কর্পোরেশন	২৩৪৮৯.৭৮ মিলিয়ন টাকা
রাজ্য সরকার	১৬৬০.৩৮ মিলিয়ন টাকা
ডিবেঞ্চার	১৪২৬.০০ মিলিয়ন টাকা
প্রাথমিক সমিতির আমানত	৪৬১.৮৮ মিলিয়ন টাকা
হাউজিং	৪৪২৮.৭১ মিলিয়ন টাকা
ব্যাঙ্ক	৪৫৫৯.৭১ মিলিয়ন টাকা
অন্য সূত্র	১১০২.৭১ মিলিয়ন টাকা
গৃহ নির্মাণ ঋণ বন্টিকৃত	৪২৫৯১.১৫ মিলিয়ন টাকা
প্রদত্ত	৩৭৫০৪.৫০ মিলিয়ন টাকা

ইদানিংকালে আবাসন ক্ষেত্রে অর্থলগ্নির জন্য বেশ কয়েকটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কার্যরত। তাদের গৃহসমস্যা প্রায়সম। কোন একক প্রচেষ্টায় তার সমাধান সম্ভব নয়। ন্যাশনাল বিল্ডিং অব স্যাম্পলসের ১৯৯১ সালের হিসাব মত দেশে ঘাটতি ছিল ৩১ মিলিয়ন ইউনিট যার ১০.৪ মিলিয়ন গ্রামীণ বা মফঃস্বল এলাকায় এবং ১০.৬ মিলিয়নে ইউনিট শহরাঞ্চলে। ২০০১ সালে গিয়ে এই ঘাটতি বেড়ে ৪১.০ মিলিয়নে দাঁড়াবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রয়োজন গৃহ সমস্যার সমাধানে তাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এজন্য জাতীয় আবাসন নীতি (National Housing Project for India) গত ১৯৯৪ সালেই পার্লামেন্টে গৃহীতও হয়েছে। সমস্যা সমাধানে যথা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ সহ সরকারি-বেসরকারি চেষ্টায় এই ঘাটতি সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় তাগিদ দেওয়া হবে সমবায় উদ্যোগের ওপর এবং এই উদ্যোগ যাতে সহায় সরকারি অনুকূল পেতে পারে তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

অতএব সমবায় আবাসনের গৃহনির্মাণ প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সহজলভ্যতা সমবায় কাঠামোর মধ্যেই অব্যাহত রাখতে হবে। এই অর্থলগ্নির ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা যথা সময়ে কিস্তি মত ঋণ আদায়ে তৎপরতা না থাকার জন্য কোন কোন সমবায় এমন জটিলতায় মধ্যে নিমজ্জিত যা সেই সব সমিতির পরিচালকদের একক চেষ্টায় ছট ছাড়ানো সম্ভব নয়। অবশ্যে ঋণ প্রদানের সময় যে উদ্যোক্তা যে সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঋণ প্রদত্ত তাদের কাছ থেকে নির্মাণকালেই কিস্তি খেলাপ হচ্ছে কিনা সঠিক বিচার না করে পরের ঋণের কিস্তি দেওয়া করেছে। তার ফলে প্রাথমিক সমিতির পরিচালনায়

কিস্তি আদায়ের উদ্যোগেই শৈথিল্য এসে ভবিষ্যতের পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। ভুল হতেই পারে। সে ক্ষেত্রে সংশোধন প্রয়োজন। সমবায় নীতি বা কাঠামোকে এজন্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দায়বদ্ধতায় শৈথিল্যই কারণ বলে চিহ্নিত।

আমাদের রাজ্যে সমবায় আবাসনে আগ্রহ বেড়েছে। মফঃস্বলেও বেড়েছে। জমি ও নির্মাণ ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় একক ভাবে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করা প্রায় স্বপ্নের মত। ছোট ছোট প্লট হলেও কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে আবাসন সমবায় গঠনের প্রবণতা বাড়ছে শহর কেন্দ্রীক জনজীবনে। এই উদ্যোগে সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রয়োজন সমবায় কাঠামোর মধ্যেই অর্থ সরবরাহ সক্ষম, ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ অর্থ প্রদানী প্রতিষ্ঠান। এজন্য তো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন শীর্ষ তিন স্তরে কাজ করছে। এ কথা সত্যি তবে অস্বীকার করে লাভ নেই যে এই অর্থ সরবরাহের প্রবাহ কেন কিছুকাল রুদ্ধ হয়ে আছে। ভারতের অন্য সকল শীর্ষ আবাসন সমিতির মতই এই শীর্ষ সংস্থার মূল অর্থ সংগ্রহ সূত্র জীবনবিমা কর্পোরেশন। তবে ঋণ দেয় যথা সময়ে সে ঋণ পরিশোধের ভাবে। যে কোন কারণেই হোক এ রাজ্যের শীর্ষ সংস্থা সময় মতো সে ঋণের কিস্তি শোধে সক্ষম হয়নি। তার ফলে জীবনবিমা কর্পোরেশন নতুন ঋণ মঞ্জুরি বন্ধ করে দেয়। এ নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে শুধু বলা যেতে পারে যে জীবনবিমার ঋণ প্রবাহ হঠাৎই পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাসন সমবায় আন্দোলনে অভাবিত ধাক্কা খেয়েছে। নতুন যে সব সমিতি সংগঠিত হওয়ার সময় নিশ্চিতভাবে জমতো সমিতি রেজিস্ট্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহনির্মাণ বাবদে অনেকটাই সদস্যদের চাঁদা মত এই শীর্ষ সমবায় সমিতির কাছ থেকে পাওয়া যেত। তা না হওয়ায় নির্মাণ সম্পর্কিত পরিকল্পিত উদ্যোগ সমিতির উদ্যোগেই জটিলতার মধ্যে নিমগ্ন। সদস্যদের মধ্যে যাঁরা এই আবাস ভূমিহীনের তাঁরা বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে পড়েছেন। এ সব সমিতির এবং নতুন যে সব সমিতি গঠিত হবে তাদের মনে আশার প্রদীপ জাগিয়ে তোলার জন্য শীর্ষ আবাসন সমিতিকে নিজেদের ব্যবস্থাপনাতেও ত্রুটি, অনাদায়ী ঋণের চাপ কমানোর জন্য আন্তরিক চেষ্টার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি জীবনবিমা কর্পোরেশনেরও আবাসন সমবায়ের দুঃসময়ে সহানুভূতির সঙ্গে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা করে ঋণ দান প্রবাহকে অর্গলমুক্ত করতেই হবে। সমবায় কাঠামোয় কোন শীর্ষ সংস্থা যদি সে রাজ্যের নতুন সমবায় আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরে পুরোপুরি অসমর্থ হয়ে পড়ে অথবা কোন কোন সমিতির ক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে প্রকল্প ঋণের মঞ্জুরি সত্ত্বেও মধ্যপথে কিস্তি মত ঋণ সরবরাহে অক্ষম হয়ে পড়ে তবে সামগ্রিকভাবে আবাসন সমবায় আন্দোলন বিশ্বাসভঙ্গজনিত কারণে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। তারই সুযোগ নিয়ে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি প্রকট দেখা দেয়। আমাদের রাজ্যেও এমনটা যে ঘটেছে তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

অতি সম্প্রতি জাতীয় সমবায় আবাসন সংস্থাও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন সংঘের যৌথ উদ্যোগে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের আবাসন সমবায় আন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সুপরিকল্পিত আলোচনাচক্র কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে পূর্বাঞ্চলের সমবায় আবাসনের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান ও সম্ভাব্য যুক্তিনির্ভর সমাধান বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। যদিও এই সব প্রস্তাব রূপায়ণে নীতিগত ভাবে সেখানেই আমার আলো আমরা দেখেছিলাম যা মূলত এ রাজ্যের স্বার্থবাহী। বেশ কয় বছরের রুদ্ধ প্রবাহ উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে জুন মাসে। জীবনবিমা কর্পোরেশন যদি সহানুভূতির সঙ্গে তাদের ঋণ সরবরাহ মঞ্জুরির আশ্বাস এ রাজ্যের শীর্ষ সমবায় সংঘকে দেওয়ার কথা বিবেচনা করে থাকে তবে অবশ্যই তা এ রাজ্যের সমবায় গৃহনির্মাণ উদ্যোগকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করবে।

শীর্ষ সমবায় ও প্রাথমিক আবাসন সমবায়ের সুসমন্বিত সম্পর্ক প্রয়োজন ঃ

এই প্রসঙ্গে শীর্ষ আবাসন ব্যবস্থাপনার কর্মধারায় কিছু প্রয়োজনানুগ প্রশ্নাবলির ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস সম্ভব কিনা আমরা ভেবে দেখতে পারি। অর্থপ্রদায়ী সংস্থার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তহবিল সংগ্রহ, মজুত ও প্রয়োজনানুগ সরবরাহের ব্যাপারে অব্যাহত দায়। এ তহবিল সংগ্রহের উৎস যখন দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে মূলত জীবনবিমা এবং সম্ভাব্য হাডকো অথবা ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্কিং সূত্র ও স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজনে নির্দিষ্ট শর্ত ভিত্তিক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ঋণ প্রদায়ী সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ তখন সেই মঞ্জুরিকৃত গৃহীত ঋণ কিস্তি মোতাবেক পরিশোধই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। সেজন্য শীর্ষ আবাসন তার এলাকে সংগৃহীত ঋণ সদস্য সমিতিকে সরবরাহ করার সময়ই ওয়াসুলের আদায়ের ওপর গুরুত্ব দেয়। তবে এই কিস্তি আদায়ের তৎপরতা প্রথম দিকে তেমনভাবে কঠোর অনুশাসনে পালিত হয় না। অতীতে এমনও দেখা গেছে ঋণ মঞ্জুরির সময়ে শীর্ষ সমবায় যে সব অবশ্য দেয় বাবদ বিবিধ খাতে অর্থ অবশ্যই পূর্বাহ্নে জমা দেওয়া প্রয়োজন তা নগদে গৃহীত হওয়ার পরিবর্তে মঞ্জুরিকৃত ঋণের প্রথম কিস্তির থেকে কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সমবায় সমিতির নির্মীয়মান বহুতল বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরের কিস্তি দাদনের সময় আদায়যোগ্য সুদের অর্থও যদি সংশ্লিষ্ট সমিতি শর্ত মত পূর্বাহ্নে জমা না দিয়ে থাকে তাদের পীড়াপীড়িতে কিস্তি থেকে সুদের টাকা কেটে রেখে পরের কিস্তি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সহানুভূতি কিন্তু শৈথিল্য বলেই বিবেচিত হওয়া উচিৎ। কারণ প্রথম থেকেই দৃঢ়তা না দেখালে শেষ পর্যন্ত ঐ সমিতি নিশ্চিত অনাদায়ের বিপাকে পড়বেই।

অনাদায়ী সহায়তার সঙ্গে হিসাব রক্ষণে সমন্বয় জরুরি ঃ

আমরা জেনেছি শীর্ষ আবাসন ইতিমধ্যে প্রদত্ত ঋণের অনাদায়ের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আদায়ের জন্য বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করেছে এবং 'Recovery Cell' জোরদার করেছে। এই সেলের নাম 'Recovery & Reconciliation Cell' রূপে পরিচিত হলে শীর্ষ সমবায় ও প্রাথমিক সমিতির মধ্যে সুদৃঢ়বদ্ধ যোগসূত্র প্রথম থেকে গড়ে উঠতে পারে। শুধু সময়মত শীর্ষ আবাসনের কিস্তি আদায় অথবা অনাদায়ী খেলাপি কিস্তি আদায়ই নয়, নিয়মিত প্রতিটি ঋণ গ্রহীতা সমিতির হিসাবের সঙ্গে শীর্ষ আবাসনের ঋণের হিসাব মেলাবার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিটি সমিতিকে বাধ্য করা উচিৎ তারা যেন প্রতি কোয়ার্টারের শেষে তাদের ঋণের হিসাব মিলিয়ে নেয়। শীর্ষ আবাসনের জনবল যথেষ্টনয় সত্যি কিন্তু 'প্রোকরমা স্টেটমেন্ট' মারফৎ এই হিসাব-সমন্বয় চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এবং সেই কর্মে সমিতিকে অবশ্যই খেলাপি সদস্যদের নাম ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। শীর্ষ আবাসন সমবায়ের এই Recovery & Reconciliation Cell যদি স্থাপনো সতর্কীকরণ নোটিসে সমিতির নাম ও খেলাপির সদস্য

নামে ও খেলাপি ঋণ ও কিস্তি শূন্যস্থান পূরণ করে কিছু কিছু চিঠি ছাড়ে তবে মনে হয় প্রাথমিক সমবায় উপকৃত হবে। এই ছাপানো ফর্মও কিনা যারে সাস্পিষ্ট সমিতিসমূহকে ঋণ দাদনের সময়ই বিতরণ করা থাকলে সমিতির দায় থাকবে 'কোয়ার্টারলি স্টেটমেন্ট' পাঠানোর সময় খেলাপি ঋণী সদস্যদের সম্পর্কিত সকল তথ্য সংবেলিত করা। সেক্ষেত্রে সেগুলি পাওয়ার পর শুধু শীর্ষ আবাসন অফিস থেকে খেলাপি সদস্যের নামে সরাসরি সতর্কীকরণ নোটিস পেলে সেই সদস্য সহজেই বুঝবে প্রাথমিক সমিতি তার ঋণ আদায়ের এজেন্ট মাত্র, মূল উত্তমর্ণ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন যাকে সহজে উপেক্ষা করা যাবে না। এই সাহায্যটুকু পেলে প্রাথমিক সমিতির প্রশাসনিক ব্যয় ও দায়িত্ব অনেকাংশে লাঘব হয়। ইতিপূর্বে শীর্ষ আবাসন ও প্রাথমিক সমিতির ঋণের হিসাব রক্ষণের নিবিড় সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হলেও সেসব সমিতির হিসাব বহুদিন সমন্বয়ের অভাবে জটিলতার মধ্যে পড়েছে তাদের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শীর্ষ আবাসন ও সংশ্লিষ্ট সমিতির কর্তৃপক্ষের অভ্রান্তাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে হয়। কিছু কিছু সমিতির পরিচালকরা এই দুরূহ কাজকে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন শীর্ষ আবাসনের অফিস কর্মীদের সহযোগিতায় এবং সমিতিস্তরে হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে দক্ষ ও কুশলী হিসাবশাস্ত্রীর নিবিড় পরামর্শে। একাজে নিশ্চয়ই সেসব সমিতির বাড়তি অর্থ ব্যয় হয়েছে কিন্তু বকেয়ার জট ছাড়ানো সম্ভব হয়েছে। শীর্ষ আবাসন সমবায় যদি এই অতিপয় কুশলী হিসাবশাস্ত্রীর নাম-ঠিকানা তাঁদের অফিসে একটা 'প্যানেল' করে অন্য সমিতির গোচরে আনেন তবে অন্য ইচ্ছুক সমিতিও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট সাম্মানিক অর্থের বিনিময়ে জটিল কাজকে সহজ করে তুলতে পারেন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এই প্রদেয় অর্থের কিছু অংশ শীর্ষ সমবায়, প্রাথমিক সমিতির সঙ্গে ভাগ করে নিতে সম্মত থাকেন। অন্তত শীর্ষমেয়াদে শীর্ষ সমবায় অংশগত মূল বিনিয়োগের স্মারক স্বরূপ।

ঋণ মঞ্জুরি ও দাদনে নজরদারী ঃ

আবাসন সমবায়ের গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে মূলত বহুতল অট্টালিকায় এক একটি ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিকানা যদিও সমিতির ব্যক্তি সদস্যদের, বাহ্যত অবিভাজ্য সমগ্র এলাকাই সমবায় সমিতির যৌথ মালিকানায়। বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে সেজন্য প্রথম থেকে প্রতিটি সদস্যের নির্মাণব্যয় সদস্যদের নির্ধারিত পরিচালকমণ্ডলের নির্দিষ্ট অনুপাতিক হারে অগ্রিমের কিস্তি আদায়ের দিকে যেমন জোর দিতে হবে তেমনি শীর্ষ আবাসন তাদের মঞ্জুরিকৃত ঋণ দাদনের সময়ে অবশ্যই জেনে নেবে যেসব সদস্যদের ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর করেছিল তারা সেই অংশের বাবদে গৃহীত ঋণ কিস্তি বিষয়ে অগ্রসর আছেন কিনা এবং ইতিমধ্যে প্রদেয় সুদ সমিতিতে জমা দিয়েছেন কিনা। কারণ এমন সম্ভাবনা তো থাকতে পারে তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম পর্যায়েই প্রাপ্তির ঋণ গ্রহণের অনিচ্ছা জানানো সত্ত্বেও সমিতি তা শীর্ষ আবাসনকে না জানানোর ফলে সেই ঋণের কিস্তি তাদের নামেই প্রদত্ত হয়েছে এবং সেই টাকাও নির্মাণের কাজে লাগানো হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ঋণের মূলকিস্তি আদায়ের সময় কোথা থেকে তা পরিশোধ করা হবে? হয়তো অন্য এক সদস্যের কাছ থেকে একবালীন অধিক পরিমাণ নির্মাণ ব্যয় পেয়ে তা থেকে সমিতি ঋণের কিস্তি শোধ করে নিজেদের প্রাপ্য মঞ্জুরিকৃত ঋণপ্রবাহ অব্যাহত রাখার সুযোগ নিচ্ছে। এর ফলেই ভবিষ্যতে অনাদায়ের প্রবণতা বাড়ে এবং জটিলতারও উপস্থিতি হয়। এ সব কারণেই শীর্ষ আবাসনের তরফে নির্মাণকালীন সময়ে মঞ্জুরিকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন যা Supervised Credit বলাই ভালো। শীর্ষ আবাসন সমবায়ের তরফে পৃথক দুটি মুখ্য বিভাগ যথা (investment) এবং আদায় (recovery) উভয়ের নিবিড় সমন্বয়ই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে এবং তা সম্ভব প্রাথমিক সমিতির সদস্য প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণ সরবরাহ ও আদায় সংক্রান্ত হিসাবে রক্ষণ পদ্ধতি শীর্ষ আবাসন ও সংশ্লিষ্ট সমিতি সমূহের সুসমন্বয় গড়ে তোলার মাধ্যমে।

নতুন সমবায় গঠন মাত্র যোগাযোগ স্থাপন ঃ

শীর্ষ আবাসন সমবায় ফেডারেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের গৃহনির্মাণ ঋণ সরবরাহে সহায়তা করা এবং তা সেই সমিতি আইনবদ্ধভাবে সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। সেজন্য শীর্ষ সমিতির অফিসে এই সব সমিতি রেজিস্ট্রি হওয়া মাত্র সংবাদ সরাসরি পৌঁছনোর সুযোগ থাকলে শীর্ষ সমবায়ের পক্ষে ঐ সব সমিতির সঙ্গে ব্যবসায় প্রসারমুখী সংযোগ স্থাপন করা সহজ হয়। এজন্য আঞ্চলিক সহ-নিয়ামক অথবা কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার ভারপ্রাপ্ত সমবায় উপনিয়ামক (আবাসন) অফিসে প্রতিটি আবাসন-সমিতির রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্রের বিচার-বিবেচনার পর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাঠানোর সময় অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে যে ইনফরমেশন লেটার পাঠানো হয় তার একটি নকল শীর্ষ সমবায় আবাসন অফিসে পাঠানোর ব্যবস্থা থাকলে শীর্ষ আবাসন সমবায় ঐ সংবাদ পাওয়া মাত্র ঐ সব সমিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। একাজে সময় ও পরিশ্রম লাগে সামান্য কিন্তু আনুষ্ঠানিক সংযোগ ঘটে অতিশীঘ্র। চিঠির বয়ান তো ছাপানই থাকবে। সহ/উপ-নিয়ামক অফিস থেকে ইনফরমেশন লেটার পাওয়া মাত্র যদি শীর্ষ আবাসন সমবায় অফিস থেকে নব রেজিস্ট্রিকৃত আবাসন সমিতির অফিসের ঠিকানায় সদস্যদের গৃহ/ফ্ল্যাট নির্মাণ সহায়ক ঋণ সংক্রান্ত খেলাপি পাওনার আশ্বাসবাহী চিঠি পৌঁছয় তবে ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক হবার আন্তরিক বলে মনে হবে। শীর্ষ আবাসন সমবায়ের ব্যবসায়িক প্রসার প্রয়োজনে এর মূল্য কম নয়।

গ্রুপ ইন্সুরেন্স কভারেজ অতিরিক্ত ঋণ ঃ

একথা সত্য শীর্ষ আবাসন প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণের কিস্তি বিমাকৃত। ঐ বয়স পার হলেই ঋণ গ্রহীতাকে বকেয়া ঋণ পুরোটা পরিশোধ করতে হয় অথবা সেইজন্য অন্য ব্যক্তিকে গ্যারান্টার রূপে সাথিল করতে হয়। এ নিয়মের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা ঐ বয়সে পৌঁছনো পর্যন্ত গৃহীত ঋণের পূর্বের সকল কিস্তি ঠিকঠিক সময়ে শোধ দিয়ে এসে থাকেন তবে ঠিক ঐ বয়সে পৌঁছনোর পরই গ্যারান্টার দেওয়ার কথা উঠবে কেন? কেনই বা গ্যারান্টার নিজের উপার্জনক্ষম ছেলে তো ইতিমধ্যে খণ্ডিত পরিবারের একজন রূপে হয়তো অন্য কোন আবাসন সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে পৃথক ফ্ল্যাটের নির্মাণের জন্য অর্থপ্রদানী সংস্থা থেকে ঋণ সংগ্রহ করে থাকতে পারে। তা ছাড়া ৬৫ বৎসরের পর সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার দেনাশোধের আয়ের পরিমাণটা হয়তো দেখা যাবে ঋণগ্রহণ সময়ে তাঁর মাসিক আয়ের পরিমাণের থেকেও বেশি। তবে এসব নিয়ে জীবন বিমার ঝুঁকি সংক্রান্ত সঙ্গে বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

শেষ কথা, শীর্ষ আবাসন সমবায়ের সাংগঠনিক সংযোগ ভিত্তি রাজ্যের আবাসন সমবায়ের

অগ্রগতি অনেকটাই ব্যাহত হবে। সমবায় আবাসন সমিতিগুলিরই সামগ্রিক স্বার্থে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক দৃঢ়তা তথা ব্যবসায়িক সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখায় সহায়তা করা উচিৎ রাজ্যের প্রাথমিক সমিতিসমূহের। প্রাথমিক সমিতির পর্যায়ে নানা ধরনের অসুবিধা আছে যে সব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবু প্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদানে জটিলতা :

সমবায় আইনে সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যদের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়ের উল্লেখ আছে। যে সব ফ্ল্যাটের মূল্য ৩.৫০ লক্ষ টাকার বেশি হয় সে ক্ষেত্রেই দলিল সম্পাদনের বাবদ বাড়তি মূল্য ভিত্তিক স্ট্যাম্প দিতে হবে। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই মূল্য নির্ধারনের অধিকার সমবায় সমিতির নেই। স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়ের ভার যে দপ্তরের তাঁরা নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক প্রতি বর্গফুট ধরে যে মূল্য ধার্য করে থেকেন সেই মত স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে স্বভাবতই এ নিয়ে সদস্যদের মনে সমবায় সমিতির কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে অথচ তাদের কিছু করার থাকে না। এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ বোধহয় এই আইনগত ছাড় যদি ফ্ল্যাটের পরিধি বা এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট হয় তবে বিতর্ক থাকে না। যেমন সাড়ে সাতশো বর্গফুট এলাকা বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ছাড়। পরের ধাপে আরেকটি সীমা পর্যন্ত ২৫% দেয়, তার পরের ধাপ ৫০% দেয়, পরের ধাপ ৭৫% দেয়, তারপর অতিবৃহৎ ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে কোনও ছাড়ই থাকবে না। ফ্ল্যাট সমূহের নির্দিষ্ট এলাকাকে তো বেরোতে হবে না। স্ট্যাম্প ডিউটিও নির্ধারিত ছাড়েই আদায় করায় কোন অসুবিধা থাকে না। অবশ্য এই নিয়ম চালু করতে হলে অবশ্যই সারা রাজ্যের শহরাঞ্চলকে ভৌগোলিক বিচারে ভাগ করতেই হবে। কলকাতা মেট্রোপলিটান এরিয়ায় অবস্থিত সমবায় নিকেতনের ফ্ল্যাটের এলাকা স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়ের বিচারে অবশ্যই অন্য কোন জেলা বা মহকুমা বা মফঃস্বল শহরের সঙ্গে সমিতির ফ্ল্যাটের এলাকার সঙ্গে সমভাবে তুলনীয় হবে না। সে সব ক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য ফ্ল্যাটের এলাকার মাপ আনুপাতিকভাবে বৃহত্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এমনতর ব্যবস্থা হলে হৈত সিদ্ধান্তগ্রহণ বিতর্ক থেকে সমবায় সমসারা রেহাই পাবে।

সদস্য অনুমোদন সহজতর হোক।

অনেক সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহ/উপ-নিয়ামকের সম্মতির যে নিয়ম আছে তা নিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ অকারণ প্রশ্নের সম্মুখীন হন সমিতিস্তরে অযথা বিলম্ব হওয়ার কারণে। সদস্যপদের নিয়ম মাফিক গ্রহণের সঙ্গে সেই ব্যক্তির ফ্ল্যাট পাওয়া। নির্মাণ কারণে অর্থপ্রদানী সংস্থা থেকে ঋণসংগ্রহ প্রভৃতি জড়িত থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কোন কোন সময় নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ সংস্থাও জড়িত। এজন্য এমন আইনগত ব্যবস্থা কি রাখা যায় না যা দ্বারা নির্দিষ্ট সীমাভিত্তিক এই সম্মতিদান কার্যকর হতে পারে। সেই সময় পার হলে ধরে নিতে হবে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

প্রতিটি সমবায় আবাসন সমিতি রেজিস্ট্রির পর নির্মাণ কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক হারে তাদের ফ্ল্যাট নির্মাণ ব্যয় পূরণের জন্য নির্মাণ প্রকল্পভিত্তিক বিনিয়োগের যে কিস্তি পরিচালক বোর্ড নির্ধারণ করবে তা যাতে কোন সদস্য খেলাপ না করে তার ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে। কিস্তি খেলাপ মাত্রই দৃঢ়তার সঙ্গে আদায়ের ব্যবস্থা নিতেই হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপের ক্ষেত্রে সহানুভূতিহীনভাবে তাকে সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের উদ্যোগ না নিলে সমিতির নির্মাণ প্রকল্প জটিলতার মধ্যে পড়তে বাধ্য। এক্ষেত্রে সামান্য দুর্বলতা প্রদর্শন সমবায় সমিতির বুকে কুঠারাঘাত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পরিচালকবৃন্দকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। নিজেদের কেউ কিস্তি খেলাপ করলে অন্যের ওপর কঠোর হওয়া যায় না।

সমবায় সমিতির স্তরে হিসাবে রাখাটা খুবই জরুরি। নিজেদের পক্ষে নিয়মিত হিসাবের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত কুশলী হিসাব রক্ষককে সপ্তাহ ভিত্তিকভাবে উপযুক্ত সাম্মানিক বিনিময়ে বিনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। এ বাবদে যে খরচ তার সবাই চাঁদা দিয়ে বহনে বাধ্য থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকের দিন বোধহয় গত।

সৌজন্যবোধ সর্বাগ্রগণ্য মূল্যে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। সুজন-সম্পর্ক। ছোট হোক, বড় হোক আবাসন সমবায় বৌথ পরিবারের মত। নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সকলের মেজাজ, সহবৎ এক রকম থাকে না। তবু যে পারস্পরিক উত্তাপ কখনো-সখনো দেখা দেয় তা আবার স্বাভাবিক নিয়মে বাষ্প হয়ে মিলিয়েও যায়। কিন্তু আবাসন সমবায়ে পরিণত বয়সে সদস্য হয়ে এসে পাশাপাশি বাস করার সময় নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা তখনই স্থায়ী হবে যদি পারস্পরিক সৌজন্যবোধে ঘাটতি না থাকে। সদস্যদের মধ্যে অনেকেই দায়িত্ব গ্রহণে বিমুখ, তা বলে যাঁরা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের সামাজিক ব্যবহারেও যদি কর্তৃত্বের ভাব বা সৌজন্যহীনতা প্রকাশ পায় তা আর্থিক হিসাব-পরিসংখ্যানে বলিষ্ঠ সমবায় বলে বিবেচিত হলেও আদর্শগতভাবে দীন বলেই পরিচিত হবে। আজকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহসমস্যা সমাধানে সমবায় আবাসনের বিকল্প নেই। সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ যেমন খুঁজতে হবে শহরাঞ্চলে বিশেষ করে। সমবায় আবাসনে বসবাসের মানসিকতার নিজেদের উজ্জীবিত করতে হবে। সমস্যারা সহৃদয় সহায়ক না হলে পরিচালকবৃন্দ শুধু বিরক্তি বোধ করেন। তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। হয়তো এ সবেরই জন্য অবসাদগ্রস্থ মন সৌজন্য প্রকাশেও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। সদস্যরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যদি তাদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ নিয়ে সহায়তা করে তবে সমিতির আর্থিক বুনিয়াদসহ সামগ্রিক সাফল্য অর্জিত হবে। ❑

শারদীয় ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের হার		
বিশেষ পৃষ্ঠা	—	৮০০ টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	—	৬০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	—	৪০০ টাকা

গ্রাহক চাঁদা		
প্রতি সংখ্যা	—	৫ টাকা
শারদীয় সংখ্যা	—	৩০ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা	—	৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	—	৬০০ টাকা

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET *NEAR NEW MARKET* *&* *Govt. Food Dept.*	**HAZRA ROAD** *NEAR* **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** *OPPOSITE* ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. *Opposite* **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** *Under* **Bijan Setu**

HATIBAGAN *Near* **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA 700 026

PHONE :475-5566 475-2390

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য ঃ

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্তু ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫১৭. স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট ঃ

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশে ঋণ, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। বামপুরহাট, রোলপুর, দাঁইথিয়া ও সুবলপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

তুতুনের সমবায় ভাবনা

সুধীরকুমার ব্যানার্জি

বাজারে যাবার পথে তুতুনের বাবার সঙ্গে অমূল্যকাকার দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে অমূল্য, চললে কোথায়"? অমূল্যকাকা জবাব দিলেন "কো-অপারেটিভে যাচ্ছি, কাল বিকেলে শ্যানল বললে কো-অপারেটিভে ভাল চাল এসেছে।" এই 'কো-অপারেটিভ' কথাটা তুতুন এর আগেও বেশ কয়েকবার শুনেছে। নন্টুর মা একদিন নন্টুকে বলছিল, 'কিরে নন্টু, তুই এখনো বসে আছিস? তাড়াতাড়ি যা, কো-অপারেটিভ থেকে বিস্কুট আর চানাচুরটা নিয়ে আয়, আমি তো চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি।' মিঠুর কাকাও একদিন মিঠুকে একটা চেক বইয়ে বলেছিল "মিঠু, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে এই টাকাটা তুলে আনিস, আজ বিকেলে তোকে নিয়ে বইমেলায় যাব।" রাস্তার জ্যাম-জট এড়াতে মিঠুরা হাওড়া থেকে ফলি নদী পরিবহণ সমবায় সমিতির লঞ্চে চাঁদপাল ঘাট, সেখান থেকে ট্যাক্সিতে বইমেলা গেছিল। গত রবিবার তুতুন পিঙ্কির বাড়িতে অঙ্কের বই আনতে গিয়েছিল। পিঙ্কির মা তুতুনকে আর পিঙ্কিকে মিক্সড চাউমিন খেতে দিয়েছিল। ওরা চাউমিন খাচ্ছে, এমন সময়ে দরজায় ডিং ডং বেজে উঠল। পিঙ্কি দরজা খুলতেই দেখল দুজন মহিলা চটের বড় বড় দুটো ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে। তারা পিঙ্কিকে ওর মাকে ডেকে দিতে বলল। কি ব্যাপার? পিঙ্কির মা জিজ্ঞেস করতে একজন মহিলা বললেন, "দিদি আমরা নারী প্রগতি মহিলা সমবায় সমিতি থেকে এসেছি। আমাদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত মহিলারা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই জ্যাম-জেলি, মসলাগুলি বানিয়েছে। যে কোন নামী-দামি কোম্পানির থেকে কোন অংশে কম নয়। দামেও কম। একটা শিশি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন না।" অন্য মহিলাটি পাশ থেকে বলেছিল, নানা ধরনের মশলা পাঁপড়ও আছে, দেখবেন? রিন্টুর মুখ থেকে তুতুন শুনেছে রিন্টুর স্কুলের হেডস্যার রিন্টুদের ক্লাসে এসে একদিন বললেন, "তোমরা যারা নতুন এই ক্লাসে ভর্তি হয়েছ, তারা স্কুল ছুটির পর আমার কাছ থেকে "স্টুডেন্টস্ কো-অপারেটিভ"-এর ফর্ম নিয়ে যেও, সস্তা হওয়ার জন্য। স্টুডেন্টস্ কো-অপারেটিভের সদস্য হলে তোমাদের প্রয়োজনমতো খাতা-বই-পেন-পেন্সিল ন্যায্য দামে কিনতে পারবে। এই কো-অপারেটিভ তোমাদের স্কুলের সিনিয়র ছাত্ররাই পরিচালনা করে।"

সেদিন বলখেলার মাঠে তুতুনের বন্ধু টুপাই বাবনকে বলছিল, জানিস বাবন, ডিসেম্বর মাসে মুক্তিদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাই বাবা অফিস কো-অপারেটিভে ফার্নিচার কেনার জন্যে দরখাস্ত দিয়েছে। তুতুনের মনে পড়ে, কাল রাত্রিবেলা টেলিভিশনে বাংলা সংবাদে দেবরাজ রায় খবর পড়ছিলেন, "এ বছরও পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যচাষে সারা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে। এই নিয়ে পরপর আটবার পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যচাষে প্রথমস্থান অর্জন করল। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করার সময়ে বলেছেন এর জন্যে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" এতদিনে তুতুন জেনে গেছে "কো-অপারেটিভ" কথাটাকেই বাংলায় "সমবায়" বলে। কিন্তু এর মানেটা কি, তা এখনো জানা হয়নি। মনেমনেই ভাবে, বাবার কাছ থেকে এর মানেটা জানতে হবে, কিন্তু তারপরেই তুতুন ভুলে যায়। এই সমবায় নিয়েই আর একটা খবর তুতুন পরশুর কাগজে পড়েছিল, "পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সংস্থা 'তন্তুজ' এবং 'তন্তুশ্রী' গ্রামবাংলার তাঁতীদের নিয়ে গড়া "তন্তুবায় সমবায় সমিতির" তৈরি নানারকমের তাঁতের শাড়ির বিপুল সম্ভার নিয়ে এবছরের পুজোয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমনকি বিদেশেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। ভিন্নরাজ্যে বাংলার তাঁতের শাড়ির কদর খুব। সর্বত্র ভাল বিক্রি হয়েছে।" সেদিন বুবাই, তুতুনকে বলছিল বুবাইদের পাড়াতে কি একটা 'হাউসিং কো-অপারেটিভ' নাকি বিরাট বিরাট সব ফ্লাটবাড়ি বানাচ্ছে। বুবাইদের মত ওদের পাড়ার অনেকেই ঐ কো-অপারেটিভের সদস্য হয়েছে। কিছুদিন বাদে বুবাইরা নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাবে। বুবাইয়ের কি আনন্দ, তাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজেদের সুন্দর, ঝিমঝাম নতুন ফ্লাটে থাকবে। বুবাইয়ের বাবা তুতুনকে খুব ভালবাসেন। বুবাইদের বাড়িতে গেলেই বুবাইয়ের বাবা তুতুনকে আমুল মিল্ক চকোলেট খেতে দেয়। আমুলের কথা মনে পড়তেই তুতুনের আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। ওর বন্ধু মিঠুনের একটা ছোট্ট ফুটফুটে ভাই আছে। গত মাসেই মিঠুনদের বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেয়েছে তুতুন। মিঠুনের ভাইটা মিঠুনের থেকেও খুব কর্সা আর নাদুসনুদুস। তাই সবাই আদর করে ওকে 'গাবলু' বলে ডাকে। ছোট বলে গাবলু আমুল স্প্রে খায়। মিঠুন বলছিল ওর মা যখন গাবলুকে ঘুম পাড়াতে যায়, মিঠুন তখন চুপিচুপি রান্নাঘরে গিয়ে গাবলুর 'আমুল স্প্রে' কৌটো থেকে এক চামচ দুধ বের করে একদম মুখে পুরে নেয়। আমুল স্প্রে মিঠুনের 'এমনি এমনি' খেতে খুব ভাল লাগে। তুতুন ভাবে আচ্ছা, আমুল স্প্রে, আমুল বাটার, আমুল মিল্ক চকোলেট এইসব সুস্বাদু জিনিস কারা বানায়? তুতুন জানে যে কোন জিনিসের প্যাকেটের গায়ে নির্মাতার নাম লেখা থাকে। কৌতূহল মেটাতে তুতুন ফ্রিজ খুলে "আমুল বাটার"-এর প্যাকেটটা বের করে আনে। নির্মাতার নামের জায়গায় লেখা আছে "সবরকান্তা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন"। আর এইসব জিনিস বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করেছে "গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড"। বাব্বাঃ এখানেও কো-অপারেটিভ? তুতুন অবাক হয়ে যায়। নাঃ, আজকে বাবার কাছে জানতেই হবে 'কো-অপারেটিভ' বা 'সমবায়' মানে কি?

"তুতুন, তুমি কি তৈরি হয়ে গেছ? আমি কিন্তু তৈরি।" তুতুনের বাবা জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলেন। ১৪ই নভেম্বর পন্ডিত

জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে চিলড্রেন ডে (শিশুদিবস) উপলক্ষে তুতুনের স্কুলে ফাংশন আছে। তুতুনকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েই তুতুনের বাবা অফিস চলে যাবে। 'আমি তৈরি বাবা' তুতুন বলে। বাবার সঙ্গে স্কুলে যাবার সময়ে তুতুন দেখে পাড়ার মোড়ে কারখানা 'সেতু'র গেটের সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তাদেরই মধ্যে একজন বয়স্কলোক এগিয়ে এসে একটা পতাকা তুলছেন। তুতুন অবাক হয়ে ঐ পতাকার দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্য সব পতাকা থেকে এই পতাকা একরকম আলাদা। সাতরঙা রামধনু রঙের পতাকা। নীচে বেগুনী, তারপর একে একে ওপরের দিকে নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং সবার ওপরে লাল রঙ। এরকম পতাকা তুতুন এর আগে কখনো দেখেনি। অবাক হয়ে তুতুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, এটা কিসের পতাকা'? বাবা উত্তর দেন, 'ওটা কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাগ বা সমবায় পতাকা। ভারতের সর্বত্র, যেখানে যেখানে কো-অপারেটিভ আছে সেখানেই ঐ পতাকা আজ তোলা হবে' তুতুন বলে, কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাগ তাহলে ঐ কারখানার গেটে তুলছে কেন? তুতুনের বাবা বলেন, এই 'সেতু' মেশিন কারখানাটা সমস্ত শ্রমিক এবং কর্মচারিরা মিলেমিশে সমবায়ের আধারে চালায়, তাই একে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ বা শিল্প সমবায় বলে। এই কারখানার সবাই মালিক। প্রতি বছর নেহরুর জন্মদিনটা যেমন সারা ভারতে শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয়, ঠিক একইভাবে ভারতে যত সমবায় বা কো-অপারেটিভ আছে তারা এই দিন থেকে এক সপ্তাহের জন্যে 'সমবায় সপ্তাহ' বা 'কো-অপারেটিভ উইক' পালন করে সমবায়ের প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা নেয়। স্কুলে এসে পড়ায় তুতুনের আর বাবাকে জিজ্ঞেস করা হল না, 'কো-অপারেটিভ' মানে কি? তুতুন মনে মনে ঠিক করে ফেলে, আজ বাড়ি ফিরেই বাবার কাছ থেকে কো-অপারেটিভ-এর মানে জানতে হবে।

বিকেলে অফিস থেকে তুতুনের বাবা যখন বাড়ি ফিরলেন তুতুন দেখে অবিনাশকাকাও সঙ্গে এসেছেন। তুতুন, মাকে বল্ অবিনাশ এসেছে, একটু চা-টা পাঠিয়ে দিতে। আমি পোশাক পাল্টেই আসছি। কথাগুলো তুতুনকে বলেই অবিনাশকাকাকে বসতে বলে তুতুনের বাবা পাশের ঘরে চলে যান। অবিনাশকাকা তুতুনকে জিজ্ঞেস করেন, কি তুতুন কেমন আছ? তুতুনের ছোট্ট জবাব 'ভাল'। অবিনাশকাকার আসার খবরটা মাকে দেবার জন্যে তুতুন ভেতরে যায়। তুতুন বাবার মুখে শুনেছে, অবিনাশকাকা বাবার খুব ছেলেবেলার বন্ধু। এখন ভারতের সবচেয়ে বড় সার উৎপাদন কারখানা কৃষকভারতী কো-অপারেটিভ (কৃভকো)-এর বড় ইঞ্জিনিয়ার। তুতুন মনে মনে ভাবে ভালই হয়েছে, কো-অপারেটিভ বা সমবায় সম্পর্কে বাবা আর অবিনাশকাকার কাছ থেকে আজ ভালভাবে জানা যাবে। চা-পর্ব মিটতেই তুতুন তার মনের মধ্যে চেপে রাখা প্রশ্নটা বাবার কাছে রাখল, বাবা, 'কো-অপারেটিভ' মানে কি? তুতুনের প্রশ্ন শুনে বাবা হেসে অবিনাশকাকার দিকে তাকিয়ে বলে, নাও অবিনাশ, এবার আমার ছেলের প্রশ্নের উত্তর দাও। বাবার কথায় অবিনাশকাকা বলেন, কেন অমিল? তুমিই তো এর উত্তর দিতে পার। তুতুনের বাবা বলেন তা পারি, তবে তুমি তো কো-অপারেটিভের সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত আছ, তাই আমার চেয়ে তুমি অনেক সহজ করে বিষয়টা বলতে পারবে,তাই বলছি। অবিনাশকাকা তুতুনের মাথায় স্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, আচ্ছা তুতুন, বছরের কোন্ কোন দিন টিচার্স-ডে আর চিলড্রেন-ডে পালন করা হয় বল তো? তুতুন মনে মনে ভাবে এ আবার কি প্রশ্ন। সে চটপট জবাব দেয়, ৫ই সেপ্টেম্বর ড. রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনে টিচার্স-ডে (শিক্ষক দিবস) আর ১৪ নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে চিলড্রেন-ডে (শিশু দিবস) পালন করা হয়। জবাবে খুশি হয়ে এবার অবিনাশকাকা জিজ্ঞেস করেন "আচ্ছা, এই দিন দুটি তোমরা তোমাদের স্কুলে কিভাবে পালন কর? তুতুন বলে, এই দিন দুটিতে আমরা স্কুলে খুব আনন্দ করি। আমরা আর মাস্টারমশাইরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে নানা ধরনের আনন্দ-অনুষ্ঠান করি। গান-বাজনা-নাটক-আবৃত্তি কত কি হয়। তারপর কেক, মিষ্টি, ফল আর সরবত খেয়ে ছুটি। "আচ্ছা এমনই একটা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তোমায় দিলে তুমি একা করতে পারবে?" অবিনাশকাকার প্রশ্নে তুতুন অবাক হয়ে বলে, ওমা! তা কখনো হয় নাকি? আমি একা কি করে করব? ঐ অনুষ্ঠানে কত খরচ হয় জানো? তারপর কত ছাত্র, মাস্টারমশাই, অভিভাবক। আমি একা কখনো অত বড় অনুষ্ঠান করতে পারি? "তাহলে স্কুলের অনুষ্ঠানে তোমরা সবাই মিলেমিশে পরিশ্রম কর, রিহার্সাল দাও, অনুষ্ঠান কর। আর তার আনন্দ সবাই মিলে ভাগ করে নাও তাইতো? অবিনাশকাকা জিজ্ঞেস করলেন। তুতুন উত্তরে বলে, হ্যাঁ ঠিক তাই। আমরা সবাই মিলে স্টুডেন্টরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলি, রিহার্সাল দিই, মাস্টারমশাইরাও চাঁদা দেন, উৎসাহ দেন। স্কুলের সিনিয়াররা পুরো ফাংশনটা পরিচালনা করে। এবার অবিনাশকাকা বললেন, 'তাহলে দেখলে, একা একা কখনো কোন আনন্দ ভোগ করা যায় না। অনেক সময়ে চেষ্টা করলেও একা কিছুই করা যায় না। তাই সকলের সাহায্যের দরকার হয়। এই যে তোমরা ছাত্র-শিক্ষক সকলে মিলে সমানভাবে পরিশ্রম করে একটা অনুষ্ঠান করলে, অনুষ্ঠানের আনন্দ তোমরা শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলে একেই বলে সহকারিতা বা সমবায় বা কো-অপারেটিভ।" তুতুন হাঁ করে অবিনাশকাকার দিকে তাকিয়ে রইল। অবিনাশকাকা বুঝতে পারলেন, তুতুনের অবস্থাটা। তুতুন কিছুই বুঝতে পারেনি। তুতুন ভাবছে স্কুলের ফাংশনের মধ্যে সমবায় কি করে এল? ফাংশনের সঙ্গে কো-অপারেটিভের সম্পর্কটাই বা কি? অবিনাশকাকা মুচকি হেসে বললেন, আসলে সমবায় মানে হ'ল সহকারিতা বা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা। যে কোন কাজ পরস্পরে মিলেমিশে করা, কাউকে ছোট-বড় না দেখা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে যে প্রচেষ্টা সকলে মিলে করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর যে ফল লাভ হয় তা সকলে মিলে ভাগ করে নেয়, তাকেই বলে সমবায় বা কো-অপারেটিভ। এই তো, আমাদের হাতের সামনেই ভাল উদাহরণ আছে। আমাদের পাড়ার 'সমবায়িকা'। তুতুন বলে ওঠে এটাতো একটা মুদি আর স্টেশনারির দোকান, সমবায় কি করে হল? উত্তরে অবিনাশকাকা বলেন, সমবায়িকার মতো আমাদের পাড়ায় স্টেশনারি

দোকান আরো অনেক আছে। কিন্তু ঐ দোকানগুলোর সঙ্গে সমবায়িকার তফাত কোথায় জানো? তফাত হ'ল মালিকানার। পাড়ার এক একটি দোকানের মালিক এক একজন ব্যক্তি। কিন্তু সমবায়িকার মালিক এই পাড়ার সবাই। কারণ আমরা, এই পাড়ার সবাই ঐ সমবায়িকার সভ্য। ব্যক্তি-মালিক নিজের টাকায় দোকান চালায়, লাভটাও সে একাই ভোগ করে। আর তোমরা যেমন চাঁদা তুলে ফাংকশন করো আর সবাই আনন্দটা ভাগ করে নাও, তেমনি আমরাও সমবায়িকার চাঁদা দিই অর্থাৎ সভ্য হবার জন্য বা অংশীদার হবার জন্যে শেয়ার কিনি। প্রত্যেকের শেয়ারের টাকায় দোকানটা চলে। লাভ হলে সেই লাভের টাকা সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে সমভাগে ভাগ হয়ে যায়। ব্যক্তি-মালিকের দোকান থেকে জিনিস কিনলে অনেক সময়ে ঠকবার ভয় থাকে, অনেক সময়ে বেশি দাম দিতে হয়। কিন্তু সমবায়িকায় যেহেতু সবাই মালিক, তাই এখানে কেউ কারোর চেয়ে বড় হতে চায় না, সেইজন্যে ঠকবারও ভয় নেই। এখানে কে কাকে ঠকাবে? তোমার বাবা আমাকে ঠকাবে? না আমি তোমার বাবাকে ঠকাব! সুতরাং দামও ঠিক থাকে। জিনিসের গুণাগুণও ঠিক থাকে। ব্যক্তি-মালিক জিনিসের গুণাগুণের ওপর অতটা নজর দেয় না। আর দেবেই বা কেন? তারা তো সকলের ভালমন্দ ভাবতে বসেনি, তারা লাভ করতে বসেছে। তারা একাই বড় হতে চায়। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলার আনন্দ তারা তো জানে না। অবশ্য সবাই এমন নয়। একটু থেমে অনিলকাকা বলেন, তাহলে তুতুন এবার বুঝতে পেরেছ 'সমবায়' কাকে বলে? তুতুন কোন উত্তর দেয় না। তুতুনের মনে পড়ে যায় বাংলা ক্লাসের মাস্টারমশাই স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমার সময়ে একদিন বিবেকানন্দের একটি বাণী পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থ নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনমতে চলে না। আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থে সহকারিত্ব সর্বদেশে, সর্বজাতিতে বিদ্যমান।" তুতুন কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অনিলকাকার ডাকে তুতুন আবার স্বাভাবিক হয়। আচ্ছা অনিলকাকা, আমরা যে আমুদ চকোলেট, আমুদ মধুর খই এইসব জিনিসও কো-অপারেটিভ বানাব! এরা কি করে কো-অপারেটিভ হ'ল? অনিলকাকা হেসে বলেন, এর উত্তর তো রবিঠাকুর রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, "কোন চাষীর গোয়ালে যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত একসের দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যবসা করিতে পারে না। কিন্তু একশো সেরসো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখনতোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যবসা করিতে পারে। এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একটি হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই কো-অপারেটিভ প্রণালী বা বাংলায় সমবায় নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় এই কো-অপারেটিভ আন্দোলনই আমাদের দেশকে দরিদ্রতা হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।

অনিলকাকা বলেন, গুজরাতের চাষী এবং গোয়ালাদের মনে রবিঠাকুরের এই কথা কেবলমাত্র খুবই রেখাপাত করেছিল। তাই ত ডি কুরিয়েনের নেতৃত্বে গুজরাতে সমবায়ের মাধ্যমে দুধের বন্যা বয়ে গেছে। তুতুনের বাবা এবার তুতুনকে বলেন, কিরে তুতুন, এবার মনস্থির করলি? তুতুনের ছোট্ট উত্তর 'হ্যাঁ'। এমন সময়ে 'ডোরবেল' থেকে উঠতে তুতুন দরজা খুলতে যায়। দরজা খুলতেই দেখে টুপাই, বাকল, মিঠু পিছিয়ের বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে। পাশে মিঠুনের মতন অভিষেকও আরো কয়েকজনকে নিয়ে এসেছে। তুতুনের বাবা সকলকে বলেন, বসো তুতুনের মাকে চা-বিস্কুট আনার জন্য ইশারা করলেন। অভিষেকদা অনিলকাকাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, এই যে অনিলকাকা এখানে, আমরা আপনাকেই খুঁজছিলাম। টুপাইয়ের বাবা দলপতির ভঙ্গিমায় তুতুনের বাবাকে বললেন, দেখুন অনিলবাবু, আপনি তো জানেন আমাদের এই অঞ্চলে একটাও ভাল ডাক্তার নেই, ভাল হাসপাতাল নেই, এমনকি অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত নেই। ডিস্ট্রিক্টসিলারিটির অ্যাম্বুলেন্সটাতো রুগি কেলার সময় পর্যন্ত পায় না। ভাল ডাক্তার বা সুচিকিৎসার জন্যে আমাদের হামেশাই কলকাতায় ছুটতে হয়। আমরা মনে করি আমাদের এই অঞ্চলে একটা ভাল হাসপাতাল হওয়া দরকার। এতে আমাদের পাশের পঞ্চায়েতের মানুষেরও সুবিধে হবে। আপনি তো জানেন ডিহির মাইলস্টোনের মোড়টায় অনিলদা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে তরকারির বড় ডিপ্রি নিয়ে এসেছে। ওকে এ-ব্যাপারে আমরা কাজে লাগাতে চাই। পাড়ার পঞ্চাননদেবের মন্দিরের পাশে নিত্যিবাবুদের ১২ কাঠা ফাঁকা জমিটা হাসপাতালের জন্য নিত্যিবাবু দান করতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু জমি বিনি পয়সায় পাওয়া গেলেও হাসপাতাল তৈরির খরচ তো কম নয়। প্রচুর টাকার দরকার। এতো আর একদিনে হাত নয়, তাই ঠিক করেছি 'সমবায়িকায়' মত এবার আমরা কো-অপারেটিভ হাসপাতাল তৈরি করব। এব্যাপারে অনিলবাবু আপনার সাহায্য দরকার। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে টুপাইয়ের বাবা একটু সময় নেবার জন্য থেমেছেন। এই ফাঁকে তুতুনের মা সকলকে চা-বিস্কুট দিতে শুরু করেছেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে টুপাইয়ের বাবা আবার শুরু করেন "আমরা ঠিক করেছি, এ-ব্যাপারে আগে পাড়ার সকলের মতামত নেওয়া দরকার। তাই আগামী রবিবার ঠাকুরবাড়ির দালানে সকাল দশটায় একটা সভা ডাকা হয়েছে। ঐ সভায় আপনাকে আসতে হবে। শুধু থেকে অভিজ্ঞতার কথা বলে, অনিলকাকা ঐদিন আপনি প্রধান অতিথি থাকবেন। এব্যাপারে আপনার মত অনিলকাকার অভিজ্ঞতা আমাদের ভীষণভাবে কাজে লাগবে। টুপাইয়ের বাবাও অভিষেকদার কথার সমর্থন জানান। তুতুনের বাবা আর অনিলকাকা দুজনেই হাত নাড়িয়ে সম্মতি জানান এমন সময় নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা শেষ করে সকলেই চলে যান। অনিলকাকাও বাড়ি হওয়ার তাড়ায় তাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েন।

তুতুন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে এবার থেকে বাড়িতিদের কেউ কটা থেকে আরম্ভ করে বাকেট কেন, কোন কেনা মাপ কেনা পর্যন্ত সবটাই কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে পরিচালনা করবে। ❑

কেনা সমবায় থেকে জিনিস কিনুন। ন্যায্য মাপ ও মূল্য ছেড়ে বিক্রি হোন।

(সি আর ডি)

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। তারই সেই সমবায়জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হ্যাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

সমবায় পরিদর্শকের ডাইরি থেকে

কনানী দাস

বাস নেই। সর্বজয়া ঘড়ি দেখে। দশটা দশ। কড়িগঞ্জ সমবায় সমিতিতে পৌঁছতে লাগবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সেই সাড়ে ন'টা থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে রাধানগর স্টপে। মূল শহর থেকে একটু দূরের এই বাসস্টপ ব্যবহার করা ছাড়া গতি নেই। সর্বজয়ার ব্লকের সমিতিগুলো এই বাস রাস্তারই দু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনটা একেবারে পথের পাশে, কোনটায় যেতে গেলে তিন-চার বা দশ কিলোমিটার যেতে হয় রিকসো বা ঠেলায়। ঠেলাকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ বলে ভ্যানরিক্সা। কাছাকাছি একটা গ্রামীণ হাই স্কুলের দিদিমণিরাও এই স্টপে বাস ধরেন। সর্বজয়া দেখল বয়স্কা মিনভিদি বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে করতে সাদা খোলের শাড়ির কুঁচি ঠিক করছেন। পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর অন্তর কুঁচি ছেড়ে ঠিকঠাক করা ওঁর মুদ্রাদোষ প্রায়।

'দিদি! বাসের কি ব্যাপার বলুন তো!' সর্বজয়া দিদিমণিদের জিজ্ঞেস করে। 'বাস নেই। তেলের ক্রাইসিস। আবার শুরু হয়েছে'। অরেঞ্জ ভাতের শাড়ি পরা স্মার্ট চেহারার আর এক বন্ধুর চল্লিশের দিদিমণি চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে এতক্ষণ নিরুদ্বেগে কাগজ পড়ছিলেন। উত্তর দিলেন। 'তেলের ক্রাইসিস! সে তো ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় হয়েছিল।' সর্বজয়া অবাক হয়।

'এখন সবসময়ই যুদ্ধ চলছে দিদি ভেতরে ভেতরে। আমরা সবসময় বুঝি না' — আর এক অফিসযাত্রী পরমেশবাবু। পেট মোটা পরমেশবাবু বষ্টিপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের করণিক। মাত্র তিন মাস এই ব্লকে বদলি হয়ে এসে সর্বজয়া দেখেছে বাসস্টপে এই সব নিত্যযাত্রীদের মধ্যে দারুণ একটা ইউনিটি আছে। নিজে তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না মাঝে মাঝে ভাবে সে। কিন্তু বাস যদি নাই আসে তবে কি প্রোগ্রাম ফেল! নতুন ব্লকের ধারা প্রকৃতি এখনও বুঝতে পারেনি সর্বজয়া। যাতায়াত ব্যবস্থা এত খারাপ হলে কিভাবে কাজকর্ম করা যাবে।

'এ্যাই এ্যাই যাবে নাকি!' চলন্ত লরির দিকে ছুটে গেলেন অরেঞ্জ শাড়ির বিনিতাদি। অচেনা অজানা লরিতে করে এরা কর্মক্ষেত্রে যাবে নাকি? সর্বজয়া অবাক হয়ে তার ঘরোয়া ওড়নার প্রান্ত মুঠো করে ধরে। হাঁ করা হল। খুব স্বাভাবিকভাবেই দিদিমণিদের দল ও দু-চারজন অন্য লোক লরির সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছে। সর্বজয়া এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল। বাড়ির মানুষের ভীত, আশঙ্কিত মুখটা মনে এনেও সরিয়ে ফেলল আবার। 'দিদি, আমিও যাব' লরির সামনের অস্বাভাবিক উঁচু প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে সে বলল। শির শির করে ভয় হচ্ছে ভেতরটা। বাইরের খোলা অংশে দাঁড়িয়ে নীরব গ্রামীণ জনসাধারণ। বাবুভাতের লোকেদের জন্য সামনের খোল।

'আমাদের একটু উঠতে দিন না।' সর্বজয়া ভেতরে যেতে চেষ্টা করে।

'আগে আমাদের হোক। তারপর দেখি আপনার হয় কি না।' পরমেশবাবুর চাঁছাছোলা কথা শুনে সর্বজয়া বোঝে সে আজও এই 'আমাদের' অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

'আপনি ইধার সে আসেন দিদি' চিনসে রোগা ড্রাইভার তার ডানদিকের দরজা খুলে ধরলে সে অবাক হয়। ওখানে জায়গা কোথায়! তবুও ড্রাইভারের অকৃত্রিম ডাককে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়ায় ওপাশ দিয়ে উঠে দেখল ড্রাইভারের পেছনে দিব্যি বসবার একটি আসন। মাঝের ঢেকছে খুলকালির একটা কাপড়, একপাশে গোঁজা নোংরা একটি মগ সিটের কোণায় পেতা পাকানো ড্রাইভারের ঘেমো গেঞ্জি, পাজামা। লরিটা চলতে শুরু করেছে। নিত্যযাত্রীরা হালকা ঠাট্টা মশকরায় লরির চাপ, গরম, ঝাঁকুনিকে লঘু করে যাচ্ছে। সর্বজয়া, পশ্চিমবঙ্গের একজন সমবায় পরিদর্শক চলেছে সমিতি পরিদর্শনে। পেছনের খোলা অংশের হেটো ধুতি, গামছা কাঁধে, পুঁটলি, ছাগল হাতে মুরগির মত ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা জনসাধারণের মতই সে-ও নীরব, নির্বাক, নিশ্চুপ।

হলুদ রঙের ছোট বিল্ডিংটা রাস্তার একেবারে পাশেই। ঠিক দু'মাস আগে যখন সর্বজয়া এসেছিল তখনও সমিতির চারপাশে ফলন্ত সর্ষে ক্ষেত। শেষ শীতের সেই সর্ষে ক্ষেতের বীজে ভরা গতর আর ভঙ্গ নড়ছিল হাওয়ায়। শীত ওঠর সময়কার সর্ষেক্ষেতের সেই চপল হাতছানি আর নেই। মনে আছে কয়েকটা সর্ষেফুল তুলে নিয়ে আদরার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সর্বজয়াকে শুনতে হয়েছিল, 'এ্যাকন যে কচি ফুল তুলকেন দিদি, কত ছড়া সর্ষে হতা হবে!' সমিতিরই কর্মচারী একজন প্রান্তিক চাষী পিপুল মণ্ডলের কথা শুনে সে লজ্জিত হয়েছিল তার শহুরে হালকা ইচ্ছের জন্য।

আজ ক্ষেতে শস্য নেই। সমিতির চতুর্দিকে জমিতে লাঙল পড়েছে। এবড়োখেবড়ো একটা ধূসর পশ্চাৎপট। ম্যানেজার গজাননবাবু, নামের মত চেহারা নয়। বরঞ্চ বেশ সরল দীর্ঘ চেহারার লোকটির সাদা মুখে গ্রামীণ আঁকবুকি। কথা একটু জড়িয়ে বললেও গজাননবাবুর তারুণ্য পঞ্চাশ বছরেও তাকে অনেকটা বালকসুলভ রেখেছে। সর্বজয়া নতুন ব্লকে বদলি হয়ে এসেই যখন এই কড়িগঞ্জ এসেছিল সমিতির নির্বাচনের কামেলা সামলাতে তখনই দেখেছে গজাননবাবুর আলগা ধরনের ব্যক্তিত্ব আঞ্চলিক মস্যাদের সতেতনতা বাড়ানোর পরিপন্থী হয়ে আছে। যাইহোক আজ সমিতিতে ঢুকে নাক টেনে পাওয়া গেল সারের ঝাঁঝালো গন্ধ গজাননবাবুর পিছু পিছু একজন গামছা কাঁধে চাষী খোঁজ নিয়ে গেলেন ইউরিয়া পাওয়া যাবে কি না। সঙ্গে তাকে NPK 10:26: 26ও সমপরিমাণ নিতে হবে জেনে জানিয়ে গেলেন একরাশ অভিযোগ। যথার্থভাবেই সমিতিদের IFFCO নামক সার কোম্পানি অসময়েও NPK গছিয়ে দেয়। অথচ ইউরিয়ার প্রচণ্ড প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ সরবরাহ নেই। বছরে দুটো তিনটে রেঞ্জ পর্যায়ের মিটিং-এ IFFCOকোম্পানির

কর্তৃপক্ষ সময়ের পরিবর্তন, সহ-নিয়ামক, চাষী, ম্যানেজমেন্ট, সেক্রেটারি সকলের কাছ থেকেই এইসব অভিযোগ শোনেন। তবু মধ্যবর্তী এজেন্ট হিসেবে BENFED-এর মতো সংস্থা সমবায় ব্যবস্থা থেকে সাব বন্ড হওয়া, লাভে উচ্চহারে কমিশন বা প্রয়োজনের সময়ে মহাজনদের মতন টাকা দিয়ে দেওয়ার বাবস্থা সুদূরপরাহত মনে হচ্ছে। এর যেন কোন প্রতিকার নেই।

সর্বজয়া ভাবে যে কাজে এসেছে তার নাম সমবায় পরিদর্শন (GENERAL INSPECTION)। মাস দুয়েক আগের এই সমিতিতে ঘটে যাওয়া নাটকীয় নির্বাচনের পর এসেছেন নতুন পরিচালকমণ্ডলী, চলে গেছেন পুরনো সেক্রেটারি, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অদিতা চট্টরাজ। সুলতান সমিতি যাবের দিকে তাকিয়ে সর্বজয়ার মনে পড়ল অদিতাবাবুর জমানাকে (রাজত্বও বলা চলে) পরিদর্শককে সৌজন্যমূলকভাবে প্রত্যেকবারই আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে দুজন পরিচালক। আজ অবশ্য নিয়ে আসা সত্ত্বেও নতুন পরিচালকমণ্ডলীর একজনকেও দেখা যাই

বাই না, কারণ উপবিধি। উপবিধি হল সেই পুঁথিটা যা সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হয় সমিতি রেজিস্ট্রি হবার সময়। উপবিধি সমিতির সংবিধান। যা পড়ে বোঝা যায় কি কি নিয়ম, বিধি-নিষেধ দ্বারা সমবায় সমিতি সরকারের এবং জনগণের কাছে সর্বজয়া অদ্ভুত কথা শোনে। গজাননবাবু আমতা-আমতা করে জানান, রেজিস্ট্রড সমিতির উপবিধি নেই। সেটি তিনি ম্যানেজার হবে আসার পর চোখে দেখেননি। সমিতিতে নেই উপযুক্ত ব্যাঙ্কের কাগজপত্র,

বিমার কাগজ, নেই আরও বহু প্রয়োজনীয় জিনিস।

সমিতির নতুন সেক্রেটারি দায়িত্ব বুঝে নেবার সময় বুকে নেননি এইসব কাগজপত্র। সর্বজয়া জানে অদিতা চট্টরাজ এই সমিতি ছেড়ে যেতে চাননি। গত তিরিশ বছর ধরে সমিতির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন গ্রামের বাবুবাড়ি (জমিদার বাড়ি)-র এই বংশধরটি। মুখে শব্দটিও না করে গ্রামীণ মানুষরা তেবেছেন তাঁর খুশিমত চলে হয়, খুশিমত সমিতির সব চলে তাঁর গুমস্তাম বহুবের মত কণ্ঠস্বরে ধমকের খাওয়া হত শেখ, পরাণ বাগদী নুইতে ফেলেছে যারা। গরিব চাষিদের মুখে মুখে ফিরত অদিতাবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, বিয়ের ভেলে তিনি জেলারের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন অজানা খাবারের থালা, তিনি ইংরেজিতে চোস্ত কথা বলেন, দুই ছেলে আমেরিকা প্রবাসী। অদিতাবাবুর সর্বোগ্রত দৃষ্টির সমনে গ্রামীণ গরিব মানুষ হাতড়ে খুঁজে পেতেন না নিজস্ব অহংকার। অথচ তবু কি যেন হয়ে গেল হঠাৎকিল অদিতা চট্টরাজ বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলে যোগদান করছেন সেই ওঁর ভরাডুবিতে হঠাৎ একদিন উঠল নির্বাচনের তীব্র দাবি। শুধু কলিমুদ্দিন নয়, সমবেত মওকুত থেকেদের ভোট উগড়ে দিয়ে যেন উঠেপড়ে লেগেছিলেন গ্রাম মনোনয়ন চলবে না, আমরা বালট নির্বাচন চাই অদিতা চট্টরাজ তখন উঁচাদের মত, তেবেছেন এই নিয়ম বন্ধ করতে। তিনি সর্বজয়ার অফিসে, বাড়িতে বেশবার এসে বলেছেন এই প্রস্তাবটিকে নির্বাচন বন্ধ করতে। চালেঞ্জ দিয়েছেন গত তিরিশ বছরে তিনি সমিতিকে দিয়েছেন জমি, টাকা, ঋণ। কোন আর্থিক কেলেঙ্কারি নেই তাঁর বিরুদ্ধে। তবু কি প্রয়োজন নির্বাচনের সর্বজয়া তাঁকে বোঝাতে পারেনি সমিতিকে ব্যবহার করে তিনি বাড়িয়েছেন তাঁর চড় জমিদারবংশের পুঁজি। আর্থিক নয়, বাড়িয়েছেন তাঁর যশ, প্রভাব ও প্রতিপত্তির পুঁজি কিন্তু সময়ের মত বেরেছে। মানুষ চাইছে এর অবসান। এই জন-ইচ্ছার সামনে অদিতা চট্টরাজ তো বটেই সর্বজয়ার প্রশাসনিক ক্ষমতাও অসহায়। সেদিন অদিতাবাবু জনগণের এই যৌথ চাওয়া চাননি মানতে। উল্টে সর্বজয়াকে বলেছিলেন, 'আপনি বাবস্থা নিলেন না। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আবার ফিরে আসব। এই গাঁয়ের সবাই কোন না কোনভাবে আমাদের কাছে ঋণি। আমি ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভাকে তোমাকে করিনি, এরা করবে।'

ওঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর কবে কোথায় ছবি তোলাতুলি হয়েছিল, তা জানতে সর্বজয়া আগ্রহ দেখায়নি আর। তবে তোমাকে ওঁকে করতে হয়েছিল। অদিতাবাবু গ্রামীণ জনসাধারণের ভোটে হেরেছিলেন সে-দিন।

মানুষ পরিবর্তন চাইল। কিন্তু পরিবর্তে কাদের আসল তারা। দায়িত্বজ্ঞানহীন, কর্তব্যে অবহেলা করা এই নতুন পরিচালকমণ্ডলীর কি সাধ্যি যেগাতা আছে সমবায়কে উন্নতভাবে গড়ে তোলার! অপটু, অশিক্ষিত এই কমিটির প্রতি বিরক্ত হয়ে কি জনগণ আবার ফিরিয়ে আনবে সেই স্বেচ্ছাচারী, অভিজাত মানুষটিকেই। সমস্ত ছাত কাগজপত্র পুনরুদ্ধারের আইনসম্মত পন্থাগুলো গজাননবাবুকে বারবার বুঝিয়ে সর্বজয়া খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে গেল দূরে বাসস্টপের কাছে দণ্ডায়মান মানুষটিকে দেখে। ফিট সাদা পাঞ্জাবি, উন্নত কপাল, দীর্ঘ গৌরবর্ণ অদিতাবাবু ওখানে দাঁড়িয়ে না! এই সমিতি ওঁকে ত্যাজ্য করেছে। তিনি কি বাইরে থেকে লক্ষ্য করছেন সব এখনও। কারণ দীর্ঘ জীবনে তিনি দেখেছেন ক্ষমতার পাথরটা ফেলে দেওয়াটাই সব নয়, তাকে ব্যবহার করবার বিকল্প রাস্তা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষ পাথেরটার তলায় চাপা পড়েই মারা পড়ে। ❑

শারদীয় ভাণ্ডার ১৪০৪

সম্ভাব্য লেখক তালিকা ঃ সুনীল ঘোষ, তোলানাথ দত্ত, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, নইনুল হাসান, মালিনী ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু সাহিড়ি, দীপালি ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণধর, আনন্দ ঘোষ হাজরা, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, মধুর দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ভৃগু গোস্বামী, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, বীরেন সাহা, অপরাজিতা গোপী, শঙ্খনীল মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, দেবারতি মিত্র, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, ড. নজরুল ইসলাম, শেখর বসু, দীপ ভট্টাচার্য, তারাপদ রায়, সুবীরকুমার ব্যানার্জি, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মৈত্র, অজয় বসু, শ্যামসুন্দর ঘোষ, রাকুল ঘোষ, সাজনানন্দ মণ্ডল, উৎপল চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, বলাই সাঁতুই, অর্ণব ঘোষ, অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ও আরো প্রতিশ্রুতিশীল কবি-সাহিত্যিক। দাম ঃ ত্রিশ টাকা

চিনির বিকল্প

ড. দুলালচন্দ্র সেন (অধ্যাপক)

যে সব মানুষ নিয়মিত ৫ চামচ চিনি খাবার খেয়ে ডায়াবেটিস রোগের ভয়ে চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ ওইসব খাবার গ্রহণের পরেও হতে পারে না। পাশে কোনও অসুখ ঘটে যায় সেই আশঙ্কায়। এইসব মানুষের জন্য একটি সুখবর আছে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের কৃত্রিম চিনি উদ্ভাবন করেন যেটি খেলে সেই ওইসব মানুষের অসুবিধা লাঘব করতে পারে, অর্থাৎ তাদের পক্ষে মতো খাবারে সাধারণ চিনির বদলে এই চিনি মিশিয়ে নিশ্চিন্তে তারা খেতে এবং রসনার তৃপ্তিও অনেকাংশে মেটাতে পারেন।

চিনি বলতে আমরা বাড়িতে সাধারণত খাবারের সঙ্গে যোগ যে দানাদার চিনি খাই তাকেই বুঝিয়ে থাকি। এর পোশাকী নাম সুক্রোজ। এটি প্রকৃতিজ আখ বা বিট থেকে তৈরি হয়। সবা পৃথিবী জুড়েই এর অবাধ বিচরণ। সুক্রোজ আমাদের শরীরে শক্তি বা ক্যালরির জোগান দেয়। অন্যদিকে সাকারিন স্বাদে সুক্রোজের তুলনায় ৩০০ থেকে ৪০০ গুণ বেশি মিষ্টি হলেও এটি আমাদের শরীরে কোনও শক্তি বা ক্যালরি জোগায় না। সেইজন্যে, বিশেষজ্ঞরা সুক্রোজকে "নিউট্রিটিভ সুইটনার" ও সাকারিনকে "নননিউট্রিটিভ সুইটনার" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন।

আগে যাদের চিনি খাওয়া মানা ছিল, ডাক্তাররা তাদেরকে চিনির বদলে সাকারিন খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সম্প্রতি গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে যখন জানা গেল যে সাকারিন বেশিদিন ধরে খেলে খাওয়া ঠিক নয়, তখন সাকারিন গ্রহণ মাত্রা অথবা বেশিদিন খেলে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে। তখন এই সমস্যার মোকাবিলায় ডাক্তাররা হতাশ হয়ে পড়েন। তার চাইতে বেশি মোক্ষম পাওয়া গিয়েছে ঈশ্বরদত্ত, আসলিন খাওয়ার পরের অনুভূতিটা সাধারণ চিনির মতো হওয়া সুখকর নয়।

এরকম এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি উদ্ভাবন করেন "অ্যাসপারটেম" নামে নতুন এক ধরনের কৃত্রিম চিনি অ্যামলপটিক অ্যাসিড ও ফিনাইলঅ্যালানিন এর সমন্বয়ে গঠিত, আর অ্যাসপারটেমের বিশেষত্ব হল, এটি সাধারণ চিনি বা সুক্রোজের মতো হবে গ্রামে চার কিলো ক্যালরি এনার্জির জোগান দেয় কিন্তু অ্যাসপারটেমের মিষ্টি সুক্রোজ অপেক্ষা প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ গুণ বেশি। সেইজন্যে, একই পরিমাণ খাবারে একই মিষ্টি স্বাদ রাখতে সাধারণ চিনির তুলনায় অ্যাসপারটেম খুবই সামান্য পরিমাণে দরকার হয়। এইভাবে এটি "নিউট্রিটিভ সুইটনার" বা পুষ্টিকর চিনিজাত পদার্থ হলেও খুবই কম ক্যালরি বা শক্তির জোগান দেয় বলে অ্যাসপারটেমকে কখনও কখনও "জিরো ক্যালরি সুইটনার" বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। আর এই কারণেই যারা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রভৃতিতে ভুগছেন তাদের পক্ষে এটি এক উত্তম পদ্য। অন্য কৃত্রিম চিনির নাম খাবার পরে এতে কোনও তেতো ভাব বা কটু গন্ধ অনুভব হয় না। এটি দেখতে সাদা, দানাদার। জাও (F. A. O) এবং ঘ (W. H. O)-র খাদ্যের মানের যে দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটি রয়েছে, তাঁরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বার বার যে অ্যাসপারটেম মানুষের পক্ষে নিরাপদ। তাই বিজ্ঞানীদের দাবী এই মর্মে দুনিয়ার অ্যাসপারটেমের বাজার এখন রমরমা। যে কোনও কৃত্রিম চিনি চালু হবার পরে সেখানে পাওয়া যায় তার মধ্যে অ্যাসপারটেমের কটিই সবচেয়ে বেশি। সেখানে এটি "নিউট্রাসুইট" ট্রেড নামে বিক্রি হয়।

আমেরিকার দেখা-দেখি আমাদের দেশের বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিও ইদানীং অ্যাসপারটেম প্রস্তুত করে নানা ট্রেড নামে সেগুলিকে বাজারে বিক্রি শুরু করে দিয়েছে। যেমন ইনটাস, ক্যান্ডিস এবং ক্যান্ডিকা কোম্পানি যথাক্রমে "অ্যাসপাসুইট" "ক্যাসসুইট" ও "সুগার ফ্রি" ট্রেড নামে তাদের তৈরি অ্যাসপারটেম ডায়াবেটিস রোগীদের বাজারে বিপণন করে থাকে। আপনার বা পরিবারের কারও যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তা হলে মিষ্টিবাড়ী কোনও ওষুধের দোকানে খোঁজ করলে ওই তিন ট্রেড নামের মধ্যে যে কোনও একটি পেয়ে যাবেন বলে আশা করি। অবশ্য খাবার আগে একবার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া ভাল। ■

সম্প্রতি নিম্নলিখিত সংস্থাগুলো ভাণ্ডারের আজীবন গ্রাহক সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম
২৩৬	এম ই এস এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, বাগডোগরা, দার্জিলিং।
২৩৭	মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
২৩৮	শামসেরগঞ্জ থানা কো-অপারেটিভ প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ, শামসেরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
২৩৯	জিয়াগঞ্জী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
২৪০	বরোজ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, বরোজ, মেদিনীপুর।
২৪১	রামনিবাস ১নং ব্লক প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,
২৪২	বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, মোহনপুর, নদিয়া
২৪৩	কাটোয়া ১নং ব্লক এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, কাটোয়া, বর্ধমান
২৪৪	ইউনাইটেড মার্চেন্টস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, [illegible], কাটোয়া, বর্ধমান
২৪৫	সিউড়ি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ, সিউড়ি, বীরভূম।
২৪৬	রসমারা খণ্ডগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, [illegible], হুগলি, চেঁচুড়া।
২৪৭	জিমোহিনী কৃষক সেবা সমবায় সমিতি লিঃ, [illegible] দক্ষিণ দিনাজপুর।
২৪৮	মণি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ, বজবজ, ৬৫ নম্বর গান্ধী রোড, ২৪পরগণা (দঃ)।
২৪৯	ঘর্ষপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, পাইকপাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)।
২৫০	তেলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, [illegible], হাবরা, ২৪পরগণা (উঃ)।

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

গ্রাম উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা

অজিতকুমার গাঙ্গুলি

(সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ)

এই রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও নাবার্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে (এম ও ইউ বর ডি এ সি) যাতে রাজ্যের সমস্ত প্যাকসগুলি নিজস্ব এলাকার কৃষিজীবী, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য অংশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে ও তারজন্য সমিতিস্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ করে জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে জমা দেয়। জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলো জেলাস্তরে অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও নাবার্ডের কাছে জমা দেয়। এই পরিকল্পনা জেলা স্তরে সি সি বি এবং রাজ্যস্তরে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের মূল্যায়ন করার জন্য তিন মাস অন্তর জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধি, এ আর সি এস, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, আর বি আই ও নাবার্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সভা হয় এবং পরিকল্পনার প্রতিটি বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা ও রূপায়ণ আলোচিত হয়। এর ফলে সি সি বি গুলির কর্মকাণ্ডে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য প্যাকসগুলির পরিকল্পনা গ্রহণে অনীহা গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় প্রত্যেকটি প্যাকসের পরিচালকমণ্ডলীকে নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের জন্য একটি করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(১) সমিতির এলাকার সমস্ত কৃষি পরিবার থেকে সকলকে সভ্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। (২) কৃষি ঋণ যাতে সকলে নিয়মিত পায় এবং নির্দিষ্ট ফসলের জন্য পূর্ব ঋণ শোধ করার পর ঠিক সময় যাতে পুনরায় ঋণ পায় তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য যাতে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) উপযুক্ত সময়ে কৃষক যাতে সার, বীজ, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, থ্রেসার, স্প্রেয়ার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) অসেচ এলাকার জন্য পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বিভিন্ন রকম সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে সরকারি অনুদান (পঞ্চায়েত, ডি আর ডি এ, বা সি এ ডি পি মারফত) ছাড়াও সি সি বি আর্থিক সাহায্য করবে। (৫) উৎপন্ন ফসলের যাতে কৃষকরা ন্যায্য দাম পায় তার জন্য সমিতিগুলির গুদামে ফসল সাময়িকভাবে রেখে দামের ৫০/৬০ ভাগ টাকা অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য সি সি বি আর্থিক সহযোগিতা করবে। আলুর ক্ষেত্রে কৃষকরা যাতে বিভিন্ন হিমঘরে আলু রেখে বণ্ডের বিনিময়ে সমিতি মারফত সি সি বি সহযোগিতার প্রয়োজন মতো অগ্রিম ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) সমিতির এলাকার কৃষক ছাড়া অন্যান্য অংশের মানুষ যেমন ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর (যারা সার্বজনীন সদস্য হয়ে আছেন বা হননি) ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পী, ছোট ব্যবসায়ী, বেকারদেরকে বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত মারফত রাজ্য সরকারের পশুপালন দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প দপ্তর ও জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার সাহায্য নিতে হবে। (৭) এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যদিও জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে আর্থিক সহযোগিতা করতে চুক্তিবদ্ধ (ডি এ পি) তবুও স্থানীয় উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য প্রতিটি প্যাকসকে আদায় বিভাগ চালু করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে স্থানীয় উদ্বৃত্ত সম্পদ আমানত রূপে গ্রহণ করে তার একটা বড় অংশে সেই এলাকার প্রয়োজনে বিনিয়োগ করে বাড়তি অংশে নিকটবর্তী জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের শাখায় জমা রাখবেন। (৮) অনেক প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি এলাকার গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য হাউসকো প্রকল্পে বাড়ি করার ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনায় যদিও সমবায় সমিতির জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কোন দায় নেই তবুও সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রত্যেক সমিতি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে রূপায়ণের চেষ্টা করতে পারলে প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতি তার এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি ভালভাবে কাজ করছে তাদের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। এরপর যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না তাদেরকে ভায়াবেল্ করতে হবে এবং এর জন্য পরিচালকমণ্ডলীকে পঞ্চায়েতের সাহায্যে এলাকার সমবায় পরিদর্শক, জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ সভা করা হিসাব অডিট করানো এবং দাদন ও আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ও অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করে সমিতিকে লাভজনক করে তুলতে হবে। এরপর যে সমিতিগুলি বহুদিন ধরে অকেজো হয়ে (ডিফাংকড্) আছে সেই সমস্ত এলাকার মানুষ যাতে সমবায়ের সুযোগ সুবিধা পায় তার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত, সমবায় বিভাগ, অডিট বিভাগগুলির সহযোগিতায় সমিতিগুলি চালু করার জন্য জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং প্রত্যেক জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এলাকায় একটি করে টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। যে সমবায় সমিতিগুলি চালু করা সম্ভব হবে না সেগুলির এলাকাকে পাশের চালু সমবায় সমিতির এলাকার সাথে যুক্ত করা হবে অথবা ঐ সমিতিগুলি তুলে দিয়ে নতুন সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এইভাবে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি মারফত রাজ্যের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে সমবায়ের সুফলগুলি তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (ডি এ পি) তাকে সফল করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার আর্থিক প্রতিষ্ঠান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নাবার্ড, রাজ্য সরকার ও তার সমস্ত বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু তার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের গরিব কৃষক ও কুটিরশিল্পী ও অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ মানুষদের স্বল্প সুদে আর্থিক সহযোগিতা

করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জেলার সরকার বা তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের, কিন্তু এই স্তরে প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে সি সি বি তুলি এবং এই স্তরের সম্পূর্ণ ভরসা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক মারফত নাবার্ডের ঋণ মূলে বিনাইলাক্স করা সম্ভব ছিল। কিন্তু পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্থনীতির ফলাফলে নাবার্ড মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট ক্রাইটেরিয়া চালু করে জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের একটি সীমারেখা আরোপ করে দিয়েছে, যার ফলে বর্তমানে জেলা ব্যাঙ্ক নাবার্ডের কাছ থেকে কৃষি ঋণের কোন রিফাইনান্স পাচ্ছে না। বাঁকুড়া জেলা ব্যাঙ্কও প্রায় না পাওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছে। রিফাইনান্স নাবার্ড থেকে না পাওয়ায় ব্যাঙ্কের অন্যান্য ঋণদাতাদের কাছ থেকে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদ দিয়ে সংগ্রহ করা অর্থ কৃষি ঋণের জন্য কম সুদে অর্থ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে যার ফলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির লোকসান হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বিনির্দিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে ঋণদাতা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও বিদেশি ব্যাঙ্কের সাথে এমন প্রতিযোগিতায় মুখে পড়েছে। এর বিকল্পে যেটা সমবায় ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে বহু প্রতিনিধি প্রস্তাবও করা সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার [illegible] চালানি বছরের বাজেটে কৃষি ও সমবায়ের উপর [illegible] করে [illegible] ঋণের [illegible] ঘোষণা করেছে।

সিদ্ধান্ত করা সত্ত্বেও নাবার্ড কৃষি ঋণের সুদ আরও ৮ শতকরা ২ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং গত জুলাই '১৬ থেকে কার্যকরী করেছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় প্রায় বাজেট বিলের প্রতিবাদে হরতাল সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সহিতের যা কৃষকদের ঋণের সুদের হার শতকরা ২/৩ টাকা কমে দাঁড়িয়ে দিয়েছে। ওদের বেশির ভাগ কৃষক সেখানে অনুপস্থিত। এই রকম সমস্ত জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি তাদের সমবায় ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে বোবারো প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান বর্তমান কৃষিমন্ত্রীর কাছে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে প্রতিবেদনও দিয়েছেন। আমরা আশা করছি, যে আমরা কোনোর বেশির ভাগ ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থ বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম কমিউনিস্ট কৃষিমন্ত্রী সুদের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নাবার্ডকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন।

তাছাড়া রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃতপক্ষে সাংগ্রহের অর্থে নিজস্ব এলাকার কৃষকদের চাহিদার যোগান দিতে তারা উদ্বৃত্ত অর্থ লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করতে না পারলে ব্যাঙ্কগুলি লোকসানে পড়ে। বিনিয়োগের জন্য ব্যাঙ্কের যে সমস্ত সম্পত্তি, আজ সরকারি বন্ড এবং হচ্ছে সেগুলিতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সরকারি বিনিয়োগ করতে গেলে সুদের হারের উপর ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন, কারণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্কের উপর প্রায়শই ঋণদাতা হিসেবে ব্যাঙ্কের পাওনা। এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজে হিসাবে যে ১৯৯৯-২০ সালে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে গ্যাপলাস সিটে এন পি এ (নন পারফর্মিং অ্যাসেট) এর সম্পূর্ণ প্রোভিসান করতে হবে। তার অর্থ এক বৎসরের বা তার বেশি সময়ের অনাদায়ী ঋণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ও আসল সি এল অ্যাকাউন্ট-এ লোকসানের দিকে ধরে আয় থেকে বাদ দিতে হবে। এর ফলে প্রায় সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলি লোকসানের মুখে পড়বে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে এইরূপ লোকসানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসর প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করে। কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য আজ পর্যন্ত এমন বেশি হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখন পর্যন্ত অনেক সরকারি সংস্থার প্রাথমিক লেনদেন বা উদ্বৃত্ত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেই থাকে। এরজন্য উপযুক্ত নির্দেশনামা জারি হওয়ার খবর এখনও জানা যায়নি। উপরোক্ত উপযুক্ত নির্দেশনামা জারি হওয়ার কোন খবর এখনও জানা যায়নি। উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যদি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় তবে নিশ্চিতভাবে এই রাজ্যে সকলের সহযোগিতায় সমবায় আন্দোলনের যে অগ্রগতি হয়েছে তা বজায় রাখা ও জেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির যে পরিকাঠামো রয়েছে তাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নত করা সম্ভব হবে ও এলাকার উদ্বৃত্ত সম্পদসংগ্রহ করে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো যাবে। ❑

পুস্তক পরিচয় : রবীন্দ্রনাথের টুকরো। লেখা : কাবুল ও আবুল। প্রকাশক : এম ই পাবলিশার্স, কলি - ৭৩, দাম : ৩০ টাকা।

১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেসব বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গীরা যারা ছিলেন তাঁদেরকে টুকরো টুকরো কাগজে নোকরকে এটা সেটা লিখে দিতেন। এই বইটিতে তাঁদের তিনি লিখে দিয়েছেন তাঁদের পরিচয়সহ রবীন্দ্রনাথের সেইসব দুষ্প্রাপ্য লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।

বইটির প্রকাশনা কাবুল আবুলদের এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছে, বিস্তর পরিশ্রম ও বহু প্রচেষ্টা করে লেখা জোগাড় করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই গ্রন্থে কোন লেখা নেই, বইটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ যা ছাপার জন্য করেও লেখেননি।

এই অভিনব গ্রন্থটি গত ডিসেম্বর '১৬ মাসে সার্ধশতকের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র অনুরাগী অধ্যাপক কাবুল আবুলা ভাগলি ভাষায় নিজে রবীন্দ্রনাথের লেখা, ১৩টিকা, দুষ্প্রাপ্য অনুবাদ করেছেন। সম্পাদক নিজেও আরো ৮৩ প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর।

বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া মানুষ সম্পর্কে যেমন প্রচুর তথ্য পাওয়া যায় তেমনি রবীন্দ্রনাথের অজানা কিছু লেখাও জানা যায়। দুষ্প্রাপ্য কিছু ছবি বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

❑ বাসুদেব চ্যাটার্জি

দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়

অচিন্ত্য জানা

স্বাধীনতালাভের পর ভারতে সবচেয়ে কঠিন এবং জটিল সমস্যা ছিল মানুষের দারিদ্র্য। ভারতে প্রায়৭০ ভাগ মানুষের গ্রামে বাস। এদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন, কৃষিশ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর, কুটির শিল্পী প্রভৃতি যাদের আয় খুবই স্বল্প এবং জীবনযাত্রার মান খুব অনুন্নত। বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং আর্থিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে আমাদের দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কর্মসূচিকে আমরা সময়ের ব্যবধানে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করব। প্রথম পর্যায়টি হ'ল ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল, দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল ১৯৬০ থেকে ১৯৮৯ সাল এবং তৃতীয় পর্যায় শুরু ১৯৯০ থেকে।

প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচি হ'ল ভূমিসংস্কার ব্যাপার জমিদারি প্রথা বিলোপ, উদ্বৃত্ত ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন, বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলন, অধিক খাদ্য ফলানো এবং সি ডি স্থাপন।

দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৬০-এর পর থেকে সাল পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন, শ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের আর্থিক উন্নয়নে কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। Small Farmers Development Agency (SFDA), Merginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agency (MFALDA), Food for work প্রভৃতি কার্যসূচি পরিকল্পনার প্রথম দিকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এসব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

আমাদের দেশে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে প্রত্যক্ষভাবে দারিদ্র্য বিরোধী কোন অভিযান শুরু করা হয়নি। প্রথম থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিকাশের উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে দেশের জনগণের মাথা পিছু আয়-বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্যের কোপ বা তীব্রতা হ্রাস পাবে। কিন্তু ফল ফলেছিল ঠিক বিপরীত। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আরম্ভ থেকে পরিবী হঠাও কার্যসূচির ঘোষণার মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রথম অভিযান শুরু করা হয়।

১৯৭০ দশকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য, দুঃখ, যন্ত্রণা প্রভৃতি লাঘবের উদ্দেশ্যে কতকগুলি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংহতিপূর্ণ গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম (Intigrated Rural Development Programme বা IRDP), জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কার্যক্রম (National Rural Employment Programme বা NREP), গ্রামাঞ্চলে ভূমি কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত কার্যক্রম (Rural Landless Employment Guarantee Programme বা RLEGP) প্রভৃতি ছিল নিয়োগ সম্ভোনাভিমুখী বা Employment Oriented Programme

১৯৭৬-৭৭ সালে সংহতিপূর্ণ গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির (IRDP)-র কাজ শুরু করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ ও ভর্তুকির দ্বারা গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্রতম পরিবারগুলিকে দারিদ্র্যসীমার নিচ থেকে উপরে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়। গ্রামে যাতে সৃষ্টিকারী সম্পদ সৃষ্টি করা এবং শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে দরিদ্র মানুষ উক্ত সম্পদের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যুবক-যুবতীদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ বা হাতে কলমে কাজ শিক্ষা দেবার বিশেষ কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একে বলা হয় Training of Youth for Self Employment বা TRYSEM. IRDP-র অন্তর্ভুক্ত এই কর্মসূচিতে ১৮ থেকে ৩৫ বৎসরের গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট কার্য, বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্প, ব্যবসায় ও সেবার বিষয়ে কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের পরে তারা বিভিন্ন স্বনিযুক্তি কার্যসূচি গ্রহণ করতে পারে।

NREP ১৯৮০ সালে চালু করা হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হ'ল তিনটি। (১) গ্রামের মানুষের জন্য লাভজনক অতিরিক্ত কর্মসংস্থান করা, (২) স্থায়ী সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করা, এবং (৩) গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন করা। ১৯৮০ সালের আগে এই কার্যসূচির নাম ছিল Food for Work Programme. NREP এবং RLEGP দুটো কর্মসূচিই দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ সফল হয়নি। ১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই দুটি কার্যসূচির নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় জওহর রোজগার যোজনা (JRY)।

দারিদ্র্য দূরীকরণের আর একটি সহায়ক কর্মসূচি হল 'ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ কর্মসূচি বা Minimum Needs Programme (MNP) এই কার্যসূচির মধ্যে ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ, পুষ্টি বৃদ্ধির ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, গ্রাম-গঞ্জে পথঘাটের সুব্যবস্থা করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

আঞ্চলিক বৈষম্য ভারতের অর্থনীতির এক গভীর সমস্যা। আঞ্চলিক বৈষম্য গুলো দূর করতে জন্য কেন্দ্র কতকগুলি কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করতে পারবে। এইসব কর্মসূচির মধ্যে DPAP বা Drought Prone Area Programme. DDP বা Desert Development Programme ইত্যাদি। দারিদ্র্য দূরীকরণে এসব কার্যসূচি তেমন কোন প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

দেশের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহের সুনিশ্চিত করা এবং তার সাথে মূল্যনীতিও যুক্তিসঙ্গত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের স্বল্প দামে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের পরিমাণ খুবই নগণ্য। মূল্যনীতি উৎপাদনকারী বড় বড় ব্যবসায়ীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর ছিল।

পরিশেষে দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি তথা কৃষকের এবং গ্রামীণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমবায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

BHANDAR ■ Regn. No. 5451/62 ■ July -97 ■ Vol. XXXV ■ Postal Regd. No. WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস ঃ মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৪১৭/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স ঃ ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

বীরেন্দ্রনাথ দেব
চেয়ারম্যান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অমীন কর্তৃক ২৩৩, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড (সার্কুলার) ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত এবং অনাদি প্রিন্টার্স, ১৮৩, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১৩ থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

আরম্ভ সর্বত্র স্বাহা : সকলে আসুক
সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শত্রুর বিষে : শত্রুর বিষের লোক।
বেলাহুন : অতি জ্ঞানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

জুলাই ১৯৯৭

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

শীর্ষ আবাসন ও প্রাথমিক সমবায়ের
জল হিসাবে সুসমন্বয় প্রয়োজন — অনিল মজুমদার

ভূতুনের সমবায় ভাবনা : সুবীরকুমার বাগচী

সমবায় পরিচালনের ডাইরি থেকে — কল্যাণী সাহা

চিঠিপত্র বিভাগ — ড. মুকুলচন্দ্র সেন

গ্রাম উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা — অমিতকুমার গাঙ্গুলি

দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায় — সংহিতা কলা

পুরানো সেই দিনের কথা

সমবায় সমাচার

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

শত্রু হয় হোক না, যদি
সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ,
তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্ — ভণ্ড যে —
তাহারে দূর করিয়ে দে —'

□ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৮৬৩ মৃত্যু : ১৭ মে, ১৯১৩

- বাঙালীর কাছে পরিচিত ডি এল রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) একটি স্মরণীয় নাম। কবি ও নাট্যকার ডি এল রায়-এর পিতা কার্তিকেয় রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি ইংরেজিতে এম এ পাস করে বিলাতে যান। বিলাতে যাওয়ার জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। বিলাতে থাকাকালে ইংরাজি সঙ্গীত এবং ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ইংল্যান্ড থেকে তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ 'The Lyrics of Ind' প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার আগে বাংলা গানের বই 'অর্চনা' (১ম ভাগ) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে।
- সঙ্গীত ও কবিতা নিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করলেও দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি নাট্যকার এবং হাসির গানের স্রষ্টিকার। তাঁর কাব্যগ্রন্থ সঙ্গীত সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল আষাঢ়ে, মন্ত্র, হাসির গান, আলেখ্য প্রভৃতি।
- নাটকের মধ্যে প্রসঙ্গে জাতীয় নাটক হ'ল কল্কি-অবতার, বিরহ, পুনর্জন্ম প্রভৃতি। সীতা, তারাবাঈ তাঁর নাট্যকাব্য। প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক।
- বিশে শতাব্দীর প্রথম দশকটি আমাদের দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীর স্বদেশানুরাগ তখন প্রকাশের মাধ্যম খুঁজছিল। রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকে সেদিন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালী দর্শকরা প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে জাতীয় বীর বলে স্বীকার করে নিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই ঘটেছিল এই জাতীয় ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।
- দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সাফল্যের প্রধান উপকরণ ছিল তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশভক্তি এবং মনোরম কবিত্বপূর্ণ সংলাপ। এই ভাষার দ্বারাই দর্শকদের মনকে অনায়াসে উদ্দীপ্ত করা সম্ভব হ'ত, নাটকও হয়ে উঠত মঞ্চ সফল।
- তবে এই কবিত্বপূর্ণ সংলাপ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অনেকাংশে সার্থক করলেও সর্বাংশে তা গ্রহণীয় হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতাধিক ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস নাটকের বাস্তব রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই সামান্য কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলাল আজও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার এবং তাঁর নাটকের অভিনয় সাফল্য যেকোন নাট্যকারের কাছেই ঈর্ষণীয়।

(এ কে জি)

☆ সমবায়ের মজবুত ভিত তৈরি করতে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে মুখ্যত সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার এবং মানসিকতা সৃষ্টির জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়।

প্রতিটি সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাভ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সমবায় শিক্ষা তহবিল খাতে সময়মত জমা দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনে বাধ্যতামূলক।

অধিকন্তু ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলীর ৭১ নং ধারায় বর্ণিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হওয়া এবং সে-জন্য সদস্যপদভুক্তি ও সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের নির্ধারিত চাঁদা সময়মত জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

১৯৯৬-৯৭ সালে সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে অনুদানের সাহায্যে সমবায়ী এবং সমবায় ক্ষেত্রে কর্মচারিগণের জন্য ২২টি প্রশিক্ষণ প্রকল্প, তাছাড়া বিভিন্ন সমিতির ১৭,৭৩৬ জন সাধারণ সদস্য ও ১৯৮১ জন পরিচালক পর্ষদ সদস্যের জন্য সমবায় শিক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিটি জেলায় সমবায় শিক্ষা তহবিলের আনুকূল্যে স্থানীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমবায় বিষয়ে বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ছাত্রসমাজকে উৎসাহিত করুন। সমবায় মুখপত্র মাসিক 'ভাণ্ডার'-এর গ্রাহক হোন। সমবায় ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক রচনা ভাণ্ডারে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করুন। ভাণ্ডার প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথমার্ধে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সাধারণ মানুষের সুস্থ সাবলীল জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনায় সমবায় একটি শক্তিশালী সার্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক।

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

সম্পাদকীয়

উদার অর্থনীতি ও সমবায় কৃষিঋণ

বিগত কয়েক বৎসর ধরে ভারতে উদার অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাস্তবতারহিত জটিল নিয়মনীতির সরলীকরণের জন্য ক্রমশ সোচ্চার মতামত প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও কোন্ কোন্ নিয়মনীতির শিথিলীকরণ প্রয়োজন-তা এখনো পূর্ণভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকার জন্য এক-একটি বিষয় উঠে আসছে এবং পরিবর্তন, সংশোধন বা সরলীকরণ ঘটানো হচ্ছে।

সমবায় ক্ষেত্রেও অনেক দাবি আছে। সমবায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কৃষিঋণ-দান বিভাগে। এ-বিভাগেও নিয়মনীতির শিথিলীকরণ বা সরলীকরণের কথা ভাবা যেতে পারে। বর্তমানে দেশে ২৮টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, ৩৬১টি জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং প্রায় ৯১,১০০টি প্রাথমিক কৃষিঋণ-দান সমিতি কৃষিঋণ সরবরাহ করছে। নাবার্ড থেকে কৃষিঋণ পেতে গেলে - কৃষিঋণ আবেদনপত্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। এই নিয়মটি শিথিলযোগ্য। ব্যাঙ্ক কর্তৃক লগ্নীকৃত স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণের অনেকটা অংশ আসে সুবিধাজনক সুদের হারে নাবার্ড থেকে। পর্যাপ্ত আমানত থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক নাবার্ড প্রদত্ত সুবিধাজনক সুদের হারে ঋণ নেবার মত আর্থিক সঙ্গতির অধিকারী নয়। ফলে ব্যাঙ্কগুলি আমানতের অনেকটা অংশ সরাসরি উৎপাদনমুখী উদ্যোগে নিয়োগ করতে পারে না। নাবার্ড-এর ঋণ প্রকল্পের উপর নির্ভর করতে হয়। উদার অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত ঋণ প্রকল্পগুলির পূর্ণ সমবায়ীকরণ বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি স্থিরীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

❑

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines
as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS . OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৩৪-৪১০১/৩০৪-৩৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ◆ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও সুন্দরবন এলাকায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সবিস্তার সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

স্যা. ফেডারেশন বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

শীর্ষ আবাসন ও প্রাথমিক সমবায়ের ঋণ হিসাবে সুসমন্বয় প্রয়োজন

অমিয় মজুমদার

আবাসন সমস্যা ও সমবায়ের ভূমিকা ঃ

সমবায় আন্দোলনে আবাসন সমবায় আজ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে গৃহসমস্যা সমাধানে মাত্র দুয়েকটি রাজ্যের বড় বড় শহরে প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হলেও মূলত ১৯৫৯-৬০ সালের পর থেকে সুপরিকল্পিতভাবে যৌথ উদ্যোগে গৃহনির্মাণ তথা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বহু পরিবার এক সঙ্গে বসবাসের জন্য সচেষ্ট হতে থাকে, অবশ্যই অর্থ লগ্নির সূত্র সরকারি পরিপোষকতার পাওয়ার পথ খুলে যাওয়ার ফলে। জীবন বিমা কর্পোরেশন গৃহ নির্মাণের জন্য রাজ্য সমবায় আবাসন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক সমিতিগুলিকে এই ঋণ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্যে আবাসন সমবায়ের দ্রুত প্রসার ঘটে। এখন পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য শহর বাতিরেকে যে কোন রাজ্যের শুধু রাজধানী শহর কেন যে কোন বাণিজ্যিক অথবা শিল্প নগরীতে আবাসন সমবায় নির্মিত সৌধমালা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫৯-৬০ সালে সারা ভারতে সমিতি সংখ্যা ছিল ৫৫৬৪, সদস্য ০.৩২ মিলিয়ন। কার্যকরী মূলধন ৫৫০ মিলিয়ন টাকা ১৯৯৫-৯৬ সালের শেষে চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে এই সমিতি সংখ্যা হয়েছে ৮৫০০০, সদস্য সংখ্যা ৫ মিলিয়ন, কার্যকরী মূলধন ৪৫০০০ মিলিয়ন টাকা। গৃহ নির্মাণে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ অপরিমেয়। সদস্যদের নিজ সঞ্চয় থেকে এই অর্থ বিনিয়োগ করা খুবই কঠিন। বিশেষত ঠিক যে বয়সে একজন সদস্য গৃহ নির্মাণে ইচ্ছুক হয় তখন তার নিজস্ব সঞ্চিত তহবিল গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে সামান্যই। সে-কারণে তাকে তার সমিতির উপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু সমিতির নিজস্ব কোন অর্থ সংগ্রহের সুযোগ নেই যা থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব। সেজন্য এই গৃহনির্মাণ ঋণ সদস্যদের তরফে গ্রহণ করে তা সরবরাহ এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা কিস্তি অনুযায়ী পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে সমিতি সংগ্রহ করে রাজ্যস্তরের আবাসন সমবায় সূত্র থেকে। এক্ষেত্রে এই প্রাথমিক সমিতির ভূমিকাটা হয়ে যায় এই শীর্ষ আবাসন সমবায়ের পক্ষে স্বীকৃত এজেন্টের মত। অর্থ যে জন্য এই সমিতি ঋণ আদায়ের জন্য নির্ধারিত সূদের হারের সামান্য অংশ কমিশন রূপে পেয়ে থাকে। গোলাপের যেমন কাঁটা, তেমনি বিরাট অঙ্কের অংশের বোঝা সদস্যদের তরফে গ্রহণের পর বাস্তব ক্ষেত্রে শীর্ষ সমিতির পক্ষে এই সমিতির সঠিক পরিচয় বোধহয় কমিশন এজেন্ট যদিও ঋণের কিস্তি আদায়ের একক দায়িত্বটা বহন করতে হয় প্রাথমিক সমিতির কর্মকর্তাদের যাঁরা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক পরিচয় সূত্রে প্রায় আত্মীয়ের মত পাশাপাশি বাস করেন, সাংগঠনিক প্রয়োজনে কিস্তি আদায় তাগিদে কড়া কথা বললেও কিস্তি খেলাপি সদস্য অপমানিত মনে করতে পারেন। শুধু সমিতির স্বার্থ রক্ষার কারণেই ব্যক্তি-সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এসব কারণে কিস্তি খেলাপের জন্য তাৎক্ষণিক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ ইতঃস্তত করেন। শীর্ষ আবাসন সমবায়ও এক্ষেত্রে তেমনভাবে এগিয়ে আসে না যদিও মূল ঋণদাতা তাঁরাই।

শীর্ষ সমবায় – জীবনবিমার লগ্নি ও এ রাজ্যের সমস্যা ঃ

সারা ভারতের শীর্ষ আবাসন সমিতি সংখ্যা ২৫ হলেও শক্তি-সামর্থ্যের নিরিখে পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকার শীর্ষ সমিতিগুলির কার্যকর ক্ষমতা নামমাত্র। তবু সংখ্যার বিচারে এই সব শীর্ষ সমিতি মিলে ১৯৯৫ জুন পর্যন্ত ৩৭৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রাথমিক সমিতিসমূহকে লগ্নি করেছে। সমবায় আবাসন ক্ষেত্রে এখন প্রতি বছরে প্রায় ১ লক্ষ বাড়ি/ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে।

মার্চ ১৯৯৬ তে দেশের সকল শীর্ষ আবাসনের মিলিত আর্থিক চিত্রটা ছিল নিম্নরূপ ঃ

অনুমোদিত মূলধন :	**২৮১৩.০০ মিলিয়ন টাকা**
প্রাথমিক সমিতি	১৯৭৮.০০ মিলিয়ন
রাজ্য সরকার	৮৩৫.০০ মিলিয়ন
গৃহীত ঋণের পরিমাণ :	**৩৬৯৮২.২৭ মিলিয়ন টাকা**
জীবন বিমা কর্পোরেশন	২৩৯৮৯.৭৮ মিলিয়ন টাকা
রাজ্য সরকার	১৬৯০.৩৮ মিলিয়ন টাকা
ডিবেঞ্চার	১৪২৬.০০ মিলিয়ন টাকা
প্রাথমিক সমিতির আমানত	৪৯১.৮৮ মিলিয়ন টাকা
হাডকো	৪৪২৮.৭৯ মিলিয়ন টাকা
ব্যাঙ্ক	৪৫৫৯.৭১ মিলিয়ন টাকা
অন্য সূত্র	১১০২.৭১ মিলিয়ন টাকা
গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরিকৃত	৪২৩৯১.১৫ মিলিয়ন টাকা
প্রদত্ত	৩৭৫০৫.৫০ মিলিয়ন টাকা

ইদানিংকালে আবাসন ক্ষেত্রে অর্থলগ্নির জন্য বেশ কয়েকটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কার্যরত। ভারতে গৃহসমস্যা প্রবলতম। কোন একক প্রচেষ্টায় তার সমাধান সম্ভব নয়। ন্যাশনাল বিল্ডিং অব স্ট্যাটিস্টিকসের ১৯৯১ সালের হিসাব মত দেশে ঘাটতি ছিল ৩১ মিলিয়ন ইউনিট যার ১০.৩ মিলিয়ন গ্রামীণ বা অর্ধ-শহর এলাকায় এবং ১০.৯ মিলিয়ন ইউনিট শহরাঞ্চলে। ২০০১ সালে গিয়ে এই ঘাটতি বেড়ে ৪১.০ মিলিয়নে দাঁড়াবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রবাসমস্য গৃহ সমস্যার সমাধানে তাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এজন্য জাতীয় আবাসন নীতি (National Housing Project for India) গত ১৯৯৪ সালেই পার্লামেন্টে গৃহীতও হয়েছে। সমস্যা সমাধানে যথা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারি-বেসরকারি চেষ্টায় এই ঘাটতি সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় তাও দেওয়া হবে সমবায় উদ্যোগের ওপর এবং এই উদ্যোগ যাতে সমূহ সরকারি অনুকূলতা পেতে পারে তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

অতএব সমবায় আবাসনের গৃহনির্মাণ প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সহজলভ্যতা সমস্যা কাঠামোর মধ্যেই অব্যাহত রাখতে হবে। এই অর্থলগ্নির ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রথমত যখন সমস্যা কিস্তি মত ঋণ আদায়ে তৎপরতা না থাকার জন্য কোন কোন সমবায় এমন জটিলতার মধ্যে নিমজ্জিত বা সেই সব সমিতির পরিচালকদের একক চেষ্টায় ঘট খুতানো সম্ভব নয়। আবাস অর্থ প্রদায়ী সংস্থাও ঋণ প্রদানের সময় যে উদ্যোগে যে সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঋণ প্রদত্ত তাদের কাছ থেকে নির্মাণকালেই কিস্তি খেলাপ হচ্ছে কিনা সঠিক বিচার না করে পরের অঙ্কের কিস্তি শুরু করেছে। তার ফলে প্রাথমিক সমিতির পরিচালনায়

অগ্রগতি অনেকটাই ব্যাহত হবে। সমবায় আবাসন সমিতিগুলিরই সামগ্রিক স্বার্থে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক দৃঢ়তা তথা ব্যবসায়িক সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখায় সাহায্য করা উচিৎ রাজ্যের প্রাথমিক সমিতিসমূহের। প্রাথমিক সমিতির পর্যায়ে নানা ধরনের অসুবিধা আছে যে সব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবু প্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

স্ট্যাম্প ডিউটি প্রয়োগে জটিলতা :

সমবায় আইনে সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যদের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়ের উল্লেখ আছে। যে সব ফ্ল্যাটের মূল্য ৩.৫০ লক্ষ টাকার বেশি তবু সে ক্ষেত্রেই দলিল সম্পাদনের বাবদ বাড়তি মূল্য ভিত্তিক স্ট্যাম্প দিতে হবে। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই মূল্য নির্বাচনের অধিকার সমবায় সমিতির নেই। স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়ের ভার যে দপ্তরের উপর নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক প্রতি কাঠা/কাট ধরে যে মূল্য ধার্য করে দেবেন সেই মত স্ট্যাম্প ডিউটি গুনতে হবে। স্বভাবতই এ নিয়ে সদস্যদের মনে সমবায় সমিতির কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তথা তাদের বিভ্রান্ত করার থাকে না। এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ বোধহয় এই আইনগত ছাড় কি ফ্ল্যাটের পরিধি বা এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট হয় তবে বিতর্ক থাকে না। ধরুন সাড়ে সাতশো কাঠা এলাকা বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ছাড়। পরের ধাপে আরেকটি সীমা পর্যন্ত ২৫% ছাড়, তার পরের ধাপ ৫০% ছাড়, পরের ধাপ ৭৫% ছাড়, তারপর অতিবৃহৎ ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে কোনও ছাড়ই থাকবে না। ফ্ল্যাট সমূহের নির্দিষ্ট এলাকার তো বেরোবে হবে না। স্ট্যাম্প ডিউটিও নির্ধারিত ছাড়েই আদায় করায় কোন অসুবিধা থাকে না। অবশ্য এই নিয়ম চালু করতে হলে অবশ্যই সারা রাজ্যের শহরাঞ্চলকে ভৌগোলিক বিচারে ভাগ করতেই হবে। কলকাতা মেট্রোপলিটান এরিয়ায় অবস্থিত সমবায় নিকেতনের ফ্ল্যাটের এলাকা স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়ের বিচারে অবশ্যই অন্য কোন জেলা বা মহকুমা বা মফঃস্বল শহরের সঙ্গে সমিতির ফ্ল্যাটের এলাকার সঙ্গে সমভাবে তুলনীয় হবে না। সে সব ক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য ফ্ল্যাটের এলাকার মাপ অনুপাতিকভাবে বৃহত্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এমনভাবে ব্যবস্থা হলে দ্বৈত সিদ্ধান্তগত বিতর্ক থেকে সমবায় সদস্যরা রেহাই পাবে।

সদস্য অনুমোদন সহজতর হোক :

অনেক সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহ/উপ-নিয়ামকের সম্মতির যে নিয়ম আছে তা নিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ বেশসময় অতিক্রম প্রকল্পের সম্পূর্ণায়ন হল সম্মতিলাভে অযথা বিলম্ব হওয়ার কারণে। সদস্যপদের নিছক মাসিক গ্রহণের সঙ্গে সেই ব্যক্তির ফ্ল্যাট পাওয়া নির্মাণ কারণে অর্থপ্রদায়ী সংস্থা থেকে ঋণসংগ্রহ প্রভৃতি জড়িত থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কেন কেন সময় নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ সংস্থাও জড়িত। এজন্য এমন আইনগত ব্যবস্থা কি রাখা যায় না যা দ্বারা নির্দিষ্ট সীমাভিত্তিক এই সম্মতিদান কার্যের হতে পারে। সেই সময় পার হলে ধরে নিতে হবে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

প্রতিটি সমবায় আবাসন সমিতি রেজিস্ট্রির পর নির্মাণ কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের মধ্যে অনুপাতিক হারে তাদের ফ্ল্যাট নির্মাণ ব্যয় পূরণের জন্য নির্মাণ প্রকল্পভিত্তিক বিনিয়োগের যে কিস্তি পরিচালক বোর্ড নির্ধারণ করবে তা যাতে কোন সদস্য খেলাপ না করে তার ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে। কিস্তি খেলাপ মাত্রই দৃঢ়তার সঙ্গে আদায়ের ব্যবস্থা নিতেই হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপের ক্ষেত্রে সহানুভূতিহীনভাবে তাকে সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের উদ্যোগ না নিলে সমিতির নির্মাণ প্রকল্প জটিলতার মধ্যে পড়তে বাধ্য। এক্ষেত্রে সামান্য দুর্বলতা প্রকল্পের সমবায় সমিতির মুখে কুঠারাঘাত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পরিচালকবৃন্দকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। নিজেদের কেউ কিস্তি খেলাপ করলে অন্যের ওপর কঠোর হওয়া যায় না।

সমবায় সমিতির স্তরে হিসাবে রাখাটা খুবই জরুরি। নিজেদের পক্ষে নিয়মিত হিসাবের অডিট চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত কুশলী হিসাব রক্ষককে সপ্তাহ ভিত্তিকভাবে উপযুক্ত সাম্মানিক বিনিময়ে বিনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যবস্থে যে খরচ অন্য সবাই চাঁদা দিয়ে বহনে বাধ্য থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকের দিন বোধহয় গত।

সৌজন্যবোধ সর্বাগ্রগণ্য মূলধন :

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। সুজন-সম্পর্ক। ছোট হোক, বড় হোক আবাসন সমবায় যৌথ পরিবারের মত। নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সকলের মেজাজ, সহবৎ এক রকম থাকে না। তবু যে পারস্পরিক উত্তাপ কখনো-সখনো দেখা দেয় তা আবার স্বাভাবিক নিয়মে বাষ্প হয়ে মিলিয়েও যায়। কিন্তু আবাসন সমবায়ে পরিণত বয়সে সদস্য হয়ে এসে পাশাপাশি বাস করার সময় নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা তখনই স্থায়ী হবে যদি পারস্পরিক সৌজন্যবোধে ঘাটতি না থাকে। সদস্যদের মধ্যে অনেকেই পরিচালন গ্রহণে বিমুখ, তাবলে যাঁরা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের সামাজিক ব্যবহারেও যদি কর্তৃত্বের ভাব বা সৌজন্যহীনতা প্রকাশ পায় তা আর্থিক হিসাব-পরিসংখ্যানে বলিষ্ঠ সমবায় বলে বিবেচিত হলেও আদর্শগতভাবে দীন বলেই পরিচিত হবে। আজকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহসমস্যা সমাধানে সমবায় আবাসনের বিকল্প নেই। সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ যেমন খুঁজতে হবে শহরাঞ্চলে বিশেষ করে। সমবায় আবাসনে বসবাসের মানসিকতার নিজেদের উজ্জীবিত করতে হবে। সদস্যরা সহৃদয় সহায়ক না হলে পরিচালকবৃন্দ শুধু বিরক্তি বোধ করেন না। কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। হয়তো এ সবেরই জন্য অবসাদগ্রস্থ মন সৌজন্য প্রকাশেও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। সদস্যরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যদি তাদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দিয়ে সহায়তা করে তবে সমিতির আর্থিক বুনিয়াদসহ সামগ্রিক সাফল্য অর্জিত হবে। ❑

শারদীয় ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের হার		
বিশেষ পৃষ্ঠা	—	৮০০ টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	—	৬০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	—	৪০০ টাকা

গ্রাহক চাঁদা		
প্রতি সংখ্যা	—	৫ টাকা
শারদীয় সংখ্যা	—	৩০ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা	—	৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	—	৬০০ টাকা

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET *NEAR NEW MARKET* *&* *Govt. Food Dept.*	**HAZRA ROAD** *NEAR* **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** *OPPOSITE* *Bidhan Sishu Uddyan*

RASH BEHARI AVE. *Opposite* **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** *Under* **Bijan Setu**

HATIBAGAN *Near* **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475 5566 475-2390

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট :

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিক্রয় দ্রব্য, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

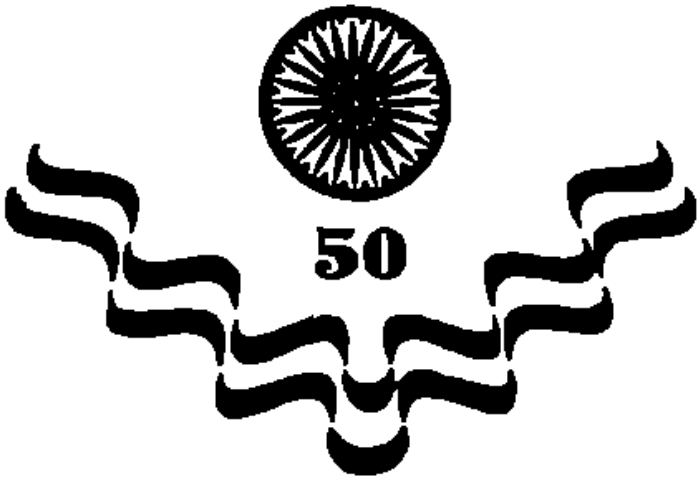

ভাণ্ডার

নভেম্বর, ১৯৯৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

[illegible] স্ট্রিট, কলিকাতা

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর [illegible] বেশি সুদ পাবে
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই খাটিত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

[illegible] রোড, শিলিগুড়ি

আরম্ভ সর্বত্র স্বাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

শূন্যস্ত বিশ্বে : শুনুক বিশ্বের লোক।
বেদোহম্ : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

বাষট্টিতম বর্ষ, নভেম্বর ১৯৯৭

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) ও সমবায় — সুনীল ঘোষ

সংরক্ষণাত্মক মানব-উন্নয়ন ও সমবায় — অতনু সেন

পুরানো সেই দিনের কথা

সমবায় সমাচার

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
বাচ্চা রায়	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
ধীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

"আর্থিক প্রসার সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে তা কর্মহীন, ভাষাহীন, দয়াহীন, শিকড়হীন ও প্রগতিহীন হয়ে পড়তে পারে যা মানব-উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর হবে"

— রাষ্ট্রসংঘ প্রতিবেদন - ১৯৯৬

" মানবিক দারিদ্র্য আয়-সম্পর্কিত দারিদ্র্য অপেক্ষাও ভয়াবহ। মানবিক দারিদ্র্য আসলে নিছক প্রাণের ভারটুকু বহনের উপযোগী সাধ ও সুবিধার বঞ্চনা । মোট দেশজ উৎপাদনের সিংহভাগ দেশের বাইরে চলে গেলে তা দারিদ্র্য উপশমে সাহায্য করে না।"

— রাষ্ট্রসংঘ প্রতিবেদন - ১৯৯৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কো-অপারেটিভ পার্টির দখলে ২৬টি আসন

গত মে (১৯৯৭) মাসের নির্বাচনে লেবার পার্টির সহযোগী হিসাবে কো-অপারেটিভ পার্টি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ২৬টি আসনেই জয়লাভ করেছে। এ বিজয় এসেছে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস থেকে। এর মধ্যে কনসারভেটিভ পার্টির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বেশ কিছু আসন আছে। সমবায় দলের জাতীয় সচিব ড. পিটার ক্লার্ক বলেছেন, সমবায় আন্দোলনের প্রসারে আর সমবায় দর্শন ও তার নীতিসমূহের রূপায়ণে সমবায় দলের সাংসদরা কাজ করে যাবেন।

সমবায়ের স্বাধিকার রক্ষায় কেরালা হাইকোর্ট

গত জুন (১৯৯৭) মাসের প্রথমদিকে কেরালা সরকার রাজ্যের ১৪টি জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদ বাতিল করে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-নিবন্ধকদের (জয়েন্ট রেজিস্ট্রার) প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। তার আগে রাজ্যের সমবায় আইনের কিছু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়েছিল। অধ্যাদেশের মাধ্যমে বলা হয়েছিল প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি ব্যতিরেক জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের বাকি সব সদস্যদের নামিক সদস্য (নমিন্যাল) হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এতে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে অকৃষি সমবায় সমিতি সমূহের। অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে বাতিল পরিচালন পর্ষদসমূহের মধ্যে ছ'টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদ কেরালা হাইকোর্টে একটি আজ্ঞালেখ (রিট) দায়ের করে। আবেদনে বলা হয়েছে অধ্যাদেশটি দুরভিসন্ধিমূলক ও অসদ্‌বুদ্ধিকৃত (মালাফাইড) কারণ এটি এমন একটি সময়ে জারি করা হয়েছে যার দুই সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বসছে। রাজ্য সরকারের এরূপ অধ্যাদেশ জারির কোন আইনগত অধিকার নেই। তাছাড়া এর মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিসমূহের সাথে পূর্ণ সদস্যপদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, প্রবঞ্চনা করা হয়েছে তাদেরও যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার ইতিমধ্যেই কিনে রেখেছেন। এর পরিণামী ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আজ্ঞালেখটি গ্রহণ করে কেরালা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেন।

উত্তরপ্রদেশ সরকার সমবায়ের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছে

উত্তরপ্রদেশ সরকার গত এপ্রিল (১৯৯৭) মাসে সমবায় আইন সংশোধন করার জন্য বিধানসভায় যে বিল এনেছে তাতে সমবায় সমিতির স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করে নিবন্ধকের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সাধারণসভার সাথে কোন পরামর্শ না করেই যে কোন পরিচালন পর্ষদের বিরুদ্ধে নিবন্ধক ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তাছাড়া পূর্বের এক সংশোধনীতে বাতিল করা প্রশাসক নিয়োগের বিধানটিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

তামিলনাড়ু সরকার মডেল আইনের আদলে রাজ্যের সমবায় আইন সংশোধনে আগ্রহী

তামিলনাড়ু সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক সম্প্রতি জানিয়েছেন সরকার যোজনা পর্ষদের প্রস্তাবিত মডেল সমবায় আইনের আদলে রাজ্যের সমবায় আইনের আনুষঙ্গিক সংশোধন করতে চান। সমবায় সমিতির কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ যতটা সম্ভব কমিয়ে সমবায়গুলিকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করাই উদ্দেশ্য। তবে তিনি আরও জানিয়েছেন, সমবায় সমিতি সদস্যদের স্বার্থ সাধন না করলে সরকার কিন্তু নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না।

বম্বে মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৯৭) সকাল ১১টায় সেন্ট্রাল্লির সরণির কলানন্দিরে বোম্বে মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কলকাতায় তাদের প্রথম শাখা খুলেছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমবায়মন্ত্রী চতুরানন মিশ্র। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এডুলজি টুরেল বলেন, ছোটখাটো ব্যবসায়ী বা রপ্তানিকারক, রিকশাচালক, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যুক্ত লোকজনদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্কের জন্ম। ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করে শ্রীমিশ্র জানান, মুম্বই শহরের ৭০ শতাংশেরও বেশি ট্যাক্সি এই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে কেনা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি কলকাতার ৬ জনকে অটো কেনার জন্য ৬৪ হাজার টাকা তুলে দেন। কলকাতার পার্কসার্কাসে (১-বি, সার্কাস রো) অবস্থিত এই শাখাটি হ'ল ব্যাঙ্কের ৫০তম শাখা।

রায়গঞ্জ সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ঋণ আদায়ে প্রথম

পশ্চিমবঙ্গের ২৪টি সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মধ্যে ঋণ আদায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রায়গঞ্জ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হাবিবুল হক জানান, চলতি বছরে ঋণ আদায়ের লক্ষ্য ৮০ শতাংশে থাকলেও ঋণ আদায় হয়েছে ৮৫ শতাংশে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল ৩ কোটি। তা ছাড়িয়ে হয়েছে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ। উল্লেখ্য, ১৯৯৫-৯৬ সালেও এই ব্যাঙ্ক ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রথম হয়েছিল। তবে সে সময় চলতি বছরের (১৯৯৬-৯৭) তুলনায় আদায়ের পরিমাণ ৭ শতাংশে কম ছিল।

(এ আর)

সম্পাদকীয়

সমবায়ীদের কাছে সমবায় সপ্তাহের প্রত্যাশা

৪৪-তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ অন্যান্য বারের মত এবারও যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করার আহ্বান জানাই।

বিকাশশীল অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে। একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও দেশের সর্বত্র মানুষ সমানভাবে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রত্যাশিত চেতনার অধিকারী হয়ে ওঠেনি। ফলে সামন্ততান্ত্রিক পিছুটান এখনও মানুষের মনে নূতন অর্থনীতির প্রতি সন্দেহ, শঙ্কা ও দ্বিধার সৃষ্টি করছে।

এরকম একটা অবস্থায় -সংশ্লিষ্ট সবাই সমবায় সপ্তাহের দিনগুলোতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির পর্যালোচনা করবেন — মূল অর্থনীতির প্রবাহে যুক্ত হবার পক্ষে যেমন সাংগঠনিক বাধা আছে তা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সেগুলি অতিক্রম করার জন্য বাস্তবতাসম্পন্ন উপায়গুলি চিহ্নিত করবেন — সর্বোপরি সমবায় নেতৃত্বকে কিভাবে আরো দায়িত্বশীল ও আরো আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলা যায় — তার কর্মসূচি প্রস্তুত করবেন।

সমবায় সপ্তাহে সমবায়ীদের কাছে এটাই ভাণ্ডারের প্রত্যাশা।

Secretary

To the Vice -President of India
New Delhi

September 24, 1997

MESSAGE

The Vice-President of India is glad to know that the National Co-operative Union of India is celebrating the 44th All India Co-operative Week from 14th to 20th November, 1997.

The Vice-President sends his good wishes for the success of the celebrations.

A. N. TIWARI

PRIME MINISTER

MESSAGE

I am happy to learn that the National Co-operative Union of India (NCUI) is celebrating the "All India Co-operative Week" from 14th November to 20th November, 1997, where the main theme will be "50 years of Indian Independence and Co-operatives".

The Indian co-operative sector covers almost the entire spectrum of our agricultural and rural economy. This sector has been playing a significant role in the national economy by providing a range of services to the people, particularly to those with comparatively lower levels of income such as small and marginal farmers, fishermen, rural artisans and landless labours. In this context, it is appropriate for us to remember the encouragement given by Pandit Jawahar Lal Nehru for promoting the spirit of the co-operative movement and the Panchayati Raj Institutions, in order to bring about the necessary socio-economic transformation of our country.

To meet the challenges posed by economic liberalisation and globalisation, the co-operative sector will have to enhance its professional competence, adopt modern methods of management, ensure greater transparency in operations and also introduce the required reforms. Besides, the co-operative moveme. should achieve a balanced development in the various regions of the country.

Our Government is committed to promoting the growth of the co-operative movement in India. I am confident that the initiative taken by the NCUI in celebrating the "All India Co-operative Week" would help in creating greater awareness of the benefits of the co-operative movement among our people. I wish the NCUI all success in its endeavours.

I. K. Gujral

New Delhi
September 30, 1997

SPEAKER LOK SABHA

25 September 1997

MESSAGE

I am happy to learn that the National Co-operative Union of India, as usual, will be celebrating the All India Co-operative Week on the main theme "50 Years of Indian Independence and Co-operatives" from 14th to 20th November, 1997 and to mark the occasion, a commemorative Souvenir will be published.

I am sure the week long celebrations will provide an opportunity to look into the prospects of cooperation and to plan future action programme.

On this happy occasion, I wish the National Co-operative Union of India all the best and the All India Co-operative Week celebrations all success.

Purno A. Sangma

Message of the UN Secretary-General Kofi Annan on the occasion of the International Day of Co-operative (Saturday, July 5, 1997)

Millions of men and women have secured for themselves and their dependants life of dignity, economic well-being and expanding opportunities by joining together in co-operative ventures throughout the world.

From its infancy in the nineteenth century, covering small number of consumers and producers in a narrow range of activities, the co-operative movement has become a major global endeavour embracing a multitude of activities, from financial services to home care, from agriculture production and marketing to the provision of utilities and affordable housing. An array of services, economic and social, are now available through co-operative ventures. Today, as governments at all levels find it increasingly difficult to meet the rising demands of their populations for services, a partnership with co-operative enterprises provides demonstrably effective complement. Above all, the co-operative is valued as an organization of people built on the principles of self-help, mutual support and self-management.

As an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise, the co-operative is playing an indispensable role also in facilitating the citizen's meaningful participation in the life of the community. It contribution to strengthening the democratic tradition and promoting social integration is widely recognized and lauded.

The many-sided contribution that co-operatives make to the life of the community and to the goals of development and solidarity was explicitly recognized in the major global conferences convened by the United Nations in the past five years. The Copenhagen Declaration and Programme of Action adopted at the World Summit for Social Development (6-12 March, 1995) calls upon the co-operative movement to participate fully in the implementation of the Summit objectives, as well as in monitoring progress and evaluation results achieved. Governments are now also committed to fostering a climate favourable to the growth and development of participatory forms of organization of which the co-operative is a prominent example.

CHATURANAN MISHRA

Agriculture Minister
India
New Delhi-110 001

September 6, 1997

MESSAGE

I am glad to know that the National Co-operative Union of India is celebrating All India Co-operative Week throughout the country from 14th to 20th November, 1997. I hope that week long celebrations will give ample opportunities to look into the prospects of the co-operatives and to plan future action plans. On the occasion of Golden Jubilee of India's independence, I am confident that co-operatives all over the country will resolve to work with more speed and vigour to encompass larger areas of public interest. I convey my best wishes on this occasion.

Chaturanan Mishra

Chief Minister
West Bengal

No. 252-P/CM

October 27, 1997

I am glad to know that West Bengal State Co-operative Union is celebrating the "44th All India Co-operative Week '97" from November 14 to 20, 1997.

I wish the celebrations all success.

Jyoti Basu

Shri S. K. Ghosh,
Chairman
W.B.State Co-operative Union
23A, Netaji Subhas Road
(7th Floor), Calcutta - 1

PRESIDENT
NATIONAL CO-OPERATIVE UNION OF INDIA

MESSAGE

On the auspicious occasion of the 44th All India Co-operative Week, I send my greetings and good wishes to all the 190 million members of co-operative family in the country.

The co-operative sector has reflected its potentiality and strength to mobilise its internal resources and strength to serve the people of limited means by providing them organisational strength. While structural consolidation and adjustments at enterprise level are very important in a competitive economy, the-inter institutional coordination and collaboration both in vertical and horizonal structures in different sectors of co-operatives is equally important in the present times. The federal co-operatives, therefore, should assume greater role and responsibility in this regard. However, with the implementation of new economic policy aiming at the establishment of market oriented competitive economy, survival of co-operatives would depend on their efficiency and serviceability.

The Government asistance, hitherto, available to co-operatives may be gradually reduced in future and therefore, the co-operatives will have to mobilise their own resources so as to become self-reliant. But sudden stoppage of Government support may creat difficulties for co-operatives particularly those of weaker sections. This calls for a well thought out plan of action on the part of the co-operative to facilitate smooth and productive graduation of state protected and supported co-operative system into self-reliant self-regulated co-operative enterprises. Further, it is also necessary that co-operatives should shed their traditional approach and branch out in newer areas like tourism, insurance, agro-processing, international trade, power and electricity.

Promotion of co-operatives in backward regions of the country is yet another dimension which requires attention of co-operative developmental agencies. We have vast areas covered by hilly and tribal regions. Besides, there are far flung areas like Sikkim, Lakshadweep, Andaman & Nicobar Islands and North-Eastern States. For such regions a pragmatic approach has to be adopted and a comprehensive action plan needs to be prepared.

Gender integration in the co-operative sector is yet another priority area which needs to be focussed. The National Co-operative Union of India has pleaded with the Government to provide necessary legal frame work which may facilitate increasing involvement of women in the co-operative movement.

Similarly, on ideological plain the co-operative movement of the country should operationalise the co-operative identity statement which contains definition of cooperation, co-operative values and revised principles of cooperation adopted by the world co-operative movement at ICA Centennial Congress. While the Central and State Government may be urged upon to incorporate the co-operative identity statement in their respective co-operative legislations, the co-operative organisations themselves should suitably incorporate the Identity Statement in their bye-laws and business policy and translate the same in regional languages.

The 13th Indian Co-operative Congress held in January, 1997 called upon the co-operative movement to prepare a comprehensive action programme to face these new challenges. The theme of the congress was "Co-operatives in the liberalised economy" We should, therefore, prepare a comprehensive action programme both at enterprise level and at sectoral level to materialise the call of Indian Co-operative Congress.

The 44th All India Co-operative Week is falling during the 50th year of Indian Independence. During this year let us rededicate ourselves towards the cause of cooperation and focus the attention of the people towards preservation and protection of co-operative values which are essential to make the nation happy and prosperous.

B. S. Vishwanathan

Bhakti Bhushan Mandal
Minister-in-charge
Department of Co-operation
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta - 1

Direct 25-8306
Telephone 25-3371
25-5601 (Ext. 793)
Rajbhaban (Res.) 248-6194

Calcutta, the 27th October, 1997

It gives me immense pleasure to know that All India Co-operative Week, 1997 is going to be celebrated throughout the country from 14th November, 1997 to 20th November, 1997. The said week has specially been earmarked to commemorate 50 years of Independence of our country as well as Co-operatives, Food Production, Co-operative Marketing Processing and Consumers' Day, Co-operative Credit, Housing, Rural Development etc. It is understood that various functions, seminars on co-operatives will be held throughout the week. Such functions will rouse the spirit of Co-operation among the common people — no-doubt.

I wish the functions to be held throughout the week which will go to the benefit of the society. I also convey my best wishes to the organisers and all co-operators.

B. B. Mandal

Shri S. K. Ghosh
Chairman
West Bengal State Co-operative Union
4, Gangadhar Babu Lane, (4th floor)
Calcutta - 700 012

Dr. Asim Kumar Dasgupta

Minister-in-charge
Finance, Excise,
Development & Planning Departments
and
Vice-Chairman, State Planning Board
Govt. of West Bengal
Calcutta - 700 001

It is a pleasure to know that the West Bengal State Co-operative Union is going to celebrate the 44th All India Co-operative Week, 1997, from 14th to 20th November, 1997, in Calcutta.

I wish the occasion every success.

Asim Kumar Dasgupta

Shri S. K. Ghosh
Chairman
West Bengal State Co-operative Union
4, Gangadhar Babu Lane (4th floor)
Calcutta - 700 012

প্রলয় তালুকদার
মন্ত্রী
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলিকাতা - ১

স্বাধীনতার ৫০ বছরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এবারের সারা ভারত সমবায় সপ্তাহ ১৪ থেকে ২০শে নভেম্বর '৯৭পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সমবায় আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পেলেও বহু ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে — এটাই আশার কথা।

. সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন সফল হোক।

প্রলয় তালুকদার

শ্রী এস কে ঘোষ
চেয়ারম্যান
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন
৪, গঙ্গাধরবাবু লেন, (৫ম তল)
কলিকাতা - ১২

মহেশ্বর মুর্মু
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমন্ত্রী
বিশেষ আদিবাসী অঞ্চল উন্নয়ন ও
বাড়গ্রাম-বিষয়ক শাখা উন্নয়ন ও
পরিকল্পনা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ, কলকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২৫-৬০৬১ এবং ২৫-৩৩৭১
এক্সটেনশন - ৭০৪

তারিখ - ২৪-১০-৯৭

শুভেচ্ছা

আগামী ১৪ই নভেম্বর থেকে এক সপ্তাহব্যাপী সারা ভারত সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে এবং এই উপলক্ষে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার নভেম্বর মাসের সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। বর্তমানে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়ের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায় সমেত সাধারণ মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সমবায়ের ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত সমবায়ের ধারাকে আগামী দিনে বৃহত্তর এবং আরো জনমুখী করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে এমন আশা করা যেতে পারে।

সমবায় সপ্তাহের সাফল্য কামনা করি। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।

মহেশ্বর মুর্মু

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
৪, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) ও সমবায়

সুনীল ঘোষ

আমাদের দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের শুরু ১৯৫১ সাল থেকে এবং উন্নয়নের কিছু উপধারা সেই সময় সমবায়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় : সুতরাং স্বাধীনতা উত্তরকালে সমবায়ের উন্নয়নও তখন থেকেই। পরিকল্পনা রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ক্ষুদ্র ও প্রান্তীয় কৃষক, ক্ষেতমজুর, ক্ষুদ্র কারিগর প্রভৃতি দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণকে সমবায়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারার মধ্যে টেনে আনা। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় গঠন, উন্নয়ন ও তার প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে বলা হয় দেশের অর্থনীতিকে ব্যক্তিপুঁজির কবলমুক্ত করে সামাজিক ও সমবায় ভিত্তির উপর স্থাপন করা হবে এবং এই প্রয়াসের সার্থকতা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিচার করতে হবে, কতটা সমবায়ের মাধ্যম প্রযুক্ত হ'ল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দলিলে উল্লেখ করা হয় পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সমবায়কে একটি পৃথক সেক্টর হিসাবে গড়ে তোলাই হবে কেন্দ্রের অন্যতম জাতীয় নীতি। তৃতীয় পরিকল্পনার দলিলে লেখা হয়, দ্রুত বর্ধমান সমবায় ক্ষেত্র কৃষক, কারিগর, উপভোক্তাদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেবে এবং কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হবে। সমবায়ের উন্নয়ন ও পরিকাঠামো বৃদ্ধির গুরুত্ব চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম যোজনা রূপায়ণে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং অষ্টম যোজনার দলিলে একটি মাত্র অনুচ্ছেদের মধ্যে দায়সারাভাবে সমবায়ের কথা বলা হয়।

বিগত ৪৫ বছরে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সমবায়ের অগ্রগতি লক্ষণীয় যদিও এই অগ্রগতি সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। সারা ভারতে সার, কীটনাশক ইত্যাদি খুচরো বিক্রির জন্য ৭৬,০০০ বিপণি হয়েছে, এর মাধ্যমে কৃষির জন্য মোট প্রয়োজনের ৩৪% বণ্টিত হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কৃষিতে প্রয়োজনীয় ঋণের ৪৩% দাদন দেয়। সমবায় সমিতিগুলি মূল্যমান বজায় রাখার জন্য চাল ও গমের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৭% ও ২১% উৎপাদকের নিকট থেকে সংগ্রহ করে। এছাড়া ডাল, আলু, তৈলবীজ এবং পেঁয়াজ ইত্যাদি কৃষিজ পণ্যও যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিবছর সংগ্রহ করে থাকে।

দেশের মোট উৎপন্ন চিনির ৬০% ভাগ সমবায় চিনি কলগুলি থেকে আসে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদনও ৫৮%-এর কাছাকাছি। রাজ্যের তেলের সর্বভারতীয় উৎপাদনের ৫০% আসে সমবায় ক্ষেত্র থেকে। সারা ভারতে বর্তমানে ৪ লক্ষের মত সমবায় সমিতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে ; এদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯ কোটির কাছাকাছি, কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১,৫২,০০০ কোটি টাকা, এদের কার্যক্রম বিস্তৃত ১০০% গ্রামের ৭০% পরিবারের মধ্যে।

সমবায়ের এই অবদান সত্ত্বেও এর সম্ভাবনা আরও বিপুল ; কিন্তু অনেক ভাল ভাল কথা বলা সত্ত্বেও তাকে বিকশিত করা হয়নি। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করার বাধাও প্রচুর যার মধ্যে উল্লেখ্য — পরিচালকমণ্ডলীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, ব্যবসা পরিচালনার দক্ষ কর্মচারী ও আধিকারিকের অপ্রতুলতা, উচ্চ পরিচালন ব্যয়, কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিমাতৃসুলভ মনোভাব, সমবায় আইন লাইসেন্সিং ও করসংক্রান্ত নিয়মাবলীর কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি প্রতিকূলতা, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ এবং সর্বোপরি সমবায় সম্পর্কে সরকারের একটি সামগ্রিক স্বচ্ছ নীতির অভাব। একদিকে দেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে, অন্যদিকে সমবায়ক্ষেত্রে চলছে দেড়-দুই দশকের পুরনো আইন বা কিনা তাদের স্বশাসন ও স্বয়ম্ভরতাকে ব্যাহত করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সমবায় সম্পর্কে জাতীয় নীতি ঘোষণার জরুরি প্রয়োজন যা অবশ্যই সমবায়ের মূল নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং তৎসহ রাজ্য সরকারের অনুকূল পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সমবায় বাড়তে পারে না এবং বাঁচতেও পারে না। এই পৃষ্ঠপোষকতা সবসময়ই যে আর্থিক হতে হবে অবশ্যই তা নয় ; সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন, পরিকাঠামো তৈরিতে সাহায্য এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমেও এই পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া সম্ভব। যে সকল রাজ্যে সমবায় এগিয়েছে সেইসব জায়গায় রাজ্য সরকারগুলির অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

১৯৯১ সাল থেকে যে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়েছে সেখানে এতদিন অনুসৃত মিশ্র অর্থনীতিকে অনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট মালিকানার প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, যাতে বিদেশি পুঁজির আধিপত্যই বেশি। বর্তমান অর্থনীতির মূলকথা হ'ল — উদারীকরণ, বাজারীকরণ, বিশ্বায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত পরিবর্তন, লাইসেন্সিং প্রথার অবসান ইত্যাদি। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। সমবায় সমিতিগুলির পক্ষে এই প্রতিযোগিতা অসম ও অশুভ হলেও এর মধ্য থেকেই রসদ সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে হবে দেশের ৮৫%-৯০% মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের স্বার্থে। এই প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে হলে সমবায় সমিতিগুলিকে ব্যবসায়িক দক্ষতা, আর্থিক ভিত্তিকে শক্ত, কাজকর্মে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে হবে সদস্য ও এলাকার জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয় সঙ্কোচন ঘটাতে হবে এবং বিনিয়োগের সর্বক্ষেত্রেই যাতে ফলপ্রসূ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অন্যান্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত নবম পরিকল্পনাতেও আশা করা যায় যে, কৃষি

উৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিকতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। যদি মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৬% লক্ষ্যমাত্রাও ধার্য করা হয় তাহলে সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে গেলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্তত ৩-৩.৫% হতে হবে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে, প্রতি হেক্টরে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা ছাড়া এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে শুধুমাত্র খাদ্যশস্যের উপর গুরুত্ব না রেখে এ বিষয়ে বৈচিত্র্যীকরণ করা হবে। অন্যান্য অর্থকরী ফসল যথা তুলা, তৈলবীজ, আখ, ফল, সব্জি, মশলা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানো অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছ, দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতির উৎপাদনের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৮০-র দশকে তার আগের দশকের তুলনায় কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের চেয়ে উপরে বর্ণিত পণ্যগুলির উৎপাদনের হার বেশি ছিল। এর ফলে এই পণ্যসমূহের চাহিদাও বাড়তে থাকে এবং জাতীয় আয়ের হারও বেড়ে যায়। নবম পরিকল্পনায় যদি মাথাপিছু আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বছরে ৩% বৃদ্ধি ধরা হয়ে থাকে তাহলে এই ধারাকে অব্যাহত রেখে এর গতিবেগ আরও বাড়ানোর প্রয়োজন। আর এর জন্যে দরকার (১) সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা করা, (২) চাহিদার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে তদনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (৩) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটানো।

নবম পরিকল্পনায় আরও একটি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখাও হবে। সেটা হ'ল জনগণের যে বিশাল অংশ পরপর আটটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের দিকে নজর দেওয়া। উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বাড়াতে হলে এবং এতাবৎকাল অবহেলিত অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের ধারাকে পৌঁছে দিতে গেলে সরবরাহ ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উন্নতপ্রযুক্তির সংযোগ ঘটাতে হবে : জলবায়ু, আবহাওয়া ও জমির চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করা, কৃষিতে বৈচিত্র্যীকরণ আনা, পুকুর খনন, খাল কাটা এবং অন্যান্য জলাশয়গুলির সংস্কারসাধন প্রভৃতির মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা, সার-বীজ প্রভৃতির যোগান এবং সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা করা। কৃষি ছাড়া শিল্প, বিদ্যুৎ, প্রামোন্নয়ন, টেলিযোগাযোগ এবং রেল ও সড়ক যোগাযোগে বিনিয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে। নাবার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি যেগুলি পরে সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধীকৃত হতে পারে অথবা অন্য সমিতির সাথে যুক্ত হতে পারে তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু সদস্যের একটা নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে এবং বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতিতে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

পশ্চাদপদ এলাকাগুলির সার্বিক উন্নয়নে সমবায় ক্ষেত্রকে খুব ভালভাবেই কাজে লাগানো যায় এবং এই উদ্দেশ্যে সমবায়ের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দৃঢ় আর্থিক ভিতের উপর দাঁড়াতে প্রাথমিকভাবে কিছু আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। নবম পরিকল্পনার উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে প্রতি বছর ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ যথা — (ক) প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য উৎপাদন এবং বাগিচা শিল্প এবং (খ) চিনি, তামাক, তুলা উৎপাদন ও প্রকরণ, হস্তচালিত তাঁত, চর্মশিল্প ও কাঁচ শিল্পের প্রসারে গুরুত্ব দিতে হবে। সমবায়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং এতদিন পর্যন্ত যেসব অর্থনৈতিক উৎসকে কাজে লাগানো হয়নি সেইসব অব্যবহৃত উৎস থেকে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

দানাশস্য ছাড়া অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে খাদ্যপ্রক্রিয়করণ ও বিপণনের ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে এবং এইসব কাজকর্মে সমবায় উদ্যোগ সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানও সম্ভব হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট খোলা ছাড়াও দুধ, মাছ, হস্তচালিত তাঁত শিল্প, হস্ত ও কারুশিল্প, খাদি ও গ্রামীণ শিল্পে সমবায় সমিতিগুলি কাজ করে চলেছে। নবম পরিকল্পনায় সমবায়ের কাজকর্মের পরিধি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে — রপ্তানি বাণিজ্য, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, গ্রামীণ টেলিযোগাযোগ, সার-বীজ-কীটনাশকের বণ্টন, হিমঘর ও গুদাম তৈরি ইত্যাদি।

নবম পরিকল্পনায় জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে এবং সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে গেলে সমবায় আন্দোলনকে সহযোগী হিসেবে সঙ্গে নিতেই হবে। সমবায়ের মাধ্যমে সহজে ও কার্যকরিভাবে জনগণের কাছে পৌঁছানো যায়, যা কোন সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কাছে কয়েকমাস আগে তার সমবায় সম্পর্কে সামগ্রিক রূপরেখা জমা দিয়েছে। তারা দাবি করেছে, ৯০-৯৪ ও ৯৪-৯৫ -এর কেন্দ্রীয় বাজেটে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মূলধনী ভিত্তিতে শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন ১১,০০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও অনুরূপ অর্থ সাহায্য করতে হবে, কোনরকম দ্বিচারিতা করা চলবে না। ভারতের জাতীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে নিবন্ধীকৃত করেও তাকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে ব্যবসায়িক লাইসেন্স না দিয়ে। অবিলম্বে এই অনুমতি দিতে হবে। সমবায় সমিতিগুলির জন্য নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটাতে হবে এবং সমবায়ে স্বশাসন ও গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে হবে। ১৯৯১ সালে নিযুক্ত করা সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সমবায় সমিতির উপর ধার্য কর-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। ঋণ ও লোকসানে চলা সমবায় সমিতিগুলির জন্য বি আই এফ আর-এর অনুরূপ গঠন করতে হবে। জেলাস্তরে বেসরকারি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রত্যাহার করতে হবে।

কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি অবিলম্বে সমস্ত বাধা অপসারণ করে সমবায়কে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে নবম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে না দিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নির্দেশিত সম্পূর্ণ বিপরীত রাস্তায় চলে তা হবে ভারতীয় জনগণের বিশাল অংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও সরকারের আত্মহননের পথ। ❑

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of Interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-Investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই সি রোড (৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৩৪-৪৯৩১/৩৩৪-৩৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ◆ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সবিস্তার সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় তাজা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হ্যাঁ, নেকিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

সংরক্ষণাত্মক মানব-উন্নয়ন ও সমবায়

অতনু সেন

স্থায়ীভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যক্তি-উদ্যোগ অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসাবে আমাদের সমবায় উদ্যোগের কথাই বিশেষভাবে ভাবতে হবে। বিশ্বের বেসরকারি সমবায় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠান আই সি এ বা আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের ডাইরেক্টর রুথ থরডারসন বলেছিলেন "বর্তমানে জনতন্ত্রের প্রতি যে একটা মোহের জোয়ার এসেছে তা যে চিরদিন থাকবে না এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। লোভ কখনই স্থায়ীভাবে একটা উদ্দীপক প্রেরণা হতে পারে না ; বিশেষ করে এ বিষয়ে যারা পিছিয়ে থাকল ও যারা অন্য মূল্যবোধের দিশারী। যখন আর একবার একটি বিকল্প খোঁজা হবে সমবায় আন্দোলন যেন সেই ভবিষ্যতের জন্যে তার সম্ভাবনা ও সম্মতির বার্তা নিয়ে অবশ্যই প্রস্তুত থাকে। (" There is little doubt that the current fascination with capitalism will not last for ever. greed is not an attractive message. especially for those who are left out. or who have other values. When an alternative is once again sought the movement must be ready with its own message for the future. ") আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের ১২ বছরের (১৯৮০-৯৫) সভাপতি সুইডেনের সমবায়ী লার্স মারকাস ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, "লোভ আর একবার অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার শুরু করেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রবর্তন (অটোমেশন) নিয়ে আসছে কর্মহীনতা। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বাজেটের মধ্যে দিয়ে জনকল্যাণকর কাজকর্মের সংস্থান করতে পারছে না।" (" Once again greed dominates the economy. automation brings unemployment. The democratic political system has difficulty in financing welfare within budgets ")

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯৪ সালে সমবায় সম্পর্কে গৃহীত সপ্রশংস সিদ্ধান্তে বলা হল, "পৃথিবীর সর্বদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনে সমবায় তার বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারা একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। মহিলা, যুব, প্রতিবন্ধী ও প্রৌঢ় সম্প্রদায়ের মানুষসহ সমস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য সামগ্রিক অংশগ্রহণকে সমবায় আন্দোলন প্রসারতা দিয়ে এসেছে।" (" Co-operatives in their various forms are becoming an indespensable factor in the economic and social development of all countries. promoting the fullest possible participation in the development process of all population groups. including women. youth disabled persons and the elderly. ") ১৯৯৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লির ৪৯তম অধিবেশনে ব্যক্তি-উদ্যোগমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক সামাজিক প্রবণতার প্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলনের সম্ভাব্য ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কেন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল : (১) বিভিন্ন দেশের সরকার, সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় সংগঠনসমূহকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকেই যেন ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর জুলাই মাসের প্রথম শনিবারে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) অবসানের পর গঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার প্রতিষ্ঠাকালের (১৯৪৫-৯৫) সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৃথিবীব্যাপী নতুন আর্থিক নীতির প্রেক্ষিতে তা কেন তাৎপর্যপূর্ণ। (২) পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের সরকার যখন জাতীয় উন্নয়নের কার্যসূচি নেবে তখন তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সমবায় আন্দোলনের সম্পূর্ণ সম্মতি ও সম্ভাবনার কথা কেন বিবেচনা করে। (৩) যে সমস্ত আইনগত ও প্রশাসনিক অন্তরায় সমবায় আন্দোলনের সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ চায় বিভিন্ন দেশের সরকার সেগুলি অপসারণের বিষয়টি বিবেচনা করুক। (৪) বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রসারে সমবায় আন্দোলনের অবদানের বিস্তৃত পরিসংখ্যান, সমবায় তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন প্রয়োজন আর এই উন্নয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সরকার যাতে সহযোগী সমবায় সংস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এক সাথে কাজ করে সে সিদ্ধান্তও জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি নিয়েছে। মহাসচিব বুত্রোস বুত্রোস ঘালিকে আরও অনুরোধ করেছে যে, বর্তমান আর্থিক সঙ্কটির মধ্যেই আন্তর্জাতিক সমবায় আন্দোলনের লক্ষ্য সাধনে ও কার্যসূচি রূপায়ণে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কেন সহায়তা দেয়।

সার্বিক ও সংরক্ষণাত্মক মানব কল্যাণ সাধনে সমবায় আন্দোলনের সক্ষমতা যাচাইয়ের আগে আমাদের জানা দরকার মানব কল্যাণ বলতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কি বোঝাতে চাইছেন। এ সম্পর্কে ১৯৯৪ সালের প্রতিবেদনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (UNDP Report 1994) একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে ভারতে উদারনীতির রূপায়ণ শুরু হল। ঐ বছরই "মানব উন্নয়নের মতবাদ ও পরিমাপ ১৯৯০"

শীর্ষক (Concept and Measurement of Human Development, 1990) প্রতিবেদন প্রকাশিত হ'ল। ১৯৯১ সালের দ্বিতীয় প্রতিবেদনের বিষয় ছিল "মানব উন্নয়নে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ" (Financing Human Development-1991)। ১৯৯২ সালে "মানব উন্নয়নের বিশ্ব পরিস্থিতি" (Global Dimensions of Human Development-1992), ১৯৯৩ সালে "জনগণের অংশীদারি" (People's participation), ১৯৯৪ সালে "মানব নিরাপত্তার নতুন দিক" (New Dimensions of Human Security) আর ১৯৯৫ সালে "নারী-পুরুষের পারস্পরিক অবস্থান ও মানব উন্নয়ন" (Gender and Human Development) শীর্ষক প্রতিবেদনগুলি পরপর প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৯৪ সালের পঞ্চম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের ভূমিকায় সংরক্ষণাত্মক মানব উন্নয়ন (Sustainable Human Development) সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সংরক্ষণাত্মক মানব উন্নয়ন বলতে শুধু আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিকেই বোঝায় না, আরো বোঝায় সেই আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সুফল যেন সমন্বায়িকভাবে বণ্টিত হয়। এই উন্নয়ন চারপাশের পরিবেশকে ধ্বংস না করে তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তার সাধারণ মানুষকে প্রান্তসীমায় না নামিয়ে তাকে আরও উচ্চস্তরে উন্নীত করে। এ উন্নয়ন গরিব মানুষদেরই অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের পছন্দের পরিধিকে ও সুযোগের সীমানাকে আরও বিস্তৃত করে; আর নিজেদের জীবনচর্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ উন্নয়ন সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিকাঠামোয় তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সংক্ষেপে এ উন্নয়ন হবে জনমুখী, পরিবেশবাদী, কর্মপ্রসূ ও মহিলা সহায়ক"। (Sustainable Human Development is development that not only generates economic growth but distributes its benefits equitably that regenerates the environment rather than destroying it that empowers people rather than marginalizing them. It is development that gives priority to the poor, enlarging their choices and opportunities and providing for their participation in decisions that affect their lives. It is development that is pro-people, pro-nature, pro-jobs and pro-women) সংরক্ষণাত্মক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্বকমিশন (Bruntland Commission) যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ অর্থবহ। বলা হয়েছে, "সংরক্ষণাত্মক উন্নয়ন হ'ল এমন উন্নয়ন যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা এমনভাবে মেটাবে যাতে ভাবী প্রজন্মের পক্ষে তাদের চাহিদা মেটাবার সুযোগ থাকে।" (It is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.)।

মানুষ মানুষকে নিয়ে সৃষ্টির আদি থেকেই ভাবছে। এর ঠিক কোন সময়ের সীমানায় বাঁধা যাবে না। চারপাশের পরিবেশকে আমরা সামগ্রিকভাবে সুন্দর ও শোভন দেখতে চাই। এই চাওয়ার পিছনে নিজেদের করণীয় কাজের মানকে আশানুরূপ করে তুলতে হবে। প্রাপ্ত পরিবেশ ও অনুসৃত অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি মানুষের সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। কৃষি ও কুটিরশিল্পভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি সামাজিক সুস্থিতিকে খুব একটা নষ্ট করতে পারেনি। তাই তার বিকল্প নিয়ে বিশেষ ভাবনা ছিল না। ভাবনাটা বিশেষভাবে এল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। সময়কাল হিসাবে মোটামুটি ১৭৬০ সালকে বলা হয় শিল্পবিপ্লবের সূচনাকাল। জেমস্ ওয়াটের (১৭৩৬-১৮১৯) স্টিম ইঞ্জিন (১৭৮২), এডমন্ড কার্টরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত (১৭৮৫), খনিজ পদার্থ আহরণের উন্নত প্রযুক্তি, লোহার তৈরি সমুদ্রগামী জাহাজ প্রভৃতি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন একযোগে পাশ্চাত্য দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে দিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতি একদিকে বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে মানুষের জয়যাত্রার সম্ভার যেমন আনতে শুরু করল অন্যদিকে একশ্রেণীর মানুষ মানুষকে শোষণের কাজে তাকে ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। এই প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফল যা সমাজকে প্রভাবিত করল তা-ই হ'ল শিল্পবিপ্লবের কুফল। কর্মহীনতা-অর্ধাহার-অনাহার-বিদ্যাহীনতা-শিক্ষাহীনতা-স্বাস্থ্যহীনতা আর ব্যক্তিজীবনের ক্লিষ্টতা মানবিক অবক্ষয় ঘটাতে শুরু করল।

পরিস্থিতির সামাল দিতে একদল মানুষ এগিয়ে এসে মূলধনী গোষ্ঠীকে বললেন, "তোমরা একটু মানবিক হও - সামাজিক হও - সমাজের সবার কথা ভাব"। যারা মানুষের এই ভাবনাটা প্রথম ভেবেছিলেন ঐতিহাসিক দিক থেকে তাদের বৌদ্ধিক গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা হলেন জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২), জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)। এদের কাজ মোটামুটি আলোচনা-বক্তৃতা ও লেখনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা পুঁজিপতিদের প্রভাবিত করেনি। তারপর এল সমাজভাবনার বা সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক অধ্যায়। এই অধ্যায়ের পুরোধা ছিলেন ইংল্যান্ডের রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮), ডক্টর উইলিয়াম কিং (১৭৮৬-১৮৬৫), ফ্রান্সের চার্লস ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭), ফিলিপ্পী বাকেজ (১৭৯৬-১৮৬৫), লুই ব্ল্যাঙ্ক (১৮১৩-১৮৮২) প্রমুখ মনীষীগণ। এঁরা বললেন, মানবিক অবক্ষয় তথা সামাজিক অবক্ষয় রোধ করার জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। মানুষকে বিবর্ণ করে সমাজকে বর্ণময় করে তোলা যাবে না। অভ্রান্ত সমাজতন্ত্রী রবার্ট আওয়েন বললেন, সমবায়ের মাধ্যমে শ্রমিকরা কাজ করলে আর্থিক দিক থেকে পুঁজিপতি-মালিক আর তাদের শোষণ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে ক্রেতা সমবায় গড়ে তুললে ক্রেতারা বিক্রেতার হাতে - কলমান সমবায় গড়ে তুললে মহাজনের হাতে খাতক আর শোষিত হবে না। অর্থনৈতিক শোষণের উৎসমুখ বন্ধ হলে মানবিক অবক্ষয়ের কারণগুলো দূর করা সম্ভব হবে। সমবায়ের কথাটা রবার্ট আওয়েনই সর্বপ্রথম খুব সহজ ও স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের জনক। সমবায়

আন্দোলনের সাথে সাথে প্রায় একই সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও গড়ে উঠল। এমনকি সমবায় কর্মচারীরাও লণ্ডনে ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম নিজেদের সংগঠন (Association of Cooperative Employees) গড়ে তুলল। মালিকপক্ষের নিকট থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অপরিহার্যতা বিস্তৃতি পেতে থাকল। প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ধরে রাখা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে জনসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা ও তাদের আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে সমবায় আন্দোলনের উপযোগিতাও বাড়তে থাকল।

আর্থিক ও নৈতিক উভয়প্রকার মানবিক উন্নয়নের ভাবনাই হ'ল সমবায়ের মূল ভাবনা। সমবায়ের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই এই দুই প্রকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কিভাবে সমবায় মানব উন্নয়নের মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল : (১) উপজীবিকা ও বৃত্তিগত আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষকরা কৃষি সমবায় - তাঁতিরা তন্তুবায় সমিতি - জেলেরা মৎস্যজীবী সমবায় ইত্যাদি গঠন করে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট উপজীবিকার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রতিটি উপজীবিকার প্রাক্‌উৎপাদন (ব্যাকওয়ার্ড) ও উৎপাদনোত্তর (ফরওয়ার্ড) অসুবিধাগুলি সমবায় দূর করতে সচেষ্ট থাকে। (২) আবার বিভিন্ন পেশা ও উপজীবিকার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রেতা সমবায়-আবাসন সমবায়-অকৃষি ঋণদান সমবায়-স্বাস্থ্য সমবায় ইত্যাদি গঠন করতে পারেন। এ ধরনের সমবায়ে বৃত্তি-পেশা ইত্যাদির কোন বিচার করা হয় না। এরূপ সমিতির কাজ হ'ল মানুষের সাধারণ আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন। তাই সব বৃত্তির মানুষই এদের সদস্য হতে পারে। এই দুই পদ্ধতিতে বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে সাধারণ শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষ নিজেদের জীবন ও জীবিকার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দাবীদাওয়া সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেয় ও তা রূপায়ণের পূর্ণ সুযোগও পায়। ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগভিত্তিক সাম্যবাদী অর্থনীতির পরিকাঠামোয় আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সাংগঠনিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশের হাতে থাকে না। একমাত্র সমবায়ই এ সুযোগ দেয়। (৩) আমাদের দেশে অনেক কাজ করার আছে অর্থাৎ কাজ আছে। তবু এখন ভারতে নথিভুক্ত বেকার প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে এ সংখ্যা ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার মত। কর্মহীন বেকারদের দিয়ে নানাভাবে সামাজিক সুস্থিতি নষ্ট করানো হচ্ছে। কাজ আছে, কর্মীও আছে। কিন্তু সংগঠন নেই, অর্থ নেই। এ দুটিই সার্থকভাবে ও স্থায়ীভাবে সমবায়ই দিতে পারে। তবে আমাদের যা কিছু সঞ্চয় তা সমবায় সংস্থায় রাখতে হবে। পরিণামে তা বেকার সমস্যার উপশমে স্থানীয় উন্নয়নের কাজে স্থানীয় সমবায় কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। এতে স্থানীয় মানুষদের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ী মূলধন অন্যত্র যেতে পারবে না। স্থানীয় ঋণ-আমানতের অনুপাতও বাড়বে। ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক বাজারী অর্থনীতির আওতায় পুঁজিবাদীরা লাভের আশায় পুঁজি বিনিয়োগ ও কর্মী নিয়োগ করে। বাজারী প্রভাবে লাভ কমে গেলে কর্মী ছাঁটাই করে আর সেই একই নীতিতে অলাভজনক কারখানা ও সংস্থা বন্ধ করে দেয়। ফলে অজস্র কর্মী আগামিকাল কর্মহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগভিত্তিক অর্থনীতিতে উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের প্রয়োজন উপেক্ষা করে জনপ্রিয়তার মোহে কর্মচারী নিয়োগ ঘটে। উদ্যোগের বিস্তৃতি না ঘটায় বাড়তি কর্মী নিয়োগের পথ বন্ধ হয়ে যায়, আবার প্রয়োজন অতিরিক্ত কর্মী সংখ্যা অর্থনীতির কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সমবায় উদ্যোগে কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। বেহিসেবী নিয়োগের সম্ভাবনা প্রায়শই থাকে না। একটি সমবায় সংস্থা নিবন্ধনের সাথে সাথে প্রায় ক্ষেত্রে দুভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় — একটি বেতনভিত্তিক নিযুক্তি বা সালারি-এমপ্লয়মেন্ট ; অপরটি হ'ল স্বনিযুক্তি বা সেলফ-এমপ্লয়মেন্ট। নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে সারা ভারতে ১৪ লক্ষ মানুষ বেতনভিত্তিক নিযুক্তি ও ৬ কোটি মানুষ স্বনিযুক্তির মাধ্যমে সমবায় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান পেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ঐ সময় সমবায় উদ্যোগে বেতনভিত্তিক নিযুক্তির সংখ্যা ছিল এক লক্ষের মত। শিল্প সমবায় ক্ষেত্রে স্বনিযুক্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকলেও 'অ্যান্‌এপনার' গড়ে তোলা, পেশাদারি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও অন্যান্য কিছু সমস্যা রয়েছেই। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘও বিশেষ ওয়াকিবহাল। তাই তারা সিকোপা (CICOPA - Committee of International Cooperation for Producers and Artisans) নামীয় প্রকল্পে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে ব্যাঙ্গালোরে ও দিল্লিতে ইতিমধ্যেই খুলেছেন। কলকাতায় আর একটি প্রকল্প খোলার উদ্দেশ্যে গত ১৪ মার্চ (১৯৯৬) কলকাতার রোটারি ও ৯ এপ্রিল (১৯৯৬) ব্ল্যাকবার্ন লেনের শিল্পগুরুর প্রেক্ষাগৃহে দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২ অক্টোবর থেকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৯২-১৯৯৭) পরিকল্পনাকালে "প্রাইম মিনিস্টার্স রোজগার যোজনা" নামে গ্রাম ও শহরের শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যে ৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে যে কর্মসূচি চালু হয়েছে তার মধ্যে সমবায়কে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এই প্রকল্পে মাথাপিছু এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দের মধ্যে ৭৫০০ টাকা বা ১৫ শতাংশ অনুদানের ব্যবস্থাও আছে। মাত্র ১০ জন মিলে অধিমত যে কোন সমবায় সমিতি গড়ে তুলে কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকার মূলধনী সংস্থান রাখা হলে সমবায় ও মানব-উন্নয়নের পক্ষে অনেকটাই সহায়ক হত। ভয়াবহ বেকার সমস্যার প্রেক্ষিতে ভারতের এখন বৃহদায়তন উৎপাদন (Mass Production) অপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যক মানুষের দ্বারা উৎপাদন (Production by Mass) বেশি প্রয়োজন। এ প্রয়োজন সমবায়ই বেশি করে মেটাতে পারে। (৪) উন্নয়নের জন্যে অপরের ওপর নির্ভরশীল হলে নিজেদের স্বাধিকার নষ্ট হয়। আবার স্থায়ী উন্নতি কখনোই অপরের দ্বারা হয় না। তা সে সরকারই হোক বা কোন ব্যক্তি-উদ্যোগই হোক। অভিভাবক ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য অনুকূল পরিকাঠামো সাংসারিক পরিমণ্ডলে বজায় রাখেন। ছেলেমেয়েরা নিজেরা পড়াশুনা না করলে

অর্থাৎ নিজেদের চেষ্টা না থাকলে যেমন তরুণের উন্নয়ন হয় না তেমনি নাগরিকদেরও নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা যদি সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত না হয় তাহলে দেশের অভিভাবক হিসাবে সরকারের প্রসারিত পরিকাঠামোও অর্থনৈতিক ও নৈতিক তথা সামগ্রিক মানব-উন্নয়নে বিশেষ কাজে লাগে না। সমবায়ের মাধ্যমে মানবকল্যাণ বিশেষভাবে সম্ভব এই কারণেই যে পুঁজি বা মূলধনের ভূমিকা (Role) এবং পুঁজি বিনিয়োগজনিত লাভ (Return) দুই-ই এখানে সীমাবদ্ধ। ভূমিকা সীমাবদ্ধ এই কারণে যে এখানে প্রত্যেক সদস্য বা শেয়ার হোল্ডারের ভোটাধিকার শেয়ারপিছু না হয়ে সদস্যপিছু। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মানুষের থেকে পুঁজির মূল্য বেশি, তাই সেখানে শেয়ারপিছু একটি করে ভোট। আবার পুঁজির বিনিয়োগজনিত লাভের কোন সীমা নেই। আইন পুঁজিপতিদের সম্পত্তিকে রক্ষা করে তাদের মুনাফার ওপর কোন সীমা ধার্য করে না। পক্ষান্তরে সমবায় সংস্থায় লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড সমবায় নীতির অনুশাসনে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট। পুঁজির প্রভাব ও প্রতিপত্তি যত কমবে মানবকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ততই বাড়বে। সমবায়ের মাধ্যমে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব বলেই কর ফাঁকি - কালো টাকা কালো বাজার আর সমাজবিরোধী নানান কালো কাজ আর তার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির সম্ভাবনাকে সমবায় দূরে রাখে।

(৫) আমাদের যা কিছু সামাজিক ব্যাধি তা প্রত্যক্ষভাবে বাজারী অর্থনীতিরই কুফল। এগুলি সবই মানবিক অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে কাজ করছে। আর্থিক লেনদেনের যে সমস্ত কেলেঙ্কারি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে কাঁপিয়ে তুলছে তার প্রায় সবই ব্যক্তি-উদ্যোগ ও বাজারী অর্থনীতিরই অবদান। এদিক থেকে রাজনৈতিক দলগুলি যেমন ব্যক্তি-উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল, ব্যক্তি-উদ্যোগও তেমনি তাদের মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় রাজনৈতিক সমর্থন ও মদত প্রয়াসী। এইভাবে বাজারী আর্থিক ব্যবস্থায় রাজশক্তি বা স্টেট পাওয়ারকে অর্থশক্তি বা ইকনমিক পাওয়ার প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। পরিণামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সাধারণ সুস্থ মানসিকতার মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন। অর্থশক্তির সাথে রাজশক্তির এই অশুভ সমঝোতা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কেউ কেউ 'কস্ট অব্ ডেমোক্রেসি' হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। রাজনীতিবিদদের সাথে ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক পুঁজিবাদীদের এই অশুভ আঁতাতে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ছে। ইদানিংকালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথেও পুঁজিবাদীদের অশুভ সম্পর্ক নিয়ে কিছু কিছু অভিযোগ শোনা গেছে। পক্ষান্তরে ভাবা হচ্ছে সমবায় আন্দোলন যদি শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশালভাবে শক্তিশালী হয়ে প্রতিষ্ঠা নেয় তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিস্তৃতি না পেয়ে গুটিয়ে যাবে। সমবায় অনুরাগীদের কাছ থেকে এমন অভিযোগও পাওয়া যায় যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চায় না সমবায়ের প্রসার ঘটুক। কারণ সমবায় শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকরাই মালিক। তাই শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে সমবায় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ শ্রমিকদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় বোর্ডের কাছে ট্রেড ইউনিয়নের দাবিদাওয়া উপস্থাপন ও আদায়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ থাকে না। সেই আলঙ্কারেই কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বলে থাকেন বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে সমবায় অনুপযোগী। কিন্তু যেখানে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সকলেই কোন না কোনভাবে সমবায়ের মালিক সেখানে রাজনৈতিক দলিচ্ছা থাকলে সমবায় কেন বৃহদায়তন অর্থনৈতিক উদ্যোগে অনুপযুক্ত হবে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-সংগ্রামী মানসিকতা-একটার পর আর একটা দাবি সামনে রেখে কর্তৃপক্ষের ওপর অবিরত চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য অটুট রাখার মানসিকতার সাথে সমবায় আন্দোলন অনেক সময়ই সঙ্গতি রাখতে পারছে না। অথচ দুটি সংগঠন এক সাথে চলতে পারলে সমবায়-ভিত্তিক শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট শক্তির আবির্ভাব হতো। গণতন্ত্র প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) বলেছিলেন, এটি একটি বিকৃত ধরনের সাংবিধানিক সরকার। আর হাল আমলের বিচারক হিদ্রোর মন্তব্য "রাজনীতি এখন বেশ লাভজনক ব্যবসা" বা রজত রায়ের মন্তব্য (আনন্দবাজার-৯-৩-৯৬) "লোকে এখন রাজনীতিক মাত্রেই চোর ঠাওরাচ্ছে"-প্রভৃতির ব্যাখ্যা বড় অংশেই অক্সফোর্ডের অধ্যাপক জেমস্ ব্রাইস (১৮৩৮-১৯২২) দিয়ে বলেছিলেন, অর্থশক্তি প্রশাসন ও আইন উভয়কেই কলুষিত করে রাজনীতিকে একটি লাভজনক পেশায় পরিণত করে। পরিণামে গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ সুস্থ ও বিবেকবান মানুষ ভাবছেন তবে কি গণতন্ত্রকেই ত্যাগ করতে হবে। না, সে পরিণাম মোটেই সুখকর হবে না। এ সম্পর্কে ১৯৬৫ সালে প্রয়াত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যা বলেছেন সেটাই এখনও পর্যন্ত সঠিক। তিনি বলেছেন, "গণতন্ত্র একটি ভয়াবহ ব্যবস্থা - তবে একমাত্র মুশকিল হল যে অপর কোন গ্রহণযোগ্য বিকল্প এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই" (Democracy is a terrible system. They only trouble is that nothing better has yet been devised)। তাই গণতন্ত্র ছাড়া যাবে না। তবে এর সহযোগী বিকল্প হ'ল সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের অর্থশক্তি বা "ইকনমিক পাওয়ার"কে বিকেন্দ্রীভূত করা। সেক্ষেত্রে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে সমবায় আন্দোলনেরই মিলন মঞ্চে মিলিত হয়ে আমাদের অনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথও (১৮৬১-১৯৪১) সমবায়কে সেইভাবেই চেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমবায় আন্দোলনের পতাকাতলে আমরা যদি সকলেই মিলিত হয়ে চলতে পারি তাহলে যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার তখন আর ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক পুঁজিপতিদের দ্বারা সেভাবে প্রভাবিত হবেন না। ব্যক্তি-উদ্যোগ আদৌ যদি না থাকে তাহলে অবশ্য কোন অবকাশই থাকছে না। সমবায় আন্দোলনের স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত শাসনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে সমবায়-অনুকূল সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার বিপুল সমবায় সদস্যবর্গের সমর্থনকে চাইবেন। সমবায়ের পতাকা তলে সঙ্ঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে রাজনৈতিক দলগুলি আসবে তাদের পালে জনমতের অনুকূল

কাজে লাগানোর জন্যে। এখন পর্যন্ত সমবায় সমিতির নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে। সমবায় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রশ্নটির দিক থেকে এ বিধান কাম্য। সংসদীয়-গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজন সজাগ ও সক্রিয় জনমত। এর জন্যে চাই কার্মিক সাক্ষরতা (ফাংশনাল লিটারেসি)। সমবায় আন্দোলনের গ্রাম থেকে জাতীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো কার্মিক সাক্ষরতা বিস্তারে সাহায্য করতে পারে। ব্যক্তি-উদ্যোগ ভিত্তিক পুঁজিপতিদের কাছে রাজনৈতিক দলগুলির হাত-পাতার ব্যাপারটা গণতন্ত্রের জনহিতকর ন্যায্যতার দিক থেকে একটি বিপদ সঙ্কেত। আর হাত পাতার ব্যাপারটা ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে সবই কালো টাকায় হচ্ছে। তিনি কোম্পানি আইন পাল্টে স্থির করে দিলেন, কোন কোম্পানি কোন রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিতে পারবে না। আসলে একটি অনৈতিক কাজের ছিদ্র দিয়ে অন্য অনেক অন্যায় প্রশ্রয় পায়, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আসল প্রাণশক্তিকে নষ্ট করে। সেই ছিদ্র বন্ধ করার ক্ষেত্রে সমবায় ছাড়া অন্য কোন প্রযুক্তিযোগ্য বিকল্প এখন তো দেখা যাচ্ছে না।

(৬) ধনী আরও ধনী হচ্ছে বলে ধনীকে দোষ দেওয়া যায় না। দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্যে কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ দরকার। এই বিনিয়োগের প্রতিমান অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে ধনীদের ঘরেই যাবে। এক্ষেত্রে সমবায় যে পরিকাঠামো প্রসারিত করে দেয় তাতে স্বল্প ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টির সাংগঠনিক সুযোগ পায়। বিভিন্ন সমবায় সংস্থার মাধ্যমে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে ধনী আরও ধনী হওয়ার সুযোগ কমই পাবে।

(৭) লোক শক্তির (ম্যাস পাওয়ার) ওপর প্রতিষ্ঠিত গণসংগঠন যেখানে খুব সক্রিয় সেখানে সামাজিক সম্প্রীতি-পারস্পরিক বোঝা পড়া বেশ ভালো থাকে। পঞ্চায়েত ও সমবায় সংগঠন যে সমস্ত অঞ্চলে ক্রিয়াশীল সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেমন বজায় থাকে তেমনি আর্থিক ছাড়াও অন্যান্য নানারূপ কল্যাণকর কাজকর্ম হতে দেখা যায়। সমবায় সংস্থার অন্যতম নীতি হল সমষ্টির জন্যে ভাবনা। সমবায় আইনেও আছে সমিতির নিট লাভ থেকে কিছু অংশ সমষ্টির জন্যে দান করা যায়। জনসমষ্টির কল্যাণ কর্মে পঞ্চায়েতের সাথে হাত মিলিয়ে সমবায় আন্দোলনও কাজ করতে পারে। পঞ্চায়েতকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গণতান্ত্রিক প্রয়োজনে সমবায়কে সাথে নিতে হবে। পরমত সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাজ করতে যে সমঝোতাবোধ জন্মায় তাতে অহংবোধ বিলীন হয় আর তাই জাতীয়তাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বনাগরিকতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়। এক সাথে চলার প্রাথমিক শিক্ষা সমবায়ই একেবারে প্রাম পর্যায় থেকে দিতে শুরু করে। শুরু থেকে এটা গড়ে উঠলে আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হানাহানি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিগ্রহের মানসিকতা থাকে না। গরিব দেশগুলির পক্ষে সমস্যা হচ্ছে সব থেকে বেদনাদায়ক ও মর্মন্তুদ ব্যাপার। রাস্তায় যারা মরামরি করে তাদের কৃষ্টি ও কৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত যুদ্ধ আমাদের মধ্যে সেরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া তেমনভাবে সৃষ্টি করে না। কারণ আমরা ব্যক্তির অহংবোধকে সমবায় দর্শনের শক্তি দিয়ে শুদ্ধ ও সৃজনশীলভাবে পরিশীলিত করে তুলতে পারিনি। এখানে সমবায় দর্শনের সাথে পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী দর্শনের মূলগত তফাৎটা বলে দেওয়া যেতে পারে। অহংবোধকে প্রশ্রয় দিয়ে পুঁজিবাদ মানুষকে অহমিকাবাদী বা এগোয়িস্ট করে তোলে যা মানব সমাজের স্থায়ী কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিফলিত এই রূপটিই যুদ্ধ বাধায়। অন্যদিকে সাম্যবাদ অহংকে দমিয়ে রাখতে চাইলেও তাকে স্থায়ী-ভাবে চেপে রাখা যায় না। অপরদিকে সমবায় মানুষের রক্তের মধ্যে মিশে থাকা অবিনাশী অহংবোধকে প্রশ্রয় দেয় না — দমনও করে না। বরং গঠনমূলক খাতে তাকে প্রবাহিত করে স্থায়ী, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। পুঁজিবাদের "আমি" (I), সাম্যবাদের "সকলের" (All) মধ্যে হারিয়ে যায়। আর সমবায়ের "আমরা"র (We) মধ্যে "আমি" গঠনমূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে।

(৮) উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশকে সমবায় আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত ও উন্নত করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুরক্ষা ও সংরক্ষণাত্মক উন্নয়ন পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। উন্নয়ন বলতে প্রচলিত ধারণা ছিল কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর তা সাধনের জন্যে আমাদের অধিক হারে শক্তি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে হয়েছে। আর এতেই দেখা দিয়েছে পরিবেশের সঙ্কট। যথেচ্ছভাবে ভূমির ব্যবহার ঘটানো হয়েছে। অথচ বনসৃজনের ব্যাপারটা অনেকটাই সংঘের ব্যাপারে থাকিয়েছে। এদিকে বৃহৎ প্রত্যাশী অগ্রগতি বিশেষ হয় নাই। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় শতকরা ২ ভাগ অরণ্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভারতে এই অরণ্যমুক্তির হার আড়াই থেকে তিন শতাংশ। এইভাবে চললে আগামী দিনে হয়তো দেখা যাবে সংরক্ষিত ছাড়া আর কোন বনভূমিই নেই। অবশ্য নিধন প্রথম শুরু হয়েছে উন্নত দেশে। তারপর উন্নতিকামী দেশেও আজ আছে উন্নয়নের ক্ষতি আনতে পরিবেশগত অবক্ষয় সংঘটিত হয়েছে। বনভূমি কমানো হয়েছে কৃষির স্বার্থে, বসতি স্থাপনের তাগিদে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণে, শহর গড়ার কাজে, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে। ফলশ্রুতি হিসাবে অনিবার্যভাবে এসেছে মৃত্তিকা ক্ষয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, বৃষ্টিপাত হ্রাস, তাপবৃদ্ধি, নদীগতির তারতম্য, ফসলহানি প্রভৃতি। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি বণ্টন ও ব্যবহারে সমবায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এগুলির ব্যবহার ও বণ্টনে সমবায়গুলি সচেতনতা আনতে পারলে মৃত্তিকার শক্তিকে অনেকটাই ধরে রাখা সম্ভব হবে। ঠিক একইভাবে সৌরশক্তি, বায়ু-গ্যাস ও বায়ুশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমবায় আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্তর থেকে পল্লীগ্রামে বিস্তৃত পরিকাঠামোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। পরিবেশগত সুরক্ষা ও সংরক্ষণে সমবায়গুলি যা করতে পারে ও এখনও যা করা উচিত সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা যে কার্যক্রম নিয়েছে তা হল — (১) পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রত্যেকটি সমবায় সচেষ্ট হবে (২) সমবায়ের ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশগত সুরক্ষা

অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩) সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে প্রাধান্য পাবে। (৪) শক্তি সাশ্রয় করার অর্থ হল শক্তি সঞ্চয় করা। সাশ্রয় প্রচেষ্টার সাথে সাথে এ বিষয়ে বর্জ্য সামগ্রী থেকে শক্তি উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। মৎস্যজীবী সমবায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু গঠনমূলক কাজও করেছে। (৫) প্রত্যন্ত পল্লীগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত সমবায় পরিকাঠামোকে পানীয় জল সরবরাহ ও শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশ্বব্যাঙ্কের মতে প্রতিবৎসর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ২০ লক্ষেরও বেশি লোক দূষিত জল পান করার ফলে মারা যায় আর কোটি কোটি মানুষ জলবাহিত জীবাণু দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। (৬) পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে সরকারি কার্যক্রমের সাথে সমবায় নিজেদের সামিল করবে। (৭) পরিবেশ সুরক্ষায় জল ও বর্জ্য সামগ্রীর যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। বাতাস ও শব্দ দূষণ থেকেও মানুষকে মুক্তি দেওয়ার কাজে সমবায়গুলিকে সচেতন হতে হবে।

পরিবেশ সুরক্ষার সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করেও সমবায়গুলিকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৯৯০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৫.৩ বিলিয়ন অর্থাৎ ৫৩০ কোটি। ১৯৯০ সালের ১৭ মে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত একটি সমীক্ষার প্রতিবেদনে হিসাব করে দেখানো হয়েছে আগামী ২০০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬.২৫ বিলিয়ন অর্থাৎ ৬২৫ কোটিতে দাঁড়াবে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশের বহন ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে লোকসংখ্যা বাড়ছে। ১৯৬১ তে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৪ কোটি, ১৯৭১ তে তা বেড়ে হল ৫৫ কোটি। ১৯৮১ সালে ৬৮ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ১৯৯১ সালে দাঁড়িয়েছে ৮৪ কোটি ৬৩ লক্ষে। আগামী ২০০১ সালে এই জনসংখ্যা নিশ্চিতভাবে ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। পরিবেশের সুরক্ষা প্রয়োজন এই মানুষেরই স্বার্থে। তাদের খাদ্য-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-জীবিকা সবই পরিবেশের সম্পদের বিনিময়েই সংগৃহীত হবে। ভারতে গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কাঠ জ্বালিয়েই শক্তি সংগ্রহ করে। আমাদের দেশে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎ থেকে যত শক্তি উৎপাদিত হয় তার মোট পরিমাণ থেকে এটা বেশি। কাঠ জ্বালালে ক্ষতি হয় দুইভাবে। কাঠ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সরাসরি বাতাসে মেশে। দ্বিতীয়ত, ঐ বৃক্ষ প্রাণবন্ত থাকলে প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাস থেকে শোষণ করতো সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ার মাধ্যমে। ওড়িষ্য ব্যাস এক মিটার এমন একটি বৃক্ষ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় যে সব কাজ করে তার মূল্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার মার্কিন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় আজ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকারও বেশি। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে প্রতি মিনিটে চারটি ফুটবল মাঠের সমান আয়তনের অরণ্য পৃথিবী থেকে চিরতরে অদৃশ্যমান। যেখানে মূল ভূখণ্ডের ৩৫.৩ ভাগ অরণ্য থাকা দরকার সেখানে ভারতে ১৯.৪৭ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গে ১৩.৪ শতাংশ বনভূমি আছে। এ বিষয়ে চেতনা আনতে সামাজিক বনসৃজন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের দিকে না তাকিয়ে সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃত পরিকাঠামোকে বিশেষভাবে বনভূমিক সমবায়গুলিকে কাজে লাগাতে হবে। দানপ্রিন্সভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় ও দূষণরোধে বিভিন্ন দেশের সমবায় আন্দোলন কাজ করছে। জাপানের ক্রেতা সমবায় আন্দোলন এদিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সেখানকার ৪ কোটি ৩০ লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের সামিল হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে রূপায়িত করছে। ব্যক্তি উদ্যোগভিত্তিক বাজারি অর্থনীতির আবহে পুঁজিপতিদের অপরিসীম লোভ বনভূমিকে উজাড় করে দিচ্ছে। সমবায় আন্দোলন একদিকে যেমন সাংগঠনিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে বনভূমি সৃজনে ও পরিবেশ উন্নয়নে আনুষঙ্গিক চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে অন্যদিকে সমবায়মূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাভাংশের ওপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য থাকার ফলে পরিষেবাই প্রাধান্য পায়। তাই লাভের তাড়নায় বনভূমি উজাড় হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকে।

(১) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলন শুরু থেকেই মহিলাগত। ১৮৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডের ব্যাকেস্টারের কাছে রচডেল সমবায় সমিতিটি ছিল আধুনিককালের ক্রেতা সমবায় সমিতির অনুরূপ। এটিই বিশ্বের প্রথম সফল সমবায় সমিতি। তার আঠাশ জন সমবায় সদস্যের মধ্যে একজন মহিলা সদস্য সমবায় আন্দোলনের জয়যাত্রার সূচনা করেছিলেন। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি পুরুষদের সাথে একসাথে ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন। তারপর ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডেই প্রথম পুরুষদের সাথে মহিলাদেরও সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মহিলাদের ভোটাধিকার দেয় ১৯১৯ সালে। ক্রমশ চালু হয় অন্যান্য দেশে। ফ্রান্সের নারীরা ভোটাধিকার পান ১৯৪৫ সালে। তারপর ভারতীয় সংবিধানের চতুর্দশ অনুচ্ছেদে (আর্টিকেল) আইনের চোখে পুরুষের সাথে মহিলাদেরও সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ প্রভৃতি ভেদে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। তবে ১৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নারী ও শিশুদের জন্যে রাজ্য কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন। ষোড়শ অনুচ্ছেদে নারী পুরুষ সকলকে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধার সমতা দেওয়া হয়েছে। উনচল্লিশতম অনুচ্ছেদে নারী ও পুরুষকে সমভাবে পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার দেওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি সমান কাজের জন্যে পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমান বেতন দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানে প্রদত্ত নিশ্চয়তা ছাড়াও ভারতে মহিলাদের অবস্থান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় ('৫১-৫৬) মহিলাদের সাধারণ কল্যাণ সাধন, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ('৫৬-৬১) তৃণমূল স্তর থেকে মহিলামণ্ডল, মহিলা সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে মহিলাদের সংগঠিত করা হয়েছিল। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও অন্তর্বর্তী পরিকল্পনাকালে মহিলাদের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় ('৭৪-৭৮) নিছক কল্যাণ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ('৮০-৮৫) বহুমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহিলাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ওপর

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সপ্তম পরিকল্পনার (৮৫-৯০) লক্ষ্য ছিল মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা ও জাতীয় উন্নয়নের মূল প্রবাহের সাথে তাদের সামিল করা। বিভিন্ন উদ্যোগ থেকে সঞ্চারিত উন্নয়নের সুফল মহিলাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-১৯৯৭) অঙ্গীকারবদ্ধ। তাছাড়া কল্যাণ (ওয়েলফেয়ার) ও উন্নয়নের (ডেভেলপমেন্ট) সীমা ছাড়িয়ে অষ্টম পরিকল্পনায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন (এম্পাওয়ারমেন্ট) করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে সংবিধানের তিয়াত্তরতম সংশোধনী বিলটি ২২ ডিসেম্বর লোকসভায় ও ২৩ ডিসেম্বর রাজ্য সভায় অনুমোদিত হয়। ১৯৯৩ সালের ২০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে পঞ্চায়েত-সংশোধনী বলবৎ করা হয়। এর দ্বারা সমস্ত পঞ্চায়েত মহিলাদের জন্যে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশে সংরক্ষিত করা হয়েছে। জিলার বিশিষ্ট সমস্ত পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনের এক-তৃতীয়াংশ পদও সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই সংশোধনকে ১৯৯৪ সালের ২২ এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের পাশাপাশি আধা শহর, শহর ও বৃহৎ শহর এলাকার পৌর সংস্থাগুলিকেও প্রত্যক্ষভাবে সংবিধানের আওতায় আনা ও মহিলাদের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এলাকার মতই এক-তৃতীয়াংশে আসন সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনী দ্বারা নগরপালিকা বিলটি পাস হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালের ১ জুন থেকে তা কার্যকর হওয়ার পর অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও আনুষঙ্গিক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলে ১৯৯৪ সালের জুন মাস থেকে তা কার্যকর হয়েছে।

মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন তোলা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মহিলাদের হাতে কর্তৃত্ব কতটা কাজে লাগিয়েছেন সেটাই আমাদের বিবেচ্য। এ সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদ খুব সুখকর না হলেও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে প্রশংসিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা হয়েছে, বড় ঘরের বৌ-মেয়েরাই সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। অবশ্য প্রথম প্রথম জড়তা তো কিছুটা থাকবেই। পশ্চিমবঙ্গের মত প্রাগ্রসর রাজ্যেও মহিলাগণ সন্ত্রস্তচিত্ত হয়ে সক্রিয় অংশ সব জায়গায় নিতে পারছেন না। এক্ষেত্রে রাজস্থানের অভিজ্ঞতা কম পীড়াদায়ক। মহিলাদের জয়ে সংশ্লিষ্ট স্বামী, পিতা বা শ্বশুরমশাইকে মালাভূষিত করে মিছিল বার করা হয়েছে। আর এক জায়গায় মহিলা চেয়ারপার্সন সভা পরিচালনার সব সমস্তটুকু জুড়েই মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। সভা পরিচালনা করলেন তার শ্বশুরমশাই। এই অবস্থা নিরসনের জন্য যা প্রয়োজন তা হল শিক্ষা দিয়ে চেতনা বাড়িয়ে সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশকে মহিলাদের পক্ষে দাঁড়ির প্রহর ও পালনের পক্ষে অনুকূল করে তুলতে হবে। এখানেই বেশি করে সমবায় পরিকাঠামোর ব্যবহার প্রয়োজন। ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক বাজারি অর্থনীতি নারীকে বিভিন্নভাবে মুনাফার স্বার্থেই ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে সমবায় সংস্থার বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে কোন ক্ষেত্রেই নারীকে পণ্য হিসাবে সমবায় আন্দোলন দেখে না। বরং পৃথিবীতে সমবায়ের একেবারে সূচনাতেই ভোটাধিকার প্রদান থেকে শুরু করে আর্থিক দিক থেকে কিছুটা স্থিতি দিয়ে নারীকে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সমবায় আন্দোলন একেবারে তৃণমূল স্তর থেকেই সচেষ্ট। এমনকি যৌন কর্মীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমবায় আন্দোলন এগিয়ে এসেছে। কলকাতার জোড়াসাঁকো থানা এলাকার কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে ১৯৯৫ সালের জুন মাসে উষা কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি গঠিত হয়েছে। এদের সদস্য সংখ্যা শুরুতে ছিল ১৯, এখন প্রায় ১০০। ইতিমধ্যে বহুমুখী কাজকর্মের জন্যে তাঁরা ৪২ হাজার টাকার মূলধনও সংগ্রহ করেছেন।

লিঙ্গগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সমবায় দর্শন ও নীতি যেমন উদার ও সহায়ক তেমনি সমবায় আইনও অনুকূল। সাধারণভাবে "মুক্ত সদস্যপদ" নীতির সুবাদে ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ৬৯ ধারা বলে কোন মহিলা যেকোন সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারেন। আইনের ২ (২৮) ধারায় মহিলাদেরও পুরুষদের সাথে যুগ্ম-সদস্য হিসাবে গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। তাছাড়া ১২ (৪) ধারায় বলা আছে মহিলাদের অনন্য কল্যাণের জন্যে গঠিত সমবায়ে মহিলা ছাড়া অন্য কেউ সদস্য হতে পারবেন না। ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর ২ (৩) (এ) নিয়মে বলা আছে সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত পুংলিঙ্গবাচক শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দকেও বোঝাবে। তাই সমবায় আইনের মধ্যে পুরুষের কর্তৃত্বেরই সমান ভাবে নারীকেও সমান অধিকার কর্তৃত্ব ও এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। অবশ্য পঞ্চায়েত ও পৌরসংস্থা সমূহে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের মত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আইনে নাই। তবে মধ্যপ্রদেশের সমবায় সংস্থায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তাছাড়া ওখানকার সমস্ত সমবায় সংস্থায় সহ-সভাপতির পদটি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের জন্যেই সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট।

১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুসারে প্রায় ৮৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ভারতবাসীর মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মাত্র ৯২৭ জন মহিলা আছেন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫২.২১ জন সাক্ষর। সাক্ষরতার শতকরা হার পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬৪.১৩ জন ও মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৩৯.২৯ জন। মোট মহিলার শতকরা ২৩ জন মাত্র কর্মরত। ১৯৮১ সালে এই হার ছিল ১৯.৬ জন। ১৯৯১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সারা ভারতে শুধু মহিলাদের নিয়ে গঠিত ৪৬৫৩টি সমবায় সমিতির মধ্যে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া ১৯৯১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ভারতের মোট ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার সমবায় সমিতির মধ্যে যে ১৭ কোটি ৫১ লক্ষ সমবায় সদস্য হয়েছেন তার মধ্যেও অনেক মহিলা সদস্য আছেন। ঐ সময় নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের ১৭৪টি মহিলা সমবায় সমিতিতে ৭৬৭১ জন মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যেমন — (১) শিল্প সমবায়, (২) ঋণদান

সমবায় ও (৩) ক্রেতা সমবায়। কেবল মহিলাদের দ্বারা গঠিত শিল্প সমবায় সমিতি তিন রকমের কাজ করে, যেমন, (ক) উৎপাদনকেন্দ্রিক, (খ) পরিষেবা ও বিক্রয়-ভিত্তিক আর (গ) সাধারণ সুবিধা প্রদানী সমবায়। বর্তমানে সারা ভারত জুড়েই মহিলাদের দ্বারা সমবায় গঠনের একটা জোয়ার এসেছে। মহিলা সমবায়ের অনেক অসুবিধা ও সমস্যা আছে। নতুন আর্থিক নীতির প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সে অসুবিধা ও সমস্যার তীব্রতা আরও বেড়েছে। তবু মহিলাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভরশীল করার একটি গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসাবে সমবায় আন্দোলন নারী সমাজের কাছে একটি পরম ভরসার স্থল।

(১০) কানাডার সমবায় বিশেষজ্ঞ মরিস কলম্বিয়ান বলেছিলেন, "সমবায় আন্দোলন শুধু সুদখোর মহাজন ও মুনাফালিকারী ব্যবসায়ীদের কবল থেকেই তার সদস্যদের মুক্ত করে না, আরও মুক্ত করে সদস্যদের নিজেদের নানা রকম বদ অভ্যাস থেকেও (Co-operative movement frees its members not only from usurers and profiteers but also from themselves and their bad habits)। সঙ্গত কারণেই প্রত্যেক রকমের সমবায় সমিতির উপবিধির মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়কে প্রভূত গুরুত্ব সহকারে কার্যকর করা হয়। মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের এই অভ্যাস অতিরিক্ত ভোগ প্রবণতার বেহিসেবি বাজের অভ্যাস ও অতি-ইচ্ছার সঙ্কট থেকে সদস্যদের রক্ষা করে। ভোগ প্রবণতার এই হ্রাস একদিকে যেমন আমদানি কমিয়ে বাণিজ্যিক ভারসাম্যকে অনুকূল করবে অন্যদিকে সমবায়মূলক আইনানুগ ও নৈতিক ব্যবসা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ফারফুলিও কমাবে। মিতব্যয়ি ক্রেডিট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি-বিদদের করা ১৯৯০ সালের একটি সমীক্ষায় জানানো হয়েছে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বেআইনি লেনদেনের ফলে ভারতকে বছরে ৮০০ কোটি ডলার বিদেশি মুদ্রা হারাতে হচ্ছে। এর মধ্যে শুধু আমেরিকার সঙ্গে লেনদেনেই ক্ষতির পরিমাণ ৪০০ কোটি ডলার। অন্যান্য দেশের সঙ্গে লেনদেনে ভারতের লোকসান হচ্ছে আরও ৪০০ কোটি ডলার। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমবায় সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সমবায়মূলক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের এ লোকসান এড়ানো যেত। তাছাড়া ভোগ প্রবণতা হ্রাস, আমদানি হ্রাস ও সঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টির ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে বিনিয়োগযোগ্য আভ্যন্তরীণ পুঁজির দৈন্যও কমবে।

(১১) যারা মানুষকে ভালোবাসে ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ তারাই সমাজতন্ত্রী। তারা কেউই ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক পুঁজিবাদের প্রসার চাইছেন না। কারণ তাতে সামাজিক কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন ব্যাহত হবে। পুঁজিবাদে ব্রাজিলের মত মোট জাতীয় আয় বাড়তে পারে-মাথাপিছু আয়ও বাড়তে পারে। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে তফাৎটা পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মত ভারতেও অনেক বেশি হারে বাড়বে। মানুষের ও সমাজের পক্ষে যা কিছু ভাল তা ধরে রেখেছে মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্তদের মানুষ। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাই বিলুপ্ত হলে মানব-কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারটাই গৌণ হয়ে যাবে। মানব-কল্যাণের ভাবনাকে সার্থকভাবে রূপ দিতে গেলে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি কায়েম করতে হবে। তা করতে গেলে উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমেই কেবল এই সামাজিক মালিকানা গণতান্ত্রিক পথে বাস্তবায়িত হবে।

পৃথিবীর প্রথম সফল সমবায় সমিতি রচডেল ইকুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটির (১৮৪৪-১৯৯৪) ১৫০ বর্ষ পূর্তির পর তারই পীঠস্থান ম্যাঞ্চেস্টারের নিউ সেঞ্চুরি হলে গত ১৯৯৫ সালের ১০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি স্থানীয় বেসরকারি সমবায় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের (১৮৯৫-১৯৯৫) শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। পৃথিবীর ১০২টি দেশের সমবায় আন্দোলনের সাথে রয়েছে এই সঙ্ঘের নিবিড় যোগ। তাদের প্রাথমিক স্তরের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের ৭৫ কোটিরও বেশি সমবায় সদস্যের সাথে স্থাপিত হয়েছে সঙ্ঘের পরোক্ষ সম্পর্ক। শতবর্ষ অনুষ্ঠানে সারা পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের পক্ষ থেকে ১৩০০ প্রতিনিধি ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন থেকে বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী মেরুকরণের আবহে এক বিশে শতাব্দীর পথে বিশ্ব সমবায়ের পথ চলার যে নির্দেশিকা বেরিয়ে এল তা থেকেই বোঝা যায় সংরক্ষণশীল মানব-কল্যাণ সাধনে বিশ্ব সমবায় আন্দোলন কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সমবায় সংগঠন ও সরকারের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এই নির্দেশিকার মোট উপাদান ছ'টি। সেগুলি হল :

(১) সমবায় পরিচিতি (Cooperative identity), (২) সমবায় ও সংরক্ষণশীল মানব-উন্নয়ন (Cooperative and sustainable human development), (৩) সমবায় আন্দোলনে অংশ-গ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory democracy in Cooperative movement), (৪) শান্তি (Peace), (৫) সমবায়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার (Gender equality in Cooperative) এবং (৬) কুশলতাপূর্ণ মৈত্রী (Strategic Alliance)। এই ছ'টি উপাদানের পরিণামী লক্ষ্য হ'ল মানব-কল্যাণ।

(এক) 'সমবায় পরিচিতি' শীর্ষক উপাদানে সমবায়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'সমবায় সমিতি বিভিন্ন ব্যক্তির ঐচ্ছিক মিলনের দ্বারা গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সাধারণ আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানো ও প্রত্যাশা পূরণের জন্যে এটি গঠন করা হয়। যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।' (দুই) সমবায় মতবাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শাশ্বত মূল্যবোধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সমবায় পরিচিতির দ্বিতীয় অংশে তাদের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। বলা হয়েছে আত্মনির্ভরশীলতা, দায়িত্ব সচেতনতা, গণতন্ত্র, সমতা, সঙ্ঘবদ্ধতা, সততা, প্রকাশ্যতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সহমর্মিতার নৈতিক মূল্যবোধে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে সদস্যগণ কাজ করবেন। (তিন) কিভাবে এই মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হবে ও সদস্যগণ তার সুবিধা পাবে সে প্রশ্ন প্রকরণ সম্বন্ধে তার নীতির

মধ্যে বিধৃত। নীতির মধ্যে যে মূল্য (value) আছে তাকে বাধ্যবাধকতার মানাঙ্ক (validity) এনে দেয় সংশ্লিষ্ট আইন। সমবায় পরিচিতির তৃতীয় অংশে সাতটি সমবায় নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। নীতিগুলি হ'ল : (ক) 'স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ' অর্থাৎ সমবায় সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ ও ত্যাগের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যতা ও বৈষম্য করা হবে না। (খ) 'সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কিত নীতির মূল বক্তব্য হ'ল সমবায় সমিতির মালিক সদস্যগণ। সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয় সদস্যদের দ্বারা। সদস্যদের উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে সমবায় সমিতির কার্যধারা নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হয়। সদস্যদের আপনবোধ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপরেই সমিতির বর্তমানের সাফল্য আর ভবিষ্যতের অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সব থেকে বড় কথা হ'ল সমিতির প্রশাসন ও পরিচালনায় মানুষের ভূমিকাই প্রধান। (গ) 'আর্থ-ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ' সম্পর্কিত তৃতীয় সমবায় নীতিতে সমিতির মূলধন সংগ্রহ-মূলধনের সদ্ব্যবহার-মূলধনের ওপর সীমিত রিটার্ন বা লাভাংশ প্রদান প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই মূলধনের গুরুত্ব কমিয়ে মানুষের গুরুত্ব বাড়িয়ে মানব কল্যাণের পথটাই প্রশস্ত করা হয়েছে। (ঘ) সমবায়ের চতুর্থ নীতি 'স্বাবলম্বন ও স্বশাসন' আসলে মানবিক মূল্যবোধকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা ও সুরক্ষা দেওয়ার প্রকৃষ্টতম উপায়। সরকার ও অন্যান্য অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমবায়ের ব্যবসায়িক সম্প্রসারণে ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা দেওয়ার বিনিময়ে কোন সময়েই যেন সমবায়ের স্বশাসনে হস্তক্ষেপ না করে। এখানেই সমবায় আন্দোলনের অনুকূলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক সহায়তা চাওয়া হয়েছে। (ঙ) পঞ্চম নীতিতে 'শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারের' কথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল সমবায়ের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে সচল রাখার জন্যে সদস্য-পরিচালক ও সমিতির কর্মকর্তাদের শিক্ষা দরকার। আবার পেশাদারী ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ করার জন্যে সমবায় কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ চাই। তাছাড়া সমবায় আন্দোলনকে বিস্তৃতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবেশমূলক সাফল্য প্রচারের মাধ্যমেই জনমতকে অনুকূলে আনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। (চ) 'সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা' শীর্ষক ষষ্ঠনীতির বক্তব্য হ'ল সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষেবা সার্থকভাবে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির মধ্যে ভাবগত ঐক্য এবং অনুভূমিক (হরাইজেন্টাল) ও উল্লম্বভাবে (ভার্টিকেল) ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মূল লক্ষ হবে দেশের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য সমবায় আন্দোলনের স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোর উপাদানে বলা হয়েছে সমবায়ের সকল ক্ষেত্রে 'নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমনাত্মিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা'র প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। (ঙ) ষষ্ঠ উপাদানের আলোচ্য বিষয় 'কুশলতাপূর্ণ মৈত্রী'র মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের মধ্যে ভাবগত ঐক্য ও বাণিজ্যিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজারি অর্থনীতির আবহে সমবায় আন্দোলনকে দক্ষ প্রতিযোগী করে গড়ে তোলা।

সমবায় আন্দোলনের মধ্যে মানব কল্যাণের যে সম্মতি ও সম্ভাবনা আছে তা

ক্রমিক	মাপকাঠি	ধনতন্ত্র	সমবায়তন্ত্র
১	লক্ষ্য	ব্যক্তি-ভিত্তিক একক স্বার্থ	গোষ্ঠীভিত্তিক পারস্পরিক স্বার্থ
২	প্রকৃতি	অহংবাদী	আত্মবিক
৩	অভিলাষ	মুনাফা	পরিষেবা
৪	মাধ্যম	আগ্রাসী প্রতিযোগিতা	মিলিত প্রচেষ্টা
৫	প্রভাবী উপাদান	মূলধন	মানুষ (সদস্য)
৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া	শেয়ারভিত্তিক ও বংশানুক্রমিক	সদস্যভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক
৭	সাংগঠনিক প্রকৃতি	কেন্দ্রীভূত	বিকেন্দ্রীভূত

পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা। তবেই কল্যাণকর উৎপাদন (বেটার ফার্মিং), কল্যাণকর ব্যবসা (বেটার বিজনেস) ও কল্যাণকর জীবন যাপনের (বেটার লিভিং) স্বপ্নকে সমবায় সফল করতে পারবে। (ছ) সমবায়ের সপ্তম নীতি 'সমষ্টির জন্যে ভাবনা'র মূল বাণী হ'ল সদস্যদের প্রয়োজন ও ইচ্ছাপূরণের সাথে সাথে সদস্যদের অনুমোদনক্রমে জনসমষ্টির স্থায়ী ও সংরক্ষণাত্মক কল্যাণের জন্যে সমবায় কাজ করবে।

(২) দ্বিতীয় উপাদান 'সমবায় ও সংরক্ষণাত্মক মানব-উন্নয়ন' শীর্ষক নির্দেশিকায় আন্তর্জাতিক মৈত্রী সঙ্ঘ প্রকৃতি ও পরিবেশ-গত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেছে। (৩) 'সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণাত্মক গণতন্ত্র' সম্পর্কিত পর্যালোচনা 'খ' শীর্ষক সমবায় নীতির আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৪) একবিংশ শতাব্দীর পথে বিশ্বসমবায়ের পরিক্রমার চতুর্থ উপাদান হ'ল 'শান্তি'। বিশ্বের সমস্ত সমবায় সংগঠনকে শান্তির মানসিকতা গঠন ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হতে বলেছে। (৫) পঞ্চম বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ধনতন্ত্রের সাথে তুলনামূলক নিম্নলিখিত আলোচনা থেকেই স্পষ্ট।

'সংরক্ষণাত্মক উন্নয়ন' (Sustainable Development)কে বলা যেতে পারে বিরোধালঙ্কার (অক্সিমোরন্) অর্থাৎ এখানে বিপরীত অর্থের দুটি ভাব পাশাপাশি বসেছে: 'সাসটেন' শব্দের অর্থ হল ধরে রাখা — পুষ্ট করা বা পালন করা। 'ডিভেলপ্' শব্দের অর্থ হ'ল বিকাশ করা বা উন্নতি করা। মানবিক বিকাশ ও কল্যাণের জন্যে আবশ্যকীয় উপাদানকে যদি বজায়ই রাখতে হয় তাহলে উন্নতি হবে কি দিয়ে এই অর্থেই 'অক্সিমোরন'। এই দুটি শব্দের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃত মানব-কল্যাণ সাধন সমবায় আন্দোলনের দ্বারা সঞ্চারিত মূল্যবোধ ও নীতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও বিস্তারের মাধ্যমেই সম্ভব। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যাখ্যা অনুসারে সংরক্ষণাত্মক মানব-কল্যাণের সব শর্তই সমবায় আন্দোলন পূরণ করতে পারে। কারণ সমবায়ের যাবতীয় কার্যাবলিই 'জনমুখী-পরিবেশবাদী-কর্মসংস্থান ও মহিলা সহায়ক' (Pro-people-pro-nature-Pro-job and Pro-women)।

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities,
to setting up plants, to marketing and distribution of the produce,
NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be
important in village life.

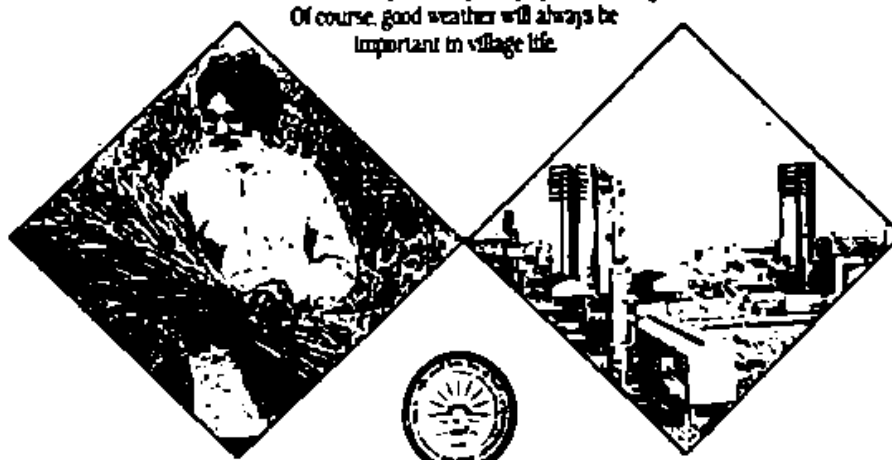

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

F N/211-8330

সেই গ্রাম আজ ও আছে
প্রাচীন সংস্কৃতি বোধ। বহু
পার্থী বা ঘরে
হাট পথ আছে,
দৌড় পাকল আছে
আছে মিঠে।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

পুরানো সেই দিনের কথা

[বর্তমান সম্বৎসর বৎসরে (১৯৯৭-৯৮) আমরা এই বিভাগটি শুরু করেছি, পুরানো ঘটনার মধ্যে অনেক চূর্ণ খবর পাঠকের ভাল লাগবে এই আশায়]

নভেম্বর

তারিখ	বৎসর	স্মরণীয় ঘটনা
১	১৮৭৩	নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র দেহত্যাগ করেন
	১৯৪৬	ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আইন কার্যকর হয়। ভাষার ভিত্তিতে কেরালা রাজ্য গঠিত।
	১৯৭৪	রবার্ট ক্লাইভ লণ্ডনে আত্মহত্যা করেন।
	১৯৭৬	ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" স্থলে "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" এবং "জাতীয় ঐক্যের" স্থলে "জাতীয় ঐক্য ও সংহতির" অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী বিল লোকসভায় অনুমোদিত হয়। তার দুই মাস পরে সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হয় ১৯৭৭সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে।
	১৯০৩	বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন জন্মগ্রহণ করেন। .
	১৯৪৪	স্ট্র্যাণ্ড রোডে নতুন মন্ত্রীভবন (নিউ সেক্রেটারিয়েট)-এর তেরো তলা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।
	১৮৭০	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন।
	১৮৮৭	বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি'র জন্ম।
	১৮৫০	রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দানকৃত সহস্র মুদ্রা মূল্যের ভূমি খণ্ডের উপর বাংলার তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর স্যার জন লিটলার বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন।
	১৮৫৮	ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম' ও সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯১৭	রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়।
	১৯১৯	মাদান অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' তৈরি করে উত্তর কলকাতায় নবনির্মিত বর্ণওয়ালিস থিয়েটারে প্রদর্শন করে। তারই আজকের নাম "শ্রী" চিত্রগৃহ।
		৭ কোটি আঠারো লক্ষ টাকার বিনিময়ে পঞ্চিমবঙ্গ সরকার ৯৫ বৎসরের ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানিকে জাতীয়করণ।
		উর্দুকবি মহম্মদ ইকবাল-র জন্ম।
		প্রকৃত চাকরীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে কমলালয় বাদার্জিকে খুন করা হয়।
		কলি অর্থাৎ চুন ও কাতা অর্থাৎ খড়ির ব্যবসাকেন্দ্র — কলিকাতা (বর্তমান বর্মতলা, বউবাজার, সিমলা, জানবাজার প্রভৃতি), সুতানুটি (বর্তমান চিৎপুর, বাগবাজার, শোভাবাজার, হাটখোলা প্রভৃতি) ও গবিন্দপুরের (হেস্টিংস, ময়দান, ডালহৌসী প্রভৃতি) জমিদারি বড়িষার সার্কল রায়চৌধুরীদের হাত থেকে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র হাতে চলে যায়।
	১৮৪৮	বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-র জন্ম।
	১৮৮৮	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর জন্ম।
	১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি।
	১৯০০	দানশীল কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দেহত্যাগ করেন।
	১৮৯৮	ভগিনী নিবেদিতা বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটি বর্তমানে তাঁরই নামাঙ্কিত।
	১৯০৫	প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রতি কটূক্তি করায় উল্লাস কর দত্ত তাঁকে আক্রমণ করেন।
	১৮৩১	জার্মান দার্শনিক ও অধ্যাপক জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিক হেগেলের মৃত্যু।
	১৮৮৯	জওহরলাল নেহরু'র জন্ম হয়।
	১৯৪৭	হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক রেলপথ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু উদ্বোধন করেন।
	১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুইডেন থেকে একটি তারবার্তা পান, তাতে জানানো হয় যে-বছর তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত।
	১৮৬০	ভারতীয় চিনা শ্রমিকদের প্রথম দলটি দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছয়।
	১৯৩৩	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি প্রদান।
	১৮২৩	শারীরবিদ্যা বিষয়ক ড. বিজনবিহারী সরকার জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৮৮	বড়বাজার এলাকার সত্যনারায়ণ পার্কে নবনির্মিত পাতাল বাজার ও উদ্যানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।
	১৯৬৯	শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার দেহত্যাগ করেন।
	১৯১৭	ভারতের প্রথম মহিলা এবং পঞ্চম ও অষ্টমবারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী'র জন্ম।
	১৯৭২	চৌরঙ্গীতে জওহর শিশু ভবন (চিলড্রেন্স থিয়েটারহাউস)-এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।
	১৯৮৭	কলকাতা দূরদর্শন দ্বিতীয় চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে।
	১৯১০	বিশ্বখ্যাত রুশ সাহিত্যিক কাউন্ট লিও টলস্টয়-র মৃত্যু।

তারিখ	সনের	স্মরণীয় ঘটনা
২১	১৯৪৭	স্বাধীন ভারতের প্রথম পোস্টাল স্টাম্প-এর প্রবর্তন।
	১৯৬৭	পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী সরকারের শপথগ্রহণ।
	১৭৯৭	শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দেহত্যাগ করেন।
	১৮৩০	কলকাতার প্রথম বাস চলাচল শুরু হয় এসপ্ল্যানেড থেকে বাবাবপুর পর্যন্ত। তিন ঘোড়ায় টানা ছিল এই বাস।
	১৯৬৩	আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যা ও প্রেসিডেন্ট পদে জনসনের শপথ গ্রহণ।
	১৯৩৭	বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দেহত্যাগ করেন।
	১৯৬৩	শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল শুরু করে।
	১৯০৬	বঙ্কিমচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পত্রিকা সাপ্তাহিক "বঙ্গ" প্রথম প্রকাশিত হয়।
	১৯০৪	বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিক নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল দেহত্যাগ করেন।
	১৮৬৯	এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদ্বোধন।
	১৯৪৮	ন্যাশনাল অ্যাসেট লোর-এ সি সি)'র প্রতিষ্ঠা।
	১৯২০	৪নং কলেজ স্কোয়ারে স্ত্রীবর্মরাজিকা বিহার বা মহাবোধি সোসাইটি হল প্রতিষ্ঠিত হয়, তক্ষশীলার পাওয়া বুদ্ধদেবের ধাতু চরণ চিহ্ন স্থাপন করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে। গণপরিষদে ভারতের সংবিধান অনুমোদিত হয়। কৃষ্ণ নাগরিক মেরালিম লেবেডফ পোলক সাহেব আর বাংলা শিখে এম জোডরেলের "দ্য ডিসগাইস" নাটকটিকে বাংলায় "কাল্পনিক সংবেদন" নামে ২৫ নং ডুমতলায় (এখনো স্ট্রিটে) প্রথম বাংলা নাটক হিসাবে তার থিয়েটার হলে প্রথম মঞ্চস্থ। কার্ল মার্কসের আজীবন বন্ধু ও যৌথভাবে তাঁর সাথে 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র লেখক জার্মান সমাজতন্ত্রী ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-র জন্ম। চলচ্চিত্রকার প্রমথেশ বড়ুয়া দেহত্যাগ করেন। বিশ্বের সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী কম্যুনিস্ট নেতা, সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর প্রবীনতম সদস্য ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান জ্যোতি বসুওস্থ বেজিং-এর হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।
৩০	১৮৫৮	বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেন।
	১৮৮০	প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ক্ষিতিমোহন সেন'র জন্ম।
	১৯১৭	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে নিজেই তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান "বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউট" উদ্বোধন করেন।

(এ মাস)

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

❐ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত এক বিজ্ঞানী। তিনি ঢাকা বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ভগবানচন্দ্র বসু এবং মায়ের নাম বামাসুন্দরী। বাবা ছিলেন তখনকার দিনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শৈশবে গ্রামবাংলার প্রকৃতিতে মানুষ হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। চারপাশের গাছ-গাছালি ও পশু পাখির সঙ্গে পরিচিত হয়ে, সেই গাছ-গাছালি আর পশু পাখিদের গভীরভাবে ভালবেসেই বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। দেখে হয়েছিলেন নিষ্কাম এক বিজ্ঞানী।

❐ পাঁচ বছর বয়সে ফরিদপুরে তাঁর বিদ্যারম্ভ। তারপর কলকাতায়। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে ঐ কলেজে আর্টস নিয়ে বি এ পাশ করেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে ভর্তি হন এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে অধ্যয়ন করেন।

❐ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এসসি পাশ করার পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ঐ পদে কৃতিত্ব ও সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি এসসি উপাধি প্রদান করে। তিনিই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি ইউরোপ থেকে বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে লণ্ডনে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে আমন্ত্রিত হয়ে জড় ও জীবের সাড়ার বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি পদার্থ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে মূল্যবান গবেষণা করে একইসঙ্গে শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ ও জীববিদ্যাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রমাণ করেন যে প্রাণীদের মতো উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, এরাও বাইরের উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, এরাও রোগে ক্লান্ত হয় এবং বিশ্রামে সবল হয়। তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নানান উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তিনি 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' স্থাপন করেন। যা আজও মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। তাঁর রচিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সৌন্দর্য চেতনা ও বিজ্ঞান চেতনার আশ্চর্য সমন্বয় সকলকে ভাবায়।

❐ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানীকে আমরা হারাই।

❐ অশোককুমার গিরি

GOVERNMENT OF WEST BENGAL, CO-OPERATION DIRECTORATE
N. S. BUILDINGS; 1, R. S. ROY ROAD, CALCUTTA-700 001

No.8605 Dated 26-09-97

CIRCULAR

The prudential norms have been introduced with effect from 1.4.97 in the WBSCARDB and the primary ARDBs of West Bengal and the necessary modalities and the format for classification of assets known as non-performing assets into four categories like standard asset, sub -standard asset, doubtful asset and loss asset and the provisioning of the same in the accounts on the prescribed scales, on case by case analysis have been sent. Under this office Nos. 6304 dt. 23.7.97 and 6746 dt. 27.8.97 instruction has been issue to the ARDBs and the WBSCARDB and all concerned. The ARDBs and range Assistant Registrars of Coop. Societies are already aware of the legal provisions in the West Bengal Coop. Societies Act & Rules and also the NABARD Circular No. NB. IDD. IDB. 464/II/60/89-90 dt. 20.7.89 regarding the assessment of bad and doubtful debts in the ARDB sector, now classified into four categories, and the creation of bad and doubtful debt reserves therefor and also the procedures for use of the BDDR.

2. An incorrect impression might gain ground that with the classification of assets and the provisioning of the same in the accounts only on the prescribed scales, that no BDDR need be created and the writing off of such non-performing assets becomes automatic.

3. The ARDBs are hereby instructed to segregate the NPA's in the manner prescribed in the Act and Rules in regard to the bad and doubtful debts and in case of appropriate profits, make statutory provisions for creation of bad and doubtful debt reserves to the required extent.

4. The procedures for use of the BDDRs have already been advised in the NABARD's Circular dated 20.7.89 and the criteria for identifying the bad and doubtful debts or loss assets for adjustment from out of BDDRs for eventul write-off remain the same, i. e. i) when the assets financed are totally destroyed and the borrowers have no other means to repay the loans, ii) when the borrower is not to traceable and the security is either inadequate and/or can not be disposed of by exhaustive legal means, iii) when the security has changed the hands and there is no chance of realising the dues either from borrowers or purchasers, iv) when the title from the security is found to be defective and as such can not be proceeded against, v) when the loan liability itself is disputed by the borrowers and it becomes difficult to establish the real position after exhaustive legal and administrative efforts and vi) when the borrowers are getting compensation for failed schemes or otherwise, which is inadequate to cover their loan liability.

5. Even after proposal for adjustment against BDDR and for writing off of the same the bank shall have the right to make and shall extenuate all administrative and legal efforts to recover whatever is possible in respect of particular NPA.

6. As already advised by the NABARD, in its circular dated 20.7.89, the District Level Overdues Review Committee (DLORC) will be headed by the ARCS and will comprise the representatives from the WBSCARDB, PARDB/Branch of SCARDB for classification of loss assets, in particular, for adjustment against BDDR and/or the purpose of writing off. After such classification the case of writing off of such assets should be decided in the A.G.M. of the ARDB concerned or the WBSCARDB, as the case may be and the same should be forwarded to the undersigned for taking necessary action regarding the writing off as required under the W. B Coop. Societies Act and the Rules framed thereunder.

7. The meeting of the DLORC should be convened once in a quarter. This circular taking immediate effect.

Sd/- **S. P. PATRA**
Registrar of Cooperative Societies, West Bengal.

৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সূচি

১৪-১১-৯৭	ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সমবায় দিবস
১৫-১১-৯৭	সমবায় এবং খাদ্য উৎপাদন দিবস
১৬-১১-৯৭	সমবায় বিপণন, প্রক্রমণ ও উপভোক্তা দিবস
১৭-১১-৯৭	সমবায় ঋণ (গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলীয়), আবাসন ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস
১৮-১১-৯৭	সমবায়ের মাধ্যমে স্থিতিশীল মানব-উন্নয়ন দিবস
১৯-১১-৯৭	মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য সমবায় দিবস
২০-১১-৯৭	সমবায় নেতৃত্ব বিকাশ দিবস

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায়ভিত্তি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

প্রাক্তন "ভাণ্ডার"-সম্পাদক শান্তিরঞ্জন চলে গেলেন

"ভাণ্ডার" পত্রিকার নব রূপকার শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য গত ৭ অগস্ট (১৯৯৭), ২২ শ্রাবণ, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকে চলে গেলেন। এক ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, আর এখন নিল এক রবীন্দ্রভক্তকে।

এস-আর-বি নামে সমধিক পরিচিত শান্তিরঞ্জন ১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকা বিক্রমপুরের কামারখাড়া স্বর্ণগ্রামে জন্মেছিলেন। বাবার নাম শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ঠাকুর্দা ছিলেন বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ও বিধবা বিবাহের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণবিলা চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার। তাঁর প্রসঙ্গেই এস-আর-বি বলতেন, "ঢাকার টুলে পণ্ডিত বাবুদের বংশে। রক্তে অধ্যাপনার স্রোত বইছে। সরকারি চাকরি মনায় না।" প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ১৯৪০ সালে বি এ পাশ করার পর তিনি কিছুদিন মার্টিন বার্নে চাকরি করেন। ১৯৪০ সালে ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় বিশেষ কৃতকার্য হয়ে ১৯৫১ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের সহকারী নিবন্ধক পদে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। একাধিক সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদ তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নির্বাহী

সমবায় সমাচার

আধিকারিক হিসাবে এই সংস্থার কর্মধারা প্রসারে তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। ইউনিয়নের অধীন 'ভাণ্ডার বিভাগ' ও তার জন্য প্রুফরিডার ও স্টেনো-টাইপিস্ট নিয়োগ, প্রতিটি সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলা টাইপিস্ট নিয়োগ এবং বর্ধমান ও শিলিগুড়িতে একটি করে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করে দুইজন সহকারিক আধিকারিক নিয়োগের বিষয়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নির্বাহী আধিকারিক থাকাকালীন তিনি ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদনের দায়িত্বও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। "সমবায় নীতি ও পরিকল্পিত উন্নয়ন" বইটিতে বলা হয়েছে "১৯৭৪ সালের অগাস্ট মাসে ইউনিয়নের তদানীন্তন নির্বাহী আধিকারিক শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'ভাণ্ডার' নব পর্যায়ে ও নতুন সম্ভাবনায় প্রকাশিত হয়। অতীতের 'ভাণ্ডার'-এর সাথে বর্তমান ভাণ্ডারের প্রজন্মগত স্বাভাবিক প্রভেদের মধ্যে তিনি এক সেতু রচনা করে দিয়েছেন।" বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁরই আগ্রহে পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বে আসেন। একটি বৃহত্তর সমবায় কর্মীদের মানোন্নয়ন হিসাবে সিরাজ ১৯৫৭ সালে বড়তলা সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন শান্তিরঞ্জন। তাঁরই নির্দেশে 'তালা সাফাই' উপলক্ষে সিরাজ সমবায়ের গান লিখেছিলেন।

সমবায় সমবায়
আমরা মিলেছি একই ঠাঁই
একই প্রাণ একই গান
একই স্বপ্নে এক আশায়
সমবায়, সমবায়
আমরা মিলেছি একই ঠাঁই।
আমরা সেনানী ভীষণ জয়ের রুখব প্রান্তরে,
আমরা মিলেছি একই মন্ত্রে দৃপ্ত অন্তরে
আমরা শুনেছি বিশ্বের
বাঁশিতে অমৃতেরই গান
বরাভয় হবে ভয় করে নাই নাই।

বড়তলা থেকে ফেরার পর ১৯৫৮সালে লেখা সিরাজের প্রথম উপন্যাসের ("ঘিরেছেন তাঁরা নারে") নায়ক ছিলেন একজন সমবায়ী। বড়তলার দিনগুলি' শীর্ষক এক গল্পে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর অধ্যক্ষ সম্পর্কে লিখেছেন "সরকারি প্রবোধ এক নির্জন বৃক্ষ। মুখে রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র আর মাইকেল মধুসূদন। এ মানুষ গুনী আকাশের।"

ভাণ্ডার পত্রিকার প্রতি নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি ১৯৭৪ সালের অগাস্ট সংখ্যা থেকে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি সংখ্যা পর্যন্ত সুষ্ঠু সম্পাদনার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদদের নিকট থেকে অনেক প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের কিছু কিছু সাক্ষাৎকারও মুদ্রিত হয়েছিল। ভারতীয় পর্যায়ের পত্রিকা "দি কো-অপারেটর" ও ভাণ্ডার পত্রিকায় তাঁর অনেক তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালে সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত নিবন্ধক হিসাবে অবসর গ্রহণের পর তিনি আইন পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বই পাওয়া-বই পড়া-বই উপহার দেওয়া ছিল তাঁর এক বিশেষ প্রিয় অভ্যাস। এই অভ্যাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'অমিত বুধ প্রকাশালয়' প্রতিষ্ঠায়। শান্তিরঞ্জনের কথা-চলা, কথা-বলা আর সার্বিক সহজ প্রকাশে বিচ্ছুরিত এক আকর্ষক ব্যক্তিত্ব সব সময়েই তাঁকে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়ে রাখতো। 'ভাণ্ডার' শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্যের অমর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করছে আর তাঁর রেখে যাওয়া পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছে আন্তরিক সহানুভূতি

ম ক

এন সি ইউ আই-র উদ্যোগে কলকাতায় নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রম

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহযোগিতায় ইকমার্ড ভবনে ১৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গসহ পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট সমবায়ীদের জন্য উচ্চমান সম্পন্ন ও সুপরিকল্পিত এক নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

ড. কে আসাইথাম্বি ডিরেক্টর, ন্যাশনাল সেন্টার ফর কো-অপারেটিভ এডুকেশন, এই কার্যসূচির মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন উদার অর্থনীতির আবহাওয়াতে সমবায় যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে তার উপযুক্ত মোকাবিলা করতে দেশের সব অংশের নেতৃবৃন্দেরই বিষয়টির গভীরতা অনুধাবন

করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

এই নেতৃত্ববিকাশ কর্মসূচির উদ্বোধন করে রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, ক্রমশ সমবায় আন্দোলনের ওপর প্রভুত্বকামী বৃহৎশক্তির চাপ আরো বাড়বে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ওপর "জি-সাতটি দেশের" অর্থাৎ আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও কানাডার যে অশুভ আঁতাতের করাল ছায়া বিস্তার ছিল সেটাই আরো বৃহৎ আকারে বিস্তারিত হয়েছে জেনেভার শীর্ষ সম্মেলনের (জুন, ১৯৯৭) পর থেকে। এই সম্মেলনে রাশিয়াকে সঙ্গীরূপে পাবার ফলে এখন জি-আট দাঁড়াল অগ্রণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বহু দলের সংখ্যা। সমবায়মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, একমাত্র সমবায়-ই এসব অশুভ শক্তির সামনে রুখে দাঁড়াতে পারে। সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি সত্ত্বেও তিনি আন্তরিকভাবে সোধণের মোকাবিলা করবেন।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মইনুল হাসান সমবেত হর্ষধ্বনির মধ্যে জানান যে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বি এস বিশ্বনাথন আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের পরিচালন পর্ষদ স্থান লাভ করেছেন।

এদিনের বিষয়সূচির প্রসঙ্গে শ্রী হাসান বলেন, সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে বাধা অনেক। রাজনৈতিক মেরুকরণ ছাড়াও সামাজিক ও আর্থিক বাধাও কম নয়। গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি আরো সক্রিয় করে তুলতে পারলে রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব আর দক্ষ পেশাদারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সমবায় আন্দোলনে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

১৯৯৫ সালের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী, পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের চেয়ারম্যান অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশেষ ভাষণ দেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ইফকো পুরস্কার প্রাপক এবং ত্রয়োদশ ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসে (২১-২২ জানুয়ারি, ১৯৯৭) তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া কর্তৃক বিশেষভাবে উচ্চ সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল "সমবায়ে মূল্যবোধ ও লিটারেচার"। তিনি বলেন মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধগুলি ধরে রাখা ও সবার তুলে ধরার পক্ষে জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানরূপে সমবায়ের গুরুত্ব রয়েছে। সমবায় নীতি ও দর্শনই সেই ভিত্তি ও নির্দেশিকা যার মাধ্যমে সনাতন মূল্যবোধগুলি এতাবৎকাল বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

অসম রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শশধর দাস বলেন, সমবায় সম্পূর্ণত সদস্যদের এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তারাই এর নিয়ন্তা, তাদের সঙ্গে নিয়েই আন্দোলনের প্রসার। সমবায় যে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতির এই বিশ্বায়নের যুগে সরকারি সহায়তা ও হস্তক্ষেপ ছাড়াই, সমবায়কে নিজেদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে টিকে থাকতে হবে।

বিহার রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রশাসক সি এম ঝা, আই এ এস সমবায় সমিতি ও সমবায় নেতৃত্বের মধ্যে বহু আলোচিত স্বচ্ছতার অভাবের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সভাপতি বিদ্যাচরণ দেববর্মা, বিধায়ক, দরিদ্র মানুষদের তাদের নিজেদের সমবায় সম্পর্কেই স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদের সংখ্যাল্পতারও উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায় কার্যকর নেতৃত্ব সম্পর্কিত পেপার সভায় পেশ করার সময়ে বিষয়বস্তুর ওপর সকলকে দেন। নেতৃত্বের সার্বিক পরিধির মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন সেগুলি হল নেতৃত্বের সংজ্ঞা, গুণাবলী, দক্ষতা, নেতৃত্বের প্রকৃতিভেদ ইত্যাদি। নেতৃপদভুক্ত ব্যক্তিকে কি কি জানতে হবে, কি কি করতে হবে, কাজের পথে বাধা কি হতে পারে, গঠনমূলক সমবায় বাতাবরণ তথা আদর্শ সমবায় নেতৃত্ব এসব শ্রী রায়ের বক্তব্য বিষয়ে উল্লিখিত ছিল।

দেওঘর কো-অপারেটিভ সল্ট ব্যাঙ্কের সভাপতি, বিহারের বাচোয়ারা ব্যাপার সমিতির শশিশেখর রায়, ইফকো-র পূর্বাঞ্চলের জোনাল ম্যানেজার এস এস আনন্দ সারের উৎপাদন বণ্টন ও ব্যবহার সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি তথা ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলীয় সহ-সভাপতি সুনীল ঘোষ বলেন, পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট সমবায় নেতৃবৃন্দের জন্য পরবর্তী নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রম বিহারের পাটনায় অনুষ্ঠিত হবে।

ড. কে আসাইথাম্বি সমগ্র কার্যক্রমের বিবরণ সংক্ষেপে পুনরায় তুলে ধরে বলেন, অসম, বিহার, ত্রিপুরা, ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫২ জন সমবায়ী এই কার্যক্রমে যোগ দেন। প্রসঙ্গত তিনি পশ্চিমবঙ্গের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলকে তাঁর উজ্জ্বল ভাষণের জন্য এবং সুনীল ঘোষ কে সমগ্র অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরু দায়িত্ব পালনের ফলে অর্জিত সাফল্যের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

❑ দীপালি ঘোষ

সমতা কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের শুভ উদ্বোধন

২৪ সেপ্টেম্বর, এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমতা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন কলিকাতা বন্দরের প্রাক্তন কমিশনার বিক্রমকেশরী সরকার (আই-এ-এস)। ঐ অনুষ্ঠানে কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এস কে মুখার্জি (আই এ এস) ও বিধাননগরের বর্তমান এস ডি ও সৈয়দ নাসিরুদ্দিন যথাক্রমে বিশেষ ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাঙ্কটি ২৯ অক্টোবর ১৯৯৬ কলিকাতায় নিবন্ধিত হয়। ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিচালন পর্ষদ নিবন্ধকের অনুমোদন লাভ করে। রসরাজ দাস এই বোর্ডের প্রথম সভাপতি মনোনীত হন।

বর্তমানে এই সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪,২০০। অনুমোদিত অংশগত মূলধন ২০ কোটি টাকার আর অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা।

২৪ জুন, ব্যাঙ্কটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদিত ব্যাঙ্কটির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি শর্ত আরোপ করে বলে যে অন্যূনিক ৫১% শেয়ার তফসিলভুক্ত জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাঙ্কটির এলাকা ৬টি জেলার মধ্যে যথা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও কলিকাতায় বিস্তৃত থাকবে। হিসাব পরীক্ষা ও গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে কম্পুটার ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া আমানত বিমার আওতায় আসার ফলে আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ৬টি জেলায় ব্যাঙ্কটি শাখা খোলার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। আশা করা হচ্ছে, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও আমানতকারীগণ এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সর্বাধিক উপকৃত হবেন।

❑ জ্যোতি বসুমল্লা

ভারতীয় কৃষক সার সমবায় ইউরিয়া উৎপাদন দ্বিগুণ করবে

ভারতীয় কৃষক সার সমবায়ের ইউরিয়া উৎপাদন ১৬ লাখ টন থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৩২ লাখ টন করা হচ্ছে। রসায়ন ও সার মন্ত্রী এম অরুণাচলম সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে মন্ত্রকের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে একথা জানান।

মন্ত্রী জানান যে ভারতীয় কৃষক সার সমবায় নেদ্রোরে ৭.২৬ লাখ টন ইউরিয়া উৎপাদন করার জন্য তৃণমূলস্তরের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। পূর্ব ও উত্তর ভারতে এই একই ধরনের প্রকল্পের জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। একটি পরিকাঠামোগত প্রকল্প ও বিশেষ কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ভারতীয় কৃষক সার সমবায় অংশগ্রহণ করছে। এই দশক শেষ হওয়ার আগে কৃষি ও সমবায় ক্ষেত্রের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য 'ভিশন ২০০০' শীর্ষক একটি দীর্ঘমেয়াদি সুসংহত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই সংস্থা এই ভবনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

শ্রী অরুণাচলম বলেন যে নীতিগত কাঠামো সুবিধাজনক হওয়ার জনাই মূলত বিগত তিন দশক ধরে দেশের সার উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

— পি আই বি

কৃষি প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র

এন সি ই ডি আই কো-অপারেটিভ এডুকেশন ফিল্ড প্রজেক্ট, উত্তর ২৪ পরগণার উদ্যোগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর হাবড়া ১নং ব্লকের অন্তর্গত চক্‌কুলতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিকে কৃষি প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্রের (Firm Technology Service Centre) উদ্বোধন হল।

উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত এক কৃষকসভায় উপস্থিত ছিলেন, হাবড়া ১ নং ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (এ ডি ও) ড. এস সি ভদ্র, পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ, ব্লকের কৃষি ও সেচ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ রাখাল চৌধুরী, এলাকার কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক অক্ষয় সরকার এবং হাবড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক এমদাদুল হক।

প্রারম্ভেই প্রজেক্টের কৃষি নির্দেশক কৃষি-প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে নিম্নরূপ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

(১) উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, কৃষিক্ষেত্রের নানান সমস্যা ও সমাধান নিয়ে কৃষক ভাইদের সঙ্গে নিয়মিত মাসিক আলোচনা সভা, (২) জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার বিশেষজ্ঞদের কৃষক সভায় অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ ও সুপারিশ গ্রহণ, (৩) কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন, (৪) মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, (৫) নিয়মিত 'কৃষি বুলেটিন' প্রকাশ, (৬) শিক্ষামূলক ভ্রমণ, (৭) বিভিন্ন কৃষি সহায়ক কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, (৮) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, (৯) কৃষি প্রদর্শন ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং (১০) কৃষক সদস্যদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের পরিকল্পনা।

এ ডি ও ড. ভদ্র বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির কথা বলেন এবং কৃষকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। ড. ভদ্র এন সি ই ডি আই-এর এরকম কর্মসূচির প্রশংসা করেন এবং এলাকার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় তাঁদের বিভিন্ন যৌথ কর্মসূচির আশ্বাস দেন। অন্যান্য বক্তারাও প্রজেক্ট-এর প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, প্রজেক্টের তিনটি অধিগৃহীত ব্লকেই একটি করে এ ধরনের কৃষি প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিপূর্বে হাবড়া ২ নং ব্লকের অন্তর্গত ওমা সমবায় সমিতিতে অনুরূপ একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং প্রজেক্ট দেখে "এ মাসের কৃষিকাজ" এই শিরোনামে নিয়মিত কৃষি বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছে।

❑ নিত্যজিৎ ঘুরারি

সমবায় সভা ও নির্বাচন

৬ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি পিপলস্ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ — এর উদ্যোগে একটি সমবায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী নরেন দে। বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ি পাবলিক লাইব্রেরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এর সচিব ও শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের সমবায়ীগণ। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অনিল সাহা। একই সাথে উদ্যোক্তা সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও পরিচালক পর্ষদের নির্বাচন হয়।

❑ সমরেশ সোরামী

কৃভকো'র স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নানা অনুষ্ঠান

১। নদিয়া জেলার কৃভকো অধিগৃহীত গ্রাম ধানপুরে ২-৯-৯৭ বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণের এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল।

এ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন কৃষি ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় বিধায়ক শিবদাস মুখার্জি, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ ও কৃভকোর ডেপুটি ম্যানেজার (মার্কেটিং) মহম্মদ আখতারুজ্জমান উপস্থিত ছিলেন। ধানপুর কৃষি সমবায়ের সভাপতি অরুণ- কুমার সাঁ এবং গ্রামপ্রধানও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

মহম্মদ আখতারুজ্জমান কৃভকোর তরফে সমাগত অতিথিদের স্বাগত জানান। কৃভকোর পক্ষ থেকে মানপত্র ও উপহার দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঘোষকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে কৃভকোর উন্নয়নমূলক কাজ এবং কৃষকদের কল্যাণে গৃহীত প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন সংস্থার জুনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার সি চট্টোপাধ্যায়।

এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে কৃষক কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমুখার্জি কৃভকোর উদ্যোগকে মধ্যে মোট ৬২৫টি ফল ও অন্যান্য অর্থকারিবারী গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

২। স্বাধীনতা দিবস পালন

কৃভকো স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১নং ব্লকে বকুলতলা শিশুবিকাশ অঙ্গনে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গ্রামবাসী, যুব-মহিলাদের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপতি সরকার। এই উপলক্ষে সুসজ্জিত অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে কৃভকো-র পক্ষে নেতাজি সুভাষ বসু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জুনিয়র ম্যানেজার, মার্কেটিং সি চট্টোপাধ্যায়।

৩। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিধাননগর সাব-ডিভিশন স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আন্তবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ১৪-৯-৯৭ সল্টলেকের স্টেডিয়ামে ফাইনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সল্টলেক আচার্য প্রফুল্ল বিদ্যালয় সল্টলেক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। কৃষকো ফুটবল প্রতিযোগিতাটির অন্যতম সহউদ্যোগী ছিল এবং কৃষকো কেয়ার প্লে ট্রফি ও অন্যান্য ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করে।

স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং এলাকার এস ডি ও সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, সল্টলেক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান দিলীপ গুপ্ত এবং ওলিম্পিয়ান মহম্মদ সুলতান কৃষকোর প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কৃষকোর আঞ্চলিক ম্যানেজার (পূর্বাঞ্চল) ড. ভি এস তোমার বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই কৃষকোর কেয়ার প্লে ট্রফি লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেন। ডেপুটি ম্যানেজার (মার্কেটিং) ও জুনিয়র ম্যানেজার (মার্কেটিং) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

৪। গত ৫০-৭-৯৭ মেদিনীপুর জেলার নেছড়াগ্রামে কৃষকো একটি সমবায় সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এ সম্মেলনে ড. তোমার ছাড়াও জেলার সমবায় সহনিবন্ধক এস বি বসু, কেনফেড-এর জোনাল ম্যানেজার জয়ন্ত দত্ত, তমলুক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান জে গোস্বামী, কেনফেডের জেলা ম্যানেজার এন হক এবং কৃষকো-র ডেপুটি ম্যানেজার ও জুনিয়র ম্যানেজার (উভয়েই মার্কেটিং) উপস্থিত ছিলেন। ড. তোমার তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কৃষকোর উৎপাদন বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রাকৃতিক সার প্রয়োগের বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন।

কৃষকো-র ইউরিয়া সার এবং বীজ বিপণন পদ্ধতি নিয়ে মহম্মদ আখতারুজ্জমান বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি প্রসঙ্গত অধিগৃহীত গ্রাম নিয়েও সকলকে অবহিত করেন।

পশ্চিমবঙ্গে আরও ইউরিয়া সার পাঠাতে অনুরোধ করেন তপনকান্তি কর।

জয়ন্ত দত্ত কেনফেডের মাধ্যমে ইউরিয়া বিতরণের পদ্ধতি নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন।

সভায় শতাধিক সমবায়ী ও বিভিন্ন সমবায় সমিতির ম্যানেজারগণ উপস্থিত ছিলেন। এ কে বল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৫। কৃষকো চারাগাছ বিতরণ ও লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছিল ১৫-৯-৯৭ বর্ধমান জেলার পরসুরাতে 'কৃষিধামে'। এই গ্রামটি কৃষকো অধিগৃহীত। স্বাধীনতা সংগ্রামী এস এন সরকার, গ্রামপ্রধান এ চক্রবর্তী ও স্থানীয় সমবায়ীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নারকেল চারাসহ ৩০০ গাছের চারা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। জুনিয়র ম্যানেজার অনুপম মিত্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ❑

ভাষান্তর ঃ দীপালি ঘোষ

মহিলা মহাসঙ্ঘের রাজ্য সম্মেলন

৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা মহাসঙ্ঘের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কর্মচারী ভবনে। সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন কবি ও নারী আন্দোলনের নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায়। সমবায় আন্দোলন বাঁচার আন্দোলন, গণআন্দোলন বলে আখ্যা দিয়ে সম্মেলনে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মহিলাদের স্বাধীকার রক্ষার আন্দোলনকে সমবায় আন্দোলন আরও কাছে নিয়ে আসবে। নিজেদের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি বিবেচনা করে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। চাষি আজ বুঝতে পারছে মহাজনদের তুলনায় আজ সমবায়ের কি গুণ। কনক মুখোপাধ্যায় সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহিলা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে বাঁচার সুযোগ করে নিতে বলেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় চাকরির মোহে না থেকে সকলকে স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানান।

রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যা অল্প কর স্বনির্ভরতার দিকে মহিলাদের সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়াকে এক 'মূর্ত্তর পথে জয়ের লক্ষ্য' বলে বর্ণনা করেছেন। মহাসংঘের আন্দোলন আরো জোরদার হওয়া দরকার।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সুনীল ঘোষ জাপানের মহিলাদের দক্ষতার উল্লেখ করে বলেন নতুন সমাজকে তৈরি করার জন্য তাঁরা গ্রামের দিকে বেশি নজর দেন। পরিবারের মৃত ব্যক্তির সৎকারের উদ্যোগ নেয় সমবায় সমিতি। আমাদের দেশের মহিলাদের অধিকমাত্রায় সমবায় প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার। সমবায়ে বাংলায় প্রকাশিত বিভিন্ন বইগুলি পড়া এবং রাজ্য থেকে প্রকাশিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'ভাণ্ডার'-এ সমবায় সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নজর দিয়ে পড়তে বলেন। বিভিন্ন সমবায়মুখী গঠনমূলক লেখা পাঠাতে বলেন। এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সাথে যোগাযোগের অভাবের কথাও বলেন।

বেজিংয়ের মহিলা সম্মেলনের সমবায় সম্পর্কে মহিলাদের যে ভূমিকা হওয়া দরকার সেই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন মঞ্জু দত্ত। তাছাড়া, সমবায়ে মূল কথা লাভের অংশ সকলকে সমানভাবে বণ্টিত করা হয়।

বাড়তি সেন্স ট্যাক্সের আপত্তি, সফল মহিলা সমিতির অভিজ্ঞতা, সংঘবদ্ধভাবে মহিলাদের কাজের অগ্রগতি, সমবায়ী মহিলাদের নিয়ে জাতীয় স্তরে চিন্তা-ভাবনা, শোষিত অবহেলিত মহিলাদের সচেতনতা, সর্বোপরি সমবায়ের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার কথা বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে স্থান। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মীরা পাণ্ডে, ড. মালিনী ভট্টাচার্য, অনিতা মানচন্দা, আরতি ভট্টাচার্য, মমতা ভট্টাচার্য, কৃপাসিন্ধী দাশগুপ্ত, তুলসি মুখার্জি, ড. শুক্লা চ্যাটার্জি, বরদা ভট্টাচার্য, টি কে রায়, মৃণাল পানতি, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, চঞ্চল চ্যাটার্জি, মুক্তকা সরদার, প্রমুখ সমবায়ী নেতৃবর্গ।

❑ মমতা সেন

With Best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LTD.
(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713 204
Phone : 0343/56-2393, 0343/56-4722

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি
ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৯৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায়সহ শাখা সংখ্যা	অংশ মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নীট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৯৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-)০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+)২০.৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৩৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(-)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দান করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলী জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণাল কান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্র নাথ জানা
সভাপতি

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫২৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য :

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিলাস দ্রব্য, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
Phone : 27-7012/13 & 26-8942

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
33-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯, ৩২৪১৭,

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
চেয়ারম্যান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীমান রায় কর্তৃক ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড (৩য় তলা), কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং অরোরা প্রিন্টার্স, ১৮৮, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত ফোন : ২৭১ ১১ এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

ডিসেম্বর ১৯৯৭

এই সংখ্যায় থাকছে

প্রভাত ভট্টাচার্যের

স্মরণীয় শ্রমিক নেতা – বিস্মৃত সমবায়ী শিবদাস ব্যানার্জি

ভোলানাথ দত্তের

রবার্ট আওয়েনের জীবন ও কর্মকাণ্ড – শিক্ষা ও কারখানার শিশুবৃন্দ

ও

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১% শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস :

ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আমন্ত্রণ সর্বত্র বাহ্য : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

স্বপ্ন বিশ্বে : গুরুক বিশ্বের লোক। বেলাহ্ন : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়	
স্মরণীয় শ্রমিক নেতা — বিপ্লবী সমবায়ী শিবপ্রসাদ ব্যানার্জি	প্রভাত ভট্টাচার্য
কবি ভাণ্ডারীদের জীবন ও কর্মকাণ্ড — শিক্ষা ও কারখানার শিশুশ্রম	ভোলানাথ দত্ত
হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর স্বল্পস্থর শেষ	অশ্রুনাথ ঢালা
সমবায় পরিসরের ডাইরি থেকে ২	কল্পনা দত্ত
পুরানো সেই দিনের কথা	
কালেক্টর অব কোঅপারেটিভস	
সমবায় সমাচার	

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
বাসু রায়	সদস্য
সুভাষ বাহা	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুপ্রাতকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

"আর্থিক প্রসার সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে তা কর্মহীন, ভাষাহীন, দয়াহীন, শিকড়হীন ও প্রগতিহীন হয়ে পড়তে পারে যা মানব-উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর হবে"

— রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিবেদন - ১৯৯৬

◆ ◆ ◆

" মানবিক দারিদ্র্য আয়-সম্পর্কিত দারিদ্র্য অপেক্ষাও ভয়াবহ। মানবিক দারিদ্র্য আসলে নিছক প্রাণের ভারটুকু বহনের উপযোগী সাধ ও সুবিধার বঞ্চনা । মোট দেশজ উৎপাদনের সিংহভাগ দেশের বাইরে চলে গেলে তা দারিদ্র্য উপশমে সাহায্য করে না।"

— রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিবেদন - ১৯৯৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

পুরানো সেই দিনের কথা

[বর্তমান সমবায় বৎসরে (১৯৯৭-৯৮) আমরা এই বিভাগটি শুরু করেছি, পুরানো ঘটনার মধ্যে অনেক চূর্ণ খবর পাঠকের ভাল লাগবে এই আশায়]

ডিসেম্বর

তারিখ	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
১	১৮৮৫	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৫ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির একতলায় "কলিকাতা পুস্তকালয়" নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করেন।
	১৯৪৭	যাত্রীসহ বৈদ্যুতিক ট্রেন হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি চলাচল শুরু করে।
	১৮৮১	প্রথম 'কুকিং কার' অর্থাৎ বাষ্পের গাড়ি ট্রেনের সাথে যুক্ত হয়ে বড় লাইনের গাড়ির সঙ্গে এবং চালানো হয় শেওড়াফুলাই ও হাওড়ার মধ্যে।
	১৯৮৯	বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকার গঠন।
	১৮৮৯	বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম।
	১৯৪৬	মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।
	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর নির্দেশে আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
	১৮৮৮	ঐতিহাসিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাপ্রয়াণের জন্ম।
	১৮৫০	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন।
	১৯৩৬	সেভিয়েট ইউনিয়নে স্টালিন সংবিধান প্রবর্তিত হল।
	১৯৫০	ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ দেহত্যাগ করেন।
	১৯৫৬	তীনকাও রামকি আয়েবকয়ের মৃত্যু।
	১৯৯২	৪৬৪ বছরের পুরানো বাবরি মসজিদ ধ্বংস।
	১৮৫৬	প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তার আগে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৬ জুলাই আইনসিদ্ধ হয়। পাত্র প্রসিদ্ধ কবক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং পাত্রী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্বল্প বয়সী বিধবা কন্যা কালীমতী। নিত্যকৃষ্ণ বসু, বলদ (মৃত্যুর) গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত দুপুর ১২টার সময়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এর করিডোরে কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। ইচ্ছা মৃত্যুতে বাদল নাকা যান সেই দিনই। কিন্তু মারা যান ১৩ ডিসেম্বর (১৯৩০)। দীনেশ গুপ্ত মারা যান (৭-৭-১৯৩১) ফাঁসিতে।
	১৯৬৯	পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভারদোসি ঘোষালের নামকরণ করেন কিয়ু-বাদল-দীনেশ বাস সাফেগে বি বা দী বাগ।
	১৮৮৩	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যশোহরের জেলাসমর রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী দেবীর (পরিবর্তিত নাম : মৃণালিনী) সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বেলুড় মঠের উদ্বোধন করা হয়। ভারতীয় সংবিধান সভার (কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) প্রথম বৈঠক। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মৃত্যু। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম। রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস) সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পুত্রপ্রবেশ উপলক্ষে সাহেব বিবিদের নাচগান ভোজন ও নানা সং ছিল। তার মধ্যে একজন বাঙালী পরু সেজে ঘাস খেয়েছিল।
	১৮৭৪	প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই সি এস হয়ে চাকরিতে যোগদান করেন।
	১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ এবং উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশ গঠন।
	১৯০৫	বঙ্গ সাহিত্যিক সিস্টার নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৮৫	কলকাতার নিউ মার্কেট অগ্নিদগ্ধ হয়। এটির উদ্বোধন হয়েছিল ১৮৭৬ সালের ১লা জানুয়ারি।
	১৯০১	কুমিল্লা শহরে নিজের বাসভবনে ম্যাজিস্ট্রেট পিটেন্সনকে গুলি করে হত্যা করেন। সন্ত্রাস বিপ্লবের এটাই ছিল বাংলার প্রথম আক্রমণ।
	১৯৫০	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যু দিবস।
	১৮৭১	বাংলাদেশ মুক্ত হল।
	১৯৫১	বিশ্বের বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের উপস্থিতিতে বরাহনগরে সাহা ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়।
	১৯৮৩	শরৎ সদন-এর উদ্বোধন হয়েছিল।
	১৯৬১	পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে গোয়া, দমন ও দিউকে মুক্ত করার জন্য ভারতের সেনা অভিযান।
	১৯৭৩	ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ দেহত্যাগ করেন।
	১৯৭২	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা ময়দানে পাতাল রেল প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

এরপর চার পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায়ের সমষ্টি ভাবনা

৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২০শে নভেম্বর '৯৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমবায়ীদের কেন্দ্রীয় সমাবেশে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব উঠে এসেছে। আঞ্চলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সমবায় সমিতির অংশগ্রহণ। বর্তমান সমবায় নীতিগুলির অন্যতম একটি হ'ল সমষ্টির জন্য ভাবনা। স্থানীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে সমবায় সমিতির প্রয়াস বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে সমিতিকে যোগযুক্ত করবে।

প্রস্তাবটির বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

K.M.Lal.
Adviser (Agri. & Coopn.)
Tele : 3014075

Planning Commission
Yojana Bhawan
New Delhi-110001
India

D. O. No. Q-16015/5/95-Agri

Dear Shri Vishwanathan,

Please refer to your letter No. NCUI/P/Misc/97 dated the 13th October, 1997 to Shri Madhu Dandvate, Deputy Chairman regarding providing financial assistance to Consurmer Cooperatives during the Ninth Five Year Plan. The suggestions have been examined. It has been decided to give top-most priority to encourage cooperatives in agro-processing and agro -marketing where cooperatives can play a critical role.

With regards.

Yours sincerely,

K. M. Lal

Shri B. S. Vishwanathan,
President
NCUI,
3, Siri Institutional Area,
Khel Gaon Marg,
New Delhi - 110 016

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

তারিখ	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
২০	১৮৭৬	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' কবিতাটি লিখেছিলেন।
	১৯৬১	সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ কলকাতায় আসেন।
	১৯৯১	পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ১২টি প্রজাতন্ত্র মিলিতভাবে রয়েছে "কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস" গঠন করে।
		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে শান্তিনিকেতনে পাঁচটি ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।
		নরেন্দ্রনাথ রায় "র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি" গঠন করেন।
		বোলপুরে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন করেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
		প্রেসিডেন্টের পদ থেকে মিখাইল গর্বাচেভের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিসমাপ্তি ও রুশরাষ্ট্র পতন সম্পূর্ণ।
		পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কলকাতায় বরণ।
		ফরাসিদের শীর্ষ শাসক লিভোদাই চাইসেন্থ ও তাঁর স্ত্রী এলেনাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।
		এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি-লিট উপাধি প্রদান করেন।
		"জনগণমন" গানটি কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সভায় প্রথম গীত হয়।
		চামনেলা খনি দুর্ঘটনায় ৩৭২ জনের মৃত্যু।
		উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।
		উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।
		দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের উদ্বোধন।
		৯৭ টি বিপর্যস্ত স্টেট নিয়ে ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্স গঠিত হল।
		যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো কলকাতায় পদার্পণ করেন। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

(এ পর)

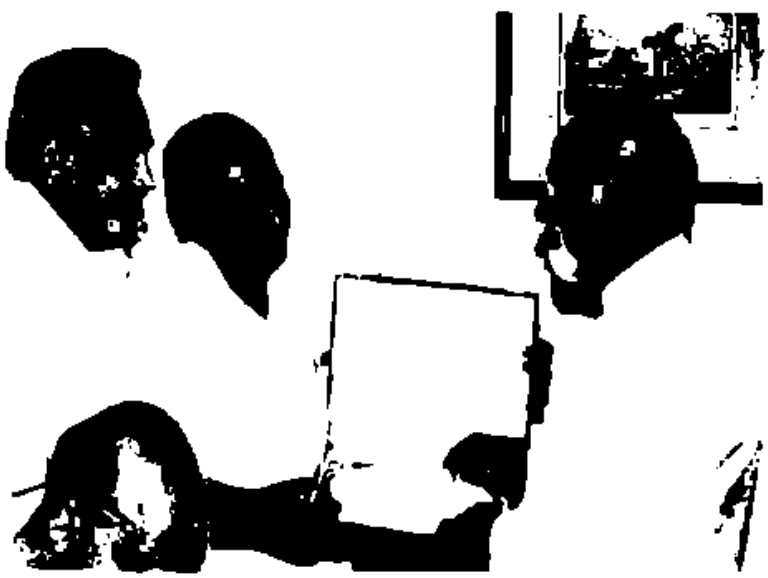

কৃভকোর লভ্যাংশ প্রদান

সেচের সার শিল্পে উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান কৃভকো ১৯৮৬ সালে কাজ শুরু করে ১৯৯৬-৯৭ সালে ৩২৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা নিট লাভ করেছে। লভ্যাংশ বাবদ ভারত সরকারকে দিয়েছে ৪২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। গত ২৯ অক্টোবর '৯৭ দিল্লিতে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সারমন্ত্রী এম অরুণাচলম ও কৃভকোর সভাপতি কে শ্রীনিবাস গৌড়া লভ্যাংশের চেকটি প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালের হাতে তুলে দেন। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস কবিলানও উপস্থিত ছিলেন।

শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কৃভকো ভারত সরকারকে মোট ২৮৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার লভ্যাংশ দিয়েছে। ভারত সরকার ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত শেয়ার হোল্ডারকে এই প্রথম ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের জন্য বর্ধিত ১৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হল।

স্মরণীয় শ্রমিক নেতা — বিস্মৃত সমবায়ী শিবনাথ ব্যানার্জি

প্রভাত ভট্টাচার্য

(শেষ পর্ব)

আগের পর্বে (ভাণ্ডার, ডিসেম্বর-১৯৯৬) বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক নেতার শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শেষপর্বে শিবনাথ ব্যানার্জির সমবায় চিন্তা ও সমবায় কাজকর্মের বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে। ১৯২৫ সালে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার সাথে সাথেই সমবায় প্রতিষ্ঠান করার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি ভাটপাড়াতে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "ভাটপাড়া-নৈহাটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ" প্রতিষ্ঠা করেন। এবং প্রথম সম্পাদক হিসাবে এর বহুর পরিচালনার কাজে যুক্ত থাকেন। প্রশ্ন জাগে, শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হবার সাথে সাথে সমবায় গড়ার মানসিকতা কেন এবং কি ভাবে তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। এর উত্তরে আমরা দেখি, ১৯২০ -এর দশকে অবিভক্ত বাংলাদেশে সমবায় ঋণদান সমিতি গড়ার পটভূমি। বিশের দশকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের অনেক গ্রামেই সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি গড়ে ওঠে। এবং শিবনাথের জন্মস্থান ব্রাহ্মণ রংদিয়া গ্রামেও একটি কৃষি সমবায় সমিতি গড়ার প্রচেষ্টা হয় এবং ছাত্র অবস্থায় তিনি তার সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত হন। সমবায় সম্পর্কে এই প্রাথমিক ধারণা শিবনাথের বিদেশবাসের সময় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। প্রথমে রাশিয়াতে থাকার সময় বিপ্লবের পরবর্তীকালে সেখানকার সমবায় ব্যবস্থার বিষয় তিনি নিশ্চয়ই অবগত হন এবং রাশিয়া ত্যাগ করে কিছু সময় জার্মানিতে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ইংলাণ্ডে তিন বছর থাকার সময় তাঁর সমবায় চিন্তা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। সে-সময় লেবার পার্টির সহযোগী হিসাবে "ইংল্যাণ্ড কো-অপারেটিভ পার্টি" নামে সমবায়ীদের একটি পার্টি ছিল। সমাজতন্ত্রী শিবনাথ লেবার পার্টির সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হবার সাথে সাথে কো-অপারেটিভ পার্টির নেতাদের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং তাদের কর্মধারা তাঁকে প্রভাবিত করে। এই সময় আন্তর্জাতিক সমবায় আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯২৪ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বেলজিয়ামের Ghant শহরে একাদশতম আন্তর্জাতিক সমবায় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। শিবনাথ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু এই সম্মেলনের প্রভাব ইংলাণ্ডের সমবায়ীদের মাধ্যমে তাঁর উপরও যে পড়ে থাকবে তা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়।

শিবনাথের সমবায়ী কার্যক্রম মূলত শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয়। যেখানেই তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সেখানেই তিনি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সৃষ্ট বা তাঁর অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাও যেমন অনেক তেমন শ্রেণী হিসাবে বিচার করলে সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে আর্বান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স স্টোর্স, কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, কো-অপারেটিভ প্রেস, কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি, কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি, কো-অপারেটিভ কলোনী সোসাইটি এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

আর্বান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি শ্রেণীতে শিবনাথ "ভাটপাড়া-নৈহাটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি"র পর "হাওড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ৪০ নং নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিটি নিজস্ব ভবনে চালু অবস্থায় আছে এবং এর সভা / লেখার খাতায় প্রথম নাম শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যানার্জি)। ভাটপাড়া-নৈহাটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি-র মত এখানেও তিনি আমৃত্যু সভা ছিলেন।

ক্রমশ শিবনাথের শ্রমিক আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র হাওড়া ও রেলশ্রমিক কেন্দ্রিক হওয়ার ফলে এই এলাকায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংগঠন গঠনের সাথে সাথে শিবনাথ এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গঠনে অনুপ্রাণিত করে বহুসংখ্যক কর্মচারী ঋণদান সমিতি ও কনজিউমার্স স্টোর্স গঠন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Burn Co-operative Credit Society, Burn Co-operative Consumers' Stores, Ganges Printing Co-operative Credit Society, Ganges Rope Co-operative Consumers' Stores, Railway Co-operative Credit Society. এদের মধ্যে বর্তমানে অনেকগুলির অস্তিত্ব নেই। সমবায় আন্দোলনে একটি নীতি সমবায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। এরই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় শিবনাথের কাজের মধ্যে। উপরোক্ত সমবায় সমিতিগুলির টাকা জমা থাকত হাওড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে হাওড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সেভিংস ডিপোজিট খাতায় আজও উপরোক্ত মৃত সমিতিগুলির নামে কিছু কিছু টাকা জমা আছে।

১৯৪০ সালে শিবনাথ যখন হাওড়ার শ্রমিক কেন্দ্র থেকে এম এল এ, তখন তিনি Howrah Co-operative Transport Service Ltd., 104 Kali Kundu Lane, Howrah নামে একটি সমবায় পরিবহণ সমিতি করার চেষ্টা করেন। সমিতিটির Regd. No. 2 Howrah of 26-1-40/ARCS, Howrah, এর একটি পরিচালক সমিতি গঠন করে দেন যার মধ্যে Collector of Howrah, SDO/Sadar Howrah, J. L. Nandy-Retd. Dist Judge এবং শিবনাথ ব্যানার্জি এম এল এ-সহ ১৭ জন ব্যক্তি ছিলেন। সহ-সভাপতি হন শিবনাথ ব্যানার্জি ও জে এল নন্দ এবং সভাপতি হন

জে এল নন্দী। অর্থ সংগ্রহের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে জনসাধারণের কাছে একটি আবেদনপত্র প্রচার করা হয় যার বয়ান ছিল নিম্নরূপ :

আবেদনপত্র

'বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে মোটর বাস, লরি, ট্যাক্সি, পেট্রোল পাম্প প্রভৃতি ব্যবসাগুলির অধিকাংশেই বিদেশি মালিকগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং তাহাদের প্রতিযোগিতায় দেশি মালিকগণ ক্রমে ক্রমে এইসকল কারবার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাইলে এই সমিতির কার্য প্রসার অনতিবিলম্বে বিস্তৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে উপরোক্ত ব্যবসাগুলি ক্রমশই আমাদের এই দেশিয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে আসিবে।

গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই সমিতিতে টাকা খাটান সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক।'

তৎকালীন R.C.S. Mr A. M. Arachadall সমবায় সমিতিকে কাজ করার অনুমতি দেবার জন্য সুপারিশ করে Regional Transport Authority-কে ২-৫-৪০ তারিখে পত্র দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত বাস চলাচলের পক্ষে নন, এই অজুহাতে Regional Transport Authority, 25-6-1941 তারিখে চিঠি মারফৎ সমবায় সমিতির বাস চালাবার আবেদন নাকচ করে। শিবনাথের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সমবায় ভিত্তিতে পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ার চেষ্টায় তিনি কি পশ্চিৎপদ হন? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে সমবায় পরিবহণ সমিতিটি ১৯৬৫ সালে সমিতি হিসাবে নথিভুক্ত হয়।

তিনের দশকে ইস্টবেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের সাহায্যের জন্য ১৯১২ সালের সমবায় সমিতির আইন অনুসারে ১৯৩২ সালে EBSR Employees' Co-operative Benifit Society নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। পরে ১৯৩৮ সালে ইনসিওরেন্স আক্ট প্রবর্তনের পরে Rly. Employees' Insurance Co-operative Society স্থাপিত হয়। তবে পুরো মাত্রায় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের অফিসে কাজ শুরু হয় ১৯৪০ সালে। প্রায় একই সময়ে কয়লাঘাট স্ট্রিটে Indian Railway Employees' Mutual Provident Fund Service নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। শিবনাথ এই প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯-১-১৯৫৬ তারিখে লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন গঠিত হলে উভয় সংগঠনই এল আই সি-তে যুক্ত হয়।

সমবায় সমিতি গড়ার ক্ষেত্রে শিবনাথের একটি বিশিষ্ট অবদান "Howrah Chabikal Industrial Co-operative Society Ltd" Bargachia-Howrah, Regd. No. 4 Howrah of 1955-56। হাওড়া-আমতা রেলসাইনের বড়গাছিয়া এলাকার সংলগ্ন নরসিংপুর, হাটাল, সাধনপুর ও আরো কিছু গ্রামকে কেন্দ্র করে বহু বছর যাবৎ চাবির কল (যা সাধারণত জমের আলমারি, দেরাজ প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়) প্রস্তুত করার শিল্প গড়ে ওঠে। বড়গাছিয়ার এই চাবির কল একসময় সারা ভারতবর্ষে বিক্রয় হত। তাই এই শিল্পের সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষ শ্রমিক হিসাবে যুক্ত ছিল।

সাধনপুরের মানুষ কর একজন বড় মালিক ছিলেন। এইরকম ছোট-বড় অনেক মালিকের পিতল ঢালাইয়ের কারখানা ছিল। এমনকি করিম লাবজি নামে বোম্বের এক ব্যবসায়ীর এখানে কারখানা স্থাপন করে। করিম লাবজির কারখানায় প্রায় ৫০০ শ্রমিক কর্মরত ছিল। এখনকার শ্রমিকদের বেতন কম থাকার কারণে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু হয়। শিবনাথ মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান। ক্রমে এই মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের নিয়ে শিল্প সমবায় গড়ার চিন্তা বাস্তবে রূপ নেয় Howrah Chabikal Industrial Co-operative Society Ltd. স্থাপনের মধ্যে। প্রথমে পান্নালাল শিটের বাড়িতে সমিতির কাজ শুরু হয়। পরে ১৯৬৫ সালে পরেশচন্দ্র মান্না'র কাছ থেকে টিনের চাল দেওয়া আটখানা ঘর সহ জমি কেনা হয়। সরকারের কাছ থেকে এই সমিতি ১৫০০০ টাকা ঋণ পায়। চাবিকল ছাড়া পিতলের তালা, পিতলের ফিটিংস প্রভৃতি প্রস্তুত করা হত এবং কলিকাতার বড় বাজারের সিন্ধুক পট্টিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। হাওড়ায় বসবাস করলেও শিবনাথ সমিতি স্থাপনের পরও যোগাযোগ রাখতেন। কয়েকবার পরিচালক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালনও করেন। প্রায় কুড়ি বছর সমিতি কারখানা চালু রাখতে পারে। পরে তা বন্ধ হয় এবং ১৯৮৫ সালের ১৮ নভেম্বর ARCS Howrah মেমো নং ১০১৯৪ অনুসারে সমিতিটি লিকুইডেশনে যায়। বড়গাছিয়াতে Chabikal Co-operative-এর আজ আর কিছুই নেই। চাবিকলের একজন শ্রমিক ও একসময়ের পরিচালক সমিতির সমস্যা প্রায় দৃষ্টিহীন কুলদেব মান্না আজও অতীতের সাক্ষী হিসাবে বেঁচে আছেন। এই প্রচেষ্টা বর্তমানের রুগ্ন শিল্পকে বাঁচাবার জন্য শিল্প সমবায় গড়ার প্রয়াস নয়। ৪২ বছর আগে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের নিয়ে শিল্প সমবায় গড়া শুধু বিরল দৃষ্টান্ত নয় শিবনাথের সমবায় চিন্তার গভীর প্রত্যয়ের নিদর্শন।

দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বসতের ব্যবস্থা করার জন্য কংগ্রেস নেতা ও এম এল এ বঙ্কিমচন্দ্র কর, বিনয়ভূষণ লাহিড়ি প্রমুখ ব্যক্তিরা " South Howrah Udbastu Co-operative Society, Regd. No. 27, Howrah-Hooghly dated 18-6-55 " সমিতি স্থাপন করেন। এবং সরকারের কাছ থেকে জমিও সংগ্রহ করেন, কিন্তু নেতাদের দুর্নীতির কারণে সাধারণ সভ্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। শিবনাথ এই সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু উদ্বাস্তুদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কংগ্রেসী নেতাদের দুর্নীতির প্রতিবাদ করার জন্য ১৯৬৫ সালে শিবনাথ, তাঁর স্ত্রী প্রবাসিনী দেবী ও তাঁর কিছু সহকর্মী সহ এই সমিতির সভ্য হন। ১৯৬৯ সালে শিবনাথ সমিতির কাজে দুর্নীতি ও বেনিয়মের কথা উল্লেখ করে সমিতির সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র করের কাছে পত্র দেন। এই সময় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সমবায়মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর কাছেও পত্র লেখেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ সভায় নতুন পরিচালক সমিতি গঠিত হয় এবং শিবনাথ সভাপতি হন। কিছু কিছু জমি সভ্যদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করা হলেও

সমিতির সামগ্রিক অবস্থা রোধ করা যায়নি। শেষে এ আর সি এস-এর মেমো নং ৫১৭৪ তারিখ ৫-৫-৭২ অনুসারে সমিতির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানে শিবনাথের ভূমিকা প্রতিবাদীর। সমবায়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণই তাঁকে এই প্রতিবাদীয়া ভূমিকায় নিয়ে গিয়েছিল।

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জন্ম হয় ১৯৫০ সালে। রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বর্তমানে যে কাজকর্ম করে বা যে উদ্দেশ্যে গঠিত সেই একই উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে The Bengal Co-operative Alliance Ltd. নামে একটি Unregistered Society সরকারি অনুকূল্যে সৃষ্টি হয়। ১৯২৫ সালে এই Co-operative Alliance, "Bengal Co-operative Organising Society Ltd." নামে ১৯১২ সালের Co-operative Society Act অনুসারে নথিভুক্ত হয়। ১৯২৬ সালের প্রথম দিকে যখন শিবনাথ ভাটপাড়া-নৈহাটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সম্পাদক তখন Registrar of Co-operative Credit Society - Bengal (বর্তমানের আর সি এস পদ) ছিলেন যামিনী মিত্র, পরে তিনি "রায় বাহাদুর" হন। ১৯২৪ সালে শিবনাথ ইংলণ্ডে থাকার সময় সুধীরকুমার লাহিড়ি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। এই সুধীরবাবু শিবনাথকে যামিনী মিত্রের সঙ্গে পরিচয় করালে যামিনী মিত্র শিবনাথকে Bengal Co-operative Organising Society Ltd.-এর সম্পাদক ও 'ভাণ্ডার' পত্রিকার এবং সেই সময় Organising Society-এর পক্ষে কো-অপারেটিভ নামে যে ইংরাজি পত্রিকা প্রকাশিত হত তার সহ-সম্পাদক পদে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে নিয়োগ করেন। কিন্তু পুলিসের গোয়েন্দা দপ্তরের আপত্তির ফলে 'ভাণ্ডার'-এর সঙ্গে তাঁর আর যোগসূত্র হয়নি। চাকুরিটা তাঁর হাতছাড়া হয়।

শিবনাথের সমবায়ের প্রতি আকর্ষণ যে কত গভীর ছিল তার এক দৃষ্টান্ত দিয়ে নিবন্ধ শেষ করতে চাই এই নিবন্ধের লেখককে ভাটপাড়া-নৈহাটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি যা তখন সমবায় ব্যাঙ্কের মর্যাদা পেয়েছে তার সম্পাদক হিসাবে শিবনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে কিছু পত্রালাপে লিপ্ত হতে হয়। এই সময় শিবনাথবাবুর একটি পত্র ছিল নিম্নরূপ :

৬৩/১, কালি ব্যানার্জি লেন,
হাওড়া-৭১১ ১০১

প্রিয় মহাশয়,

অনেকদিন পর আপনাদের একখানি নোটিস পেয়ে খুব আনন্দ লাভ করলাম। আপনারা প্রতিনিধি নির্বাচন কিভাবে করেন বিস্তারিত জানাইলে খুবই বাধিত হব। আমি হাওড়ায় এসে আর একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করি : তার মেম্বারও ১০০০-এর উপর। সাধারণ সভায় কোরাম করা কঠিন। আপনাদের মত প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাই। আপনাদের সাহায্য চাই। মাঝে সাথী নৃপেন চক্রবর্তী আমার লভ্যাংশ আমাতে এসে দেয়। বয়স ৮৩ হয়েছে, কাজেই যোগাযোগ রাখা কঠিন।....

আপনাদের পত্রের আশায় রহিলাম
শুভেচ্ছা সহ আপনাদের — শিবনাথ ব্যানার্জি।

আমরা জানি শিবনাথ ৭৫ বছর বয়সে সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু উপরোক্ত পত্র থেকে দেখা যায় যে মৃত্যুর তিন বছর আগে ৮৩ বছর বয়সেও সমবায় বিষয়ে তাঁর মন ও চিন্তা ক্রিয়াশীল ও জিজ্ঞাসু।

এমন একজন সমবায়ী যিনি বহু সমবায় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন, বহু সমবায় সমিতি গড়ার প্রেরণা দিয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত সমবায় চিন্তার চেয়ে বেশি দূরবর্তিতার পরিচয় দিয়েছেন, দুঃখের বিষয় সমবায় ক্ষেত্রে আজ তিনি বিস্মৃত।

যাঁদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় :

১. সজল বসু - Quest for freedom Shibnath Banerjee and his time

২. Sri B. D. Panday Librarian and Documentation Officer International Co-operative Alliance Regional Office, New Delhi.

৩. Sri Asish Kr. Mondal ARCS / Howrah.

৪. Sri Soumen Das CDO / Howrah.

৫ Sri Arjun Roy Clerk / Howrah / ARCS's Office

৬ Sri Amiya Bose ARCS / Calcutta.

৭. Sri Dilip Goswami Asst Director of Audit / Howrah.

বঙ্কিম গঙ্গুলি - শান্তিপুর
প্রজিত ভট্টাচার্য - ভাটপাড়া
কৃষ্ণচন্দ্র সাহা - বড়গাছিয়া

পি পি সিং কৃভকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কৃষক ভারতী কো-অপারেটিভ লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে পি পি সিং (৪ নভেম্বর, '৯৭) নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রী সিং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অপারেশন) থাকাকালীন কৃভকো বিভিন্ন সময়ে নিরাপত্তা, পরিবেশ, উৎপাদন, গৃহস্থালি, শক্তিসঞ্চয় প্রভৃতির উপর বহু পুরস্কার পেয়েছে।

কৃভকোয় যোগদানের পূর্বে তিনি ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার লিঃ-এর পাণিপথ ইউনিটে কাজ করেছেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ায়।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৯৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায়সহ শাখা সংখ্যা	অংশ মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নীট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৮৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-)০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩		১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+)২০.৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৩৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(+)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খানরগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দান করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের প্রান্তিক সমবায়ীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলী জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণাল কান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্র নাথ জানা
সভাপতি

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Haryana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০১৪

দূরভাষ : ৩৩৪-৪৯৩১/৩৩৪-৩৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রত্যক্ষ সংগ্রহ-পরিবহণ ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ◆ সংগঠিত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় তাজা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হাঁ, বেনফিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

প্রত্যেক শিশু শ্রমিককে কারখানার বাইরে নিয়ে যাওয়া। এই কাজটি তিনি পর্যায়ক্রমে করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে এটা দেখা গেছে যে দশ বছর বয়সের কম শিশু শ্রমিকরা কারখানায় নিযুক্ত হচ্ছে না। দৈনিক কাজের সময় কমিয়ে দৌনে এগার ঘণ্টা করা হয়েছিল, আগে চৌদ্দ বা চৌদ্দ-এর বেশি ঘণ্টা কাজ করতে হত। পরবর্তী সময়ে তিনি কারখানায় কাজে শিশুদের ন্যূনতম বয়স নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং তাঁর সহ অংশীদারগণ ক্রমে ক্রমে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। এর ফলে শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু সময় হাতে রাখা সম্ভবপর হল।

শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে আওয়েন কাজের পদ্ধতি তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী কমই এসেছিল। সাধারণভাবে অবশ্যই তাঁর মতবাদগুলি শিক্ষা-সংস্কৃতিকে উদ্ভাসিত করেছিল। তিনি তাঁর মতবাদকে কাজে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আওয়েনের কাজ ও ব্রিটেনে তার সমকালে তার সমসাময়িকদের কাজের পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সমসাময়িকদের কাজের হিসাবে দেখা যায় যে, "একজন শিশুকে নেওয়া হল এবং তাকে কুচকাওয়াজ করতে দেওয়া হল বা অন্যভাবে তাকে অসংখ্য ঘটনাবলীতে বারেবারে মুখস্থ করে শেখানোর চেষ্টা করা হল — গ্রিক ও লাটিনদের জন্য উচ্চশ্রেণী আর শূদ্রদের জন্য নূনতম শিক্ষা' — এই পদ্ধতি তারা প্রবর্তন করেছিলেন। জোসেফ লাঙ্কেসটারের মত বেশির ভাগ প্রচলিত রীতিমত পদ্ধতির মতাবলম্বীরা নিজেদের উন্নত মানসিকতার মানুষ হিসাবে গণ্য করতেন এবং শিক্ষায় পরিশিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। একজন শিক্ষক বাছাই করা ছাত্রদের মুখস্থ করতে নির্দেশ দিতেন এবং সংগৃহীত বিদ্যা পর্যায়ক্রমে যান্ত্রিকভাবে নতুনদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হত। এটা আশা করা গিয়েছিল যে এইভাবে একজন শিক্ষক এক হাজার বা এর অধিক সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষিত করে তুলতে পারবে। এই পদ্ধতির ফলাফল সহজে অনুমেয়।

একসময়ে আওয়েন তার সমসাময়িকদের মতামতের সমর্থনে মত দিয়েছিলেন কিন্তু অচিরেই এটা তিনি বাতিল করেছেন এবং নিজের মতবাদকে ক্রমে ক্রমে গ্রহণীয় ও উন্নততর করেন। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুকে মুখস্থ-সর্বস্ব করা নয়, পরন্তু তাকে জীবনে চরিত্র গঠন করানো ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটানো। তাই শিশুরা যাতে ভীতসন্ত্রস্ত বা কৃত্রিমতার শিকার না হয়ে পড়ে, প্রথম থেকে ভালবাসা ও সহযোগের পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তাদেরকে কৌতূহলী করে তুলতে জ্ঞান-অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে, সহজ সরল পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রণালী তিনি স্থির করেছিলেন। বই পড়াকে ইচ্ছামূলক করা, নিজের বৌবনকালের পড়ার ভাবনাকে মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়ে আওয়েন বললেন যে দশ বছর পর্যন্ত সকলস্তরে খেলাধুলা ও খেলাধুলা একইসঙ্গে পাশাপাশি চলা উচিত। নিউলেনার্কে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নাচ, গান ও অঙ্গচালনাকে আবিশ্যিক করা হয়েছিল। আওয়েনের শিক্ষাসংক্রান্ত ধারণায় প্রথাগত জ্ঞানলাভের স্থান খুবই সামান্য ছিল এবং তার শিক্ষাক্রমে সুস্থসবল অবস্থার চেয়ে শিশুদের খুবই অল্প বয়সে স্কুলে নিয়ে আসতেন। যখনই শিশুদের তার স্কুলে নিয়ে আসা হত তাদেরকে আনন্দের সঙ্গে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হত এবং তাদেরকে যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা করা হত। এইভাবে তারা দেখা আরম্ভ করত এবং খুবই অল্প বয়সে নিজের প্রতি আস্থা অর্জন করতে শিখত। তাদেরকে ভয়ঙ্কর অবহেলা থেকে রক্ষা করা হত এই কারণে, বেশির ভাগ শিশুর ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা, কেননা তাদের পিতামাতা দীর্ঘ সময় ধরে কারখানায় কাজ করত।

১৮১৩ সালে তৃতীয় অংশীদারীর গঠনের পর আওয়েন তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে রূপায়ণে সক্ষম হয়েছিলেন; তিনি তাঁর স্কুলের সম্প্রসারণ করেছিলেন, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং ১৮১৬ সালের ১লা জানুয়ারি তাঁর স্কুল তাঁর কল্পিত "ইনস্টিটিউট ফর দি ফরমেশন অফ কারেকটর"-এর মূলকেন্দ্রে রূপান্তরিত হল। নিউলেনার্কের জনগণের প্রতি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন — "সমস্ত প্রাণের অন্তর ও বাহিরের সামগ্রিক চরিত্রে উন্নতি বিধানে ও পূর্ণতাই এই প্রচেষ্টা"। একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় শিক্ষণের এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দিনের বেলায় পড়াশুনা আর সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস, বহুল শিক্ষাকেন্দ্র, নাচঘর এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হত।

আওয়েন সময়ের ভাবগম্ভীর ছিলেন ও তার আমোদের কোন সময় ছিল না। একটা বয়সে ছিল যখন দীর্ঘ সময় কারখানার নালিতে কঠোর পরিশ্রমে রত থাকতেন যাতে শ্রমিকরা কাজে অবহেলা সময় নষ্ট না করে তা দেখা, সেই সময়ে শিশুদের ও বয়স্কদের বিশ্রাম ও বিনোদনের উত্তরই প্রয়োজন। নিউলেনার্কে কিছু পরিদর্শকরা তার এই কাজের ধারার সমালোচনা করেছিলেন। তারা দেখেছিলেন যে এখানে বেশি সাংসারিক, শরীরের প্রতি বেশি যত্নশীলতার প্রতি জোর দেওয়া হয়ে থাকে পক্ষান্তরে আত্মার মুক্তির জন্য কোন কিছুই করা হয় না। আওয়েনের কাছে এই দুই বিষয় একই জিনিসের নামান্তর হিসাবে গণ্য ছিল। নিউলেনার্কে তাঁর অবস্থানের শেষ বছরে হাজার হাজার ওৎসুক্যী দর্শনার্থীরা সেখানে আগমন করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — জার নিকোলাস, প্রিন্স জন, অস্ট্রিয়ার আর্কডিউক, বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণ, বহু বিশপ, অসংখ্য পাদ্রী, তার দেশের সমস্ত সম্রান্তগণ, সকল দেশে বিভিন্ন পেশার বিদ্বানগণ, সব ধরনের জ্ঞান ও আনন্দ আহরণের জন্য ধনী পর্যটকবৃন্দ ও অন্যও অনেকে · সকলেই অভিভূত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন — আওয়েন আন্তর্জাতিক খ্যাতির উচ্চ সোপানে আসীন হয়েছিলেন।

১৮১৩ সালে তিনি তার ধ্যানধারণা প্রথম জনগণের দরবারে প্রচার আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য, একটি বিল প্রবর্তন করা যার মাধ্যমে বস্ত্র কারখানায় যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়। গ্লাসগোতে তিনি তুলা মালিকদের এক সভা ডাকলেন যাতে তিনি এক প্রস্তাব রাখলেন যে, কাঁচা তুলা আমদানিতে সরকারি কর বাতিল করতে হবে এবং কারখানায় কর্মরত শিশু শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করতে হবে। প্রথমটি উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পাস হল, কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য দ্বিতীয় কোন সমর্থক পাওয়া গেল না। আওয়েন তখন সার

রবার্ট পিলের সহকারী হলেন, যিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পিতা ছিলেন। তিনি আওয়েন রচিত বিল পেশের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই বিলে বস্ত্র কারখানায় ৯ বছরের নিচে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা হল, আঠার বছর বয়স্ক শ্রমিকদের কাজের সময় দৈনিক সাড়ে দশ ঘণ্টা করা হল, তাদের রাত্রিকালীন ডিউটি নিষিদ্ধ করা হল। কারখানায় পরিদর্শকের ব্যবস্থা পদ্ধতি চালু করা হল যাতে সুপারিশ ছাড়া রাত্রিকালীন ডিউটির ব্যবস্থা অকার্যকর হবে।

আওয়েন ভেবেছিলেন যে এই বিলের বিরোধিতা হবে না, কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে সবদিক থেকে এই বিলকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগতভাবেও তিনি নিন্দার পাত্র হলেন। এই বিল পাশে অযথা বিলম্ব ঘটল, বিলটিকে নানাভাবে কাটাছেঁড়া করা হল এবং ১৯১৮ সালের শেষের দিকে পার্লামেন্টে যখন এই বিল পাশ হল তখন এর কার্যকারিতা খুবই সামান্য থাকল। এই বিলের গুরুত্ব হল — দিয়ে সরকারের বাধ্য দেবার ক্ষমতা এল, যা আগে ছিল না ; বস্তুত অনেক আইনের মধ্যে এটা এক অন্যতম নজির। এই পরিপ্রেক্ষিতেও শিক্ষাক্ষেত্রে আওয়েন এক উচ্চ পদমর্যাদার আসনে উন্নীত হয়েছিলেন কেননা তিনি শিশুদের অধিকারের পক্ষে অতন্দ্রপ্রহরী ছিলেন। যাই হোক, তিনি শেষে বিলম্ব ও টাকাপোড়েনের দরুণ যাঁতাকলে হয়ে পড়েছিলেন এবং রিচার্ড ওয়েস্টার ও অন্যান্যদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আওয়েন অন্যত্র ও অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। ❐

সম্প্রতি নিম্নলিখিত সমবায় সংস্থাগুলি ছ'শ টাকা দিয়ে 'ভাণ্ডার'-এর আজীবন গ্রাহক পদ নিতে সম্মত হয়েছেন

ক্রমিক নং	সমবায় সংস্থা
২৫১.	বাগপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — বাগপুর, তেপাড়া, বর্ধমান
২৫২.	তারাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — তারাপুর, গোপালপুরঘাট, থানা - করিমপুর, নদিয়া
২৫৩	তিলারি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — বন্দনঘাট, গলি - ৭১২ ১২২
২৫৪.	বুদ-বুদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — ছটি (সুকলালরোড়) পোঃ - বুদ-বুদ, বর্ধমান
২৫৫	বালোনি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — গ্রাম - গাজিপুর, পোঃ - ঘোল্লা, পাইঘাটা, ডিঃ ২৪ পরগণা
	নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল এমপ্লয়িজ কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ — কৃষ্ণনগর (কে বি মুখার্জি রোড), নদিয়া-৭৪১ ১০১
	এল-প্লট উপেন্দ্রনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — রাখালপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
	কামদেবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ — কামদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (আরামবাগ শাখা) — আরামবাগ, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (পাণ্ডুয়া শাখা) — পাণ্ডুয়া, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (তারকেশ্বর শাখা) — তারকেশ্বর, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (খানাকুল শাখা) — খানাকুল, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (চুঁচুড়া শাখা) — চুঁচুড়া, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (জাঙ্গিপাড়া শাখা) — জাঙ্গিপাড়া, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (ধনিয়াখালি শাখা) — ধনিয়াখালি, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (কামারগাছি শাখা) — কামারগাছি, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (পুরসুরা শাখা) — পুরসুরা, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (কামারপুকুর শাখা) — কামারপুকুর, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (হরিপাল শাখা) — হরিপাল, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (সিঙ্গুর শাখা) — সিঙ্গুর, হুগলি
	হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (চণ্ডিতলা শাখা) — চণ্ডিতলা, হুগলি

- ২২৯৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

সমবায় আন্দোলনের প্রসার

২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা

৩। ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় গ্রাহকবর্গের সেবায় নিয়োজিত

স্থাপিত : ১৯১৮

আমাদের বৈশিষ্ট :

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।

২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রভৃতি, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনিযুক্তিমূলক ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।

৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।

৪। সেফ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।

৫। বৈদেশিক ভ্রমণ প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।

৬। কামারপুকুর, কোতলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকারের ঋণ পাইবার যোগ্য

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ হওয়ার পর গত তিন দশকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক তথা ঋণদান ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ব্যাঙ্কগুলির ঋণ ও সরকারি অনুদানের মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। তবু গ্রামের দরিদ্র মানুষের বিরাট অংশ প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনের বেড়াজাল টপকে এই ব্যবস্থার বাইরে থেকে গেছে। যদিও সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামের কৃষিজীবী পরিবারের লোককে ঋণ দিয়ে কিছুটা অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা গেছে কিন্তু প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় দরিদ্রতম নিঃস্ব শ্রেণীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এখনও নিঃস্ব গ্রামবাসীকে প্রায়শই বিপদের সময় আর্থিক প্রয়োজনে বাড়ির ব্যবহারযোগ্য পিতলের কলসি, থালা, বাটি, গ্লাস, এমনকি মেয়েদের হাতের সামান্য অলঙ্কারটুকুও গ্রামের মহাজনদের হাতে চড়া সুদে বন্ধক দিয়ে অর্থ জোগাড় করতে হচ্ছে। এর ফলে অনেক পরিবারকেই নিত্যব্যবহার্য এইসব জিনিস চড়া সুদের বোঝায় মহাজনদের কাছে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হতে হয়।

এইসব দিক চিন্তা-ভাবনা করে নাবার্ড ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ঋণদান ব্যবস্থা চালু করে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নাবার্ড বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যাদের প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ পাবার সুযোগ করে দিয়ে সমাজের দরিদ্রতম মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই রাজ্য সরকার এই প্রথাগত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের প্রচেষ্টাকে গ্রামীণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত মানুষদের ঋণদানের সুবিধার কথা উপলব্ধি করে সমবায় আইনের ৬৯(১)(ঘ) ধারায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে পূর্ণ মর্যাদায় ঐসব সমবায় সমিতির সদস্যপদের অধিকার প্রদান করে।

গঠন ঃ

(১) ৫ থেকে ২০ জন পুরুষ বা মহিলা নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সঙ্কল্প নিয়ে একটি স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী গঠন করতে পারেন।

(২) মোটামুটি সমবিত্ত সম্পন্ন পুরুষ বা মহিলাদের মধ্যে বোঝাপড়ায়, আলাপ-আলোচনা করে সংঘবদ্ধভাবে এই গোষ্ঠী গঠন করবেন। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ভাই/বোন, বন্ধু/বান্ধবী, আত্মীয়তার এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে — এটাই কাম্য।

(৩) গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একজন দলনেতা-দলনেত্রী ও উপনেতা-উপনেত্রী ঠিক করবেন।

(৪) গোষ্ঠীর সদস্য নিজেরাই ঠিক করে গোষ্ঠীর নামকরণ করবেন।

(৫) প্রথমে গোষ্ঠীর সদস্যরা নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ের হার (মাসিক টাকা জমানো) মাসিক বা সাপ্তাহিক আলোচনার মাধ্যমে ধার্য করবেন। সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রত্যেক সদস্যের এক হবে। দলনেতা বা দলনেত্রী ধার্য জমা টাকা আদায় করবেন। প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যাদের কাছে একটি জমানো টাকার পাশ বই থাকবে।

(৬) গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সঞ্চয় করবেন। এই সঞ্চয় চলাকালীন গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যারা প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার নিজেদের মধ্যে বসে নিজেদের সমস্যা বা ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা বা মত বিনিময় করবেন।

(৭) সাপ্তাহিক বা মাসিক সঞ্চয়ের টাকা সুরক্ষিত করার জন্য এলাকার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে গোষ্ঠীর নামে একটি সঞ্চয়ী আমানত অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা করবে।

(৮) এইভাবে গোষ্ঠী সদস্য বা সদস্যাদের মধ্যে টাকা জমানোর একটা অভ্যাস তৈরি হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই জমানো টাকার পরিমাণ মূলধন হয়ে যে অঙ্কে পৌঁছবে সেটাই হবে গোষ্ঠীর মূলধন।

(৯) এইভাবে গোষ্ঠীর বয়স ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হলে ঐ গোষ্ঠী এলাকার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে সদস্যপদ পাবার যোগ্য হবে।

(১০) গোষ্ঠী সদস্য বা সদস্যারা ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে থাকবেন, কিভাবে তাঁরা বাড়তি পরিশ্রম করে কিছু বেশি অর্থ উপার্জন করবেন। যিনি যে কাজ জানেন তিনি সেই কাজ বেছে নেবেন। কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে সমিতি।

(১১) কোন গোষ্ঠী সদস্যের হঠাৎ কোন জরুরি অর্থের প্রয়োজন পড়লে, গোষ্ঠীর বয়স ৬ মাস অতিবাহিত হবার পর সেই গোষ্ঠী তাঁদের জমানো টাকার সর্বোচ্চ ৪ গুণ পর্যন্ত এলাকার সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিতে পারবেন।

(১২) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী নিজেদের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সমবায় সমিতির কাছে একটি সদস্য পরিকল্পনা দাখিল করবে যার মধ্যে উল্লেখ থাকবে সদস্য বা সদস্যার নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, কত টাকা জমা হয়েছে, গোষ্ঠীতে সদস্যপদের তারিখ, সদস্য বা সদস্যা কোন কাজ করতে চায় এবং কত টাকা তাঁর প্রয়োজন। এই সদস্য পরিকল্পনা তৈরি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে গোষ্ঠীর সব সদস্যাই যে একসঙ্গে ঋণ নেবেন এমন নয় যেসব সদস্যের আশু প্রয়োজন প্রথমে তাঁদেরকে ঋণ দিতে হবে এবং এইভাবে চলবে।

(১৩) সমবায় সমিতি এই গোষ্ঠী সদস্য পরিকল্পনা পাওয়ার পর দেখবে গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে কত টাকা জমা আছে এবং জমা টাকার ৪ গুণের মধ্যে ঋণের আবেদন আছে কি না, ঋণ মঞ্জুরের সুপারিশ গোষ্ঠীর সভায় গৃহীত হয়েছে কি না ইত্যাদি। তারপর সমিতির পরিচালক পর্ষদের সভায় ঋণের আবেদন মঞ্জুর করে গোষ্ঠীতে ঋণ প্রদান

করবে। গোষ্ঠীগুলো সদস্য বা সদস্যাদের ঋণ দানের প্রস্তাবপত্র ঋণ দানের পর সমিতিতে জমা দেবে।

(১৪) ঋণ দানের পর সমিতি হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ফর্মে পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত সমেত ঋণপূর্তির আবেদন করবে। তফসীল সমবায় ব্যাঙ্ক যথাসময়ে ঋণ অনুমোদন করে সমপরিমাণ ঋণের টাকা সমিতিকে ঋণপূর্তি করবে।

(১৫) সমবায় সমিতি গোষ্ঠীকে ঋণ দেবেন শতকরা ১২ টাকা হারে। গোষ্ঠী তার সদস্য বা সদস্যাদের দেবে শতকরা ১২ টাকা অথবা তার বেশি হারে। এই সুদের হার আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত করবে গোষ্ঠীর সদস্যারাই।

(১৬) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ এবং কিস্তি গোষ্ঠী সদস্য বা সদস্যারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করবে।

গত ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের উদ্যোগ নেয় এবং আজ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ২৪১টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন হয়েছে ১২০ জন পুরুষ এবং ১২৬১ জন মহিলাদের নিয়ে, যার মধ্যে ১৪৭টি গোষ্ঠী তফসিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে সীমিত। এই জেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের এক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে।

যে সমস্ত গোষ্ঠীর বয়স ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সদস্যরা ঋণ নিতে শুরু করেছেন। ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৩০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৮০০০ টাকা। গোষ্ঠী সদস্য বা সদস্যারা বাড়ির ব্যবহারযোগ্য কোন দ্রব্যের বা অলঙ্কারের সম্পত্তি বাঁধা না দিয়ে ঋণ পাচ্ছেন এবং ঋণের টাকা নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ করছেন। এদের ঋণ পরিশোধের বর্তমান হার একশত ভাগ।

এদের ঋণের প্রয়োজন সাধারণত এই রকম : পিতল কাঁসার বাসন বন্ধকি জিনিস মহাজনদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনা, মেয়েদের বিয়ের জন্য উপহার দ্রব্য কিনে দেওয়া, ছেলেমেয়েদের স্কুলের পড়ার বই কেনা, বাড়ির গোয়াল মেরামত, ছেঁড়া চালে বৃষ্টির জল পড়া বন্ধ করার জন্য বসতবাটী মেরামত, অসুখের চিকিৎসা করানো, সেলাই/কেনার জন্য ছিট কাপড় বা সুতো কেনা, মাঠ থেকে কাঁচা আনাজ কিনে শহরে বা বাজারে বিক্রি, ছোট মুদিখানার দোকান, সেলুনের জন্য আসবাবপত্র কেনা, বাছুর পালন, ভেড়ার পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, বিধবা নিঃস্ব মহিলা সদস্যাকে হাঁত কিনে দেওয়া, মৌখিক বন্দোবস্ত অনুসারে চাষের জন্য আলু বা বোরো ধান ভাগে চাষ করার জন্য ইত্যাদি। দিকে দিকে একদিকে যেমন গ্রামের দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত মহিলারা বিনা অনুদানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ছেলেমেয়েদের ভালভাবে মানুষ করার জন্য যিনি যে কাজ জানেন সেই কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন অন্যদিকে এক একজন মহিলা বা পুরুষ মাসে মাসে ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০ টাকা পর্যন্ত জমাতে শুরু করে দিয়েছেন। জমা টাকার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে দেখে পুরুষ মানুষেরা অযথা বাজে পয়সা খরচ করা বন্ধ করে দিয়ে পরিবারের মেয়েদের দৈনিক ২ টাকা করে গোষ্ঠীতে টাকা জমাবার জন্য দিতে শুরু করে দিয়েছেন।

দিকে দিকে মহিলারা এইভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যেমন গোষ্ঠী গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, এদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকেরা, পঞ্চায়েত সদস্যগণ এবং কৃষক সংগঠনের সদস্য বা সদস্যারা, গোষ্ঠী-সদস্য বা সদস্যাদের কাছে যাচ্ছেন এবং তাঁদের জানাচ্ছেন অর্থ বা ঋণ কিভাবে কাজে লাগাবেন তারজন্য সুপরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং হাঁস-মুরগি, ছাগল এবং অন্যান্য পশু পালনের জন্য উপকরণ সরবরাহ করছেন।

গ্রামের দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনই একমাত্র পথ এবং সমস্ত জেলায় সমবায় সমিতির পরিচালক পর্ষদকে সজাগ থাকতে হবে। যেমন গ্রামের মানুষদের জমি চাষ করার জন্য কম সুদে ঋণ দিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে নিঃসহায় কৃষি ও অকৃষি নির্ভর পরিবারের খেটেখাওয়া মানুষদের নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে মদত দিয়ে, পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য করে এবং তাঁদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়িয়ে তুলতে হবে। এতে সমবায় সমিতির সঞ্চয়ও বাড়বে অন্যদিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সমবায় সমিতি গড়ে উঠবে এটাও ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সব স্তরের সদস্যদের এবং কৃষক সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলোকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সমবায় চিরু সফল হোক।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে

মৃণালকান্তি ঘোষ	মণীন্দ্রনাথ জানা
সহ-সভাপতি	*সভাপতি*

ভেস্যালিয়াস (১৫১৪-১৫৬৪)

ভেস্যালিয়াস জীববিদ্যা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি প্রাণীদের, বিশেষ করে মানুষের শরীরস্থান বা অ্যানাটমি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ব্রাসেলস-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি শিক্ষক। তাঁর রচিত 'ফ্যাব্রিকস্ অব হিউম্যান বডি' নামক গ্রন্থে তিনি মানব দেহের অস্থি ও পেশি সম্পর্কে নানান তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি মানুষের করোটির (খোল) সঙ্গে কুকুরের করোটির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে মানব দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ও তন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ করে তাঁর রচিত পুস্তকে চিত্রসহ বর্ণনা করেছেন। এইসব কারণে ভেস্যালিয়াসকে *আধুনিক অ্যানাটমির জনক* বলা যেতে পারে। (এ কে জি)

সমবায় পরিদর্শকের ডাইরি থেকে

বনানী দাস

১৯৯০ সালে চাকরিতে এসে সর্বজয়া যে কাজে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছিল তা হল চাষিদের কাছ থেকে সবেমাত্র ঋণ আদায়, ব্যাঙ্কের ভাষায় কালেকশন। বর্তমানে সরকারি সমবায় বিভাগ থেকে টা-টা করে গেছে সুতোর সমবায় 'তন্তুজ' নামের ব্যবসা কেন্দ্রের মাধ্যমে কারা দেশের মানুষজনের কাছে বেশ পরিচিত, চলে গেছে মৎস্য সমবায় এমনকি ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পী ও গরিব মানুষের স্বল্পঋণ, স্বল্পসুদের শিল্প সমবায়গুলিও আর আয়ের বাইরে, সেখানেও ক্ষুদ্রশিল্প আধিকারিকের একাধিপত্য জারি হয়েছে। চলে গেছে হাঁস-মুরগি-গোপালন সমবায়ও। সমবায় বিভাগের আওতায় যথার্থ অর্থে আছে কৃষি ও অকৃষি ঋণ, বিপণন, আবাসন, পরিবহণ, শ্রমিক সমবায় প্রভৃতি। কাঠামোগত কারণেই শ্রমিক সমবায়ের কর্তাব্যক্তিদের সমবায় বিভাগ বা পরিদর্শকের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করবার প্রয়োজন হয় বছরে ন্যূনপক্ষে একবার। বিভিন্ন কাজ দেবার সংস্থাগুলি, যেমন পূর্তবিভাগ, পঞ্চায়েত, দামোদর উপত্যকা নিগম, সেচবিভাগ ইত্যাদির কাছে শ্রমিক সমবায়গুলির নাম সুপারিশ করানো ছাড়া তেমনভাবে পরিদর্শকের কাছে খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না এদের। এছাড়া রয়েছে সরকারি কর্মচারী বা শিক্ষকদের নিয়ে কর্মচারী ঋণদান সমিতি, যেহেতু এইসব ক্ষেত্রের ঋণ আদায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানকে দিয়েই হয়ে যায়, তাই সাধারণত ব্যাঙ্ক ও এইসব সমবায়ের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া থাকে। কোন চুক্তি বা তদারক বা গঠনতন্ত্রগত সমস্যা ছাড়া সমবায় পরিদর্শকের তেমন প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ব্যাঙ্ক বা সংশ্লিষ্ট সমবায়গুলি অনেক ক্ষেত্রেই অনুভব করে না। এতসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খসে যাবার পর যা থাকে তা হল পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার গ্রামের কৃষিজীবীদের ঋণ দেবার জন্য সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলি। মোটের উপর এইসব সমবায়গুলি নানামাপের চাষিদের মূলত বিভিন্ন চাষের জন্য ঋণ দেয়। এই ঋণ দেওয়া হয় অবিশ্বাস্য কম সুদে। যেখানে গ্রামীণ মহাজনের কাছ থেকে দরিদ্র চাষী পাচ্ছে ১২৫% সুদে টাকা ধার পান, সেখানে আজও সমবায়ের সুদের হার মধ্যকার্জের ক্ষেত্রে ৭৫০০ টাকা পর্যন্ত ১২% ও তারপরে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১৪%। এই টাকা সময়মত শোধ করলে আরও সুবিধে: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা পাবেন বার্ষিক মাত্র সাতকরা ৪ টাকা সুদের হারে। ভারতের মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮% ও ১০% হারে সুদের ভর্তুকি দেন। তথাপি কৃষি সমবায় সমিতি-র সদস্য হন খুব কম। হলেও কৃষিঋণ নেন না, নিলেও শোধ করতে তাঁর বড়ই অনীহা। এই তকমা সমবায়ের ওপর আছেই। নব্বই-এর দশকের প্রথম দিকে সর্বজয়া একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (এই ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রাতম বড়ো ও স্বচ্ছল সমবায় ব্যাঙ্ক)-এর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে শুনেছিল, সেবছর ব্যাঙ্কটির লাভ প্রায় দু'কোটি টাকা। অথচ কৃষিক্ষেত্রে বিপুল ধানচাষ, আলুর ফলন বা পাট, আখ, সর্ষে এই লাভ এনে দেয়নি। বরং এই ক্ষেত্রটিতে লাভ করা উচ্চ ফলনশীল জেলাতেও খুবই কঠিন। এই লাভ মূলত হয়েছে কর্মচারী ঋণদান সমিতিগুলির জমানো ও ঋণ শোধের টাকা থেকে। একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নও তুলে ফেলেছিল সর্বজয়া সেই অভিজ্ঞ অফিসারের কাছে।

— তাহলে এত টাকা কৃষিঋণ দেন কেন আপনারা। লাভ হবে নোটেই নেই?

— বলেছ ভাই। তবে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক তো কৃষিঋণ দেবার জন্যই প্রথমত তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-এর টাকা লগ্নির ক্ষেত্রেও মানতে হয় কতগুলো বিধিনিষেধ। দেশের উন্নয়নমূলক কাজে এবং কৃষিক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বরাদ্দ আমাদের পূরণ করতেই হবে যে মাত্যম!

সর্বজয়া মনে মনে বলেছিল, দেশের অর্থনীতি যেভাবে বদলাচ্ছে একদিন হয়তো কৃষিঋণ দানের চেহারাটাও বদলে যাবে। আজ যদিও সেদিনকে কষ্টকল্পনা মনে হয় আর আরও বেশি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির টুকরো টুকরো চাষ। বিপুল ভূমির মালিকেরা আবার নড়েচড়ে গদিতে বসবেন। আসলে স্বাধীনতার পরবর্তীতেই জমিকে ভাগচাষির করে সেখান থেকে যে তোড়জোড় শুরু হয় তারই তাকমান হল ভূমিসংস্কার। সন্দেহ নেই অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার সফল হয়েছে। কিন্তু চাষের খরচ যে হারে বৃদ্ধি করে বেড়েছে তাতে অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে বহু না-চাষ হওয়া নকল জমি রেখে দুঃখিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঘটে গেছে অনেক বিত্তির জমির হস্তান্তর। পিতৃসূত্রে পাওয়া জমির টাকায় শহরে বসে শালের ওপর শাল তুলে খাওয়া উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির সংখ্যা কমে গেছে। ভেড়াগা, ভেলেঙ্গালা, নকশালবাড়ির কৃষি আন্দোলনগুলির ধাক্কায় ভাগচাষিদের সচেতনতা বেড়েছে বিস্তর। আজও এইসব ভূমিমজুরদের অধিকার বোধ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব শহরে মধ্যবিত্তদের পক্ষে জমির ওপর মহল রাখা ক্রমেই অসম্ভব হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে ভাগচাষিদের কাছেই জমির দরে জমি বিক্রি করে এরা শহরে এসে বাড়ি, চাকরি, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছেন। ছোট বা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির অবস্থা অবশ্য খারাপ। চাষের খরচ বহন করতে না পেরে তারাও বেচে দিচ্ছেন জমিজমা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ ক্ষেতমজুর এবং ভাগচাষিদের একটা বড় অংশ আংশিক স্বচ্ছল হচ্ছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেই বসবাসকারী অবস্থাপন্ন বড় চাষী পরিবর্তন করছেন তার ধরনধারণ। বস্তুত চাষকেন্দ্রিক যে জমিদারীতে প্রচলিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাগুলো গ্রামে ছিল যাকে পণ্ডিতেরা বলেন সামন্ততন্ত্র তার

মূল ভরতলো ধসে যাচ্ছে ক্রমশ। বর্তমানে বড় চাষী অনেক কৌশলী এক লোক। তিনি তার এলাকার অর্থনীতিকে মুঠোয় রাখতে চালু করেন মহাজনী, রাজনীতি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত, স্কুল, লাইব্রেরি, সমবায়গুলিতে সেক্রেটারি চেয়ারম্যান হতে আগ্রহী থাকেন। তাঁর ছেলেমেয়েরাই শিক্ষিত হয়ে হন গ্রামের স্কুলের মাস্টার, তাঁর ঘরেই আসে গ্রামের প্রথম টেলিভিশন, টেলিফোন। চাষের বিষয়টিকে তিনি গণ্য করেন এক ধরনের ব্যবসা হিসেবে। তারই পুঁজি খাটে স্থানীয় ব্যাঙ্কাদাটি, ব্রিজ, কন্ট্রাক্ট তৈরিতে। অর্থাৎ তাঁরই পুত্র-পৌত্ররা বর্তমানের শাঁসালো ঠিকাদার। এতসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেও তিনি গ্রামীণ গরিব মানুষকে তাঁর পিতামহের মত চোখ রাঙানিতে বশ করেন না, বরং কারো কাকা, কারো জ্যাঠা, কারো বন্ধু হয়ে চলার পথ মসৃণ করেন। গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকেই যায় কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে বং পাল্টানো এই লোকটি ক্রমেই সহনীয় হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের তিনরঙা পতাকা তুলতে গ্রামের ছেলের দল তাঁকেই আমন্ত্রণ করে।

এই ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থাতেও কোন গ্রামের ছোট চাষিরা যৎসামান্য সুদের এই সমবায়ে ঋণ নিতে আগ্রহী নন, কেন ফেরত দিতে অযথা ঋণ নিতে বড়লোক নন — তা সর্বজয়া এই ঋণ পরিশোধের সরকারি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সুপারভাইজারের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেকটা বুঝেছে। সেসব বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ধরিফা ধানকাটার সময় সমবায় থেকে তখন সমবায় বৎসর শেষ হত জুলাই মাসে (১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে (১৯৯২-৯৩) সময়ের বর্ষ পরিবর্তিত হয়েছে)। বর্ষের সেই ভেজা মাসগুলিতে গ্রামবাংলার যে নানারঙের মানুষ; প্রকৃতি আর সমবায় সম্বন্ধে পেয়েছে সর্বজয়া তা তার জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতা। প্রথম পোস্টিং-এ সুপারভাইজার পীযূষবাবু একটু বাঁকা হেসে বলেছিলেন, 'আপনি কি এ-চাকরিতে থাকবেন মাডাম! এসব-গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাদায় ঘোরার চাকরি কি মেয়েছেলের পোষায়! তাছাড়া আপনি শিক্ষিত, ইচ্ছেই করবে না এসব ছোটলোকদের টাকা — দাও টাকা — দাও বলে মুখে ফেনা তুলতে।'

সর্বজয়া বলেছিল, 'শিক্ষিত মেয়েছেলেরা (পীযূষবাবুর মত গ্রামীণ মানুষেরা সবাই মেয়েদের মেয়েছেলে বলেই অভ্যস্ত) শুধু ঘুরঘুর করে সেজেগুজে সুগন্ধ মেখে ভাল ভাল শহরে অফিসে বা ইস্কুলে কাজকর্ম করবে তার কোন মানে নেই পীযূষবাবু! কারুর কারুর তো ছোটলোকদের খুব কাছ থেকে দেখতেও ইচ্ছে হতে পারে! এই স্লোগানতো শুনেছি তথাকথিত ছোটলোকদেরই হাতে গড়া।'

গ্রামীণ সমিতির ম্যানেজার থেকে সুপারভাইজার হওয়া এইট পাশ-পীযূষবাবু হেঃ হেঃ করে হেসে সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেছিলেন। তবে ব্যাঙ্কের একজন ডেপুটি ম্যানেজার সহ পীযূষবাবুর সঙ্গে গ্রামে ঋণ আদায়ে গিয়ে সর্বজয়া প্রথমদিনই দেখেছিল গ্রামীণ চাষিদের সঙ্গে পীযূষবাবুর আচরণ অনেকটা জমিদারের খাজাঞ্চির মতো। জমিদারটি এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক হলেও গ্রামের মানুষ মোটের ওপর তাঁর এই তর্জন-গর্জনকে বেশ শ্রদ্ধা করেন; কিছুটা পুলিসের ভয়, কিছুটা জমি দখলের বা গোলা ভাঙার ভয় দেখিয়ে তিনি দীর্ঘদিনের ঋণ খেলাপি চাষিকে জব্দ করেন। সরকারি কিংপের সেই খাকি রং, গম্ভীরমুখো অফিসার আর সুপারভাইজারের ছড়ানো ত্রাস গ্রামগুলোতে যথেষ্ট পোক্তগোছ ফেলে দেয়। পীযূষবাবুর কাছে অনেক রকমের মানুষ নাড়াচাড়া করবার নানান কায়দা শিখেছে সর্বজয়া। সে দেখেছে পাঁচ কথে কথে অশিক্ষিত, দরিদ্র চাষির কাছ থেকে কিভাবে টেনে বার করতে হয় গ্রামীণ মহাজনটির নাম, যে টাকার চোখ দামনে ঝুলিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করছে ঋণ শোধে। সে দেখেছে চাষের খবরাখবর কত তরতর করে বুকলে চাষির সার, বীজ, হাল-বলদ, ধান রোয়া, ধান কাটা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দেওয়া যায়। তাকে যথার্থ কিভাবে সাহায্য করতে পারে সমবায় ঋণ তা বোঝানো যায়। অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এইসব সুপারভাইজারদের সভিাই শ্রদ্ধা করে সর্বজয়া। বস্তুত কাজ পাগল এইসব ব্যাঙ্কের কর্মচারিরাই বৃহৎ বৃহৎ সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক ভিত্তি তৈরি করেন ঢিল ঢিল করে। অধুনা তাদের যথেষ্ট বেতন বৃদ্ধিতেও তাই সমর্থন করে সে।

কিন্তু সময় ও সমাজের বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মনিবিড়তা যে ক্রমেই অচল হয়ে যায় তা সর্বজয়া বুঝেছিল একটা ঘটনায়। খলনপুর গ্রামের সাদাসিধে ম্যানেজার খোকন সামন্তকে ঋণ আদায় করতে অক্ষমতা ও সার্বিক অপদার্থতার জন্য একদিন পীযূষবাবু তীব্র ভাষায় গালাগালি করলেন। দু'জন বড় অফিসারের সামনে খোকনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সর্বজয়ার কেমন খটকা লেগেছিল। তার সন্দেহ অমূলক ছিল না তখন পরদিন খোকনবাবু বিনিদ্র একটা রাত কাটিয়ে পদত্যাগপত্রটি সর্বজয়ার বাড়িতে দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি এটা গ্রহণ করুন, নয়ত আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'

অবশেষে সর্বজয়া তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলে তিনি বলেছিলেন 'ও গ্রামের মানুষ কত ঠকে আজ কোথায় পৌঁছেছে আপনি জানেন না। ওই সমিতির ম্যানেজার হয়ে আমাকে মতি সান্যালের পাপের শাস্তি পেতে হচ্ছে। আমাকে আপনি রেহাই দিন।'

মতি সান্যালের সঙ্গে পরিচয় আছে সর্বজয়ার। সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নতুন সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। মলিন খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা আধবুড়ো লোকটি বার তিনেক দলবদল করেছেন সুবিধেমত, এটুকুই শুনেছে সর্বজয়া। কিন্তু তাঁর পাপের ফল ভোগ করছেন এই খোকন সামন্ত, কথাটাই ভীষণ অবিশ্বাস্য। ভদ্রলোককে তো নিপাট ভাল মানুষ মনে হয়। তবে। পীযূষবাবুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করায় তিনি খোকন সামন্তকে কেন্দ্র করে 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা' এই প্রবাদ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। সাথে মতিবাবুর মতো ভদ্রলোকের সাদা ধুতিতে কাদা ছিটানোর অপচেষ্টার জন্য খোকনবাবুকে যথেষ্ট ধিক্কার দেন। তবে একটা কথা পীযূষবাবুও শুনেছেন যে মতি সান্যালের নামে কিছু কিছু অপবাদ রটেই আছে বাজারে প্রায় বছর দশেক থেকে। তবে চাঁদের কলঙ্কের মতোই তাঁর নিজস্ব ব্যাঙ্কের সেক্রেটারির এইসব চরিত্রহননের চক্রান্তকেও একেবারেই বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি।

সর্বজয়া এক শুক্রবারের বেলা সেড়টা নাগাদ স্বপনপুরে পৌঁছেছিল পীযূষবাবুর সঙ্গে গ্রামের মসজিদের পাশের আটচালায়। রমজান মাসে দ্বিপ্রাহরিক নমাজ পাঠ শেষে সেখানে জমা হয়েছিলেন প্রায় সমস্ত গ্রামের পুরুষরা। মেয়েরাও বাচ্চা কোলে নিয়ে একপাশে জমিয়েছিলেন ভিড়। নিদারুণ দরিদ্র এই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর দিকে তাকাতেই সর্বজয়া যেন দেখতে পাচ্ছিল অবোধ চোখে তাকিয়ে থাকা ভারতবর্ষকে। গ্রামটিতে নোংরা কতগুলো কুটির। এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে ধুলোমাখা শিশুদের সাথে কিছু মুরগি, ছাগল। এগ্রামেও সুন্দরভাবে সহাবস্থান করছে মসজিদের পাশেই বৃক্ষকোটরে শিবলিঙ্গ। এইসব দুস্থ কাঠামোর মুসলমান মানুষের পরিবারগুলিও নিশ্চয়ই মাত্র কয়েকশো বছর আগের ধর্মান্তরিত হিন্দু পরিবার। অনেকে হিন্দু দেবতার থানে মানত করেন, অনেকেই মাথায় সিঁদুর পরেন। গ্রামের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত অংশ কিন্তু দশ-বারো ঘর হিন্দুরাই। মতি সান্যাল বা খোকন সামন্ত এদেরই অংশ।

আলাপের শুরুতেই আবহাওয়াকে কিছুটা হাল্কা করে নেবার জন্য সর্বজয়া বলে নেয়, 'টাকা শোধ কর' বলতে সে আসেনি। বরং সে জানতে এসেছে স্বপনপুর গ্রামের মানুষদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। সত্যিই এই চেষ্টাতে লোকেদের অবরুদ্ধ আবেগ কিছুটা মুক্তি পেল। ছোট খাটো দুঃখ-কষ্ট দারিদ্রের সঙ্গে মেলানো নিজেদের নানান সমস্যার কথা বলে চলল অনেকেই। শেষে সবাই মিলে এগিয়ে দিল ছাওলে দাড়ি সহ এক রসিক বৃদ্ধকে, নাম জান আলি। সেই জান আলিই সুচারু শ্লেষ মাখানো গলায় বললেন, কিভাবে এই গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে ঋণ আদায় করে নকল রসিদ দিয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করেন গ্রামের সকলের বিশ্বাসভাজন মতি সান্যাল। তাঁর ঘনিষ্ঠ ম্যানেজিং কমিটির সভ্যরা কিছু ব্যবস্থা নেয়নি এই ঘটনার বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ ভাল রসিদ নিয়ে কেস করবার চেষ্টা করলেও প্রমাণের অভাবে ভেস্তে যায় সব পরিকল্পনা। ক্রমেই গ্রামের বাড়ি ত্যাগ করে মতিবাবু শহরে আস্তানা গাড়েন। সঙ্গে থাকে তার রাজনৈতিক ভোলবদল করবার চমকপ্রদ কৌশল। শহরে সমিতির প্রতিনিধি হিসাবেই তৈরি করেন রাজনৈতিক কেরিয়ার। গ্রামে নিজের জায়গায় বসিয়ে যান খোকন সামন্ত নামক গ্র্যাজুয়েট, সহজ-সরল এক যুবককে। খোকনবাবু প্রাথমিকভাবে কর্মপ্রার্থিতে আনন্দিত হলেও ক্রমেই খোকন এ গ্রামের মানুষেরা মতি সান্যালের অপকীর্তিকে বিস্মৃত হয়নি একেবারেই। যারা টাকা শোধ করেও প্রতারিত হয়েছেন তারাই নতুন ঋণগ্রহণকারী সদস্যকে বুঝিয়েছেন টাকা শোধ না করলেই মতি সান্যালের কাজের উপযুক্ত জবাব হবে। যেখানে পুলিশ-প্রশাসন কারোরই কিছু করার নেই সেখানে প্রতিশোধ নেবার জন্যই তারা ব্যবহার করেছে টাকা ফেরত না দেবার এই পদ্ধতিকে। ফলে খোকনবাবু পড়ে গেছেন অকূল পাথারে। ঋণের টাকা ফেরত না দিলে ব্যাঙ্ক আর লগ্নি করে না, ফলে খোকনবাবু মাইনেও পান না প্রায় ছ'মাস। তার ওপর পীযূষবাবুর মত ব্যাঙ্ক কর্মচারির গুঁতো তাকে সর্বদাই অসহায় করে রাখে। শেষে সম্মান হারানোর খেদে তার এই পদত্যাগপত্র ও আত্মহত্যার হুমকি।

সর্বজয়া মানুষগুলোর কাছে আন্তরিকতার তুলে ধরে আসল সত্য। নতুন ঋণগ্রহণকারী এবং পুরনো প্রতারিত মানুষদের কাছে আবেদন রাখে টাকা শোধ করে দিন পনেরোর মধ্যে আবার সমবায় ঋণ নিতে। খোকনবাবুর প্রতি এসময়ে সহযোগিতার মাধ্যমে তারা যে সমবায়ের হরেক সুবিধা যেমন, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদিও পেতে পারে তাও বলে। বৃদ্ধ জান আলি তার কথাকে প্রায় অনুবাদ করার মত করে গ্রামীণ ভঙ্গিতে বোঝাতে থাকেন গ্রামবাসীদের. জান আলির সততায় বিশ্বাস আছে তাদের ৬০ অংশে ঋণ শোধ হলে সেবার খোকনবাবুর মুখের হাসিটি খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। স্বপনপুর সমিতির নিজস্ব গুদামঘর, আরো দুটি কর্মচারী এবং তিন রকমের ব্যবসা হতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। তবে মতি সান্যালের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ শার্লক হোমসের ভঙ্গকে নমাৎ করে কোন প্রমাণ না রেখেই তিনি অপরাধকর্ম করে আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। ই.এ.সি. ব্যাঙ্কের মিটিং-এ সর্বজয়াকেও মতিবাবুর প্রতি সম্মান দেখিয়েই কথা বলতে হয়। মতি সান্যালের মত বাবুদের নিজেদের শ্রমের মূল্য দিয়ে তৈরি করতে হয় গরিব গ্রামবাসীদের। তাঁর কুকীর্তির প্রতিক্রিয়ায় সমবায় আদর্শকে কলুষিত হতে হয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আশির দশকের শেষ ভাগে স্বল্পকালের মেয়াদে কৃষিমন্ত্রী হয়ে দেবীলালের অতুল কীর্তির কলাকলকে কিভাবে বিচার করা হবে তা জানেন না সর্বজয়া। গদিতে বসেই কৃষকদরদী দেবীলাল (সংবাদপত্রে দেখা গিয়েছিল চাষিরা তাঁকে সোনার মুকুট দিয়ে অভিনন্দিত করেন) ২-১০-১৯৮৯ পর্যন্ত সমস্ত সমবায়-এর কৃষিঋণ মকুব করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত উপকারী পদক্ষেপ। কিন্তু একটু গভীরে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে জলা চিঁড়ে। এই হঠাৎ ঋণ মকুবে দীর্ঘদিন থেকে যারা ঋণ শোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শোধ করেননি তারাই ড্যাং ড্যাং করে ঋণমুক্ত হলেন, আর যারা নিয়মিত ঋণ শোধ করে সমবায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছেন তারা বোকা বনলেন। তাদের মধ্যে একটা অংশের ঋণ শোধের প্রতি নিয়মানুবর্তিতায় ধরল চিড়। আবার কত টাকা ঋণ বাকি আছে তার বিবরণ দিতে সমিতিগুলি করল প্রচুর কারচুপি। এইসব বিবরণের কারচুপি সংশোধন করলেন ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কের অফিসাররা প্রায় দুবছর ধরে। মাঝখান থেকে ঋণ দেওয়া নেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হল। প্রায় সাত-আট বছর বাদেও সর্বজয়া গ্রামীণ মানুষের অভিমান শুনেছে, ধারাপদের সুবিধা করে দেওয়ার এই অদ্ভুত নিয়মের বিষয়ে। অবশ্য গরিব চাষিদের কিছু সুবিধা তো নিশ্চয়ই হয়েছে এই ঋণ মকুবে। তবে ঋণের ভার কাঁধ থেকে নামলেও ব্যাঙ্ক যে ঐ দীর্ঘদিনের খেলাপি সদস্যকে আবার হাসিমুখে ঋণ দিতে এগিয়ে আসেনি তাও সত্য। একটি অলিখিত নির্দেশে ঋণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া সভ্যরা আজও ঋণ নেবার ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েই আছেন। তাহলে এতে কার লাভ হল?

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আর একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক পালাবদল। মানুষের কাছে শুভানুধ্যায়ী হতে গিয়ে গ্রামেরই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা অনেক সময় সমবায় ঋণ পরিশোধ না করতে উপদেশ দেন। চাষির ভবিষ্যতে ক্ষেপ মেরে তারা আপাত স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে ভোটের বাক্স সুরক্ষিত করেন।

সমিতিগুলো যেহেতু অমুকবাবুর বা তমুকবাবুর বলেই গ্রামের মানুষের কাছে পরিচিত, তাই বাবুদের রাজনৈতিক সুবিধা অনুসারে ঋণদানের তালিকা তৈরি হয়। সেই তালিকাতে থাকে কিন্তু ঋণ শোধের ক্ষমতাহীন মানুষের নাম। পার্টির প্রিয়জন হিসাবে তাঁরা ঋণ নিয়ে সমিতিকে ডুবিয়ে তোলেন। আবার অন্যদিকে প্রয়োজন আছে এমন মানুষ বিপরীত রাজনীতির কারণে বঞ্চিত হন, এও দেখা যায়।

শ্যামলাডিহি গ্রামে সর্বজয়া দেখেছিল মনা সেক্রেটারি আর ভায়ে মানেজার হয়ে নিজের পরিবারের দশ জনকে সভ্য করে হাজার হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। অথচ একটি পরিবারের আয়ক্ষম একটি সদস্যকে ঋণ দেওয়াই আইনসম্মত। সেই আইনকে ভেঙে তারা বাড়ির বুড়ি পিসিমা থেকে ভবঘুরে ছোটভাইটির নামেও ঋণ নিয়েছেন। স্বভাবতই বিরাট অপরিশোধযোগ্য ঋণভারে শ্যামলাডিহি সমিতির ভিত্তি নড়ে উঠেছে অল্পদিনের মধ্যেই।

একজন চাষির চাষে যা টাকা দরকার তার একটা অংশ মাত্র তিনি সমবায় ঋণ পান, অনেক সময় এর কারণ মহাজনদের বেশি টাকা দিতে না চাওয়ার প্রবণতা, আবার অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব জমির পরিমাণ কম করে দেখাবার চাষির কসরতাস। এই অল্প লগ্নির জন্য তাকে বাকি টাকা ঋণ করতে হয় চড়া সুদে, অন্যান্য প্রয়োজনেও তার ঋণ নিতে হয় মুদি, কর্মকার বা স্বর্ণকারের কাছ থেকে। বছরের শেষে ফলনে এইসব ঋণদাতারা গলায় বড়শি লাগিয়ে আদায় করে নেন প্রাপ্য টাকা, বাকি থাকে শুধু সরকারি আর সমবায়ের ঋণ, এও এক ফুলন সত্য।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া খুবই সম্প্রতি ঘটনা। অল্প ক্ষতিপূরণের জন্য শস্যবিমার প্রিমিয়াম দেওয়া সত্ত্বেও চাষিরা বেশিরভাগ সময়েই যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান না। আদৌ ক্ষতি হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তদন্ত পদ্ধতিও খুবই কঠোর ও অবশ্যই বিতর্কিত। ফলে বহু চাষিই ঋণ শোধের ক্ষমতা হারাচ্ছেন অবধারিতভাবেই। বহু আবেদন করেও চাষিরা কেন্দ্রীয় সরকারের শস্যবিমার প্রিমিয়ামের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না।

তবুও আজও পশ্চিমবঙ্গে বহু সমবায় সমিতি আছে যারা একশ শতাংশ ঋণ শোধ করে বছরের পর বছর। অনেক ক্ষেত্রেই সেইসব সমিতি একজন বা দু'জনের ওভ ভাবমূর্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যথার্থ সমবায় নীতি ও আদর্শকে আজও পৌঁছে দেওয়া যায়নি গরিব চাষির ঘরে ঘরে। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। আজও তারা সমিতিকে অমুকবাবু, তমুক পার্টির হাত থেকে কেড়ে নিতে পারেনি নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য। ❐

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রুডায়ার্ড কিপলিং-এর জীবন ও সাহিত্য

❐ ১৮৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর Rudyard Kipling বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ছোটগল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক। তিনি শিক্ষালাভ করেন দা ইউনাইটেড সার্ভিসেস কলেজ, ওয়েস্টওয়ার্ড হো-তে। ভারতে ফিরে এসে তিনি সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সতেরো বছর বয়সে 'দা সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন পাঁচ বছর পরে তিনি এলাহাবাদে যান এবং দা পাইওনিয়র পত্রিকায় বিশেষ সংস্করণের সম্পাদক হন। ১৮৮৯ সালে তিনি লেখক হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তারপর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত করেন। ১৯০৭ সালে তিনি সাহিত্যকৃতির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

❐ কবি হিসেবে কিপলিং -এর প্রধান রচনাগুলির মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল ডিটিজ (১৮৮৬), ব্যারাক-রুম ব্যালাড্স (১৮৯২), সার্ভিসেজ সিঙ্গ (১৯১৬), দা ফাইভ নেশনস্ (১৯০৩) এবং ইনক্লুডি ডার্স অ্যান্ড পোয়েমস্ (১৯৩০) প্রশংসার দাবি রাখে।

❐ কিপলিং মূলত সৈনা ও নাবিকদের কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদিতা। স্বদেশবাসীর কৃতিত্বে তিনি গর্ববোধ করতেন ; তাঁর কবিতায় যা জীবন-দর্শনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা হল ইংরেজরা হলেন ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত মানুষ — যাঁদের তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন দুনিয়ার আর সব মানুষদের জ্ঞান দেবার জন্য। তাঁর কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পুরুষোচিত গুণ। মামুলি রোমান্টিক জীবনের চেয়ে তিনি পছন্দ করতেন নির্ভীক সাহসিকতাপূর্ণ জীবন।

❐ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত তার একটি কবিতা 'ইফ' স্কুল পাঠ্য। কবিতাটিতে তিনি একটি ভেদ্রমুখী মৌলিক পরিণতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন জীবন কুসুমাস্তীর্ণ শয্যা নয় — কণ্টকাকীর্ণ।

❐ ১৯৩৬ সালে তিনি মারা যান। কিন্তু রেখে গেছেন অসংখ্য গল্প ও পদ্য রচনা এবং অমর খ্যাতি। সৈনিকদের জীবন নিয়ে তাঁর রচিত গল্পগুলি তাঁকে সারা বিশ্বে খ্যাতি এনে দিয়েছে। যা আজও সমাদৃত।

অশোককুমার গিরি

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses for the Year 1997-98

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. **UTTARPARA**		Salesmanship Course for Tantuja				25	In collaboration with Tantuja
		5th Diploma Course in Coop Management				55	Institutional Candidates
		Management Dev Course for Marine Fisheries under NCDC Project				30	In collaboration with BENFISH
		6th Diploma Course in Coop Management (spill over)	16 Weeks			55	Institutional candidates
C. C. M. **BARSUL**		Leadership Dev Course for PACS of Burdwan	1 Week	8 12 97	12 12 97	30	Directors of PACS In collaboration with Burdwan D C C B
		Leadership Dev Course for PACS of Burdwan	1 Week		19 12 97	30	Directors of PACS In collaboration with Burdwan D C C B
		Leadership Dev Programme for Directors of Urban Banks Employees Coop Cr Socys	1 Week	29 12 97	2 1 98	40	In collaboration with Fed of W B Urban Coop Banks & Credit Socys
		S.T Course on Fertilizer Business	1 Week			30	Directors & Employees of PACS having fertilizer business & Marketing Socy
		Management Dev Course for Dairy Coop	1 Week		16 1 98	30	Directors & Employees of Dairy Coop
		Orientation Course for PACS	1 Week		13 2 98	30	In collaboration with Burdwan C C B
		Management Dev Course for Industrial Coop			6 3 98	30	Directors & Employees of Industrial Cooperatives
		Leadership Dev Programme for Directors of Employees' Coop Credit & Urban Banks	1 Week		13 3 98	40	In collaboration with Fed of W B Urban Coop Banks & Credit Socys
		Diploma Course in Coop Management (Spill over)	16 Weeks	23 3 98			Institutional candidates
C. C. M. **JHARGRAM**		S.T. Course for Officers/Employees of Urban Coop Bank & Cr Societies	1 Week	8.12 97	12 12 97	40	For employees/officers of Urban Coop Banks & Credit Societies
		6th Diploma Course in Coop Management					Institutional candidates
C. C. M. **KALIMPONG**		Diploma course in Coop Management	16 Weeks		5 12 97		Institutional candidates
		Leadership of Urban Coop Banks and Employees Coop Credit Societies	1 Week		9 1 98		In collaboration with Federation of W B Urban Coop Banks & Credit Societies
		Course for the officers and employees of Urban Coop Banks & Employees Credit Societies.	1 Week				In collaboration with Federation of W B Urban Coop Banks & Credit Societies
		Leadership Dev Programme for Women Coop. Societies	1 Week		6 2 98	25	Women leaders of Women Coop Societies
		S.T. Course for Job Assistant and Panchayet Secretaries	1 Week		20 2 98		In collaboration with Dist Panchayet authorities
	6	S.T Course for Job Assistant and Panchayet Secretaries	1 Week		13 3 98	25	In collaboration with Dist Panchayet authorities.
		Leadership Dev. Programme — Industrial	1 Week		27 3 98	25	Leaders of Coop Societies

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. BALARAZAR		S T Course on Fertilizer business	1 Week	8.12.97	12.12.97	30	For employees of PACS & PAMS
		S T Course on Fertilizer business	1 Week	15.12.97	19.12.97	30	For employees of PACS & PAMS
		S T Course for Office & Employees of Urban Banks	1 Week	5.1.98	9.1.98	40	In collaboration with Fed. of W B Urban Coop Banks & Credit Societies
		Leadership Dev. Programme for Directors of Urban Coop Banks & Employees Credit Societies	1 Week			40	In collaboration with Fed of W B Urban Coop Banks & Credit Societies
		S T Course for Officers & Employees of Employees Coop Credit Societies	1 Week		6.2.98	40	In collaboration with Fed of W B Urban Coop Banks & Credit Societies
		S T Course on Fertilizer business	1 Week		20.2.98	30	Employees of PACS & PAMS
		4th Diploma Course in Coop Management (Spill Over)	16 Weeks		26.6.98	40	Institutional Candidates
C. C. M. JALPAIGURI		Leadership Development Course (Normal)		1.12.97		30	Non-official leaders of Coop Sors
		Training Course for Group leaders & additional members of DWCRA	6 days	15.12.97		30	In collaboration with D R D A Jalpaiguri
		Training Course for Group leaders & additional members of DWCRA	6 days	5.1.98		30	In collaboration with D R D A Jalpaiguri
		Leadership Development Programme for directors of Urban Coop Banks and Employees Credit Societies	1 Week	19.1.98		40	In collaboration with Federation of W B Urban Coop Banks and Credit Societies
		Leadership Development Programme for Women Coop Societies	1 Week			30	Women leaders of women Coop Societies.
		3rd Diploma Course in Co-operative Management (Spill over)	16 Weeks			40	Institutional employees.

নেতৃত্বে বিকাশ শিক্ষণক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আমরা যেসব সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি

আমাদের শিক্ষণ কার্যক্রমের সমস্ত পরিবেশকে আকর্ষক, উদ্দেশ্যসাধক ও ফলপ্রসূ করার জন্য এটি সাধারণত আবাসিক। যে সুযোগ সুবিধা এখানে পাওয়া যায় তা হ'ল :

- উত্তরপাড়া, বেলুড়, কাঁচড়াপাড়া, ইসলামপুর ও জলপাইগুড়ি সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদানকারীদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ত্রিশ টাকা হারে ভাতা দান। কালিম্পং শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য এই হার মাথাপিছু দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা।
- বিনা খরচে বাসস্থান ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা।
- খাট, টেবিল, চেয়ার ও বিছানা সমেত সাজান ঘর।
- বহুজনভোগ্য ও হোস্টেলভিত্তিক এবং স্বল্পব্যয়ে থেকে বিনা খরচে পরিষেবা (খাবার খরচ অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব এবং এ-বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি অর্থ জমা করে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হবার পর স্বল্পব্যয়ের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপকের হাতে জমা দিয়ে হয়)।
- শিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন সুসজ্জিত পাঠাগার।
- অংশগ্রহণকারিদের যাতায়াতের ভ্রমণভাতা নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হয় :

  (ক) যাতায়াতের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকৃত রেল/বাস ভাড়া।

  এ ছাড়া খরচা দিয়ে টেলিফোনের ব্যবহার ✚ ঘরে বসে খেলার সুযোগ এবং শিক্ষা-ভ্রমণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অংশগ্রহণকারিদের নাম পাঠানো প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে মাথাপিছু দশ টাকা হারে 'সেন্টার ফি' জমা দিতে হয়। এই ফি অংশগ্রহণকারী শিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হবার পর কিংবা শিক্ষাক্রম চলাকালীন যে কোন দিন জমা দিতে পারেন। সাধারণত একটি সমিতি একজনের নাম পাঠাতে পারেন।

শিক্ষাক্রমে যোগদানের জন্য অন্য কোন ফি বা ডোনেশন নেই।

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রমে পছন্দমত যেকোন শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করা যায়। তবে সেই আবেদন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পাঠানো চাই।

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায়জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important to village life.

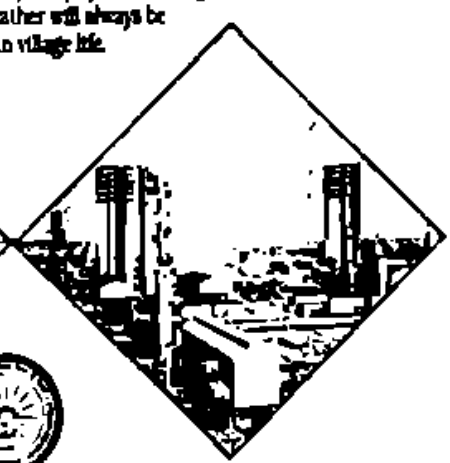

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi 110 016

NCDC. The Co-operative story.

With Best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)

Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House

Durgapur - 713 204

0343/56-2393, 0343/56-4722

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

সমবায় সমাচার

৪৪তম নিখিলভারত সমবায় সপ্তাহ ১৯৯৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে ২০-১১-৯৭ তারিখে সমবায় নেতৃত্ব বিকাল দিবস পালিত হয়।

সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বিকল্প পথ দেখাতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ — বলেছেন প্রধান অতিথি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেওয়া পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা এ-রাজ্যে ৪ হাজার। সমবায় ব্যাঙ্কের মোট শাখার সংখ্যা সেখানে ৮ হাজার।

এভাবে গত এক বছরে দেখা যাচ্ছে, সমবায়ে অগ্রগতির রেখাচিত্রটা খুব তাড়াতাড়ি ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কাছে যাবার ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে গড় আমানত সংগ্রহ করেছে ১৫ শতাংশে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আমানত সংগ্রহের বৃদ্ধির পরিমাণ ৩০ শতাংশ। জেলায় অনেক সমবায় ব্যাঙ্কে এই হার ৩১ শতাংশের বেশি। রাজ্যে বিদেশি ব্যাঙ্কের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৭ শতাংশে, কোথাও কোথাও ২০ শতাংশেরও কম, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমবায় ব্যাঙ্কের বিনিয়োগের হার ৭৭ শতাংশে, কোন কোন জায়গায় ৮০ শতাংশে বিনিয়োগ হয়েছে রাজ্যের স্বার্থে।

বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা ঋণ পান ৪ শতাংশেরও কম। সমবায় ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ছোট শিল্পে ঋণ দেন ৯০ শতাংশে। গরিবের কাছ থেকে তারা আমানত নেন, গরিব মানুষকে তারা ঋণ দেন।

প্রসঙ্গত অর্থমন্ত্রী রাজ্যের শিল্পায়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, শহরাঞ্চলীয়, গ্রামীণ, আদিবাসী বেকার ৫ লক্ষ যুবক-যুবতীকে সহায়তা দিতে রাজ্য চেষ্টা করবে। বিভিন্ন প্রোগ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের টালবাহানা চলছে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এইসব ব্যাঙ্কে স্বল্পমুক্তি ও বেকার সমস্যা সমাধানে অর্থ সংস্থানের অগ্রগতি দেখা হবে, টার্গেট পূরণ করছে কিনা দেখা হবে। তারা না দিলে চতুর্থকিস্ত টাকা তুলে এনে সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক যদি ক্ষুদ্র শিল্প, গরিব কৃষককে সাহায্য না করে, সরকার করবে। রাজ্যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পায়নে শুধু বড় শিল্পপতি নয়, ছোট-বড়-মাঝারি সব স্থানীয় শিল্পপতিদেরই উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হবে। এটা সম্ভব হবে সমবায় আন্দোলনের সমবায়ের পাশে থেকে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন করা হয়েছে। কোন সিগনেই যথেষ্ট নয়, সমবায়ীরা এগিয়ে এলে বেশি কাজ হবে।

ড. দাশগুপ্ত আরও বলেন, প্রতি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ সেতু যার সঙ্গে মিশে আছে মানুষের আবেগ, সেটি সারানোর বা নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্ক ঋণ দিক, সরকার গ্যারান্টার হবে। সাধারণ মানুষ সমবায় ব্যাঙ্কে আরও বেশি টাকা রাখুন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমবায় ব্যাঙ্কে সবটা টেনে নিতে হলে সপ্তাহের ছুটির দিনে ব্যাঙ্কিং-এর সময় বাড়িয়ে দিতে হবে, বাড়ি বাড়ি যেতে হবে গ্রামে। এলাকার মা-বোনেদের কমিটি তিত্তিতে সঞ্চয় সংগ্রহের কাজে লাগানো যায়, তারা বোঝানোর কাজটা ভাল পারেন। মহিলাদের দিয়ে আরও মহিলা সমবায় গঠন করা যায়, তাতে মেয়েদের সঞ্চয় বেশি থাকবে।

নয়া আর্থিক নীতিতে সর্বস্তরের অংশগ্রহণ হল, দেশের মানুষের সঞ্চয়ে হাত বাড়ানো। নতুন বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি আমানতের সঞ্চয় বিদেশে পাচার করবে। যদি সমবায় ব্যাঙ্ক পারে দেশের সঞ্চয় পাচার আটকে রাখতে তাহলে ভারতবর্ষে 'আমরা নতুন পথ দেখাতে পারবো'। অবশ্য তাহলে আপসহীনভাবে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ। শ্রীঘোষ তাঁর স্বাগত ভাষণে সমবায় আইনে যুগোপযোগী পরিবর্তন চেয়ে সমবায়মন্ত্রীর সাক্ষাতে আবেদন জানান যাতে গ্রামে সুযোগের জায়গা যাতে না বাড়ে, কায়েমি স্বার্থ ও অসাধুতাত্ত্বিকতার অবসান করি করে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সেই বিষয়ে সচেতন হতে তিনি আহ্বান জানান।

গত ২০-১১-৯৭ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে সমবায় নেতৃত্ব বিকল্প দিবস পালন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী শ্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্তসার : —

সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমর্থনে দিনের সভা উদ্বোধন প্রসঙ্গে স্বীকার করেন ১৯৪০ সালের আগে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের দ্বিধা ছিল। তিনি মনে করেন সমবায়ের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এসে যাবে। ১৯৭৭ থেকে সে ধারণা পাল্টাতে শুরু করে পার্টিগতভাবে সিদ্ধান্তের পর ঐ মতে মানুষের মুক্তির 'জেনারেল' হল সমাজতন্ত্র, 'স্পেসিফিক' কিছু সমবায়কে ধরা যায়।

বিশ্বের রাজনীতিতে জি-৭, অর্থাৎ রাশিয়াকে ধরে জি-৮, শেয়ারবাজার সব বিষয়কে শুধু শোষণ নয়, লুট করতে আরম্ভ করেছে। জি-৭ দেশগুলি হ'ল — আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী জাপান, কানাডা ও ইটালী। মূলত এদেরই অভিসন্ধিতে বিশ্বজুড়ে শোষণ ও লুটের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ও অন্যান্য বিভিন্ন বেসরকারি বণিক সংস্থার আগ্রাসী ও অমানবিক মানসিকতা।

রাজ্য পরিষদ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নারী সমাজ, তফসিলী, আদিবাসী ও অন্যান্য

সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যে যদি গ্রামে সমবায় পদ্ধতির আরো প্রসার ঘটানো যায় তাহলে প্রকৃত লক্ষ্যপূরণ হয়। সমাজের দুর্বলতর স্তরে এ রাজ্যে সমবায়কে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। সাফল্য দূরে, বাজেটে বরাদ্দ অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় অনেক কম। তবে এ বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ যেমন একটি পূর্বশর্ত তেমনি প্রশাসনিক স্তরেও কিছুটা তৎপরতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক জেলা ১৮টি - সমবায় জেলা ২২টি। একজন নিবন্ধকের পক্ষে সার্বিক উন্নয়ন সাধন বেশ কঠিন। কারণ সমবায়ের উন্নয়নতো সার্কুলার কেন্দ্রিক নয়। তিনি সচিব ও নিবন্ধকের সাথে আলোচনা করে স্থির করেছেন এখন থেকে অতিরিক্ত নিবন্ধক যুগ্ম-নিবন্ধক ও উপ-নিবন্ধক পর্যায়ের আধিকারিকদের মাসে অন্তত তিন গ্রামে যেতে হবে। সমবায় আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে তৃণমূল স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে আধিকারিকগণও এগিয়ে এসেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মইনুল হাসান তাঁর স্বাগত ভাষণে পশ্চিমবাংলার উন্নয়নে এরাজ্যের সমবায় আন্দোলন কিভাবে এগিয়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবর্ণীয় বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ১৯৯৬-'৯৭ বর্ষে সমবায় ব্যাঙ্কের লগ্নির পরিমাণ ১৩% বেশি। লক্ষ্যমাত্রা ২৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কৃষিতে লগ্নির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্পে লগ্নি বাড়াবার চেষ্টা চলছে। তন্তুজের সমবায়ে গ্রামীণশিল্প উন্নয়নের মত আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে লগ্নি বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে কনসর্টিয়াম গড়ে ১৬ শতাংশে আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে। কোথাও কোথাও ৫৩ শতাংশে আমানত বেড়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করাই লক্ষ্য বলে শ্রীহাসান জানান। তিনি বলেন পশ্চিমবাংলার পাটচাষিদের স্বার্থে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও এন বি আই কনসর্টিয়াম মিলে ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে। ইফকো-কেও একাজে অর্থ যোগান দেওয়া হয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্ক পরিকাঠামো বাড়াতে আগ্রহী। এসব ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইনের সরলীকরণ করে সুযোগ দেওয়ায় শ্রীহাসান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সমবেত শ্রোতারা উজ্জীবিত হন শ্রীহাসানের শেষ কথাটায়, 'সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখা দেশপ্রেমের অঙ্গ'।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তন্তুবায় সমবায় সমিতির সভাপতি পান্নালাল মাজি বলেন, সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আজ সমবায় আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ নেই, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রসার ঘটেছে। নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে সমবায় আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় দপ্তরের সচিব অমিতকিরণ দেব, আই এ এস বলেন, সমবায় ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে এখন থেকেই স্থির করতে হবে। পরিকল্পনার আদিপর্ব থেকেই সমবায়ের বিশেষ গুরুত্ব ছিল, অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণই ছিল তার উদ্দেশ্য। গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কৃষিজ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো, স্বনিযুক্তির সুযোগ বৃদ্ধি — এসব ছিল ঘোষিত লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও অনেক ক্ষেত্রে সফলতা কম। কোন কোন রাজ্য সমবায়ে এগিয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ পুরোপুরি অগ্রসর রাজ্য না হলেও একেবারে পিছিয়ে নেই। ৩৫-৪০ লক্ষ সদস্যের সমবায় ক্ষেত্রে ১০ হাজার কোটি টাকার মত ঋণ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন জেলায় অসামান্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

শ্রীদেবের কথায় জানা যায়, মেদিনীপুরের কালিকাকুণ্ড-বল্লিচকের সমবায় সমিতি অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে। সন্ধ্যে ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজের ভিড়। এলাকার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রায় বন্ধ হবার মুখে। সমবায় সচিব মন্তব্য করেন, উদার অর্থনীতির আমলে টিকে থাকতে হলে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিকেও স্বাগত জানাতে হবে। প্রশাসনিক শৃঙ্খলার সঙ্গে আর্থিক শৃঙ্খলা কঠোরভাবে প্রবর্তন করতে হবে। মডেল কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট অনুসারে আগামী বছরের মধ্যেই যাতে নতুন সমবায় আইন চালু করা যায় সে চেষ্টা করা হবে বলেও শ্রীদেব জানান।

ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি মধুসূদন ঘোষ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সমবায় সমিতির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৩,৮৪,৫৭৪ টাকা এবং হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণী সঙ্ঘের তহবিলে ১,৪০,০০৪ টাকা যথাক্রমে ড. অসীম দাশগুপ্ত এবং ডাঃ আবিরলাল মুখার্জির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের রাজ্য সরকারকে প্রদত্ত লভ্যাংশও এই অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে আছে —

হুগলি — ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৪০ টাকা

বিধাননগর — ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা

বর্ধমান — ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা

বলাগেড়িয়া — ৩৮ হাজার ২০০ টাকা

তমলুক-ঘাটাল — ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২০০ টাকা

মালদা — ৬৬ হাজার ৩০০ টাকা

পুরুলিয়া — ৩০ হাজার টাকা।

উল্লেখযোগ্য ফলাফলের ভিত্তিতে নানা ধরনের অনেকগুলি সমবায় সমিতি পুরস্কার পান যথাক্রমে বর্ধমানের খরমপুর এস কে ইউ এস (প্রথম)

হুগলির শিগসুই এস কে ইউ এস (দ্বিতীয়)

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন কৃষি সমবায় বিপণন সমিতি (প্রথম)

হুগলির ধনিয়াখালি কৃষি সমবায় বিপণন সমিতি (দ্বিতীয়)

কলকাতার ডেয়ারি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (প্রথম)

উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (দ্বিতীয়)

গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি (প্রথম)

বাঁশবা কোলিয়ারি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি (দ্বিতীয়)

বোড়াল ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (প্রথম)

হুগলি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (দ্বিতীয়)

হুগলানে পুরস্কার পান তমলুক-ঘাটাল-হলদিয়া মহিলা হুগলান সমবায় সমিতি এবং শিল্প সমবায়ে একমাত্র পুরস্কারটি পান দুর্গাপুর মহিলা কর্মোদ্যোগ শিল্প সমবায় সমিতি। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন বৈকুণ্ঠচক বিদ্যাল শিল্প সমবায় সমিতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে গত ২০ নভেম্বর, ১৯৯৭
৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে সমবায়মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল, অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়।

সমবায়মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বক্তব্য রাখছেন।

অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্তকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হচ্ছে। তাঁর ডানদিকে সভাপতি শ্রী সুশীল ঘোষ ও বাঁদিকে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায় ও সমবায় নিবন্ধক শ্রী অতনু পুরকায়স্থকে দেখা যাচ্ছে।

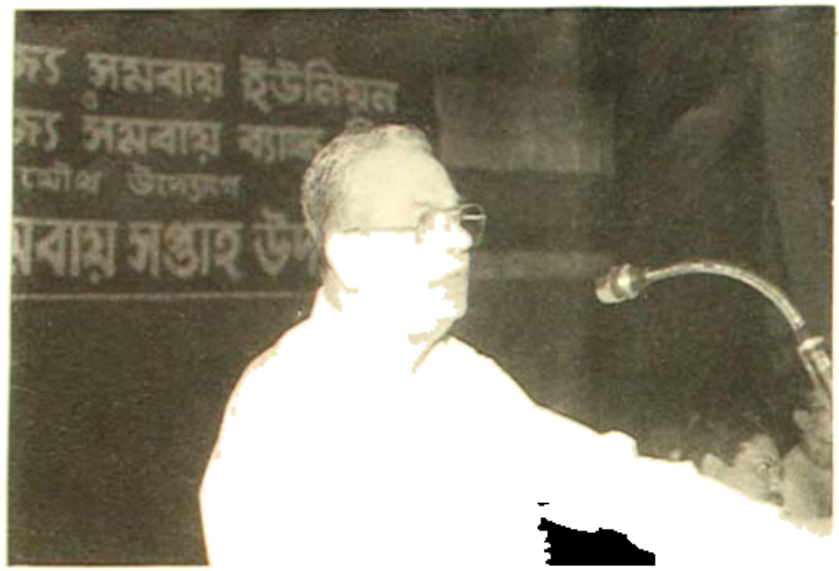

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসুনীল ঘোষ স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মৈনুল হাসান বক্তব্য রাখছেন।

সমবায় সচিব শ্রীঅমিতকিরণ দেবকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হচ্ছে।

সভার প্রারম্ভে পুষ্পস্তবক দিয়ে সমাগত অতিথিবৃন্দকে বরণ করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ।

দীপালি ঘোষ

"ছোট-আমিকে বড়-আমির দিকে নিয়ে যাওয়াই সমবায়ের দর্শন" — স্বামী সর্বলোকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সচিব অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণদেবের বাণীর সাথে সমবায় দর্শনের মিলটা কোথায় তা সমবায় সপ্তাহের অনুষ্ঠানে সকলের সামনে তুলে ধরলেন। গত ১৭ নভেম্বর বিকাল ৫টায় মিশন ভবনে আয়োজিত সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান স্টাফ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান এমপ্লয়িজ স্টোর্স অ্যান্ড ক্যান্টিন কো-অপারেটিভ সোসাইটি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায় বলেন, পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের কুফল থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র সমবায় ব্যবস্থা। উপরোক্ত ক্রেডিট সোসাইটির এবং সভার সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার সমবায় ক্ষেত্রে যে পরিকাঠামো গড়ে দিয়েছেন ও যে সুযোগ-সুবিধা প্রদানিত করে রেখেছেন তা সেল গঠনের কোন কাজেই লাগবে না যদি আমরা সকলে এগিয়ে এসে তার সদ্ব্যবহার না করি।

(অ. রা)

কাশীপুরের গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে সমবায় সপ্তাহের অনুষ্ঠান

গত ১৮ নভেম্বর ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের পঞ্চম দিনটি চিহ্নিত ছিল সমবায়ের মাধ্যমে স্থিতিশীল মানবউন্নয়ন দিবস হিসাবে। অতিথি বরণ ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরেই দি গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটির সৌজন্যে ওয়ার্কশেল ক্লাবে ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠানটি শুরু হল। প্রারম্ভিক পর্বে পরিবেশিত তিনটি সঙ্গীতে সভার মূল সুরটি সকলের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন। 'জনবানো পুষ্পে ভরা'র মধ্যে বলা হয়েছিল আমাদের বসুন্ধরায় সবই আছে। সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে যেতে হলে সমবায় থেকে বিচ্ছুরিত সমৃদ্ধির আলোকের এই কর্মধারায় নিজেদের যুক্ত করে নিতে হবে। তবেই আমরা যেতে পারব সেখানে যেখানে 'ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙিন'। পাঁচজন বন্ধুর সমিতিটি তার কাজের মাধ্যমে ও পরিবেশের প্রসারণে অবদানের সম্ভার সাজিয়ে সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে কথাই বললেন জেনারেল ম্যানেজার জে আর কালিয়া। সমিতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিবেশন করে সমিতির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সরোজকুমার মুন্সী ও সভাপতি অজয়কুমার ঘোষ সমিতির সাফল্যের দাবি ও স্থিতিশীল মানবউন্নয়নের ক্ষেত্রে সমিতির ভূমিকাকে যুক্তিযুক্ত ভাবেই প্রতিষ্ঠা করেন। সভার উদ্বোধক ছিলেন ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস্ অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ-এর সভাপতি চঞ্চল চ্যাটার্জি। তিনি নতুন অর্থনীতির পরিমণ্ডলে সমবায় আন্দোলনকে আরও সক্রিয় হতে আহ্বান জানালেন। সাথে সাথে সমবায় ঋণ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে কিছু অস্ত্রোষ — কিছু অবহেলার কথাও বললেন। অষ্টম পরিকল্পনায় সমবায়কে অর্থনৈতিক উদ্যোগ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করে সমবায় সমিতিতে সদস্যদের বাধ্যতামূলক-ভাবে ডিফল্টারের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, কলকারখানা, অফিস-কাছারিতে নতুন নিয়োগ না হওয়ায় অবসরগ্রহণের সাথে সাথে সদস্য সংখ্যা পাওয়ায় আনুপাতিক হারে একদিকে যেমন কর্মচারী সমিতিগুলির আয় কমছে অন্যদিকে বেতন কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্মচারী সমবায়গুলির বেতনভুক্ত কর্মীদের মধ্যেও প্রত্যাশা জমছে। অন্যদিকে পরিতাপের বিষয় হল সরকারের তফসিলি তালিকায় জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থাকলেও সমবায় ব্যাঙ্কের জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা তখনই হয়নি। তবু সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অগ্রবর্তী পদক্ষেপের জন্য শ্রীচাটার্জি গর্বিত বোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গের এবিষয়ে এখনও কিছু করার আছে। বর্তমানে এখানে অকৃষি সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫১টি হলেও এখনও ৮টি জেলায় এরূপ কোন ব্যাঙ্ক নেই। তাছাড়া সমবায় আইনের পরিবর্তন করে উদারীকরণ সরকার যাতে সমবায়ের স্বাধিকারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ তার দুর্বার গতিকে ব্যাহত করতে না পারে। প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায় বলেন, সমবায় সদস্য, প্রতিনিধি, পরিচালক, কর্মকর্তা সকলেই যদি নিজের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন তাহলেই যথেষ্ট নিজেদের কল্যাণের সাথে সাথে সংরক্ষণাত্মক মানবউন্নয়ন আপনা থেকেই সাধিত হবে। এজন্য তাঁদের বুদ্ধি-বিশ্বাসাগর-বিবেকানন্দ-বিনোবার মত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে না। সভা শেষে সকলেই যেন সেই অঙ্গীকার পূরণেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে গেলেন। ব্যাঙ্ক ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীচাটার্জি ছাড়াও সম্পাদক বাসবিমোহন সেন অনুষ্ঠানে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করেন।

ম. ব

সমবায় আন্দোলনে এগিয়ে কেরালা

কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত "স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমবায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি" শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রে বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. অমিয়কুমার বাগচি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই কেরল রাজ্যে জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা দুটি বিষয়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায়

চেতনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তিনি বলেন, উদার অর্থনীতির যুগে সমবায় ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য স্বনির্ভরতার উপর জোর দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সমবায় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে গ্রামের মানুষের জীবনমানের স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হবে।

গত ৮ নভেম্বর নীলরতন সরকার মেডিকাল কলেজের এল এল টি হলে এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীলকুমার বোস বলেন, নেহরু-পরবর্তী যুগে সমবায় আন্দোলনের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক উপেক্ষা সত্ত্বেও এই আন্দোলন প্রায় গতিতে দেশের সর্বত্র গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছে গেছে। সারা ভারতে আজ প্রায় চার লক্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ১৯ কোটি ছাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সমবায় আইন এই আন্দোলনের বিকাশের পক্ষে অনেকটা মূল প্রতিবন্ধক। দক্ষ পরিচালকের অভাবও একটা কারণ। এরাজ্যে সমবায় বিকাশের জন্য রাজ্য সরকারের আরও তৎপর হতে হবে এবং পাশাপাশি সমবায়ের সংগঠকদেরও বেশি করে উদ্যোগী হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের সভাপতি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় দৃঢ়তার সাথে ভারতে সমবায় আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরল ছাড়া অন্যান্য যেসব রাজ্যে সমবায়ের লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটেছে তার সুফল নয়া জমিদারদেরই কুক্ষিগত করছে। কেরলে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায়ের ব্যাপক ভিত্তি আছে। ত্রিপুরায় সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠার পথে। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায়ের বিকাশ পাশাপাশি চলছে। চাষিদের ৭৫% কৃষিঋণ দেওয়া হয় সমবায়ের মাধ্যমে। সমবায়ের উদ্যোগে পণ্য বিপণন কেন্দ্র, কোল্ডস্টোরেজ গড়ে উঠছে, ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। মানুষ সমবায়ের সুফল পাচ্ছেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পার্থ সেনগুপ্ত, আরতি ভট্টাচার্য, প্রভাত ভট্টাচার্য এবং ভোলানাথ দত্ত প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি নিরুপম চক্রবর্তী সমবায় আন্দোলনের প্রসারের কাজে এই সংগঠনের দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করেন। সম্পাদক কনক তাদুড়ি ভবিষ্যতে জেলা ইউনিয়নের উদ্যোগে এই ধরনের সেমিনার আবার আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। ইউনিয়নের সহ-সভানেত্রী প্রীতি ওহদেদুমদার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

□ কনক তাদুড়ি

Government of West Bengal
Department of Cooperation

No. 4536-Coop/D/7s-1/85
Dated, Calcutta, 27 November 1997.

Notification

Whereas it is felt necessary to abolish the Common Cadre Authority as constituted under this Department's notification no. 980-Coop. dated 23.2.82 in the interest of the co-operative movement in general;

Now, therefore, the Government is pleased to rescind the notification no. 980-Coop., dated 23.2.82 with effect from the date of issue of this notification.

By order of the Governor.
S. C. Bhadra
Deputy Secretary to the
Government of West Bengal.

No. 4536/1(2) - Coop

Calcutta
27 November 1997.

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** **&** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি মেখে। যে
পাখী না থাক
হাট পাকা আছে,
পৌষ পরব আছে
আছে পিঠে
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

এন্তজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
In Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
33-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

BHANDAR ■ Regn. No. 5451/62 ■ December-97 ■ Vol. XXXV ■ Postal Regd No. WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১ ৬২৭৫৯, ৬২৪১৭ ৬২৭৪৮

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
চেয়ারম্যান

পত্রিকার কার্যালয় সম্পর্কে ইউনাইটেড বুক অথরিটি লিঃ কর্তৃক ২৫৫, নেতাজি সুভাষ রোড (৩য় তল), কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২১০-১১২১ থেকে প্রকাশিত এবং অনাদি প্রিন্টার্স, ১২০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যার মূল্য পাঁচ টাকা